সাহিত্যপ্রকাশিকা

যাদুনাথের ধর্মপুরাণ

অনাদ্যের পুঁথি

সাহিত্যপ্রকাশিকা

তৃতীয় খণ্ড

বিশ্বভারতী-গবেষণাগ্রন্থমালা

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

সাহিত্যপ্রকাশিকা।	প্রথম খণ্ড	দশ টাকা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

প্রাচীন ভারতে নারী	দুই টাকা
জাতিভেদ	পাঁচ টাকা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী

মহাভারতের সমাজ	দশ টাকা
মীমাংসা-দর্শন	এক টাকা
মিতাক্ষরা : দায়বিভাগ	তিন টাকা
তন্ত্রপরিচয়	দুই টাকা
জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তরঃ	সাড়ে পাঁচ টাকা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার	আড়াই টাকা
মৈত্রী-সাধনা	আট আনা

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	তিন টাকা

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

সাহিত্যপ্রকাশিকা।	দ্বিতীয় খণ্ড	ছয় টাকা
ঐ	চতুর্থ খণ্ড	(যন্ত্রস্থ)
গোর্খ-বিজয়		পাঁচ টাকা
পুঁথি-পরিচয়।	প্রথম খণ্ড	দশ টাকা
ঐ	দ্বিতীয় খণ্ড	পনেরো টাকা
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র।	দ্বিতীয় খণ্ড	পনেরো টাকা
ঐ	প্রথম খণ্ড	(যন্ত্রস্থ)

সাহিত্যপ্রকাশিকা

তৃতীয় খণ্ড

আগমপ্রকাশ : দ্বাদশ পুরাণ : ধর্ম-ইতিহাস
যাত্নাথের ধর্মপুরাণ : অনাদ্যের পুথি

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন

॥ প্রবেশক ॥

ধর্মঠাকুরের প্রতি বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি বহুদিন পূর্বেই পড়িয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকালের বাদ-বিবাদেও ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজার স্বরূপ যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যের পূর্ব কাজের পরিপ্রেক্ষিতে মদীয় তত্ত্বাবধানে যাদুনাথের পুঁথির বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীমতী লীলা রায় ১৯৫৪ সালে এম্-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন; তিনি মূল পুঁথির সম্পাদনা করেন নাই। ১৯৫৫ সালে শ্রীমতী শেফালী সরকার এম্-এ আমার অধীনে রামাই পণ্ডিতের ভনিতাযুক্ত 'অনাদ্যের পুথির' সম্পাদনা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিভিন্ন ধর্মপুরাণ এবং পদ্ধতির পটভূমিতে। খণ্ডিত 'অনাদ্যের পুথির' কতক অংশ পরে পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে এই পুঁথিখানির পুনঃসম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। প্রস্তুত গ্রন্থে, তুলনাত্মক পাদটীকাযুক্ত ভূমিকায় ও শব্দকোষ সমেত বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনীতে, উভয় পুঁথির সম্পাদিত মূলানুসারে ধর্মসাহিত্য ও ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলাম। ১৯৫৭ সালে 'রূপরামের ধর্মমঙ্গলের' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় ধর্মঠাকুর সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার সূত্রসমূহ যথাযোগ্য স্থানে গৃহীত হইয়াছে। ধর্মসাহিত্য ও ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বিষয়ে আমার সমীক্ষা সংক্ষেপে বলিতেছি; বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকার পাদটীকায় ও 'পুনশ্চ' অংশে পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালার নাথ-পন্থের মতো ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারার বহুধা বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকার স্বল্পপরিসরে সম্ভব না-হইলেও, মদীয় সূত্রনির্ণয় যে ভ্রান্ত নহে, সে বিষয় নিঃসংশয়; এই সূত্রানুসরণে আলোচনার বিস্তারে ধর্মঠাকুরের স্বরূপে আরও আলোকপাত হইবে, আশা করি। এই বিষয়ের বিস্তৃত ধারাবাহিক বিশ্লেষণ প্রস্তূয়মান 'ধর্মপূজাপদ্ধতি' গ্রন্থের ভূমিকায় মিলিবে। প্রস্তুত গ্রন্থে ধর্মপূজা ও ধর্মঠাকুরের যে স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বৈদিক ও তান্ত্রিক কায়সাধনার নিঃসন্দেহ রূপকধর্মী।

বেদ ও তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট; তাহা প্রাকৃত-অপভ্রংশের স্রোত বাহিয়া ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই এবং নদীর মূলস্রোতে উপনদীসমূহের মতো জৈন বৌদ্ধ ঈরানীয়, ইসলামি, আর্যেতরাদি প্রভাবও ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজায় আসিয়া পড়িয়াছে স্বাভাবিকভাবেই। যাহাই হউক, এই গ্রন্থে কেবল মূলধারার স্বরূপ বিশ্লেষণ সংক্ষেপে করা হইল।

বৈদিক সাহিত্যে যে যোগপথ সূক্ষ্মরূপে আভাসিত হইয়াছে, তন্ত্রে বা আগমে তাহা বিশদভাবে বিবৃত দেখা যায়। শ্রুতি স্মৃতি দর্শনাদিতে সূক্ষ্ম কথার প্রসঙ্গ, তন্ত্রে ও পুরাণে স্থূল কথার অবতারণা। শ্রুতি স্মৃতি দর্শনের দুর্বোধ তত্ত্বসমূহ তন্ত্রে ও পুরাণে সুবোধ্য প্রতিমার রূপে ও বিস্তারিত আকারে খণ্ডবিখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্রের শক্তিসাধন-পদ্ধতি, যোগবিদ্যার চিত্রিত ছবি এবং পুরাণের দেবদেবী-সমূহ বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার খণ্ডিত স্থূলরূপ বা প্রতিমা। কেবল তাহাই নহে, এই সকল তত্ত্ব সাধক ও সাধারণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ (প্রধানতঃ ত্রিবিধ) ইতিহাসেরও সৃষ্টি হইয়াছে। আর্যশাস্ত্রে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় পরমার্থতত্ত্ব, ব্যবহারিক জ্ঞান নহে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ উপদেশপূর্ণ যে পুরাবৃত্ত, তাহাকেই আর্যেরা বলিতেন ইতিহাস। আর্যশাস্ত্রে ইতিহাস পরমার্থজ্ঞানের প্রবাহকমাত্র; সে সমস্তই আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ পারমার্থিক ইতিহাস,—অধ্যাত্ম জগতের প্রকৃত ঘটনা ও তত্ত্বকথা।—এই দৃষ্টিতে হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের মূল বৈদিক কাহিনী ধর্মপূজার রূপকাধারে রচনা করিয়া যাদুনাথ তাঁহার গ্রন্থকে 'পুরাণ', 'আগম', 'ইতিহাস' বলিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার নৈপুণ্যে এই সকল অভিধা অন্বর্থনামা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদাডোমের ধর্মপূজা অস্বীকার করায় সস্ত্রীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিপত্তি ঘটিয়াছিল। ফলে, তাঁহাকে দুইবার ধর্মপূজা করিতে হয়;— প্রথমতঃ, রামাই-গুরুর আজ্ঞায় বল্লুকায়, দ্বিতীয়তঃ, সদাডোমের বাড়িতে— নগরবাহিরে। প্রথমে যথাবিধি কাম্যপূজায় হয় তাঁহার পুত্রলাভ এবং পুত্রোৎসর্গের পরে, বারো বলিদানে দ্বিতীয় পূজায় হয় তাঁহাদের বৈকুণ্ঠবাস, সুমেরু পর্বতশিখরের (বা 'শিরদণ্ডের') উপরে।—ইহা আদ্যন্তে কায়যোগের

কথা। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি-মতে, আচরণীয় কৃত্যাদির ন্যায় ধর্মপূজা-বিধানের 'ভূতশুদ্ধি' 'অঙ্গন্যাসাদি' এবং নবাবিষ্কৃত ধর্মপূজাপদ্ধতিসমূহের 'আপৎস্তম্ভ', 'ঘরদেখা', 'হংসচরানো', 'ঘরভাঙ্গা' বা 'শরীর-বিচার' নামক অংশসমূহ এই আলোচনায় কুঞ্চিকাস্বরূপ মনে করি। কাহ্নপাদের 'অন্ত্যজ ডোম্বী চর্যা', দারকের 'বিপরীত করণ' ইত্যাদি বিভিন্ন চর্যাগীতির ও কবীরাদি মধ্যযুগের সন্ত কবিদের দোহাবচনের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র প্রথম ধর্মপূজা করিয়াছিলেন জলপথে বল্লুকার দ্বীপে গিয়া। এই দ্বীপ উচ্চদ্বীপ, মণিদ্বীপ, হিমকর-করচয়যুক্ত জলদ্বীপাকার 'আজ্ঞাচক্র'। ইড়া পিঙ্গলার গঙ্গা যমুনা বাহিয়া দেহ-নগরের এই শেষ চক্রের উর্ধ্বভাগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পৌঁছিতে হয়, 'ষোল সন্ধি' ও 'দশ কপাট' পার হইয়া। বল্লুকায় তপস্যারত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের ন্যায় আজ্ঞাচক্রেও এই ত্রিদেবের বসতি। ঠং বীজরূপ চন্দ্রস্বরূপ ধর্মঠাকুরের অবস্থান এখানেও (দ্র. ভূ. পৃ ৭৮ পা-টী ৪)। ধর্মপুরোহিত এখানে ধর্মস্বরূপ 'ব্রাহ্মণ-মুনি' রামাই পণ্ডিত।

আজ্ঞাপদ্মের পরে, সহস্রার পদ্মে ধর্মের শেষ পূজা করিলে ব্রত সাঙ্গ হয়। এই সহস্রার পদ্ম নগরবাহিরে সদাডোমের কুঁড়েঘর। যাদুনাথের মতে, সদাডোম অঙ্গভেদে স্বয়ং 'সদাশিব' এবং সেইজন্যই 'ধর্মডোম' সংসারে পূজিত। প্রসঙ্গতঃ, ধর্মপূজায় ডোমজাতির বিশেষ অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গে কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে প্রায় সকল শ্রেণীর ঘরেই পূজিত হন ধর্মঠাকুর কুলদেবতারূপে ; উপরন্তু, ইনি বারোয়ারী দেবতা, আগম-মার্গের ন্যায় ধর্মের দুয়ারেও 'মানা নাই' কাহারও। তবে ডোমজাতির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, মনে হয়, স্থূলতঃ লোকবিশ্বাসে,—'সদাডোমের' তত্ত্বরূপ হইতে ; নগরবাহিরের যে কুঁড়েঘরে (অর্থাৎ সহস্রারে) শেষ ধর্মপূজা করিতে হয় সেই কুঁড়েঘরের বাসিন্দা স্বয়ং সদাডোম। সহজিয়া তন্ত্রে, পঞ্চ কুলের অন্যতম কুল 'ডোম্বী'। ডোমের মতো হাড়ি-চণ্ডাল জাতিরও অনুরূপ প্রাধান্য আছে ধর্মপূজায়। ঐহিক মদগর্বে ধর্মাবমাননার প্রতিফলে, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে হাড়ির হাতে অপমানিত এবং হাড়ির ঘরে বিক্রীত হইতে হইয়াছিল। ধর্ম-কামিন্যা আদ্যা চণ্ডীর বিশেষক 'হাড়ি-ঝি'। সহজ তন্ত্রে, পঞ্চ কুলের অন্যতম আর-একটি কুল 'চণ্ডালী' ; তান্ত্রিক ধর্মপূজায়

হাড়ির প্রাধান্যের ইহাই হেতু, মনে হয়। পক্ষান্তরে, কায়যোগে অন্তঃস্থ বায়ুর নাম কামচণ্ডালী 'ডোম্বী'; কুণ্ডলিনীশক্তিও 'ডোম্বী'। বায়ু-বিজয় না করিলে, কুণ্ডলিনীর 'যোগনিদ্রা' ভাঙ্গে না। যে কূর্মপীঠে ধর্মপূজা সেই 'কূর্ম' দশ বায়ুর বহিঃস্থ এক বায়ুর নাম। এই 'কূর্মের মাতা পদ্মাবতী, পিতা কমল ঋষি, গুরু সহজানন্দ, বাস সরোবরে'; এই সরোবর (বা শ্বেতগঙ্গা) সহস্রারের সোমসরোবর; এই সরোবরই রক্ষা করেন ডোমের কন্যা; ইহারই পাড়ে বাস সদাডোমরূপ সদাশিবের। বাঙ্গালার সেঁজুতি-ব্রতের আলপনাতেও চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে 'ডোম্‌না-ডোম্‌নীর' চিত্রে ও ডোম্‌নীর মুণ্ড-বলিদানের কৃত্যে ধর্মপূজার এই বিচিত্র ধারারই অনুবর্তন হইয়াছে, দেখা যায়।

✓ধর্মপূজাবিধান-মতে, সুষুম্না নাড়ী ('সুষুম বেদ') বিদ্ধ করিয়া 'ভবনদী' পার হইতে হয়। আজ্ঞাচক্র অতিক্রম করিয়া সহস্রার পর্যন্ত সুষুম্না নাড়ীর গতি। চন্দ্র-সূর্য ও অগ্নি -স্বরূপা এই নাড়ী। ছান্দোগ্যোপনিষদে সুষুম্নাকে মস্তকভেদকারিণী বলা হইয়াছে (৮-৬-৬)। মতান্তরে, ইহাই শূন্যপদবী ব্রহ্মনাড়ী ('বাহ্ম নাড়িআ') এবং ধর্মমঙ্গলের পরিভাষায়, 'আনন্দ-স্কন্ধ' হাকন্দ নদী, অতুল রাতুল ইহার জল। এই হাকন্দ নদীতে উজান বাহিয়া জীবাত্মারূপ হিরণ্ময় হংস এবং 'নদীতীরজাতা' আদ্যা কুণ্ডলিনী সমরসে চলেন সহস্রারের সোমসরোবরে, কৌতুকে মৃণাল তুলিয়া খাইতে। হাকন্দ নদীর যৌগিক পরিভাষা 'বেঙ্কানাল' বা 'ইন্দ্রনাল', লাক্ষাভ 'ইন্দ্রজল' ক্ষরিত হয় এই পথ দিয়াই। এই হাকন্দ নদীর তীরে নিজ দেহ নব চক্রে নব খণ্ড করিয়া নব রত্ন জ্বালিয়া ধর্মপূজা করিতে হয় এবং সর্বশেষে পূজা করিতে হয় নিজ মাথা কাটিয়া। এই 'বিপরীত করণে' 'হাকন্দতীরে' 'পশ্চিমোদয়' হয় অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে অর্থাৎ তান্ত্রিক 'মহানিশায়'। পক্ষান্তরে, ষট্‌চক্রভেদকারী সিদ্ধ যোগীর শিরঃস্থ উল্টা-কমল সহস্রদল পদ্মের ভ্রমরগুফায় পশ্চিম দিকের পাটে একই সঙ্গে উদিত হয় চন্দ্র এবং সূর্য,—এই কথা 'গোরখ-বানী' ও কবীরের দোহাবচনাদিতে যোগরূপকের ভাষায় পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে এবং চর্যাগীতিতে আছে ইহার প্রত্যক্ষ জড়। এই 'পশ্চিমোদয়' বৈদিক 'শিরোব্রতের' অনুরূপ (তু. এই মস্তকেই অথর্বা প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন— 'ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত মূর্ধ্নো বিশ্বস্য

বাঘতঃ'—ঋগ্বেদ ৬-১৬-১৩)। পশ্চিমোদয়ের ফল হইতেছে,—সহস্রার কমলের কল্পবৃক্ষমূলে চতুর্দ্বারী মন্দিরস্থ 'মেধীভূত' শ্রীধর্মচরণে প্রত্যাবৃত্ত হংসের মহাশূন্যে আত্মগোপন, (দ্র. ভূ. পৃ ৪২ পা-টী ১, পৃ ৪৪ পা-টী ৩) অর্থাৎ 'সুষুম বেদ' বিন্ধিয়া স্বরূপশূন্য জীবাত্মার শান্ত ও আনন্দময় চরম অবসান। ধর্মপূজা-পদ্ধতির একখানি পুঁথির এই কয়টি ছত্রে ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজার যেন মর্মকথাটি প্রকাশ পাইয়াছে ;—

চন্দ্র সূর্য সমরস আদি উর্ধ্ব সার, কহিলেন পণ্ডিত রাম শরীর-বিচার।
শরীর-বিচার গাইল্য পণ্ডিত রাম হংসপদগতি, শুনিলে শ্রবণসুখ পাইব মুকতি ॥

বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন
২ শ্রাবণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

। সংকেত। গ্রন্থপঞ্জী।

অ — পাঠান্তর

অ-অ — অশোক অবদান-অন্তর্গত 'পাংশুপ্রদান অবদান', শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (অপ্রকাশিত)

অ-ম — অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্মপুরাণ, রামদাস আদক, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪৫

অস. — অসমীয়া

আ — আরবী

আ-বা-প — আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক)

ই. — ইত্যাদি

উপ — উপসংহার

উপভা. — উপভাষা

ক — কবীর, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী-গ্রন্থ-রত্নাকর কার্যালয়, বম্বই, ১৯৪৭

ক.ক — কবি কর্ণের 'ষোলপালা,' অরুণোদয় প্রেস, কটক, ১৯৪৬ ই.

ক. চ — কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী, কলিকাতা ১৩৩৩

কূর্ম — কূর্ম-পুরাণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত ও সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩৩২

খৃ — খৃষ্টাব্দ

গী — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গো-গী — গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া, ৯৩০৭ মহাজনী সাল

গো-বি — গোর্খ-বিজয়, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬ : ১৯৪৯

চ-প — চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্যসভা, বর্ধমান, ১৯৫৬

চি-প-স ২খ — চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯ : ১৯৫৩

চৈ-ম — চৈতন্যমঙ্গল, কবি জয়ানন্দ, নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১২

জী-কো — জীবনীকোষ, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, রেঙ্গুন, ১৩৩৬

ত-প — তন্ত্রপরিচয়, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

তু. — তুলনীয়

দ. রা — দক্ষিণ রাঢ়

দ্র. — দ্রষ্টব্য

দ্র. ভূ. — ভূমিকা দ্রষ্টব্য

ধ-পূ-বি = ধর্মপূজা-বিধান, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩

প-রা — পশ্চিম রাঢ়

পা — আদর্শ পুঁথির পাঠ

পুঁ-প ১খ = পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত, বিশ্বভারতী ১৩৫৮ : ১৯৫১

ঐ ২খ — পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত, বিশ্বভারতী, ১৩৬৪ : ১৯৫৮

পুঁ-সং = পুঁথিসংখ্যা

পু-দ — পুরোহিতদর্পণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, অষ্টম সংস্করণ, ১৩১৬

পৃ = পৃষ্ঠা

প্রা. — প্রাকৃত

প্রে-গু — প্রেমিক-গুরু, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৩১

ফা. — ফারসী

ব. রা = বর্ধমান-রাজবংশানুচরিত, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান, ১৩২১

ব. শ — বঙ্গীয় শব্দকোষ, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, 'বিশ্বকোষ' ও 'স্যাক্সো' প্রেস, কলিকাতা, ১৩৩০-৫৩ বঙ্গাব্দ

ব-সা-প্র ২ = বর্ধমান-সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ধমান ১৩৫১

বাং — বাঙ্গালা

বা-দে-ই — বাংলা দেশের ইতিহাস, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬

বা-সা-ই ১খ, ২সং — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীসুকুমার সেন, কলিকাতা, ১৩৫৫ : ১৯৪৮

বা-সা-ক — বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীসুকুমার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২

বি. — বিশেষ

বি-ভা-পুঁ, সং — বিশ্বভারতী-পুঁথিসংখ্যা

বি-ম — বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৫

বে-দে-কৃ — বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬১

ভা — শ্রীমদ্ভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১০

ভা-ই — ভাষার ইতিবৃত্ত, শ্রীসুকুমার সেন, চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্যসভা, বর্ধমান, ১৯৫০

ভা-গ্র — ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বঙ্গবাসী, ১৩০৯

ভূ. পৃ পা-টী — ভূমিকা পৃষ্ঠা পাদটীকা

ম — মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাম প্রেস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৩৫

মু — মুণ্ডকোপনিষৎ, উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা

যো-গু = যোগীগুরু, স্বামী নিগমানন্দ, সপ্তম সংস্করণ, সারস্বত মঠ, যোরহাট, আসাম, ১৩৩৩

যো-চি — যোগচিন্তামণি, সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি (গোর্খ-বিজয়)

রূ-ধ ১খ, ১সং = রূপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, সাহিত্য-সভা, বর্ধমান, ১৩৫১

ঐ ঐ, ২সং — ঐ ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঐ, ঐ, শ্রীসুনন্দা সেন, এপিক পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৩

শূ-পু — শূন্যপুরাণ, নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩১৪

ঐ বসু — শূন্য-পুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির-প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৩৬

শ্রী-কী — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চতুর্থ সংস্করণ, বসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৬

শ্রী-চ — শ্রীশ্রীচণ্ডী, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৩০১

শ্রীধপু = শ্রীধর্মপুরাণ, ময়ূরভট্ট-বিরচিত, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৩৭

ঐ প — ঐ পরিশিষ্ট

শ্রীধম — শ্রীধর্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩১২

শ্রীধম — শ্রীধর্মমঙ্গল, ঘনরাম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা, [সন তারিখের অংশ খণ্ডিত]

সং — সংস্কৃত

সা-মে — সাহিত্যমেলা, ক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ

সূ. সি. — সূর্যসিদ্ধান্ত

হি. = হিন্দী

১ম সং — প্রথম সংস্করণ

২সং — দ্বিতীয় সংস্করণ

* — সম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি

A-I-A — Ā'in-I-Akbari, H. Blochmann, Calcutta Madrasah, 1873

Census — Census 1951, West Bengal, Burdwan, Howrah, Hooghly, A. Mitra, 1953, 1952

I-F-L — Indian Folk, Lore, Praphullaohandra Pal, Gopinath Sen, Calcutta,

S-B-E — The Secred Books of the East, edited by F. Max Müller, Oxford, 1884

ভূমিকা

ভূমিকা

যাদুনাথের ধর্মপুরাণ-গ্রন্থের নবাবিষ্কৃত মাত্র একখানি প্রতিলিপিই[১] এই প্রথম প্রকাশে ব্যবহৃত হইল। ইহার দ্বিতীয় কোনও পুঁথির সন্ধান অদ্যাপি কোথাও মিলে নাই। হাওড়া জেলার ডোমজুড়[২] গ্রামে এক তাঁতীর[৩] বাড়ি হইতে সংগৃহীত[৪] একটি মূল্যবান্ পুঁথিস্তূপের মধ্যে এই পুঁথিখানি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। ১৩½"×৫" আকারের ৬৭ পত্রে পুঁথিখানি সম্পূর্ণ; মধ্যে পঞ্চম পত্র পাওয়া যায় নাই; কীটদষ্ট বিংশ পত্রখানির কিয়দংশমাত্র[৫] অবশিষ্ট আছে। পুঁথিটির লিপিকাল[৬] ১১৪৭ বঙ্গাব্দের[৭] ২২ বৈশাখ।

মূলগ্রন্থের রচনাকালের এই হদিশ[৮] পাওয়া যাইতেছে,—

শুনএ ভকত ভাই কর অবধান   যথন সমাপ্ত এই ধর্মপুরাণ।
খেত্রিবংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম   প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম।
কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপ-বিমোচনে   চিরকাল রাজুতি করেন বর্ধমানে।
মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী   সেইকালে কৃষ্ণরাম (-নাম) নিল বসুন্ধরী।
ভার্যা বন্দী দাস হয়ে করোড়ি তাহার   সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার।
আঁকশক নাঞি জানি কইনু মূর্খভাষ   হরি হরি বল ভাই ধর্মের উল্লাস।
লেখা করি বোঝ গীত যত দিন হয়   বন্দনা হইল সায় যাদুনাথ কয়॥

অল্পসল্প গোলযোগ থাকিলেও এই পয়ারের অর্থ এই,— ক্ষেত্রি[৯]বংশজাত কৃষ্ণরাম দীর্ঘকাল বর্ধমানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান্ পুণ্যশ্লোক নরপতি। বলরাম রায়ের মৃত্যুর পরে পুরী অরাজক হইলে কৃষ্ণরাম রাজা হন। কালক্রমে কৃষ্ণরাম নিহত হইলে, তাঁহার পত্নীগণ বন্দী হন এবং দেওয়ান (=করোড়ি) দাসত্ব স্বীকার করেন। তখনই যাদুনাথের এই গীতরচনার সমাপ্তি।

---

১ বি-ভা-পুঁ, সং ৯২৩; দ্র. পুঁ-প ২থ, পৃ ১৩৭

২ বর্তমানে কলিকাতার অনতিদূরে, হাওড়া-আমতা রেলপথের একটি ষ্টেশন

৩ সম্ভবতঃ যাদুনাথের অধস্তন বংশধর

৪ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির সন্ধানে' (দ্র. আ-বা-প, ২৭ আশ্বিন ১৩৫৮)   ৫ দ্র. আলোকচিত্র (পৃ ৩০)

৬ দ্র. পৃ ১০৪ ও আলোকচিত্র; প্রথম প্রকাশ পুঁ-প ১থ, পৃ ২২০-২১

৭ খৃ ১৭৪০-৪১   ৮ পৃ ৯-১০ ও দ্র. আলোকচিত্র   ৯ খেত্রি, ছেত্রী∠ক্ষেত্রি∠ক্ষত্রিয়

যাদুনাথ বলিয়াছেন, বলরাম রায়ের মৃত্যুর পরে পুরী অরাজক হইয়াছিল এবং তখনই কৃষ্ণরাম রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বর্ধমান-রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থে[১] কৃষ্ণরামের পূর্বে বলরাম রায় নামে কাহাকেও পাওয়া যায় না, পাই ঘনশ্যামকে[২]; বলরাম ঘনশ্যামের নামান্তর হইতে পারে[২]। কৃষ্ণরামের ভার্যাগণ বন্দী হন, বিদ্রোহী শোভাসিংহের হস্তে; পরিণামে তাঁহারা 'জহুরী' হইয়াছিলেন জহরপানে জীবন বিসর্জন দিয়া। ইহার বিস্তৃত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাসে।

১০৮১ বঙ্গাব্দ বা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ঘনশ্যাম রায় পরলোক গমন করেন। ঘনশ্যামের (যাদু-নাথের মতে, বলরাম রায়ের) উত্তরাধিকার লাভ করেন কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরাম নিহত হন ১১০৩ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসের অমাবস্যা তিথিতে[৩]। তিনি রাজত্ব করেন ২২ বৎসর। যাদুনাথ এই সময়কেই বলিয়াছেন 'চিরকাল'। কৃষ্ণরামের রাজ্যান্তকালেই যাদুনাথ তাঁহার এই ধর্মপুরাণ-গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন, অর্থাৎ কবির নিজের বিবরণানুযায়ী গ্রন্থরচনাকাল পাওয়া যাইতেছে, ১১০৩ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ।

রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে কবি যাদুনাথের সম্বন্ধবিচার করা যাইতেছে। যাদুনাথ কৃষ্ণরামের সভাকবি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রাজার সান্নিধ্যে আসিলে, কবি রাজার পিতৃনামের উল্লেখে গোলযোগ ঘটাইতেন না। কিষণরামকে প্রদত্ত আলমগীর বাদশাহের ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ফরমানে[৫] দেখা যায়, সেকালের 'দোম' বর্ধমানরাজের জমিদারির তপশীল মহলের অন্তর্গত ছিল না, সুতরাং কবি বর্ধমানরাজের প্রজাও নহেন। তথাপি মনে হয়, যাদুনাথ নিশ্চয়ই কোন প্রকারে কৃষ্ণরামের সাহায্য ('রাজবৃত্তি') ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি রাজার পুণ্যমহিমা-প্রচারে কখনই এরূপ পঞ্চমুখ হইতেন না। আর একবার কবি 'ক্ষেত্রিবংশের' মহিমাপ্রচারে মুখর হইয়াছেন লুইধরের জবানীতে[৬]। ক্ষেত্রিবংশের নির্ভীকতা ও লক্ষ্যবেধে অব্যর্থতা তিনি বর্ধমানের ক্ষেত্রিরাজ কৃষ্ণরামের সময়েই দেখিয়া থাকিবেন। উপরন্তু, কৃষ্ণরামের মৃত্যুকালের উল্লেখ হইতে ইহাও মনে হয়, কাব্যরচনাকালে যাদুনাথ বর্ধমান হইতে বহুদূরে ছিলেন না।

কবির পরিচয় জানিবার জন্য ভনিতা বিচার করিতেছি। গ্রন্থশেষে যাদুনাথ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এইভাবে,[৭]

১ রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ১ম সং, বর্ধমান ১৩২১

২ ব. রা, পৃ ৫। এইরূপ ব্যাখ্যাও সম্ভব,—কৃষ্ণরাম দীর্ঘকাল বর্ধমানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের আক্রমণে কৃষ্ণরামের দেওয়ান, সেনাপতি (অথবা সহোদর) বলরাম মারা যান; তাহাতে পুরী অরাজক হয়। অতঃপর, সেই সময়ে পৃথিবী কৃষ্ণরামের নামও হরণ করিয়া লইল, অর্থাৎ যুদ্ধে কৃষ্ণরামের মৃত্যু হইল।

৩ ঐ, পৃ ৫-৮ ৪ ঐ, পৃ ৮ ৫ ঐ, উপ, পৃ ৫-৬ ৬ পৃ ৭৪ ৭ পৃ ১০৪ ও আলোকচিত্র দ্র.

দামোদরপতি পিতা দোমেতে আলয় পুণ্যবান্ বিনোদনাথ তাহার তনয়।
হতমূর্খ যাদুনাথ তাহার সন্ততি সংক্ষেপে রচিলাম প্রভুর মঙ্গলভারতী।

যাদুনাথের পিতার নাম বিনোদনাথ এবং পিতামহের নাম দামোদরপতি। নিবাস 'দোম' সম্ভবতঃ বর্তমানের ডোমজুড়[১]। আর একটি ভনিতায়[২] আছে, 'বিনোদনাথের সুত যাদুনাথে গায়'। এই পয়ারেও কবির পিতার নাম বিনোদনাথ। পক্ষান্তরে, সমগ্র গ্রন্থে[৩] কবি দুই বার আপনাকে 'ধর্মদাসের সুত' ও দুই বার 'ধর্মদাসের নন্দন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার আপনাকে 'যাদু ধর্মদাস' বলিয়াছেন চার বার[৪]। প্রসঙ্গতঃ এই ধর্মদাসের উল্লেখ হেতু কিছু গোলযোগ বাধা স্বাভাবিক। কবি যাদুনাথ আপনাকে ধর্মদাসের 'নন্দন' বা 'সুত' বলায় প্রশ্ন হইতে পারে, বিনোদনাথের নামান্তর 'ধর্মদাস' ছিল কি না। কিন্তু এই অনুমান টেকে না এইজন্য যে, কবি গ্রন্থে আপনাকেও চার বার 'যাদু ধর্মদাস' বলিয়াছেন। 'ধর্মদাস' এই নাম, পিতাপুত্রে একই সঙ্গে ব্যবহার করা স্বাভাবিক নহে; সুতরাং এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, ধর্মঠাকুরের সেবক, পূজক এবং পুরাণকার বলিয়া কবি স্বয়ং 'ধর্মদাস' এই নাম[৫] নিজে তো গ্রহণ করিয়াছিলেনই, এমন কি, বংশপরম্পরায় এই নাম গৃহীত হইয়াছে, ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। 'ধর্মদাস' নামে স্বতন্ত্র ব্যক্তির অস্তিত্বস্বীকার এই ক্ষেত্রে আদৌ অনাবশ্যক। ইহা ছাড়া, গ্রন্থের সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে 'শ্রীযাদুনাথ' তেইশ বার,[৬] 'যাদুনাথ' একচল্লিশ বার[৭] 'যাদু' সাত বার,[৮] 'যাদব পণ্ডিত' সাত বার[৯], এবং 'যাদব' তিন বার[১০]। ইহাতে মনে হয়, কবির সম্পূর্ণ নাম ছিল 'যাদবনাথ পণ্ডিত', সংক্ষেপে 'যাদুনাথ'। বাঙ্গালী বাপ-মায়ের আদরে 'যাদব','যাদু' হইয়া গিয়াছিল এবং কবি অপভ্রংশ 'যাদু' নামেই পরিচিত ছিলেন; স্বীয় গ্রন্থেও এই সুপরিচিত নামটিই ভনিতায় 'শ্রী'-সহযোগে পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। আদর্শ পুঁথিতে 'জ'-কারের ব্যবহারই করা হইয়াছে। 'জাদু' তদ্ভব ও ফারসী শব্দ। বানানে 'জাদু' ও 'যাদু' দুইটিই মূলানুগ। আমরা 'জাদুনাথ' বানানে 'জ' বদলাইয়া 'য' করিলাম— 'যাদব' এই মূল নামের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্যই।

'শোভারাম' কবির পুত্র, এই কথা যাদুনাথ নিজেই বলিয়াছেন[১১]। আবার 'খেলারামের'

---

১ পূর্বে দ্র. পৃ ১ ২ পৃ ১৬ ৩ পৃ ৪৩, ৭২; ৩৯, ৫২ ৪ পৃ ৬০, ৬১, ৮৬, ৮৮

৫ প্রসঙ্গতঃ, 'চণ্ডীদাস', 'কেতকাদাস' ও ধর্মমঙ্গলের 'ধর্মদাস' স্মরণীয়

৬ পৃ ২, ৬, ৭, ১৩, ১৫, ২০, ৩০, ৩৩, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৯২ ও ৯৫

৭ পৃ ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২৩, ২৫, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৫ ৬২, ৬৫, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৮৯, ৮৯, ৯১, ৯৩, ১০২ ও ১০৪

৮ পৃ ৩, ১৯, ২৭, ৩১, ৮৭, ৯৪ ও ১০১ ৯ পৃ ১৮, ২৪, ৩৭, ৫৪, ৬৫, ৬৮ ও ৭৯

১০ পৃ ১১, ২৮, ৭৪ ১১ পৃ ৬১ 'রক্ষ পুত্র শোভারামে'

জন্যও কবি ধর্মঠাকুরের নিকট কল্যাণ কামনা করিয়াছেন[১]। ইনিও কবির পুত্র হওয়াই সম্ভব; অথবা স্নেহভাজন কোনও নিকটতম আত্মীয়, পালাগায়ক হওয়াও অসম্ভব নহে।

যাদুনাথ জাতিতে বোধ হয় ছিলেন নাথযোগী। 'বনবাসে যাও যোগী যাদুনাথ বলে' এই ভনিতা[২] হইতে গৌণার্থে এই অনুমান সমর্থিত হয়। ইহা ছাড়া, প্রধান যোগিপীঠ মহানাদের মূল্যনিরূপণ[৩]; ধর্মব্রতীদের মহানাদে আশী হাট পরিক্রমান্তে ব্রত ('নীত') সমাপনের নিঃসংশয় নির্দেশ প্রদানে, এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। আর তৃতীয় গৌণ প্রমাণের উল্লেখ আগেই[৪] করা হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের ব্যবহৃত যাদুনাথের আদর্শ প্রতিলিপির মালিক ছিলেন সম্ভবতঃ তাঁহার অধস্তন বংশধর ডোমজুড়ের যোগী তাঁতীরাই।

কিন্তু ধর্মে যাদুনাথ ছিলেন বৈষ্ণব; তাহার অকাট্য প্রমাণ, গ্রন্থমধ্যে গ্রথিত তাঁহার স্বরচিত বা উদ্ধৃত বৈষ্ণবপদাবলী[৫] ও পদাংশ[৬]। এইগুলি ধুয়ারূপে তাঁহার বিবৃত বক্তব্য ও আখ্যায়িকার যেন মূল সুর। গৌণ প্রমাণও উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। গ্রন্থে ইতস্ততঃ সে সব ছত্র বিক্ষিপ্ত আছে। গ্রন্থের আদিতে ধর্মবন্দনায় তাঁহার শ্রোতামাত্রকেই কবি হরিনাম লওয়াইয়াছেন[৭]; দশ অবতারের বন্দনায় সকলকে 'ধর্মের পিরীতে হরি' বলিবার অনুরোধ[৮] করিয়াছেন; দিগ্‌বন্দনায় বৈষ্ণব দেবদেবী, বৈষ্ণব ভক্ত, গোরাচাঁদ, শচী ঠাকুরানী কেহই বাদ যান নাই[৯]। অতঃপর মূল গল্পকাহিনীর অনুসরণ করিবার সময় আমরা কবির বৈষ্ণবতার বিশিষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করিব।

যাদুনাথের দৃষ্টিতে ধর্মসাহিত্য ও রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, যাদুনাথ 'ধর্মপুরাণ' রচনা করিলেও, কোথাও ময়ূরভট্টের আদর্শের উল্লেখ করেন নাই এবং যাদুনাথের দৃষ্টিতে রামাইও মানুষ নহেন। সমগ্র গ্রন্থে যাদুনাথ 'পণ্ডিত রাম' বা 'রামাঞীয়ের' উল্লেখ করিয়াছেন মোট দশ বার; তন্মধ্যে চার বার[১০] পণ্ডিত রাম এবং ছয় বার[১১] রামাঞী। যাদুনাথের 'পণ্ডিত রাম' উল্লেখে কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য নাই; যেন মাত্র ছন্দ মিলাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'রামাঞী' উল্লেখের বৈচিত্র্য অনেক। তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রথম উল্লেখেই যাদুনাথ রামাইকে 'গুরু' বলিয়া মানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, রামাই পণ্ডিতই পৃথিবীতে 'ধর্মমঙ্গলের' প্রকাশক। রামাই

---

১ পৃ ৫৫ 'খেলারামে ধর্মরাজ রাখিবে কল্যাণে'

২ পৃ ১৪। তবে হরিচন্দ্রের যোগিবেশ ধারণের কথা অন্যত্রও পাওয়া যায় (দ্র. লক্ষ্মীমঙ্গল, দ্বিজ নরোত্তম, পুঁ-প ২থ, পৃ ৬৫৩)

৩ পৃ ৩৬, ৪০, ১৩৯ 'আশী(সি) হাটা বুলিলে'   ৪ ভূ পৃ ১ ও পা-টী, দ্র.   ৫ পৃ ৫৮-৫৯, ৭৪,

৬ পৃ ৪৩, ৫৬, ৬৪, ৮১, ৮৪, ৮৫, ৯০, ৯৪, ১০১   ৭ পৃ ২ 'হরি হরি সভার বদনে'   ৮ পৃ ৬

৯ পৃ ৭-৮   ১০ পৃ ২১, ২৫, ৪৫, ৫৫   ১১ পৃ ৯, ২৩, ৪২, ৫৬, ৮৭, ৯৪

সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখে যাদুনাথ বলেন, কলি-অবতারে নিরঞ্জন নিজেই রামাই পণ্ডিত নামে অবতীর্ণ। চতুর্থ উল্লেখে যাদুনাথ বলিয়াছেন, রামাই নিরঞ্জন স্বয়ং। বাকী উল্লেখত্রয় বৈচিত্র্যহীন। যাহাই হউক, যাদুনাথের দৃষ্টিতে আমরা রামাইকে পাইতেছি, ধর্মমঙ্গলের প্রকাশক স্বয়ং ধর্মঠাকুররূপে। ইহাতে রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচকদের সন্দেহই একদিকে যেমন দৃঢ়মূল হইতে থাকিবে, তেমনি রামাই 'ধর্মমঙ্গলের' প্রকাশক কি না, সে বিষয়ে নূতন প্রশ্ন উঠিবে এবং ধর্মমঙ্গল, ধর্মপুরাণ ('শূন্যপুরাণ') ও ধর্মপূজাপদ্ধতি গ্রন্থের স্বরূপসম্পর্কেও বিচারের অবকাশ ঘটিবে।

যাদুনাথ তাঁহার গ্রন্থ কি নামে আখ্যাত করিয়াছেন তাহারই আলোচনা করিতেছি। যাদুনাথ তাঁহার রচনাকে 'মঙ্গল' 'পুরাণ' 'আগম' ও 'ইতিহাস' বলিয়াছেন যথাক্রমে দশ বার[১], পাঁচ বার[২] ও এক এক বার[৩]। প্রথম উল্লেখেই, যাদুনাথ ধর্মমঙ্গলপ্রকাশক রামাইকে গুরু বলিয়া স্বীকার করায়, কবি যে ধর্মমঙ্গলই রচনা করিতেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। দ্বিতীয় উল্লেখে বলিয়াছেন, তিনি ধর্মমঙ্গল গান করিতেছেন। তৃতীয় ও সপ্তম উল্লেখ কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; যাদুনাথ বলেন, তিনি নূতন ধর্মমঙ্গল রচনা করিতেছেন। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ও দশম উল্লেখ দ্বিতীয়ের অনুরূপ। এই পর্যন্ত আমরা যাদুনাথের কথায় পাইতেছি, তিনি নূতন 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করিতেছেন। বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা,[৪] দিগ্‌বন্দনা,[৫] চৌতিশা স্তব,[৬] বারমাসী বর্ণনা,[৭] গর্ভিণীর সাধভক্ষণ,[৮] নায়কের প্রতি কৃপা প্রদর্শন এবং অবশেষে স্বর্গারোহণ[৯] পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী এই গ্রন্থে বর্ণিত হওয়ায়, কবির উক্তিতে সন্দিহান হইবার কিছুই নাই। পক্ষান্তরে, তিনি প্রামাণ্য ধর্মপুরাণ রচনা করিতেছেন, এই কথার স্বীকৃতি আছে প্রথমেই তিন বার। কিন্তু পুরাণ প্রসঙ্গে চতুর্থ উল্লেখ বেশ জটিল। কবির কথায়,[১০] 'ধর্মের মঙ্গল শ্রীযাদুনাথ গান, ভক্তিভাবে শুন সভে দ্বাদশ পুরাণ'।—এই উক্তির সহজ অর্থ, ধর্মঠাকুরের সাহিত্য-বিভাগে 'মঙ্গল' ও 'পুরাণে' কোনও বিভেদ নাই এবং সবই বারমতি পুরাণ। এই সিদ্ধান্তের পাকা সমর্থন মিলিবে কবির শেষ পৃষ্ঠার উক্তিতে[১১]। নিঃসংশয়ে এক নিঃশ্বাসে তিনি বলিয়াছেন, 'সমাপ্ত হইল প্রভুর দ্বয়াদশ পুরাণ,' 'সমাপ্ত হইল প্রভুর মঙ্গল ভারতী,' 'সংক্ষেপে রচিলাম প্রভুর মঙ্গল ভারতী', 'মঙ্গল সমাপ্ত হইল সভে বল হরি' এবং 'সমাপ্ত হইল প্রভুর বার দিনের গীত'। ইহা ছাড়া, ধর্ম 'ইতিহাস' ও 'আগমপ্রকাশ' উক্তি[১২] বারমতি পুরাণেরই স্বপক্ষে

১ পৃ ৯, ২০, ৪৩, ৫৭, ৬০, ৬৯, ৭২, ৭৭, ৮৬ ও ১০৪ ২ পৃ ৯, ৩৬, ৩৭, ৯৫, ১০৪ ৩ পৃ ১০২।

৪ পৃ ১-৭ ৫ পৃ ৭-৯ ৬ আলোকচিত্র ও পৃ ৩০ দ্র. ৭ পৃ ৫০-৫২ ৮ পৃ ৬৫-৬৮

৯ পৃ ৯৫, ১০১-৪ ১০ পৃ ৯৫ ১১ পৃ ১০৪ ১২ পৃ ৬৪। ১০২

যায়। সর্বোপরি, রাজা হরিচন্দ্র-মদনার ধর্মপূজা প্রসঙ্গের পৌরাণিক আখ্যায়িকা যাদুনাথের গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য হওয়ায়—এই গ্রন্থ যে ধর্মপুরাণ, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রতন্ত্র বাদ দিয়া, ধর্মপূজাপদ্ধতির ক্রমিক পর্যায়ও এই গ্রন্থে সুগ্রথিত হওয়ায়[১] ইহাকে ধর্মপূজা-বিধান বলিতেও বাধা হয় না; সুতরাং ধর্মমঙ্গল, ধর্মপুরাণ ও ধর্মপূজা-পদ্ধতির সমন্বয়ে আলোচ্য যাদুনাথের গ্রন্থখানি এক বিচিত্র রচনা এবং এই বিষয়ে ইহা সর্বপ্রথম ও একতম গ্রন্থ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

যাদুনাথ তাঁহার গ্রন্থকে 'আগমপ্রকাশ' বলিয়াছেন। ইহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থে শাক্তপীঠের বন্দনা ও বর্ণনার বাহুল্য দেখা যায় এবং শক্তিপূজার ভূমিকাতেই যেন ধর্মঠাকুরের পূজার প্রবর্তনা। ক্রমে শক্তিতন্ত্রের ইতিহাস যখন ধর্মপূজায় সমীকৃত হইয়া গেল তখনই শক্তিকে পাওয়া গেল, ধর্মঠাকুরের শক্তি, স্ত্রীর বা কামিনীর রূপে। সুতরাং ধর্ম-পুরাণ অংশতঃ শাক্ততন্ত্র বা 'আগমপ্রকাশ' সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। এই কারণেই যাদুনাথের গ্রন্থে শাক্তপীঠে রঙ্কিণী বাশুলীর বন্দনার আধিক্য; কথায় কথায় হাকন্দ সেবনে মুণ্ড বলিদানের বিধান এবং 'দেবীর প্রীতে' পলাশপাত্রে রুধির[২] দিতে হয় ঘরভরা পূজায়। ধর্মের[৩] ও চণ্ডীর[৪] উভয়ের পূজাতেই বিশিষ্ট কৃত্য হইল 'বহ্নিত্রোত্তোলন' এবং যাদুনাথের মতে, শক্তির সুপারিশেই[৫] মর্তে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন।

ধর্মঠাকুরের পুরাণকার যাদুনাথ ময়ূরভট্টের নাম কোথাও করেন নাই; তবুও ধর্মসাহিত্যে ময়ূরভট্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। রূপরাম হইতে তাবৎ ধর্ম-মঙ্গলকার ময়ূরভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সুযোগে ধর্ম-ঐতিহ্যের ময়ূরভট্টের জাল গ্রন্থের আবির্ভাব[৬] ঘটিলেও, এই ময়ূরভট্ট জাল নহেন এবং তিনি 'সূর্যশতকের' কবিও নহেন। তিনি 'নিরঞ্জনপুরাণের' রচয়িতা এবং তাঁহার নিরঞ্জনপুরাণের অন্তর্গত বারমতি গৃহভরণপদ্ধতি প্রামাণ্য রচনা। বিশ্বভারতী-সংগ্রহে 'শ্রীধর্মপুরাণ'[৭] ও 'ধর্মমঙ্গল'[৮] নামে দুইখানি পুঁথিতে ময়ূরভট্ট ও তাঁহার গ্রন্থ 'নিরঞ্জনপুরাণের' উল্লেখ আছে। শ্রীধর্মপুরাণে আছে, 'শ্রীশ্রীনিরঞ্জন-ভট্টারকপুরানান্তর্গত মৌরভট্ট রচিতায় বার্মতি গৃহভরণায় দ্বিজ পণ্ডিত দ্বারে গায়ণ দ্বারায় সঙ্গীতবিদ্যা প্রচারণমত্থারভ্য দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্তং দ্বাদশ ভক্ত সহিতায় কাস্য[প] গোত্রে প্রবেশন' ইত্যাদি[৯] এবং ধর্মমঙ্গলে আছে, 'বিশেষত নিরঞ্জনপুরানান্তর্গত মউরভট্ট রচিতায় বার্মতি গৃহভরনার্থে দ্বিজ পণ্ডিত দ্বারায় গায়ন দ্বারা সঙ্গিতবিদ্যা প্রচারন অত্থারভ্য দ্বাদস দ্বিবস পর্য্যন্তং দ্বাদস ভক্ত সহিতায় কাস্যপ গোত্র প্রবেসণ'[১০] ইত্যাদি এইরূপ উল্লেখ। এই

১ পৃ ৩৩-৪৭ ২ পৃ ৪৪, ৯৯ ৩ পৃ ৩৫, ৩৮, ১৬১ 'বুহিত্র' দ্র.

৪ দ্র. পুঁ-প ২গ, পৃ ২৭৮; ঐ ভূ পৃ ২১ ৫ পৃ ৩১ ৬ দ্র. ব-সা-প্র ২, পৃ ১-৪ ৭ পুঁ. সং ১২৯

৮ ঐ ১৩১ ৯ দ্র. পুঁ-প ১খ, প ৭৬ ও মূল পুঁথি ১০ ঐ ঐ পৃ ৮৫ ও ঐ

পুঁথিদ্বয় অনুলিখিত হইয়াছিল বাঁকুড়া জেলার দারকেশ্বরতীরে ডাহুকা-জোতবিহারের সন্নিহিত গবপুর গ্রামে। কুড়ারাম, কৃপারাম ও গণেশ পণ্ডিত সম্ভবতঃ এই দুইখানি পুঁথিরই অনুলিপি করিয়াছিলেন ১১৫১-৬০ বঙ্গাব্দের মধ্যে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র করা যাইবে। আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য, ধর্মপূজাপদ্ধতিতে ও ধর্মপুরাণে ময়ূরভট্টের ঐতিহ্যপ্রদর্শন। বহু ধর্মমঙ্গলকারের বন্দিত গবপুরের স্বরূপনারায়ণ অতি প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুর এবং ময়ূরভট্টের পদ্ধতি অনুসারেই এখানে ধর্মঠাকুরের গৃহভরণ পূজা অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমান তথ্য বিচার করিয়া বলা যায়, প্রাচীনতর ধর্মপুরাণ লুপ্ত হওয়ায়, 'সৌর'[১] অথবা 'মগ বা শাকদ্বীপী'[২] ব্রাহ্মণ ময়ূরভট্ট সর্বপ্রথম সম্ভবতঃ দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে ধর্মপূজাপদ্ধতি ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলের সংকলন বা রচনা করেন; তাঁহার সংকলিত পদ্ধতি অনুসারে 'গৃহভরণ পূজা' অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহার 'মুলেতে রচিত'[৩] ধর্মপুরাণ দ্বিজ পণ্ডিতেরা ধর্মপূজায় আবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহার আদি 'সঙ্গীতবিদ্যা' ধর্মমঙ্গল গায়নেরা বারো দিন ধরিয়া গাহিয়া প্রচার করিতেন।

মনে হয়, প্রাচীনকালে ধর্মপূজায় স্থানবিশেষের প্রাধান্য ছিল এবং সেই প্রধান প্রধান ধর্মপীঠ হইতে রামাই, ময়ূরভট্ট প্রভৃতি ধর্মপূজাপ্রবর্তকদের পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে যখন ভক্তগণের শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁহারা দেবস্বারূপ্য লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের পদ্ধতিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল তখন সেইগুলি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধর্মপণ্ডিতকর্তৃক কালে কালে সংগৃহীত হইতে লাগিল। বর্তমানকালে প্রাপ্ত 'ধর্মপূজাবিধান' বা 'শ্রীধর্মপুরাণ'-জাতীয় পুঁথি, সেই সকল পদ্ধতির প্রয়োজনানুরূপ সংকলনগ্রন্থমাত্র। এই সকল গ্রন্থে রামাই ব্যতিরিক্ত বিভিন্ন ভনিতাকারের নাম[৪] যুক্ত হওয়ায় আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হয়। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থান্তরে করিব।

অনুমান হয়, মূলে, ময়ূরভট্ট কোনও ধর্মপীঠের[৫] প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন এবং রামাইও তাহাই। রামাইএর সঙ্গে মহানাদপীঠের সম্পর্ক থাকিতে পারে। এদিকে দেখা যায়, যাদুনাথ মহানাদ[৬] পীঠেরই[০] সমর্থক ও প্রচারক। সেইকারণেই হয়তো তিনি ময়ূরভট্টের

---

১ দ্র. ম, পৃ ২২১ ২ দ্র. রূ-ধ ১খ, ২সং, ভূ পৃ ১১ ৩ দ্র. ব-সা-প্র ২, পৃ ৩

৪ রামদাস, পণ্ডিত দ্বিজ, শ্রীকবিভূষণ, কবি লক্ষ্মণ, প্রভৃতি

৫ প্রসঙ্গতঃ 'ধর্মরাজের কুটুম্বিতার বিবরণের' পুঁথিখানি (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৪১৭) কিছু আলোকপাত করিতে পারে। এই কড়চাটিতে আমরা অন্ততঃ ছয়টি খ্যাতনামা পুরাতন ধর্মপীঠের উল্লেখ পাইতেছি,—বর্ধমান সেলেমাবাদ, অম্বিকা, সদিপুর, সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়া ('পেড়ো')

৬ 'মহানাদে আশী হাটা উড়ষ্যায় হাড়িঝাঁটা ধর্মঘরে বৈতরণী পার' (পৃ ৩৬, ৪০)। মহানাদ ছিল সপ্তগ্রাম কিংবা পাণ্ডুয়া মুলুকের অন্তর্গত আর ময়না ('মেনাবাগ'—দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৪১৭) ছিল সেলেমাবাদ পরগণার মধ্যে। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম 'ময়নাবাগ' ফরমানী তপশীল মহলরূপে পাইয়াছিলেন আলমগীর বাদসাহের নিকট হইতে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে (দ্র. ব-রা, উপ, পৃ ৭-৯)

উল্লেখ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ১৩০ সংখ্যক 'শ্রীধর্মপুরাণ' পুঁথির দিক্‌ডাক অংশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে বর্ধমান, ময়না এবং মহানাদকে ধর্মপীঠরূপে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে[১]। ধর্মঠাকুরের পূজা মহানাদেই প্রথম প্রচলিত হয়,—এই ঐতিহ্যও বলবৎ[২]।

গ্রন্থপরিচয়ে বিষয়বিভাগ ও গ্রন্থবৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন ॥ [পৃ ১-২ ॥ বন্দনা-পালার আরম্ভ।—ধর্মবন্দনা। গণেশবন্দনা করিয়া মঙ্গলগীতি আরম্ভ করাই রীতি। যাদুনাথ তাহার ব্যতিক্রম করিয়া ধর্মবন্দনায় গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ ধর্মঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্বই দেখাইবার জন্য। ধর্মপণ্ডিতের আন্তরিক আহ্বানে 'বৈকুণ্ঠবাস' ছাড়িয়া ঘন ঘন চাঁদয়া তুলাইয়া ধবল সিংহাসনে ধর্মঠাকুরের দৈব আবির্ভাব, পাদুকায় উপবেশন এবং পূজাগ্রহণ। এদিকে ঘন ঘন জোড়া শঙ্খধ্বনি, উৎফুল্ল জয়যাত্রীদের 'হরি হরি সভার বদনে'। পূজাশেষে নায়কের হিত ও কল্যাণ কামনা করিয়া গায়েন জুড়িল গীত। [পৃ ২-৩ ॥ গৌরী রাগে গণেশ বন্দনা। 'আগে গণেশের পূজা'—এই উক্তি-সত্ত্বেও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে ধর্মরাজকে, প্রথম বন্দনা করিয়া। [পৃ ৪-৬ ॥ বসন্ত রাগে সরস্বতীবন্দনা। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সঙ্গে দেবীর আবির্ভাবার্থ কবির আহ্বান। রাগরাগিণীর তালিকায় কিছু গোলযোগ আছে; বিয়াল্লিশটি রাগরাগিণীর উল্লেখ পাইলেও তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা দুরূহ। যে সকল নাম তৎসম নহে, সেগুলির সম্ভাবিত তৎসমরূপ নির্ণয় করিয়া দিলাম[৩]। [ধর্মমঙ্গলকারদের মধ্যে সপ্তদশ শতকের কবি রূপরামের কাব্যে[৪] কেবলমাত্র কয়েকটি রাগরাগিণীর অনুরূপ বন্দনা পাওয়া যায়।] [পৃ ৬-৭ ॥ দশ অবতারের বন্দনা। ধর্মের পিরীতে হরিধ্বনি করিয়া ধর্ম-ঠাকুরের দশ অবতারের বন্দনার আরম্ভ; [শ্রীমদ্ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও ধর্মপূজা-বিধানের[৫] অনুসরণে ইহা বর্ণিত, রূপরামে এইরূপ বন্দনা নাই; যাদুনাথই প্রথমে ধর্মমঙ্গলকাব্যে

১ দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৮২-৮৩; প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১৬৩ ২ দ্র. ম, পৃ ২২৩

৩ মালব ∠ মালবী, আহিরী ∠ আভীরী, ললিত ∠ ললিতা, পাহিডা ∠ পাহাড়িকা, মালসী ∠ মালশ্রী, কৌ ∠ কৌমারী, কামদ ∠ কামোদী, বারাড়ি ∠ বরটী, সুই ∠ সুখাবতী, সুভগা, হিলোল ∠ হিন্দোলী, কল্লোল ∠ কান্দুলা, নোটনা ∠ নট্টনারায়ণ, সৌরী ∠ সৌরঠী, শাবেরী, পঠমঞ্জরী ∠ পটমঞ্জরী, দুঃখিত ∠ দীপক, বারাড়ি ∠ বরাড়ী, স্তুতি ∠ তুড়ী, দেশা ∠ দেশী, কোড়া ∠ কোড়া, কুড়ারী, কুড়ারিকা, মারাঠি ∠ মারহাট্টা, টঙ্কার ∠ টঙ্কা, স্বামী ∠ সোম, শ্যাম, গোড়া ∠ গড়া, বিভাস ∠ বিভাষা, গুঞ্জরী ∠ গুর্জরী, মল্লার ∠ মল্লারী, বল্লার ∠ বল্লারী, কানড়া ∠ কর্ণাটী, দেবক্রি ∠ দেবকিরী, বাঙ্গাল ∠ বাঙ্গালী, কুচ ∠ কচ্ছ, গান্ধার ∠ গান্ধারী (সঙ্গীতদর্পণ, নারদসংহিতা, রাগার্ণব ও সঙ্গীতনারায়ণে ধৃত সঙ্গীতসার হইতে সংকলিত)

৪ ২সং, পৃ ৬ ৫ পৃ ২১৩-১৪

এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। মাণিকরাম[১] এই ধারার অনুবর্তী।] লক্ষণীয় বিষয়, বৌদ্ধ কল্কি অবতারের বন্দনা ও চাষপত্তনের প্রসঙ্গ। বৌদ্ধ কল্কিঅবতার-রূপে ধর্মঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়া ও 'সত্য শূন' ম্লেচ্ছ যবনরূপে দিল্লীতে বাদশাহী ঠাকুরালি করিয়া, 'চারি বর্ণ' একাকারে কলি সংহার করার কথা, যাদুনাথ বলিয়াছেন। মাণিকরামও ধর্মঠাকুরের 'বুদ্ধ কল্কি' অবতারের কথা লিখিয়াছেন[২]। তবে গৌড় যাজপুর ছাড়াইয়া যাদুনাথের কল্পনাই দিল্লী পর্যন্ত প্রথম পৌছাইল। সপ্তম অবতারে হলধররূপে ধর্মঠাকুর পৃথিবীতে চাষের পত্তন করিলেন, একথাও স্পষ্ট করিয়া পূর্বে কেহ বলেন নাই। 'ধর্মপূজা-বিধানে' অষ্টম অবতারে হলধরমূর্তিতে ধর্মঠাকুরের যে চাষপত্তনের কথা আছে[৩] তাহা কায়যোগের চাষ; যাদুনাথের ব্যঞ্জনাও হয়তো ইহাই। ইহা ছাড়া, সমকালীন কবিকুল, কালিদাস, দ্বিজ মাধব আচার্য ও কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ধর্মপুরাণ-ভাবনার কথা অভিনব।

[পৃ ৭-৯ ॥ দিগ্‌বন্দনা। সেকালের রাঢ় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবপীঠের বন্দনা। পীঠস্থানের মধ্যে দেবীপীঠসমূহই সমধিক উল্লেখযোগ্য। যাদুনাথের বর্ণনায় দেখা যায়, এই সকল দেবীপীঠের সবিশেষ খ্যাতি ছিল সপ্তদশ শতকে;—তাম্রলিপ্তের বর্গভীমা, মঙ্গলকোঠের মঙ্গলচণ্ডী, কালীঘাটের ও কানপুরের ভদ্রকালী, রাজবলহাটের রাজবল্লভী, মৌলার ও ভাণ্ডাদহের রঙ্কিণী, সিয়াখালার উত্তরবাহিনী, জুজারসায় সিংহবাহিনী, সাত্মাটের ও কন্দর্পনগরের বিশাললোচনী, গজার, সাদার, মথুরাবাটীর, বড়ার ও কুল্লাকাশের চণ্ডী, পড়পুরের, বরাহনগরের ও জনার কালী, জেড়ুরের ভগবতী, আমতার ও নিকাশের মেলাই, বেতরের বেতাই, দেউলপুরের ও ভান্তারার চামুণ্ডা, খীরগ্রামের যোগাদ্যা, বিক্রমপুরের বাশুলী, বোড়ালের ভৈরবী, সতনের মহামায়া, বাল্যার ঈশ্বরী, ত্রিবেণী-উত্তরভাগের চামুণ্ডা-ভবানী, কিরীটিকোণার ও শ্রীকৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরী, মাকড়দহের স্বলোচনা, বর্ধমান কুচিনানের সর্বমঙ্গলা, সাকিরালির সিদ্ধপীঠ ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি ছিল তমলুকের বর্গভীমার। ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম[৪] এবং বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলকার ইহাঁর বন্দনা করিয়াছেন। প্রায় অনুরূপ খ্যাতি দেখা যায়, রাজবলহাটের রাজবল্লভীর,[৫] মৌলার রঙ্কিণীর, খীরগ্রামের যোগাদ্যার[৫], বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর[৫] এবং বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার[৬]। ভান্তারার চামুণ্ডার

১ পৃ ৫ ২ পৃ ঐ

৩ পৃ ২১৪। 'অষ্টম মুরুতে গোসাঞি আপনি হলধর। পৃথিবীর মুণ্ডে গোসাঞি জুড়িলা নঙ্গল। মন পবনের বস গোশাঞি ডাক নাঞি যয়। গঙ্গা জমুনা তারা হালে রেকে বয়'

৪ বঙ্গবাসী সং পৃ ৫ ৫ পু-প ২খ, ভূ পৃ ১৪-১৬ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্র.

৬ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 'কুব্জিকামতম্'-নামক তন্ত্রগ্রন্থে পীঠস্থানের দেবীনামমালায় বর্ধমানের' দেবী 'মঙ্গলার' উল্লেখ আছে (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'কুব্জিকামতম্' দ্র.)

নিকট বিদ্যাধরীগণ ব্রতসাঙ্গ করিয়াছিলেন,[১] এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া যাদুনাথ একটি নূতন চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়াছেন, মনে হয়। শক্তিপীঠ ছাড়া, যাদুনাথ স্থানীয় অন্য *দেবদেবীর ও পীরগাজীর যথারীতি বন্দনা করিয়াছেন; অপদেবতাও বাদ যায় নাই।* [অপদেবতাদের নামের তালিকায় বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর নাম প্রচ্ছন্নভাবে থাকাও অসম্ভব নহে।] যাহাই হউক, বিঘ্নসৃষ্টিকারী দেবদেবীকে তুষ্ট না-করিয়া মঙ্গলগান সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে না। ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে দানপতি, বিপ্রবর্গ, কয়োড়ি, শীকদার, রাজা, প্রজা, বৃদ্ধ যুবা সকল নরনারীর ঐহিক উন্নতি ও মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে বন্দনাপর্বে শক্তিপীঠ-বন্দনার বাহুল্য হেতু, যাদুনাথের গ্রন্থের নাম যে 'আগমপ্রকাশ', কবির এই উক্তির সামঞ্জস্য হয়। ধর্মঠাকুরের পূজায় চামুণ্ডা-ভবানীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ইঁহারই পরামর্শে[২] হরিশ্চন্দ্র ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। পরে, চামুণ্ডা-ভবানীকে ধর্মঠাকুরের স্ত্রীরূপে দেখা যায়[৩]। ইহা শক্তি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে ঘটিয়াছে। চামুণ্ডা-ভবানী হইয়াছেন ধর্মঠাকুরের কামিন্যে। বাঙ্গালাদেশে শিবের গাজনে 'চামুণ্ডা' এবং ইহার অনুরূপ ওড়িষ্যায় 'দণ্ডনাটে' কালী ঠাকুর[৪] বাহির করা হয়। ধর্ম-ঠাকুর শিবস্বারূপ্য লাভ করিলে, 'চামুণ্ডা-ভবানী' ধর্ম-কামিন্যায় পরিণত হইলেন। হাকন্দ সেবন করিয়া অর্থাৎ মুণ্ড বলি দিয়া বা অঙ্গের রুধিরে পূজা করিতে হয় ইঁহারই।

আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য হইতেছে, পুত্রলাভার্থ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মঠাকুরের গৃহভরণ পূজার অনুষ্ঠান ও তৎপ্রসঙ্গের আলোচনা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্য বহু স্থলেই হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে। এই আখ্যানটি রামায়ণে, ব্রহ্মপুরাণে ও মহাভারতেও রূপান্তরিতভাবে স্থানলাভ করিয়াছে। এই সকল উৎস হইতে অবচিত[৫] গল্পকাহিনী ধর্মঠাকুরের সাংযাতপদ্ধতি, ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল-কাব্যে অল্পবিস্তর স্থানলাভ

---

১ পৃ ৮ 'সম্মুখেতে সরোবর দেখি সুশোভন ব্রত সাঙ্গ কৈল যথা বিদ্যাধরীগণ'। আর একটি নূতন কাহিনীর ইঙ্গিতের জন্য দ্র. বা-সা-ই ১খ, ২সং পৃ ৩৪৭

২ পৃ ৩১ 'পতি পত্নী একভাবে কর ধর্মপূজা'

৩ প্রকাশিত অপ্রকাশিত বিভিন্ন ধর্মপূজাপদ্ধতি দ্র.

৪ শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসের লিখিত 'বাংলা ও ওড়িয়া পল্লীসাহিত্যের ঐক্য' প্রবন্ধ দ্র. ('সা-মে', পৃ ৫৩); প্রসঙ্গতঃ এই পয়ার-শ্লোক দুইটিও লক্ষণীয়; অষ্ট সখীর সহিত দুর্গাদেবীর যুগে যুগে 'নিরাকার' নির্লেপ' দেবতাকে (অর্থাৎ ধর্মঠাকুরকে) ভজনা করার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ এই অংশে মিলিবে;—'নিরাকার ভজি মা দুর্গাদেবী, এণু নির্লেপকু থাআন্তি সেবি' অথবা 'মহামায়া মহাদুর্গা অষ্টসখী আন্তে, নিরাকার ভজনী সর্বদা যুগে যুগে' (শ্রীদেবীপ্রসন্ন পট্টনায়কের লিখিত অপ্রকাশিত ওড়িয়া গবেষণাগ্রন্থ 'অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতা' হইতে গৃহীত)

৫ আলোচনার জন্য দ্র. রূ-ধ ১খ, ২সং, ভূ পৃ ৩-৭

করিয়াছে। 'শূন্যপুরাণ'[১] ও 'ধর্মপূজা-বিধান'[২] ব্যতিরিক্ত, পল্লীশ্রী, বর্ধমান-সাহিত্যসভা ও বিশ্বভারতীর সংগ্রহে ধর্মপূজাপদ্ধতির দশ বারোখানি অখণ্ডিত ও খণ্ডিত পুঁথি[৩] আছে। ইহার কোনো-কোনোটিতে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ন্যূনাধিক পাওয়া যায়; ধর্মঠাকুরের বারমতি গৃহভরণের পূজকরূপেই প্রসঙ্গতঃ ইহার অবতারণা।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ও অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় দুইখানি নূতন ও সম্পূর্ণ ধর্মপুরাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন[৪]। ইহাদের লেখক সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণ। এই উভয় গ্রন্থেরই বিষয় এক এবং সম্ভবতঃ কোনও পূর্বতন নিবন্ধ হইতে ইহাদের উপকরণ গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত; ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে হরিশ্চন্দ্র-মদনা-লুইচন্দ্রের কাহিনী; ইহাও আখ্যায়িকার সারসংগ্রহ।

প্রস্তুত গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে যে পুঁথিখানি প্রকাশিত হইল ইহার নাম 'অনাদ্যের পুথি'[৫]; ভনিতাকার রামাঞী পণ্ডিত[৫]। তবে এই পুঁথির রচয়িতা যে রামাই ব্যতীত অন্য কেহ, সে সম্পর্কে অনেক প্রমাণ[৬] দেওয়া যাইতে পারে। যাহাই হউক, এই গ্রন্থখানিও ধর্মপুরাণশ্রেণীয় কিন্তু ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী নাই।

ধর্মপূজা-বিধান বা পদ্ধতি এবং ধর্মপুরাণ ব্যতীত এখন ধর্মঠাকুরসম্পৃক্ত সাহিত্যের তৃতীয় ধারা ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রপালার অনুসরণ করিতেছি। ধর্মমঙ্গলের আদিকবি রূপরাম যেভাবে

---

১ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদিত, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত (১৩১৪)। এই গ্রন্থ কয়েকখানি অর্বাচীন খণ্ডিত ধর্মপূজাপদ্ধতির ব্যর্থ সমন্বয়ের চেষ্টামাত্র; প্রসঙ্গ ও ভাষা পরিবর্তনের হাস্যকর প্রয়াস ইহার ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হয়

২ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত (১৩২৩)। এই মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুঁথির লিপিকর অর্জুন পণ্ডিত কর্মকার (পৃ ১৭০, ২২৪); ইহার প্রথম খণ্ডে রঘুনন্দন কৃত গৃহভরণ ধর্মপূজাক্রম, দ্বিতীয় খণ্ডের ধর্মপূজাবিধি সম্ভবতঃ অর্জুন পণ্ডিতের সংকলিত, তৃতীয় অংশের 'পরিশিষ্ট' রামাই পণ্ডিতের ভনিতায় ছড়া-সংগ্রহ

৩ পুঁ-প ১খ পৃ ৭৬, ৮২, ৮৫ ই. ও শ্রীমতী শেফালী সরকার এম্-এ লিখিত অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ 'অনাদ্যের পুথি' দ্র.

৪ বা-সা-ই ১খ ২সং, পৃ ৭৩১। শূন্য-পুরাণের ভূমিকায় (পৃ ৪।/০-।৶০) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মপুরাণের বিষয়সূচী ছাপিয়াছেন

৫ পৃ ১২০ 'রামাঞ পণ্ডিতের প্রভু গুচাজ দুর্গতি, এইখানে রইল আখন অনাদ্দের পুথি'। দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ১১১-১৪

৬ পৃ ১২৩ 'মুখে অগ্নি জ্বলে মনির বেদে কএ কথা, নাকের নিশ্বাসে উঠে অগ্নির ছটা', পৃ ১২৭ 'কোপদৃষ্টি চাএ মনি লোহিত লোচনে, মুখের আনল উঠে উপর গগনে'। ইত্যাদি

এই কাহিনীর সংকলন করিয়াছেন,[১] তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল ;—অমরাবতীর[২] মহারাজা হরিচন্দ্র, স্ত্রী মদনাকে লইয়া বংশের কারণে বনে গিয়া 'বিষ্ণুপূজা' আরম্ভ করিয়া দিলেন। দীর্ঘ কাল নিষ্ফল সাধনায় মনে সন্তাপ ; বনে বাঘ সিংহ তাহারও ভয়। বহুদিন গত হইলে তাঁহারা পৌছিলেন বল্লুকাতীরে। সেখানে ধর্মঠাকুরের পরিপাটী সোনার মন্দির। আমিনীরা ধর্মের পূজা সাঙ্গ করিয়া বাড়ি ফিরিতেছেন ; আচম্বিতে দেখা হয় মদনার সঙ্গে। মদনা বলেন, তাঁহার পুত্রলাভের আশার কথা ; শুনিয়া, আমিনীরা উপদেশ দিলেন, ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে এবং পূর্বে আরও 'পাঁচ বাঁজা' ধর্মপূজা করিয়া সফল হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ দিলেন। নিয়মে থাকিয়া অনেক দিন পূজা করার পর, অনেক স্তবস্তুতির পর, ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন সন্ন্যাসীর বেশে ; রাজারানী পুত্রবর পাইলেন, পুত্র বলি দিতে হইবে, এই কড়ারে। তাঁহারা রাজ্যে ফিরিলেন। যথাসময়ে বালা লুইচন্দ্রের জন্ম হইল। গুলতাই বাটুল লইয়া সর্বদা সে মৃগয়া করিয়া ফিরে বল্লুকার কূলে ; একদা ধর্মের আসনে উপবিষ্ট উল্লুকের বুকে বাজিল বাটুল। হরিচন্দ্রকে নির্বংশ হইবার অভিশাপ দিয়া, পক্ষরাজ গেলেন গোলোকে ধর্মঠাকুরের চরণপ্রান্তে। 'সব' শুনিয়া, ধর্মঠাকুরের মনে পড়িল, 'বল্লুকা গাজনে' বরদানের কথা এবং লুইচন্দ্র তাঁহার 'মানান'।

উল্লুকের কথায় ধর্মঠাকুর মায়ারূপে 'আগুের অমরাবতী শ্রীবর্ধমানে'[২] অবতীর্ণ হইলেন বৈদিক ব্রহ্মচারীর বেশে। ধর্মঠাকুর দেখিলেন, অমরাবতী শ্রীবর্ধমান যেন সাক্ষাৎ অমরাবতী। ঘরে ঘরে সেখানে ভাগবত ভারত পুরাণ রামায়ণ গান ; বালকেরা খেলে ইড়িক ; বাজারে বিকায় চুয়া চন্দন চামর ; বাড়ি ঘর সব 'চৌচালা বাঙ্গলা' ধরণের ; সারি সারি নারিকেল সুপারির গাছ ; নিকটে তাহার 'জলরি', জলে ফুটিয়াছে পদ্ম ; জলছত্র, হুলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি হইতেছে ক্ষণে ক্ষণে ; সবার মুখে জয়দেব-কথন ; প্রতি ঘরে দশভুজা দুর্গার দেউল-দেহারা ; আর সকলে মিলিয়া[৩] করে ধর্মঠাকুরের পূজা ; ধর্মের মন্দিরও দেখা যায় বহু। পথে রাজার পুরোহিত রতিনাথ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহাকে ধর্মঠাকুর হরিচন্দ্র রাজার মহলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রতিনাথ উদ্দেশ দিলেন,—দক্ষিণ দিকে জলটুঙ্গি, সম্মুখে

১ রূা-ধ ১খ, ২য় সং পৃ ৫৪-৬৪ দ্র.

২ আধুনিক অমরার গড়ে (বর্ধমান জেলার মানকর রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিত) হরিশ্চন্দ্র-সম্পর্কে কোনও ঐতিহ্য নাই। গোপভূমের সদ্গোপরাজবংশের মহেন্দ্রনাথ বা মহীন্দ্রো রাজার বাস ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে (*Census 1951 West Bengal, Burdwan 1953, pp. 203* দ্র.) ; তবে আধুনিকতর ঐতিহ্য প্রাচীনতর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়াছে, ইহাও হইতে পারে

৩ ধর্মরাজ নামের সূত্র এবং তাঁহার গ্রামদেবত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে ঋগ্বেদের এক ছত্রে (৯-৯৭-২২ গ)।—'ধর্ম হইয়াছেন গ্রামবাসীর রাজা'—ধর্মাভুবদ্ বৃজন্যস্য রাজা (রূা-ধ, ভূ পৃ ২-৩)

গুয়া-বন, দুই সারি কদম্বের গাছ, রাস্তা গিয়াছে তাহারই তলা দিয়া; বামদিগে ধর্মের সাঙ্গজাত, সেইখানে আছে ধর্মের রথঘর; তাহার পরেই দেখা যায় রাজবাড়ীর দলজ।

রাজারানী অবহিত হইলেন 'বল্লুকার সন্ন্যাসীর' কথায়। অনেক ব্যাকুলতা দেখাইয়াও রেহাই পান না রাজা রানী। 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া পুত্র বলিদান দিয়া সন্ন্যাসীকে 'মহামাংস' খাওয়াইতেই হইবে। শুখানো কাষ্ঠে নূতন 'তিউড়ি' জ্বালিয়া বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয় মদনাকে; কিন্তু ধর্মঠাকুর 'লুঞা বেটা'কে ভক্ষণ করিতে পারেন না।— সবই ছলনায় ভক্তিপরীক্ষা। বালক লুইচন্দ্র মিশালে খেলে 'গাজনের' কাছে। পুত্রের সঙ্গে আনন্দমিলনে রাজারানী ও অমরানগর আনন্দিত হইয়া উঠে। 'বলিদানে মহাপূজা' পাইয়া ধর্মঠাকুর সকলকে বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাণিকরাম গাঙ্গুলী ব্যতীত সকল ধর্মমঙ্গলকারই হরিচন্দ্রের এই পালাটি কিছু ইতর-বিশেষে বর্ণনা করিয়াছেন। সে সকল বৈশিষ্ট্য যাদুনাথের রচনার সহিত তুলনায় যথাস্থানে আলোচিত হইবে; কিন্তু মাণিকরামের বর্ণনার সহিত যাদুনাথের বর্ণনার অনেক মিল আছে; মাণিকরামের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মনে হয়, উভয়ে যেন একই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন। মাণিকরামের বর্ণনার[১] বৈশিষ্ট্য বলিতেছি;—আঁটকুড়া বলিয়া হরিচন্দ্রের হাড়িনীর[২] নিকট অপমানিত হওয়া, বল্লুকাতীরে ধর্মপূজারত মার্কণ্ডেয় মুনির[৩] দর্শনলাভ ও তাঁহারই উপদেশে রাজারানীর ধর্মপূজা, কৃচ্ছ্র সাধনার বিস্তৃত বর্ণনা, অবশেষে ক্ষুরের সমান খরসান চন্দ্রবাণে[৪] ঝাঁপ দিয়া হাকন্দ সেবন। এদিকে বৈকুণ্ঠে[৫] ধর্মের আসন টলিয়া গেল। হনুমানকে[৬] জিজ্ঞাসা করিলেন, উলুক কেন তাঁহার ভার সহিতে পারিতেছে না, তাঁহার দেহও প্রকম্পিত। সব শুনিয়া, উলুক-আরোহণে ব্রহ্মচারীবেশে বল্লুকাকূলে ধর্মের উপস্থিতি, বল্লুকার জলে স্নান করাইয়া উভয়কে পুনর্জীবনদান; পরে, রাজারানীর 'লক্ষ্মীর সেবিত পদ'-দর্শন, দ্বাদশ বৎসর অন্তে পুত্র বলি দিবার প্রতিশ্রুতিতে পুত্রবরলাভ। [এইখানে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা 'অনাদ্যের পুথির' সহিত মিলিবে;—মরা বৃক্ষ মঞ্জরিত করিয়া[৭] ধর্মঠাকুরের রাজারানীর প্রত্যয়-উৎপাদন।] ইন্দ্রের নর্তক শক্রধর[৮]

১ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদিত, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত (১৩১২) শ্রীধর্মমঙ্গল, পৃ ১৯-২৯

২ পৃ ১৯ 'রাজাকে দেখিয়া চক্ষে আচ্ছাদে বসন উচ্চৈঃস্বরে স্মরে রামকৃষ্ণ নারায়ণ'

৩ পৃ ২০ 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল বল্লুকার তীরে মার্কণ্ডেয় মুনি তথা ধর্মপূজা করে'

৪ পৃ ঐ 'নিরমিয়া চন্দ্রবান ঝাঁপ দিল তায় ক্ষুরের সমান ধার অতি খরসান'

৫ পৃ ঐ 'রাজরাণী দোঁহে হেথা ত্যজিল জীবন বৈকুণ্ঠে প্রভুর হেথা টলিল আসন'

৬ পৃ ঐ। তুলনীয় 'অনাদ্যের পুথি' পৃ ১১,১২১

৭ পৃ ২১। প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১১২

৮ পৃ ঐ 'শক্রধর লেটা নাচে সুষত্র সুতান'

শেট্টার শাপভ্রষ্ট হইয়া লুইচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা কোনও ধর্মমঙ্গলকার বলেন নাই। বলিরূপে মৃত্যুর পরে ব্রহ্মচারিরূপ ধর্মের কোলে বসিয়া লুইচন্দ্রের চতুর্দশ ভুবন ও আহত উলুকের দর্শনও[১] নূতন কথা। কিন্তু এই আখ্যায়িকায় যাদুনাথের বর্ণনা সবার উপরে যায়; উপরন্তু, পদ্ধতি, পুরাণ ও মঙ্গল—এই তিন শাখার ধর্মসাহিত্যের মূলসূত্রে আলোকপাত করে বলিয়া, আলোচ্য রচনার মূল্য অনন্যসাধারণ। সুপ্রাচীন বৈদিক অবৈদিক, তান্ত্রিক দার্শনিক, বৌদ্ধ জৈন, দেশী বিদেশী বিভিন্ন ভাবধারা কালে কালে বিমিশ্র ও রূপকারূঢ় হইয়া এই ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসাহিত্যের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং ইহার সহিত পরবর্তী-কালের শৈব নাথ ও বৈষ্ণব দর্শনেরও সন্ধি হইয়াছে, যাদুনাথের এই গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলিবে।

সারসংকলন।—আখ্যায়িকার আরম্ভে পুঁথির প্রথম পত্র খণ্ডিত; প্রাপ্ত আরব্ধাংশ[২] নাটকীয় পরিস্থিতিময়। হরিচন্দ্র একদিন রাজসভায় বসিয়া আছেন একেলা, ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া। 'পঞ্চ পাত্রের' অনিয়মিত উপস্থিতিতে অকথ্য ভৎর্সনা করেন তিনি; কিন্তু তাঁহাদের বিলম্ব আনুগত্যহীনতার জন্য নহে, পাপের শাস্ত্রীয় প্রতিষেধ ব্যতীত তাঁহারা পাপিষ্ঠ রাজার মুখ প্রত্যহ দর্শন করিতে চাহেন না। ধর্মঠাকুরের সহিত বিবাদের ফলে, তাঁহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে; দেশসুদ্ধ সকলেই পুত্রহীন, জীবজন্তুরও বংশবৃদ্ধি নাই, গাছের পাতাও ঝড়িয়া পড়িয়াছে। রাজার মহলেও শত রানী 'অপুত্রিক'; কেবল তাহাই নহে, দেশে সুখ নাই, নিত্য বজ্রাঘাত, উল্কাপাত, অমঙ্গল, অনাচার।

হস্তিনাপুরের[৩] ধনধান্যশালী পরাক্রান্ত রাজা হরিচন্দ্র; তাঁহার পিতা চন্দ্রকেতু[৪] ছিলেন

১ ঐ পৃ ২৯ ২ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১০-১১

৩ পৃ ১৭। বর্ধমান জেলার বর্তমানের হাতিনা গ্রাম পুরাতন 'হস্তিনা' হইতে পারে। ধ-পু-বির (পৃ ১৩৩) 'হস্তিনাপুর' সম্ভবতঃ মহাভারতীয় ঐতিহ্যের। গৌড়-শান্তিপুরে হরিচন্দ্রের নিবাস, আকস্মিকভাবে একবার মাত্র (পৃ ২৬) বলা হইয়াছে

৪ পৃ ৩৫, ১০০, ১০১, ১৪৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় বেধস, হরিশ্চন্দ্রের পিতা। শ্রীধর্মপুরাণের একখানি পুঁথিতে (পুঁ-প ১খ পৃ ৮২) শ্রীধর্মের অবতার চন্দ্রকেতু রাজার ধর্মপূজার কথা আছে। মহানাদেও (পৃ ১৩ ই.) চন্দ্রকেতু নামে রাজা ছিলেন। রাঢ়ের বহুস্থানেই রাজা চন্দ্রকেতুর ঐতিহ্য আছে (ব্র. ম, পৃ ৬৫-৭১), একটিতে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজা চন্দ্রকেতুর প্রপৌত্র (ঐ পৃ ২৯); দ্বিতীয়ে দেখি, মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে হরিশ্চন্দ্র 'সিংহের' প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া থাকিবেন (ঐ পৃ ৪২)

নৈষ্ঠিক ধর্মসেবক ; কিন্তু ধর্মঠাকুরের বিরোধী হরিচন্দ্র[১] ধর্মডোম[২] সদার[৩] ঘরদ্বার ছারখার করিয়া তাঁহার ধর্মদেউল ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া[৪] দিয়াছেন ; ইহারই প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ দৈব বিপৎপাত ; ধর্মঠাকুরের অবমাননার এই প্রতিশোধ। কিন্তু, রাজা স্বীকার করিতে চাহেন না যে তাঁহার শত রানী 'বঞ্ঝ্যাবতী'। পাত্রের সহিত তাঁহার কঠিন প্রতিজ্ঞা,[৫]—পাত্রের প্রদত্ত অপবাদ মিথ্যা হইলে পাত্রের প্রাণবধ এবং সত্য হইলে রাজার বনবাস। মদনা তথা শত রানীর সাক্ষ্যেও রাজার প্রত্যয় হয় না যে তিনি অপুত্রক। স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার শত পুত্র আছে ; কিন্তু ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়াও একটি পুত্রেরও সন্ধান না-পাইয়া জীবন্মৃত ভাবেন আপনাকে ; শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়েন রাজা। মদনা প্রবোধ দেন শোক ত্যজিয়া হরিভজনে[৬] পরামর্শ দিয়া ; মদ মাৎসর্য ও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ধর্মঠাকুরের সহিত বিবাদের এই 'দুঃখপরিণাম' ; প্রকৃতই তিনি 'আটকুড়া'।

'হতবুধি' রাজার বনবাসে যাওয়াই স্থির হইল ; মদনা সঙ্গ লইলেন[৭]। হরিচন্দ্র তাঁহার যুক্তিপূর্ণ 'আকুতি'[৮] এড়াইতে পারিলেন না। পাত্র বিশ্বামিত্রে রাজ্য সমর্পণ করিয়া রাজা ও রানী, যোগী ও যোগিনীর বেশে[৯] সকলকে কাঁদাইয়া, রাম-সীতা বা শ্রীবৎস-চিন্তার মতো রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনগমন করিলেন। হস্তিনাপুরী ছাড়াইয়া চলিতে লাগিলেন তাঁহারা। ধর্মের অভিশাপে রাজপাট ছাড়িয়া রাজারানীকে যাইতে হইল, মনে গভীর পুত্রশোক। এই পরিস্থিতিতে ধর্মঠাকুর মায়া পাতেন। মাঝপথে 'কুকুরিনী'[১০] তাহার সাতটি শাবক লইয়া আনন্দ করে। [এইখানে শুক্রবারের পালা সমাপ্ত]।

মাতৃস্নেহের ছবি দেখিয়া মদনার মন অস্থির হইয়া উঠে সন্তানকামনায় ; তিনি অধীর হইয়া একটি ছানা কোলে লইবার জন্য রাজাকে বলিলেন ; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় আঁটকুড়ার

১ পৃ ১০, ১৫, ১৭০ ই.। রূপরাম, মাণিকরামও 'হরিচন্দ্র' বলিয়াছেন ; 'শূন্যপুরাণেও' রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজার বিবরণ আছে (পৃ ৩২ ই.)। সম্পাদকীয় হস্তাবলেপে ভাষা এবং প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হইলেও তাহার মূল নির্ণয়ে অসুবিধা হয় না ২ পৃ ৬২, ১৫২

৩ পৃ ১৬৮। দ্র. বা-সা-ক, ৩য় সং পৃ ৭৪-৭৯ 'সদাখণ্ড'। দ্বাদশ পুরাণের নবম পুরাণে (পৃ ১০০-১) ইঁহার প্রসঙ্গ আছে। প্রথম গৃহভরণ পূজা করিয়াছিলেন ব্রহ্মা, শ্বেতপণ্ডিতরূপে (পৃ ৩৪, ৯৯)। পরে আলোচনা দ্র.

৪ পৃ ১২। এই প্রসঙ্গ আর কেহ উল্লেখ করেন নাই

৫ পৃ ১১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধনপতি ও শ্রীমন্ত শালিবাহনের সহিত এই ভাবেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন

৬ পৃ ১৫। 'হরি সে পরম ধন না কর বিস্ময়'—এই উক্তি পুরাপুরি বৈষ্ণব ভক্তেরই

৭ পৃ ঐ, ১৬। ইহা রাম-সীতা ও শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনীর অনুসরণ

৮ মীননাথ ও গোপীচন্দ্রের পত্নীগণের উক্তিও স্মরণ করায় ৯ পৃ ১৬। নাথযোগী ও যোগিনীর বেশ

১০ পৃ ১৭, ১৪৩। এই প্রসঙ্গে মাণিকরাম বা আর কেহ কুকুরের উল্লেখ করেন নাই

স্পর্শেই সে ছানাটি মরিয়া গেল। উভয়ে ভীত হইয়া অপমানের আশঙ্কায় পলাইয়া যাইতে চাহিলেন। এদিকে কোনও ছানাই আর নড়ে না দেখিয়া কুকুরিনী উভয়কে না কামড়াইয়া, গায়ে আঁচড়াইয়া বেষ্টন করিয়া 'পরিত্রায়' চীৎকার করিতে লাগিল; ফলে, মালিক দুরবার্য্য[1] হাড়ি উভরড়ে দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোধে গালি দিয়া রাজারানীকে মারিতে যায়; এই অবস্থায় মায়াধর ধর্মঠাকুরের ঘটনাস্থলে আগমন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে[2] হাতে জলঝারি লইয়া। হাড়ির নিকট রাজার জন্য ওকালতী করিয়া 'তেজপনা' দেখাইয়া তিনি কুকুরছানাগুলির গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেই, 'ধর্ম-করের জল' পাইয়া সব ছানা জীয়া উঠিল। এইরূপে ধর্মঠাকুর হাড়ির হাতে নিশ্চিত অপঘাত হইতে রাজারানীকে বাঁচাইলেন।

দিনের পর দিন রাজারানী চলিতেছেন, 'খুধায় শুখাইল তনু বলেতে অবশ'। পঞ্চ ক্রোশ অবধি ছায়াবিহীন তেপান্তর মাঠ পার হইয়া চলেন তাঁহারা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পার হইয়া গেল, আষাঢ় শ্রাবণ আসিয়া পড়িল। প্রলয় বর্ষায় সব 'জলময়'; মেঘের প্রতাপে দিন রাত্রি অবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক উচ্চ দ্বীপে[3] উপনীত হন উভয়ে; সেই দ্বীপে ছিল এক 'বট তরুবর',[4] তাহারই গোড়ায় রহিলেন রানী ও রাজা। জলভয়ে প্রাণরক্ষা হেতু পশু-পতঙ্গ সকলেই আশ্রয় লইল সেই উচ্চ দ্বীপে এবং হিংসা ভুলিল বিপদের কালে। এইরূপে তরুতলে রাজারানীর দুই মাস যায়। বার মাস[5] কাটিবার পর অবশেষে মিলিল বল্লুকার[6]-বন। রাজা বল্লুকায় যান প্রাণ ত্যাগ করিতে; পাপিষ্ঠ জন্ম আর যেন ফিরিয়া না আসে। ধর্মদেহারার চূড়া-ভাঙ্গার গুরুতর 'অপরাধ' হইতে মুক্তি পাইতেই হইবে এবং মুক্তি মিলিবে, বল্লুকায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেই; কারণ সপ্ত সিন্ধু ও ভাগীরথীর সলিলসংযোগে উৎপত্তি বল্লুকার; এই স্থান মুক্তিপদ, বৈকুণ্ঠের সমান। এই অবসরে রাজার মুখে হঠাৎ 'ধর্ম' শব্দ উচ্চারিত হইতেই কৈলাসশিখরে[7] ধর্মঠাকুরের টনক নড়িল। ব্রাহ্মণের ঘরে পূজা না-পাইয়া[8] ধর্মঠাকুর যে চাতুরী করিয়াছিলেন, মন্ত্রী উলুক[9]

১ পৃ ১৮, ১৫১। এই হাড়ি তাহার স্বভাবানুযায়ী অন্বর্থনামা। ধ-পু-বিতে (পৃ ১৩২) 'হাড়িনিমক্কির' উল্লেখ আছে। ইনি কে? ২ আলোচনার জন্য দ্র, সা-প ১৭, ২ সং, ভূ পৃ ১৮-১৯

৩ পৃ ২০, ১৪১। এই 'উচ্চ দ্বীপ' যৌগিকপ্রতীক-ধর্মী। পরে আলোচনা দ্র.

৪ পৃ ২০, ৫৫-৬, ১৫৭ ৫ পৃ ২০। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম বারমাসী বর্ণনা

৬ পৃ ১৯ ই. ১৫৮। যাদুনাথ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বল্লুকার বিচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন। পরে আলোচনা দ্র.

৭ পৃ ২১। ধ-পু-বিতে (পৃ ৪) স্থাপন ডাকে ধর্মঠাকুরকে কৈলাস ছাড়িয়া আগমন করিতে আবাহন করা হইয়াছে; ইহা শিবের সহিত সাদৃশ্যজ্ঞাপক। কৈলাসশিখর যোগধর্মে সুমেরুশিখর

৮ পৃ ২২। বা-সা-ই ১খ, ২সং পৃ ৫০৩

৯ পৃ ২১, ১৪১। বসন্তবাবুর মতে, ঋগ্বেদে উলূক যমরাজের দূত। যমরাজ ধর্মরাজ। সেইজন্য ধর্মের বাহন উলূক; অথবা, বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক উলূকমুনির ভাবরূপ হইতে পারে। তাঁহার অনুমান, ধর্মঠাকুর এই ঔলূক্য দর্শনেরই ভাবনিষ্কর্ষার্থক শব্দের ব্যক্তিরূপ (শ্রীধপু, ভূ পৃ ২।৵০-॥৵০)

তাহা বলিলেন; ধর্মঠাকুরের ষড়যন্ত্রেই, হরিচন্দ্রের সহিত তাঁহার পাত্র অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা[১] করিয়াছিলেন, সে কথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন; যাহাই হউক, হরিচন্দ্রের ন্যায় কঠোর ধর্ম-বিরোধী যখন ভাগ্যক্রমে স্মরণ করিতেছেন তখন এই সুযোগে তাঁহাদের প্রাণ বাঁচাইয়া পূজা লওয়াই উপযুক্ত পন্থা; উলুকের কথায় পূর্বকথা স্মরণ হওয়ায়, রাজাকে রাখিতে ধর্ম নিরঞ্জন ডাকিলেন জগন্মাতা আদ্যাশক্তিকে[২]।

ধর্মঠাকুরের আদেশে আদ্যাশক্তি নারায়ণী পঞ্চ সখীকে[৩] ডাকিয়া তাঁহাদিগকে বল্লুকার কূলে গিয়া পূজার ছলে রাজারানীকে রক্ষা করিতে বলিলেন; রাজারানী তাঁহার পূজা করিলে পুত্রবর পাইবেন, সে কথাও বলিয়া দিলেন। এদিকে পঞ্চ সখীকে পাঠাইয়া, রাজারানীকে ছলনা করিতে দেবী ছদ্মবেশে স্বয়ং বল্লুকাকূলে উপস্থিত হইয়া রাজাকে ছায়াস্বপ্ন[৪] দেখাইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, তাঁহার রাজপাট সিংহাসন আর রানী মদনার কোলে 'উত্তম বালক'; মদনাও তাহাই দেখিলেন। মদনার ইচ্ছা, দেশে ফিরিয়া ধর্মপূজা করা; কিন্তু রাজার চক্ষুলজ্জা, লোক হাসিবার ভয়। ইত্যবসরে বল্লুকার ঘাটে মাহেশ্বরীপূজা-রতা পঞ্চ সখীর সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ ঘটে; আত্মপরিচয় দেন হরিশ্চন্দ্র[৫]; উত্তরে, জয়া সখী দেবীমাহাত্ম্য বিবৃত করিতে লাগিলেন। বনে চামুণ্ডা-ভবানীর পূজা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্বকথা-প্রসঙ্গে 'মার্কণ্ডপুরাণের'[৬] সুরথসমাধি-কথা[৭] বলিলেন; আত্মবলিদান দিয়া অঙ্গের রুধিরে[৮] পূজা পাওয়ায়, দেবী তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছিলেন, সে কথাও হইল; দেবীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্যে 'বাল্মীক পুরাণ' হইতে বলিলেন, রাবণ বধিয়া সীতার উদ্ধারের জন্য শ্রীরামের দুর্গাপূজার[৯] কথা।

১ পৃ ২২, ১১

২ পৃ ২৩ ই.। ইনি বৈদিক 'যমী'। ধর্মঠাকুরের সহকারিণী, সহপূজ্যা চামুণ্ডা, বাসলী, বিশালাক্ষী বা মনসা (র-ধ ১খ, ২সং ভূ পৃ ১৩)

৩ পৃ ২৩। খুল্লনা ইঁহাদিগকেই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে দেখিয়াছিলেন (ক. চ, পৃ ১৪৭)

৪ পৃ ২৪। উদগ্র কামনায় প্রলুব্ধ করিয়া ধর্মপূজায় প্রবর্তিত করাই ইহার উদ্দেশ্য

৫ হরি+চন্দ্র, 'স্' (সুট) আগম, 'ঋষি' অর্থে (পাণিনি ৬-১-১৫৩)। ইহাতে মনে হয়, রাজা 'হরিচন্দ্র' ধর্মপূজার পরে ঋষিত্ব লাভ করিয়া 'হরিশ্চন্দ্র' হইয়াছেন

৬ পৃ ২৭। ধর্মঠাকুরের 'মার্কণ্ড-পুরাণ' (বা-সা-ই, পৃ ৫০৩) যাদুনাথের বর্ণনায়, ইহা দ্বাদশ পুরাণের অষ্টম পুরাণ (পরে দ্র.)

৭ পৃ ঐ, ১৬৯, ১৬৮ দ্র.

৮ পৃ ঐ। দ্র. পৃ ১৬৪ 'মুণ্ড-বলিদান'। মাণিকরাম রাজা-রানীকে অঙ্গের রুধিরে পূজা করাইয়াছেন

৯ পৃ ঐ, ১৬০। ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে লিখিত; বাল্মীকীয় রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই

রাজাকে কৃপা করিবার জন্য দেবী বৃদ্ধার বেশ[1] ধারণ করিলেন; হাতে 'তুলসীর মালা' থাকিলেও 'বিকট'-রূপে তাঁহার ঘটের উপরে আবির্ভাব দেখিয়া রাজারানী ভীত হইয়া দেবীকে 'বুড়ী রাক্ষসী' ভাবিলেন; বুড়ীর আত্মপরিচয়ে প্রত্যয় না করিয়া তাঁহার স্বরূপ দেখিতে চাহিলে, দেবী অষ্টাদশভুজা[2] মূর্তি দেখাইলেন। অতঃপর যথারীতি চৌত্রিশা স্তব[3] করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনায় দেবীপূজা করিলেন রাজারানী; ফলে, ভগবতী রাজদম্পতিকে একভাবে ধর্মপূজা করিতে উপদেশ দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন, ধর্মঠাকুরের বরে পুত্রলাভ সুনিশ্চিত; ঐহিকসম্পৎ-প্রদানের ভার দেবীর এবং পুত্রদত্ত পিণ্ড-লাভে পারত্রিক গতির ভার ধর্মঠাকুরের। অতঃপর বিচিত্র বল্লুকার[4] বর্ণনা,— বল্লুকার মাঝ-অর্ধে একটি দ্বীপ; সেই দ্বীপে দেবশ্রেষ্ঠ ধর্মের স্বরূপে অবস্থিতি; বারমতি ঘরভরণ পূজা করেন সেইখানে রামাই পণ্ডিত। বল্লুকার অন্য নাম 'হিমসাগর'; ঢেউ ইহার ঊর্ধ্বে সপ্ত তালগাছ-প্রমাণ। ধর্ম ভাবিয়া, 'জলপথে'[5] গিয়া, পূজা করিতে হয়। সাত তাল[6] ঢেউ

---

১ পৃ ২৮। ইহা জরতীবেশে শ্রীমন্তের প্রতি চণ্ডীর কৃপা স্মরণ করায়। অচ্যুতানন্দের ওড়িয়া 'শূন্যসংহিতায়' আছে —'দয়া কলে বৃদ্ধ মাত নিরাকার মন্ত্র'। ধ-পু-বিতে নির্লেপ নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরকে 'বৃদ্ধরূপ' বলা হইয়াছে (পৃ ৯০)

২ পৃ ৩০, ১৩৮। 'অষ্টাদশভুজা' ছাড়া, দেবীর অন্য বর্ণনা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ

৩ পৃ ৩০ পা-টী। ইহা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য

৪ পৃ ৩১। বল্লুকা নদী বা হিমসমুদ্রের মাঝ-অর্ধে উচ্চ দ্বীপ; সেই দ্বীপে ধর্মরাজের পুরী। বল্লুকাকে বিনয়লক্ষ্মণ বলিয়াছেন, 'জলমূর্তি বিষ্ণু অবতার' এবং তাঁহার মতে, এই সমুদ্র পার হইয়া হিমালয়ের কৈলাসশিখরে পৌঁছিতে হয় (পুঁ-প ৪র্থ পৃ ৩৯১)। একটি ধর্মপুরাণে আছে,—'মহী রাখি সেইরূপে হইলা অন্তর্ধান, ত্রিকোণ বাঁটিল মহী অনেক সম্মান। সংক্ষেপে কহিল তাতে বৈসে প্রজায়ন, তাহাতে হৈল দেখ বল্লুক পত্তন। সরোবর কাটিল পবননন্দন॥ গ্রহভরণ করিতে দেবতাগণের আসা, বল্লুকাতে পদযুগ বিপদবিনাশা' (বি. ভা. পুঁ. সং ১২৯)। দ্বিজ লক্ষ্মণের ধর্মপুরাণে ধর্ম-কাহিনী ও নাথতত্ত্বের সন্ধি হইয়াছে (রূ-ধ, ভূ পৃ ১৬)। ইহাতে মনে হয়, বল্লুকার এই বর্ণনাও যোগরূপক। 'যোগচিন্তামণি' গ্রন্থে 'জলদ্বীপাকার' আজ্ঞাচক্রের বর্ণনায় আছে,—'মণিদ্বীপে সুধাসিন্ধু মধ্যে পুরীখান' (গো-বি, পৃ ২১৭ ই.)। আজ্ঞাপদ্মের দুইটি দল— হ ক্ষ; ইহার কর্ণিকার মধ্যে শ্বেতবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল আছে। ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণ এবং ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আছেন। ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ ঠং দীপ্তিমান্ ইত্যাদি (যো-শু, পৃ ৪৯-৫০)। ত্রিকোণ মণ্ডল=ত্রিকোণ মহী=মণিদ্বীপ= উচ্চ দ্বীপ=কৈলাস বা সুমেরুশিখর। পরে, আরও সাদৃশ্য দেখানো যাইবে

৫ পৃ ঐ, ১৪৮। বৈদিককালে বরুণেরও সাংজাত পূজা হইত। মৈত্রায়ণী-সংহিতার (২-৫-৬) বর্ণনায় আছে,—'দ্বীপে যাজয়েদ্। এতা বৈ প্রত্যক্ষং বারুণীর্যদাপঃ' অর্থাৎ দ্বীপে যজ্ঞ করিতে হয়। এই যে স্রোতের জল ইহা প্রত্যক্ষ বারুণী (রূ-ধ, ভূ পৃ ৬)

৬ পৃ ৩১। তু. (ধ-পু বি, পৃ ১৯৭) 'সাত তাল নামে পর্বত বলিঞে স্রিজন করিল'। এই 'সাত তাল পর্বতই' মনে হয়, মনসার ঐতিহ্যে 'সাতালি পর্বত'। কায়যোগে এই সাতালী পর্বতেই (অর্থাৎ শিরঃস্থিত সহস্রার পদ্মেই) শুক-শারীর (অর্থাৎ শিব-শক্তির) বাসা;— 'সাতালী-পর্বতে আছে সাইল সুয়ার বাসা' (গো-বি, পৃ ১৯৭)

কিছুই নহে, মায়াজল-মাত্র ; ধর্মের কৃপায় এই 'ধুন্দুকার'[১] জল'[২] এক হাঁটু হইয়া ভক্তকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

দেবীর উপদেশ-বর পাইয়া রাজা ধর্মঠাকুরের নিকট পুত্রবর পাইবার আশায় হৃষ্ট হইয়া দেবীর চরণে প্রণাম করিলেন।

রাজারানী ধর্ম ভাবিয়া ধর্মের কৃপায় জানুপরিমাণ[২] জলে হিমসাগর নদী[৩] পার হইলেন। ধর্মঘরে রামাই পণ্ডিত 'জয়যাত্রী'দের লইয়া 'হক'[৪] জানাইয়া ঘরভরা পূজা করিতেছেন। রামাইয়ের সহিত রাজারানীর দেখা হইল, সেদিন শুক্রবার[৫] ; পুত্রবর পাইবার সাফল্যের যেন সুপ্রভাত হয়। রামাইয়ের সঙ্গে রাজারানীর যথাবিধি পরিচয় ঘটিল ; দেবী দশভুজার[৬] আদেশের কথা রাজার মুখে শুনিয়া রামাই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ধর্মঠাকুর মন্দিরে বসিয়া সব দেখিতেছিলেন। রামাই এইবার রাজার পালনীয় ধর্মপূজা-পদ্ধতি[৭] বিবৃত করিতে লাগিলেন।

বারমতি ঘরভরা পূজা শুক্রবার হইতে আরম্ভ। 'হকগুড়ি'[৮] লইয়া রাজারানীকে 'নিরাহারে' থাকিয়া, আগত জয়যাত্রীর সহিত ধর্মচরণ দেখিতে হইবে। নাপিত আসিয়া ক্ষৌরকর্ম[৯]

১ পৃ ৩১। ত্রিকোণ মহীর ('জেকনা পৃথিবী') অস্তিত্বের পূর্বে এই ধুন্দকারই বর্তমান ছিল (ধ-পূ-বি, পৃ ২০৮)

২ পৃ ঐ। ইহা কৃষ্ণের কৃপায় বসুদেবের যমুনা পার হওয়া, স্মরণ করায়

৩ পৃ ঐ, ১৭১। বিনয়লক্ষ্মণের বর্ণনায় দেবী দুর্গা বলুকাসমুদ্র পার হইয়া হিমালয়ে পৌঁছিলেন (পুঁ-প ২খ পৃ ৩৯১)। ইহাতে মনে হয়, বলুকা 'সমুদ্রের' 'সাগর' এবং হিমালয়ের 'হিম', এই দুইয়ের সমন্বয়ে লোকবিশ্বাসে 'হিমসাগরের' উৎপত্তি

৪ পৃ ৩২ ই., ১৭০। ওড়িষ্যায় দণ্ডনাটে, পূজার জানান স্বরূপে, ঘরে ঘরে গিয়া, ভক্তারা মশালের আগুনে ধুনা পোড়াইয়া 'হক' দেয়

৫ পৃ ৩২। শুক্র ও শনি ধর্মঠাকুরের বিশেষ বার। পরে ব্যাখ্যা দ্র.

৬ পৃ ঐ। এখানে দেবী 'অষ্টাদশভুজা' নহেন

৭ পৃ ৩৫ ই.। ধর্মপূজাপদ্ধতি বা গৃহভরণ গাজনের ইহা একটি প্রামাণ্য বিবরণ ;—এই অংশের জন্য, যাদুনাথের এই গ্রন্থখানিকে সাংবাতপদ্ধতিও বলা যাইতে পারে। আমরা ইহার যথাযথ সারসংক্ষেপ দিতেছি মুদ্রিত শূন্য-পুরাণ গ্রন্থে 'রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা' অংশ (পৃ ৩২ ই.) আছে ; ইহার সহিত যাদুনাথের রচনার স্থানে স্থানে মিল দেখা যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় 'শূন্য-পুরাণের' মূল পুঁথি ছাপিলে, উভয়ের তুলনাত্মক আলোচনায় গৃহভরণ গাজনের যথার্থ প্রাচীনরূপ নির্ধারণ করা যাইত। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রচলিত গৃহভরণ গাজনের একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার 'শ্রীধর্মপুরাণ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে

৮ পৃ ঐ। এই কৃত্যের উল্লেখ বাঙ্গালা 'ধর্মপুরাণে' প্রথম পাওয়া গেল

৯ পৃ ঐ। ধর্মপূজা-বিধানেও 'ক্ষৌরাদির' প্রসঙ্গ আছে (পৃ ১)

করিয়া রাজারানীকে 'মুক্ত' করিল। বল্লুকার জলে স্নান সমাপন করিয়া শুক্ল বসন পরিতে হয়। মুক্তাস্নানের নীত-অনুসারে 'হকের গুড়ি' পাইয়া জয়যাত্রীরা দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিতে থাকে, ঘন ঘন জোড়া শঙ্খ 'ফুকরে',[১] গায়নে মঙ্গলগান সমাধা করেন। নূতন ধুচুনিতে মুক্তা[২] ভরিয়া রামাই তাহাতে ধর্মপাদুকা স্থাপন করেন; দেবীর ঝারায় মুক্তা বসাইয়া আমিনী নেন কাঁখে করিয়া। গায়েন বায়েন জয়যাত্রী মিলিয়া রামাই যান বল্লুকার ঘাটে। রাজারানীও যথাস্থানে উপস্থিত। ঘাট বাঁধা হয়; সে ঘাট বাঁধেন বিশাই; স্বয়ং ধর্ম স্নান করিবেন সেই ঘাটে[৩]। জয়কার দিয়া মুক্তাস্নান করাইয়া রাজারানী দুইজনে গাজনে রহিলেন। এই অবসরে রামাইকে ডাকিয়া ধর্মঠাকুর বলিলেন, তিনি ও রামাই অভিন্ন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি অবতারে পৃথিবীতে রামাই ধর্মব্রত প্রচার করিবেন; সত্য ত্রেতা দ্বাপরের কঠিন পূজাবিধান কলিতে সাধারণের অসাধ্য, এই জন্য কলিতে রামাই যে 'ধর্মমঙ্গল' প্রচার করিবেন, সেই নীতই সকল লোক পালন করিবে এবং তাহাতেই সদয় হইয়া ধর্মঠাকুর বর দিবেন। এই কথান্তে, 'বিবাদী' হরিচন্দ্রের কথাই প্রথম মনে পড়িল; তাঁহার পূজা লইয়া বর দিলেই, জগতে ধর্মপূজার প্রচার হইবে;—এই সিদ্ধান্ত করিয়া নাটমন্দিরের ছাঁদনাতলায় আসিয়া বসিলেন রামাই।

দেবী ভবানী ঘরভরণের সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যেই আছে বৈতরণী[৪] নদী; ধর্মঘর দেখিয়া জয়যাত্রীদের সেই নদী পার হইতে হইবে। বিশ্বকর্মার ডাক পড়ে। নদী পার হইতে নৌকার প্রয়োজন। ব্রত সাঙ্গ করিতে বৈতরণী পারের জন্য ঘরভরণের যাত্রীরা আসিবে। হিজলের কাঠ[৫] আনিয়া বিশাই নৌকা গঠন করিলেন। রামাইয়ের 'বুহিত্র'-চিন্তা[৬] শেষ হইল। পৃথিবীতে ধর্মমঙ্গল প্রবর্তিত করা হইবে; তাহাতেই ধর্ম থাকিবেন ভর দিয়া। বহিত্র বরণ করিয়া লইলে, অবিলম্বে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ[৭] হয়;—এই সংকল্প করিয়া রামাই 'বুহিত্র' সৃজন করিলেন।

১ পৃ ৩৩। 'কুকুরে' নহে (তু. শূ-পু, পৃ ২৭) ২ পৃ ৩৪, ১৩৪। (তু. শূ-পু, পৃ ৯৮-১০২)

৩ পৃ ঐ। ঘাটের প্রসিদ্ধির জন্য 'ত্রিবিণির ঘাট' (পুঁ-প ২খ, পৃ ৩০৬), 'শ্বেতগঙ্গার ঘাট' (রা-ধ ১খ, ২সং পৃ ১০) দ্র

৪ পৃ ৩৫, ৩৯, ১৬১, ১৫২। শূন্য-পুরাণে 'অথ বৈতরনী' (পৃ ৫৫) অংশ আছে। ইহাতে কায়যোগতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব মিলাইবার চেষ্টা সুপ্রকট

৫ পৃ ঐ, ১৭১। বর্ধমান জেলার মানকর ষ্টেশনের নিকট গাঙ্গুর নদীর উত্তরে চম্পাইনগরে দামোদরের নিকটবর্তী 'হিজলগাছে' চাঁদবেণের নৌকা বাঁধা হইত বলিয়া প্রবাদ আছে (গো-গী, পৃ ১।৶০)

৬ পৃ ঐ, ১৬১। মঙ্গলচণ্ডীর পূজাতেও নৌকা তোলার সংকল্প করিতে হয় (দ্র. পুঁ-প ২খ, ভূ পৃ ২১)

৭ পৃ ঐ। বৈতরণী পার হইবার জন্য বহিত্রবরণ করিলে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইবার কথা নহে। ইহা

অতঃপর রামাই 'কুমার' ধর্মদাসকে[১] ডাকিলেন; তাহার উপর ভার পড়িল চারিটি আহিরাণ্ডি[২] গঠন করিবার। অপূর্ব ঘটনা ঘটিল;—মাটি আনিয়া আহিরাণ্ডি গঠন করিতে, দেখা গেল, তাহাতে 'মহাদেব'[৩] সাক্ষাত আছেন ত্রিনয়ান'। [মহানাদে] শিবচতুর্দশী ব্রত করিয়া আশী হাট পরিক্রমা[৪] করিলে, তবেই ব্রত সাঙ্গ হয়; তেমনই অবশ্যকর্তব্য বৈতরণী পার হওয়া। ইহার পর ঘরকাণ্ডারণ।—ইহাই যাত্নাথের প্রামাণ্য পুরাণ।

সিন্দুরে মণ্ডিত কূর্মের উপরে ধর্মপাতুকা স্থাপন করা হয়; কূর্ম[৫] বেষ্টন করিয়া থাকে বাসুকি[৫]; বাসুকি বেষ্টন করিয়া থাকে ক্ষিতি; পৃথিবী বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্বারী[৬] ধর্মের মন্দির। চারি দ্বারে মুক্তার আমিনী পণ্ডিত নির্মাণ করা হয় পুরাণসম্মত-ভাবে। পশ্চিম দ্বারে সেতাই পণ্ডিত, প্রহরী তাঁহার চন্দ্র; দক্ষিণ দ্বারে নীলাই পণ্ডিত, তাঁহার প্রহরী পবন; পূর্ব দ্বারে কংসাই পণ্ডিত, তাঁহার প্রহরী সূর্য এবং গাজনদ্বারে অর্থাৎ উত্তর দ্বারে রামাই পণ্ডিত, প্রহরী গরুড়, আমিনী দুর্গা। মন্দিরের উপরে মুক্তার শ্বেত চামর, ধ্বজা ও পতাকা। পশ্চিম দ্বারে আমিনী চরিত্রা, দক্ষিণে বসুয়া এবং পূর্বে গঙ্গা। ধর্মপাতুকার বামভাগে 'হংসরাজ'[৭] অর্থাৎ হাঁসা ঘোড়া এবং দক্ষিণ দিকে উলূকমুনি[৮]। নানা রঙ্গে[৯] চিত্রিত ঘরকাণ্ডারণ-দর্শনে ফল অনেক;—ধন পুত্র মান লাভ হয়, রোগ শোক দুঃখ যায়, শত্রু-ধ্বংস হয় এবং অন্তিমকালে 'যমপুরী এড়াইয়া' বাস হয় সুরপুরে। রামাই পণ্ডিত করেন ঘরকাণ্ডারণ, আর গায়নে গাহিয়া চলে গীত[১০]।

মঙ্গলচণ্ডী-পূজার বহিত্রোত্তোলনের ফললাভের অনুরূপ (পু-প ২খ, পৃ ২১৮, ঐ ভূ পৃ ২১)। ইহার যোগরূপকের বর্ণনায় 'মন কর নৌকা পবন কেরুয়াল, এক মনে চিন্তা কর তবে হব পার। রজতের নৌকা হৈল সুবর্ণ কেরুয়াল, আপুনি ত ধর্মরাজ হৈল কাণ্ডার' (শূ-পু পৃ ১২৭)

১ পৃ ৩৫। এই ধর্মদাস রামাইয়ের পুত্র নহেন, কুম্ভকারের নাম ২ পৃ ঐ, ১৩৯-৪০

৩ পৃ ৩৬। শৈব, ধর্ম ও নাথ তত্ত্বের সন্ধি দেখা যায় বিনয়লক্ষ্মণের 'শিবের গীত' পুঁথিতেও (দ্র. পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৮৮-৯৩, ঐ ভূ পৃ ২৭-২৯)

৪ পৃ ঐ, ১৬৩। দ্র. শ্রীধপু, প, পৃ ৮ ৫ পৃ ঐ, ১৪৩-৪৪, ১৬০। শূ-পু, পৃ ৩৭

৬ পৃ ঐ। শূ-পু, ৩৭ই.। ধ-পূ-বি, পৃ ২৫১ই.। অথর্ববেদের ব্রাত্যরূপের অনুকরণজাত হইতে পারে (দ্র. রা-ধ ভূ পৃ ১৮)। ইহার আরও সাদৃশ্য পরে 'বৈকুণ্ঠভুবনের' আলোচনায় দ্র. ৭ পৃ ৩৭, ১৭০

৮ পৃ ঐ, ১৪১, ১৭০ 'হংসরাজ ঘোড়া'। ঋগ্বেদে উলূক যমরাজের দূত। ধর্মঠাকুর যমরাজ। সেইজন্য বৈদিক প্রভাবে উলূক ধর্মের বাহন হইতে পারেন (শ্রীধপু, ভূ পৃ ২।৶০)

৯ পৃ ঐ। বিভিন্ন রঙ্গের ধারণা তান্ত্রিক কায়যোগের (যো. চি, গো-বি, পৃ ২২৬ই.) অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক (শূ-পু, বসুমতী, ভূ, পৃ ১২২) প্রভাবজাত হইতে পারে

১০ পৃ ঐ। লাউসেনের কাহিনী গীত হইতে পারে। প্রাচীন ঠাটে, রাগরাগিণী ও ছন্দোবিভাগের দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের পালা বিভাগ হওয়ায়, এই গ্রন্থও পালাক্রমে গীত হইতে পারে

ঘরকাণ্ডারণ শেষ, রাত্রিও শেষ। জয়যাত্রিগণ আসিলেন ধর্মঘরে। গায়ন গীত জুড়িল নানা বাদ্যের সমন্বয়ে আনন্দিত হইয়া। রাজারানী আছেন 'নিরাহারে'। রামাই পণ্ডিত তাঁহাদিগকে ধর্মপুরাণসম্মত কিছু নীত বলিলেন, ধর্মপূজা করিবার জন্য। 'পরমকারণ[1] মন্ত্র' লইয়া হরিচন্দ্রকে 'ধর্মসন্ন্যাস' করিতে বলিলেন রামাই; এই 'গূঢ়তর' সেবাতেই মিলিবে পুত্রবর; রানীকে বলিলেন 'পরম নিগুর্ণ'[1] মানিয়া পূজা-নীত সেবা করিতে। যথাদেশ কাজ হয়। মদনা যাত্রীর সহিত একমনে গিয়া ঘৃতের প্রদীপ দেন ধর্মের গাজনে। রামাই হরিচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ধর্মমন্দিরে গিয়া, সংকল্প করিয়া রাজার গলায় দিলেন 'উত্তরী'[2]। [ধর্মসন্ন্যাসের 'বার'[3] করিয়া ত্রিলোচন মহাদেব সকল দেবতার মধ্যে রাজা হইয়াছিলেন। বারমতি ঘরভরায় সন্ন্যাস করিলে তাহার ফলপ্রাপ্তির বিবরণ আগে দেওয়া হইয়াছে]।

কেবল পুত্রের 'পাকে' রাজা হরিচন্দ্র সন্ন্যাসী হইলেন। রামাই আনন্দিত হইয়া আমিনী পণ্ডিত লইয়া নৌকা আনিতে ইচ্ছা করিলেন; বৈতরণী পার হইবার জন্য নানা বাদ্য সমারোহের সহিত নৌকা আনা হইল; রামাই প্রদীপ উৎসর্গ করিলেন; সকলে প্রফুল্ল হইল, কেহ ধূপধুনা পোড়াইতে লাগিল; রাজা করিতে লাগিলেন 'বাণ-প্রহারণ'[4]।

রাজা কঠোর সন্ন্যাস করিলেন। কাপালী[5] কপালে ঘৃতের সংযোগে অগ্নি জ্বালিয়া দিল। একশত কুড়িটি বাণ রাজা তাঁহার দুই ভাগে বিদ্ধ করিলেন; জিহ্বায় বাণ ফুঁড়িলেন; দুই পার্শ্বে বিঁধিলেন 'দশনখী'[6]; কিন্তু এই সকল কৃত্যে কোনও জ্বালাযন্ত্রণা বোধ না হওয়ায় রাজা কৌতুকী হইলেন। মদনা আসিয়া ধর্মের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; মাথায় তাঁহার ধুনা জ্বলিতেছে 'বাসন' সহিত। যাত্রীদের কামনানুসারে 'মানস সফলের' জন্য সকলেই ধুনা পোড়াইয়া দক্ষিণান্ত করিলেন। ঋতুমতী হইলে, স্ত্রী-যাত্রিগণ চারি কড়া কড়ি চাকি দিয়া ব্রত সাঙ্গ করেন। যাত্রীদের কপালে টীকা দিয়া পাঠক দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। এইবার বৈতরণীপারের কৃত্য।

রামাই বৈতরণী পার করাইতেছেন; হাতে নড়ি ধরিয়া প্রত্যেককে নৌকায় উঠাইয়া, একে একে 'উদ্ধার' করিলেন[7]। রাজারানী বসিয়া আছেন সকলের পিছনে; উভয়ে

১ পৃ ৩৮। 'পরম কারণ মন্ত্র,' 'পরম নিগুর্ণ,' 'পরম কায়' (পৃ ৫৮, ১৫৪) ইত্যাদি বাক্যাংশে 'পরম' শব্দটি কবি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, এই শব্দটি নিরর্থক নহে; 'অনাদি' অর্থেই ইহা প্রযুক্ত

২ পৃ ঐ, ১৪০। 'একে একে ভক্তগণে উত্তরি দিল কাঁন্ধে' (ধ-পু-বি, পৃ ৭) ৩ পৃ ঐ, ১৫৯

৪ পৃ ৩৯, ১৫৯। মাণিকরামে ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে (দ্র. শ্রীধম, পৃ ৭০)

৫ পৃ ঐ, ১৪২-৪৩। যৌগিক কৃচ্ছ্রসাধনায় ইহা নাথপন্থের সহিত সাঙ্কর ইঙ্গিত ৬ পৃ ঐ, ১৫০

৭ পৃ ঐ। 'শূ-পুর' মূল পুঁথিতে হয়তো এই কায়যোগের পরিভাষাই ছিল,—'আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার, ধর্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটাল' (পৃ ৫৩)

হৃষ্টচিত্তে এক সময়ে পার হইলেন। শোক বিমুক্ত হইয়া স্বর্গবাসের 'নীত'-প্রসঙ্গে যাদুনাথ বলেন,—মহানাদে আশী হাট পরিক্রমা করিলে,[১] উড়িষ্যায় হাড়িঝাটা খাইলে[২] এবং ধর্মঘরে বৈতরণী পার হইলে[৩] নিশ্চিত স্বর্গ বাস হইয়া থাকে। রামাই ঘরকাণ্ডারণ দেখাইতে[৪] যাত্রীদের ডাকিয়া ধর্মঘরে চলিলেন। রাজারানীও আছেন এই সঙ্গে। বিচার চলে;—জগন্নাথকে প্রমাণ মানা হইল; সেখানে নীলাচারে[৫] ব্রাহ্মণ শূদ্রের খাদ্যাখাদ্যে চল-অচল জাতিবিচার নাই; জগন্নাথের চাঁদমুখ দর্শনে পাপ তাপ দুঃখ বিদুরিত হয় এবং ভক্ত পুনর্জন্ম হইতেও নিষ্কৃতি পায়; চৈত্রমাসে ভক্ত শিবঘরে সন্ন্যাস করিলে[৬] এবং নারীগণ নীলার[৭] ব্রত করিলে মহাপুণ্য লাভ করে; কিন্তু ধর্মঘরের ব্রত সকল ব্রতের সমাহৃতরূপ ও শ্রেষ্ঠ। শুক্রবারে[৮] 'নিরাহারে' এবং শনিবারে[৯] নিরম্বু উপবাসে ধর্মঘরে ব্রতপালন বিধেয়; ইহাতে কাহারও 'দ্বিধা' হইলে তাহার সর্বাঙ্গে হয় ধবল কুষ্ঠ।

নিরঞ্জনের পাদুকাপূজা হইতেছে। ধর্মঘরের পশ্চিমদ্বারে চন্দ্র প্রহরী, কোটাল সূর্য; এই দ্বারই জয়যাত্রীদের নির্গমন-পথ; দক্ষিণদ্বারে প্রহরী পবন, কোটাল গরুড়; পূর্বে প্রহরী সূর্য, কোটাল চন্দ্র; গাজনদ্বারে প্রহরী গরুড়, কোটাল পবন।

১ পৃ ৪০, ১৬০। 'ধর্মঠাকুরপূজা মহানাদেই প্রথম প্রচলিত হয়'—এই ঐতিহ্য বলবৎ (ম, পৃ ২২৩)। ধর্মমঙ্গলকার সীতারামদাস যাদুনাথের প্রায় সমকালে (খৃ ১৬৯৮-৯৯) মহানাদের 'ত্রিলোচন' শিবকে বন্দনা করিয়াছেন। মীননাথ কর্তৃক মহানাদে যোগিরাজ্য স্থাপনের প্রসঙ্গ আছে লক্ষ্মণ ও সহদেবের অনিলপুরাণে (গো-বি ভূ পৃ ১—ঘ ৭) ২ পৃ ঐ, ১৪০

৩ পৃ ঐ, ১৫২। 'শূ-পু'তে (পৃ ৫৬) গাভীর লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার হওয়ার কথা আছে;—'নিরঞ্জনের ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা, গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার'

৪ পৃ ঐ। 'শূ-পু'তে 'অথ দানপতির ঘর দেখা' প্রসঙ্গ (পৃ ৩৬-৩৮) আছে ৫ পৃ ঐ, ১৫৪

৬ পৃ ঐ। ইহা শিব চতুর্দশীতে ধর্মসন্ন্যাসের প্রসঙ্গ

৭ পৃ ঐ ১৫৪। ওড়িষ্যায় ইহার নামান্তর 'নীলকন্যা'। যোগরূপকে 'শ্বাস' (পু-প ১খ, পৃ ৮৫)

৮ পৃ ঐ। শুক্র দৈত্যগুরু ('দৈত্যানাং পরমং গুরুং'—ধ-পূ-বি পৃ ১১৩)। ধর্মঠাকুরেরও দৈত্যস্বারূপ্য (রা-ধ ২ সং ভূ পৃ ১৯) আছে। সেইজন্যই শুক্রবার সম্ভবতঃ ধর্মঠাকুরের সহিত পুণ্যদিবসরূপে সম্পৃক্ত। কায়যোগের ব্যাখ্যায়, শুক্রবারে সুষুম্না, ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে সাধারণতঃ ঊর্ধ্বমুখী গতি থাকে; তখন ঈড়া-পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্রে মনকে সহজে স্থির করা যায়; এইজন্য ইহা কায়যোগীর নিকট পুণ্য দিবস

৯ পৃ ঐ। শনিগ্রহ সূর্যের পুত্র ('রবিসূনুং মহাগ্রহং,'—ধ-পূ-বি পৃ ১১৩)। সূর্য ধর্মঠাকুর। এই হেতুই মনে হয়, ধর্মঠাকুরের শনিবারপ্রীতি। 'শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে, ব্রহ্মা হরিহর আছেন প্রভুর বরাবরে (ঐ পৃ ২২, ১৮৫)। রূপরামকেও (রা-ধ পৃ ১৩) ধর্মঠাকুর শনিবার দুপুরবেলায় দেখা দিয়াছিলেন। কায়যোগের ব্যাখ্যায়, শনিবারে বায়ু শূন্যে অবস্থিতি করে, তখন মনকে সহজে সহস্রারের নিরন্ধ্র শূন্যস্থান বা নিরালম্বপুরীতে নিবদ্ধ করা যায়; এইজন্য ইহাও কায়যোগীর নিকটে পুণ্য দিবস

রামাই সকলকে ধর্মঘর দেখাইতে চলিলেন। প্রভুর পদদর্শনে ধনধান্যে আগার পূর্ণ হইবে ও হইবে ঐহিক উন্নতি। চাল ডাল পান সুপারি পাকা কলা ও আগণা কড়ির মুঠায় ডালা পূর্ণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিলে প্রাপ্তি হইবে খরচের অনুরূপ; কড়িতে অঞ্জলি পুরিয়া প্রভুর পদ দর্শন করিলে সমস্ত আপদ দূর হয়; এই পদ দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা এবং হরিহর বারো বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন; এই পদে[১] গঙ্গা বসিয়া আছেন; এইখান হইতেই গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা। দ্বারী প্রহরীকে দক্ষিণা দিয়া অর্গল খোলাইয়া গুরু রামাই 'ঘর' দেখাইতে বসিয়া 'চিত্রের লিখনের' পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—কূর্মের পৃষ্ঠে ধর্মের দুই পদ স্থাপিত, বাসুকি নাগ রহিয়াছেন কূর্মকে বেষ্টন করিয়া; ধর্মের মন্দিরে আমিনী পণ্ডিত, চন্দ্র সূর্য গরুর পবন প্রহরী, হংস গজ ঘোড়া উলুকমুনি সকলেই উপস্থিত; মন্দিরে মুক্তার ঝাঝরি, চারি দ্বারে মনোহর চারি ধ্বজা।—এইরূপ ঘরনির্মাণ দর্শন করিলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়। এখন ফলশ্রুতি,—ধর্মের ঘরকাণ্ডারণ নানাবিধ; ঘর-নির্মাণ করিলেই নিশি জাগরণের[২] তুল্য ফল হয়; ভক্তিভাবে বারমতি পুরাণ গাওয়াইলে, ধর্মের পদ দর্শন করিলে দানপতি আয়ুষ্মান্ ও ঐশ্বর্যশালী হইবেন, আত্মীয়স্বজন সুখে থাকিবে। ধর্মের 'বার দিনের গীত' গাওয়ানো, কপালে লিখিত না থাকিলে হয় না; ঘরভরণ পূজা করিলে অশ্বমেধ[৩] যজ্ঞের ফল হয়, 'যমপুর এড়াইয়া' স্বর্গবাস হয় এবং সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ঘর দেখার পরে এখন যাত্রীদের নিয়ম ভাঙ্গিয়া[৪] জল খাইবার পালা।

ঘরদেখা শেষ করিয়া যাত্রিগণ 'নিয়ম ভাঙ্গিতে'[৫] যাইতেছেন। যাহার যেমন মানত,—কেহ বা নিয়ম ভাঙ্গে, কেহ বা নিয়মে থাকে। ধর্মের ঘরে শুক্রবারে নিরাহারে থাকিলে ভক্ত পরিপূর্ণ ফল পায়। রাজারানী নিরাহারে রহিলেন, কেবল 'পুত্রের শোকে'। জয়যাত্রীরা গীতনাট শুনিয়া বাড়ি গেলেন প্রভাত হইলে। রামাই সন্ন্যাসীদের ডাকিলেন, ধর্মসন্ন্যাস করাইবার জন্য। সকলে করপুটে ভারার[৬] উপরে উঠিয়া প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইলেন; উচ্চৈঃস্বরে সকলে 'ধর্ম' নাম ডাকিয়া একমনে সূর্য-অর্ঘ্য[৭] দিলেন; যাহার যেমন পাট মানত

১ পৃ ৪১। ইহা বিষ্ণুপাদপদ্মের সহিত সমতাজ্ঞাপক   ২ পৃ ৪২, ১৫৭

৩ পৃ ঐ। ধর্মপূজায় বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের 'ব্রহ্মোদ্যের' অবশেষ আছে গাজনে অনুষ্ঠিত 'বড়কাটাকাটি' 'জোহার' বা বোলানের মধ্যে   ৪ পৃ ঐ। তু. শূ-পু, পৃ ৪২-৪৩ 'অথ নিয়মভাঙ্গা'

৫ পৃ ঐ। দ্র. শূ-পু, পৃ ঐ   ৬ পৃ ঐ, ১৬২

৭ পৃ ৪৩, ১৬৯। দক্ষিণ বর্ধমানের মুড়াই নদীতীরবর্তী কেঁউটে গ্রামে তিলি ও বাগদীর বাড়ীতে বাঁকুড়ারায় ও যাত্রাসিদ্ধি ধর্মের মূর্তিতে ধর্মঠাকুরের সপ্তাশ্ববাহন সূর্যরূপের অনুকল্প দেখিয়াছি;—দুইটি সুবৃহৎ কাঠের ঘোড়ার উপর ধর্মঠাকুরের রথ; তাহার মধ্যে চৌকির উপরে কূর্মাসনে ধর্মের পদচিহ্ন। বাঁকুড়ারায়ের কামিন্যা ছয় জন, তন্মধ্যে সিংহবাহিনী ও লক্ষ্মী আছেন; যাত্রাসিদ্ধির অশ্বদ্বয়ের উপর ত্রিরত্ন রথ ছিল; ইহাঁর কামিনীর পূজা হয়

আছে, সেইমতে কেহ চৌষাট[১] করিলেন, কেহ ঝাঁপ[২] দিলেন, কেহ একাসন[৩] ভাঙ্গিলেন, কেহ আরপনে ঘুরিলেন, কেহ চন্দ্রপাট[৪] অনুসরণ করিলেন; ভক্তারা কেহ টাঙ্গি, কেহ আট হোগোল পাতা[৫] ভাঙ্গিতে লাগিলেন; হরিচন্দ্র ভাঙ্গেন 'মানগিরি'। রাজার পাট ভাঙ্গা দেখিয়া ধর্মঠাকুরের অন্তরে বড়ো দয়া হইল। তিনি তাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া পুত্রবর দিবেন, ভাবিলেন। সকলে ভারা হইতে নামিয়া প্রভুর চরণে লুটিয়া প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসের পরে, রামাই গায়ন কর্তৃক ধর্মমঙ্গল জোড়াইলেন। জয়যাত্রীরা সুসজ্জিত হইয়া হাতে পূর্ণডালা লইয়া, আসিলেন ধর্মঘরে। গীত শেষ হইল। রামাই একমনে পূজানীত করিয়া চলেন; তিনিই আমান্ন রচনা[৬] করেন; নানা বর্ণে[৭] আমান্ন পাতা হয় সারি সারি; আতব চাউল,[৮] পাকা রম্ভা, ঘৃত, মধু, শর্করা, বামন নারিকেলের আমান্ন পাতিয়া, আমান্নের উপর চিনির নৈবেদ্য, নানা রঙ্গের চালভাজা, মুখশুদ্ধির তাম্বূল দিলেন রামাই। দুই দিকে ধূপধুনা ও 'পাঞ্জলা'[৯] -জ্বালা। রামাই ধর্মপূজায় বসেন শুভক্ষণ বেলায়[১০];—উত্তর মুখে[১১] আচমন সারিয়া, প্রথম করিলেন পঞ্চ দেবতার পূজা; শেষে, বেদ[১২] উচ্চারণ করিয়া করেন অনাদি

চামুণ্ডার ধ্যানে; মহানবমীতে বিশেষ পূজায় পাঁঠা বলি হয়; বলি দিতে হয় বিজোড়সংখ্যক; উভয় ধর্মেরই রাসযাত্রা, দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়; পৌষ-সংক্রান্তিতে হয় মগুই ও 'ধর্মযজ্ঞি', যাত্রাসিদ্ধি গ্রীহানিরাময়ের ও সন্তানলাভের ঔষুধ দিয়া থাকেন; বাঁকুড়ারায় মেহ ও বাধক ভালো করেন, সন্তানের নখ চুল দিয়া মানানশোধের কড়ারে। যাত্রাসিদ্ধিরায়ের পূজা করেন ভূতনাথ পণ্ডিত ও বিষ্ণুবালা দাসী

১ পৃ ৪৩, ১৪৭। 'সন্ন্যাসি বলাই মোরা হাতে চৌষাট। নাচিতে আইলাঙ খুল্যা দ্বারের কপাট।' (ধ-পূ-বি, পৃ ১৬৭)

২ পৃ ঐ, ১৪৯ ৩ পৃ ঐ। ইহা একটি আসনবিশিষ্ট পাট

৪ পৃ ঐ, ১৪৬। তু. 'চন্দ্রবাণ' (শ্রীধম, পৃ ২০)

৫ পৃ ঐ, ১৭১ ৬ পৃ ঐ, ১৩৯

৭ তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজায় ঘটস্থাপন করিতে হয় শ্বেত নীল হরিদ্রা সবুজ ও কৃষ্ণ বর্ণের পঞ্চগুঁড়ির যন্ত্র আঁকিয়া। ধর্মপূজায় গৃহভরণ-স্থাপন-সামগ্রীর মধ্যে 'পঞ্চগুণ্ডী' অন্যতম (দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ২৫৭); উপরন্তু এই রঙ্গ বিভিন্ন বর্ণের 'চনা' ও আমান্নের রঙ্গে এবং সম্ভবতঃ শ্বেতাই নীলাই প্রভৃতি পঞ্চ পণ্ডিতের পঞ্চ রঙ্গে পর্যবসিত হইয়াছে। কায়যোগেও ষট্‌চক্রের এইরূপ নানা বর্ণের উল্লেখ আছে

৮ পৃ ঐ। তু. ধ-পূ-বি (পৃ ২৩৫) 'বুনিল অমৃতসালী আমান্নের তরে' ৯ পৃ ৪৪, ১৫৫

১০ পৃ ঐ। বিশেষ পুণ্যক্ষণে। অধ্যাত্ম ব্যাখ্যার জন্য দ্র. গো-বি, পৃ ২৬২ 'বেলা'

১১ পৃ ঐ। নাথপন্থেও উত্তরমুখে বিশেষ ভাবপ্রকাশের উল্লেখ আছে (দ্র. গো-বি, ভূ পৃ চ ৭)

১২ পৃ ঐ। ধর্ম-পন্থে বেদের ধারণাতে নাথপন্থের পূর্ণ সন্ধি লক্ষ্য করা যায়। ময়ূরভট্টের পদ্ধতিতে 'আপংস্তম্ভ' শীর্ষকে এইরূপ বিভাগ আছে;—১. বায়ু বন্দী করিয়া ব্রহ্ম-গগনমণ্ডলে শূন্যমণ্ডল ধ্যান করিলে দুই পক্ষ কাটা পড়িয়া হংস উড়িয়া যায়—ইহাই ঋগ্বেদ; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা। ২. তিউড়ী গমনোদ্যত সমরসে ভাটা এবং পবন

ধর্মের পূজা ; পাদুকায় দিলেন জোড়া চাঁদমালা[১]। পুণ্যবান্ রামাইয়ের এইরূপ পূজায় প্রত্যক্ষ হইয়া স্বরূপ দেখান ধর্মঠাকুর। আত্মাশক্তিরও একভাবে পূজা করিতে, তিনিও উপস্থিত হইলেন। দেবী ও ধর্ম বসিলেন একাসনে[২]। নানা উপহারে পূজার পর, অবশেষে দুইটি শাদা ছাগল[৩] বলি দেওয়া হইল। ধর্মঠাকুরকে আগমগোত্রে[৪] খণ্ডক্ষীরের 'মনঞি'[৫] দিলেন এবং দেবীর প্রীতির জন্য পলাশপাত্রে দেওয়া হইল রুধির[৬]; সেইকালেই রামাই 'সৃজন' করিলেন লুইয়ার[৭]; প্রভুর সাক্ষাতে যে অজা বলি হইল, তাহারই মুণ্ড পুরিলেন রামাই নূতন হাঁড়িতে। অপুত্রিকা নারী এই লুইয়া কোলে করিলে তাহার কোলে পুত্র হইবে, এই উদ্দেশ্যেই রামাই লুইয়ার সৃষ্টি করিলেন। দেবী ও ধর্ম নানা বাদ্য সহযোগে পূজায় প্রীত হইয়া সকলের বাসনানুরূপ বর দিলেন। নিয়ম জল ও টীকা[৮] লইয়া যাত্রীরা ঘর গেলেন। রাজারানী দাঁড়াইয়া ইহা লক্ষ্য করেন এবং হতাশায় অস্থির হইয়া পড়েন। অবশেষে, মদনার যুক্তিতে, তাঁহারা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বুকে করাঘাত করিয়া, ফোঁপাইয়া এবং উচ্চৈঃস্বরে সে ক্রন্দন প্রভুর পাদপদ্মে বাজিল। রামাইয়ের নিকট বৃত্তান্ত শুনিয়া ধর্মঠাকুরের সব স্মরণ হইল। রামাই রাজারানীকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিলেন।

উজাইয়া চন্দ্র সূর্যে সমরস হইলে তাহাই সামবেদ ; ইহার অধিষ্ঠাতা মহাদেব। ৩. দশমী দ্বারে মনে পবনে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া রবি শশী উজানে স্থির করিয়া আত্মপরিচয় হইলে তাহার নাম যজুর্বেদ ; ইহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। ৪. মনে পবনে শক্তিকে চাপিয়া ধরিলে তাহার নাম অথর্ববেদ ; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং আত্মাশক্তি। ৫. আগমবেদ ; ধর্ম প্রসঙ্গে ইহার স্থাপনা (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৬ এবং অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ 'অনাদ্যের পুথি'র ভূমিকা পৃ ৫৮-৬১), 'ধ-পূ-বি'তে বেদ সম্পর্কে ইহার অনুরূপ ধারণা আছে (দ্র. পৃ ২৫৪-৫৫, ১৬৫-৬৬, ১৮৯)। এই তত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় পরে দেওয়া যাইতেছে

১ পৃ ৪৪। ১২৭৬ সালে ধর্মরাজের পূজাখরচের একটি হিসাবে 'চাদমালার' ব্যবহারের উল্লেখ আছে (চি-প-স ২খ, পৃ ১৩২)। ইহা সম্ভবতঃ ঠংবৈজ চন্দ্ররূপী ধর্মঠাকুরের প্রতীক

২ পৃ ঐ। সহপূজ্যারূপে

৩ পৃ ঐ। আলোচনা দ্র. রা-ধ ১খ, ২সং ভূ পৃ ৫

৪ পৃ ঐ। আগম গোত্র—ধর্মগোত্র ('ধর্ম প্রসঙ্গে আগমবেদ স্থাপি' পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৬ দ্র.)

৫ পৃ ঐ, ১৬২। (দ্র. শূ-পু, পৃ ৬২, ৭৫, ১২৮ ; ধ-পূ-বি, পৃ ১৬৩)

৬ পৃ ঐ, ১৬৬। দেবীর মনুইয়ে সামিষ ব্যবস্থা ও ধর্মের রমনুইয়ে নিরামিষ। (তু. শূ-পু, পৃ ৭৫-১৭৭, ২৮-৩১)

৭ পৃ ঐ, ১৬৬ (আলোচনা দ্র. অ-ম, ভূ পৃ ।৵০-১৵০ ; রা-ধ ১খ, ২সং ভূ পৃ ৫)। দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ১৭৭-৮৩, ২৩০ : লুইয়া ছাগের ছিন্ন মুণ্ড নূতন হাঁড়িতে পুরিয়া জলে ভাসানো এবং শিবের ত্রিশূলের 'তিনটি গজালের' ধারণা হইতে, গ্রামের গভীর পুকুরে অবস্থিত 'জালাবুড়ো,' 'জটাধারী' ও তাহার শিকলের উৎপত্তি। বিশেষতঃ, বনেদী গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের মুক্তাস্নানের জন্য 'মুক্ত' নামক পুকুরে ইহার অবস্থিতি

৮ পৃ ঐ। (দ্র. শূ-পু, পৃ ২৬ 'টীকাপাবন')

ধর্মঠাকুর রাজারানীকে বিশ্বাস করেন না, যদি তাঁহারা পুত্রবর পাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যান, এইজন্য সত্যবন্দী করাইতে চাহেন ;—যে পুত্র তাঁহারা লাভ করিবেন, বারো বৎসর অন্তে তাহাকে বলি দিয়া পূজা করিলে তবেই মিলিবে পুত্রবর। এইরূপ নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া রাজা রানী রুদ্ধবাক্। অবশেষে, 'সত্য' করিয়া রাজারানী পুত্রবর পাইলেন। মদনা ধর্মের পুষ্পজল 'ভক্ষণ' করিলে ঋতুমতী হইবেন, লুইয়া কোলে করিলে 'লুইচন্দ্র' পুত্র পাইবেন। রাজার বিশ্বাস হয় না, প্রমাণ দেখিতে চাহেন।— হিমসাগর নদীর স্রোত বহে দক্ষিণ মুখে[১] ; ধর্মের পুষ্পজল তুলিয়া লইয়া ঐ স্রোতের জলে ফেলিতে বলেন ; ভাটী ছাড়িয়া পুষ্প যাদ উজানে[২] যায় তবেই পুত্রলাভ অব্যর্থ। ধর্মঠাকুরের কৃপায় ধর্মজল উজানে ধাইল। ধর্মের আদেশে রামাই লুইয়ার হাঁড়ি আনিয়া, মদনার কোলে দিলেন লুইয়ার হাঁড়ি, মুখে দিলেন পুষ্পজল ; তাহাতে 'পুষ্পে পুষ্প হইয়া গেল, ঋতু হইল জল' ; সেই জলে লুয়াও বাঁচিল, জীবন্যাস পাইয়া সে রা কাড়িল। রাজা রানীর বাসনা সফল হইল।

এইবার দেশে ফিরিবার উদ্যোগ। পাত্র রাজ্য লইয়াছে 'আঁটকুড়া' অপবাদে। সৈন্য-সামন্ত ছাড়া রাজার দেশে ফিরিতে সাহস হয় না ; তখন ধর্ম কাল-বেকাল[৩] দ্বারীকে ডাকিলেন ; মনুষ্যের আকার ধরিয়া হস্তিনানগর যাইতে হইবে রাজাকে রাখিয়া আসিতে, রাজা দেশে গিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিবেন।

রাজসমারোহে রাজারানী চলিলেন নিজ দেশে। এদিকে পাত্র স্বপ্নে রাজার আগমন-সংবাদ পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। সিংহা[৪] কোটাল আসিয়া যথার্থ সংবাদ দিল। নিরঞ্জনের কাল বেকাল চলে আগে আগে। মহামায়া দিলেন দানাগণ[৫]। গাজনের সব বাজনার সমারোহে রাজা দেশে চলিলেন ইন্দ্রের সম্মানে। রাজ্যের সব প্রজা ভাবিলেন, দ্বাদশ

১ পৃ ৪৬। দক্ষিণ দিকের অধিপতি যম ; যমপুরীর নদী বৈতরণী ; তাহার স্রোত দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়। সাদৃশ্যার্থে বৈতরণীই মনে হয়, হিমসাগর নদী। ইহা দক্ষিণ অর্থাৎ অধঃস্থিতা যমুনা বা পিঙ্গলাও হইতে পারে (দ্র. গো বি, পৃ ২৪৭ 'গঙ্গাযমুনা')

২ পৃ ঐ। 'ধর্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটালি' (শূ-পু, পৃ ৫৬) ; (তু. 'ভাটা সমরস পবন উজাউ'—পূ-প ১খ, পৃ ৭১

৩ পৃ ৪৭, ১৪৩। ধ-পূ-বিতে (পৃ ১১৭-১৮) নব দণ্ডের মধ্যে কালদণ্ড ও বেকালদণ্ড অন্যতম। এই দণ্ড মশাল অর্থে প্রযুক্ত ; ইহা জ্বালিয়া পূজা করিতে হয়। কালদণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ মহাকায় মহাবল, রুদ্রপ্রীতিকর দেবতা ; বেকাল, পাপহর সর্বসিদ্ধিদাতা ও সর্বকার্যসিদ্ধির জন্য বরদায়ক দেবতা। ইহাঁরা যমদূতও বটেন (ঐ পৃ ২৪৭)

৪ পৃ ৪৮। কোটালের 'সিংহা' নাম শৌর্যজ্ঞাপক, অথবা ইহা মহানাদের সিংহরাজবংশের স্মারক হইতে পারে (দ্র. ম, পৃ ৬ ই.)

৫ পৃ ৪৯, ১৫০। মুকুন্দরামও চণ্ডীর দানাসৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন (ক. চ, পৃ ২৬২-৬৩ দ্র.)। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণে এই বর্ণনা

বৎসরের শেষে যেন রামসীতা অযোধ্যায় ফিরিলেন। শত রানী সতিনী মদনাকে স্বাগত করিলেন। কুশলপ্রশ্নে তাঁহাদের নিকট মদনা বনের বারমাসী[১] বিবৃত করিলেন। এদিকে পাত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন লুকাইয়া। এ কাজ ভালো নহে, বিবেচনা করিয়া, হরিহর পুরোহিতের সহিত গেলেন রাজসম্ভাষণে নানা ভেট লইয়া। রাজার মনেও ক্ষোভ ছিল তাঁহাদের অদর্শনে। হৃদ্যতায় সকলের মিলন ঘটিল। রাজা পাত্রকে কহিলেন, ধর্মের মন্দির ভাঙিয়া পূজা মানা করা হইয়াছিল, এখন নিশ্চয়ই পূজা করা হইবে। শীঘ্র 'থইকর' আনিয়া সদা ডোমের বিধ্বস্ত বাড়ি দেউল সত্বর সব নির্মাণ করিয়া দিতে পাত্রকে আদেশ দিলেন রাজা।

রাত্রে শতেক রানীর পতিঅর্চনা; রাজার ভোজন; শয়ন ও পুত্রকামনায় জাগিয়া নিশিযাপন। মদনার ঋতুস্নান।

এদিকে বৈকুণ্ঠে বসিয়া আদ্যাশক্তির সঙ্গে যুক্তি করেন ধর্মঠাকুর, কিরূপে রাজার সন্তান জন্মান যায়। দেবী বলেন, ধর্মের সভায় সপ্ত বিদ্যাধরের প্রধান দ্বারী 'বিদ্যাধর'[২]; তাহাকে শাপ দিয়া হরিচন্দ্রের ঘরে পাঠানো হউক। তখন শাপ দিবার উপায় চিন্তা করা হয়। ধর্ম নারায়ণীকে বলেন, শঙ্খচিল[৩] মূর্তি ধরিয়া, মুখে একটি মৎস্য[৪] লইয়া বটবৃক্ষডালে[৫] বসিয়া থাকিতে, তবেই সম্ভব হইবে বিদ্যাধরকে শাপ দেওয়া। স্থির হইল, তাঁহারা উভয়ে বল্লুকাতীরে যাইবেন; তাহাই হইল।

তখন হিমসাগরের জলে ভাটা[৬] বহিতেছে, তাহার মধ্যে চারিটি ইচিল মাছ পাওয়া গেল। ধরিবার সুবিধার জন্য তাহাদের মস্তকে অর্ধ হস্ত প্রমাণ শুঙ্গা বাহির হইল। শুঙ্গা ধরিয়া তিনটি মৎস্য তুলিয়া লইয়া, তাহার একটি মুখে করিয়া, নারায়ণী প্রতারণা করিয়া বসিলেন বটডালে; এমন সময় বিদ্যাধরকে ডাক দিয়া ধর্মঠাকুর বলিলেন, দুষ্ট শঙ্খচিলের মাথা কাটিয়া[৩] ফেলিতে; এদিকে দেবীকেও সাবধান করিয়া দিলেন, বিদ্যাধরের বাণ অব্যর্থ

১ পৃ ৫০-৫২। পুনরায় বিস্তৃত 'বারমাসী' বর্ণনা

২ পৃ ৫৪। মাণিকরামের 'শক্রধর লেট্টা' (আগে দ্র.)

৩ পৃ ৫৪-৫৫। তু. ধ-পূ-বি (পৃ ১৬৮) 'দণ্ড লিলেক চিলে ছুঞা', 'চিল ধরিয়া দিলেন বীর হনূমান্'। মহানাদের ঐতিহ্যে 'ক্রোর পক্ষী' (ম, পৃ ২)। বিনয়লক্ষ্মণ বল্লুকায় চিলের কথা বলিয়াছেন (পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯১)। কায়যোগে, শ্বাস-প্রশ্বাস ও মন-মৎস্যের বধকারিণী ডোমনী বা শঙ্খচিল ('শংকরী') হইতেছেন আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী। 'সাঁজপূজনী' ব্রতে 'ডোমনীর' মাথা কাটায়, এই তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে, মনে হয়

৪ পৃ ৫৫। অনুরূপ ঐতিহ্য (দ্র. ম, পৃ ২)

৫ পৃ ঐ, ১৫৭ 'বটতরুবর'। বটপত্র ধর্মপূজার উপকরণ (ধ-পূ-বি, পৃ ২৫৭)। তন্ত্রমতে, ইহা 'কুলবৃক্ষ'

৬ পৃ ঐ। তু. 'ভাটা সমরস পবন উজাড়' (পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৬)

বলিয়া। বিদ্যাধর বাণ ছুঁড়িলেন; চিলের 'পাক' ফুঁড়িয়া গেল, কিন্তু চিল উধাও[১] হইল। ক্রোধে বিদ্যাধর আবার বাণ ছুঁড়িবেন, তখন বাধা দিলেন ধর্মঠাকুর, মাত্র এক বাণ মারিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া এবং 'বাণবৃত্ত' হওয়ার ফলে অভিশাপ[২] লইয়া বিদ্যাধরকে পৃথিবীতে জন্ম লইতে হইল মনুষ্য হইয়া। তখন ধর্মঠাকুর বিদ্যাধরকে মর্তবাসে হস্তিনানগরে হরিশ্চন্দ্র-মদনার পুত্ররূপে দ্বাদশ বৎসর কাটাইতে বলিয়া উভয়ে বৈকুণ্ঠে গিয়া মন্দাকিনীর[৩] কূলে পৌঁছিলেন। ধর্মের আদেশে বিদ্যাধর জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে 'পরম কায়'[৪] জীবন পলাইয়া গিয়া অবিলম্বে প্রভুর হাত ধরিল। ওদিকে ঋতুস্নান করেন রানী মদনা, দাসী মালতী ও শতেক সতিনী সঙ্গে নানা রঙ্গে; স্নানান্তে পট্টধুতি পরিয়া অষ্টলোকপাল-পদে প্রণাম করিয়া রানী শয়নমন্দিরে আসিয়া ধর্মকে স্মরণ করিয়া মধুপান[৫] করিলেন; তখন ধর্মঠাকুর শ্বেতমাছির রূপে[৬] বিদ্যাধরের জীবন পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাধর সরঘারূপে রানীর উদরে প্রবেশ করিতেই রানী মূর্ছা গেলেন। ধর্মঠাকুরকে রাজার সাময়িক বিস্মৃত হওয়ার অপরাধেই রানীর এই দুর্ভোগ। রাজা আদেশ দিলেন, সদা ডোমের ঘরে মহাসমারোহে ধর্মপূজা করিবার জন্য। যথাদেশ কাজ হইল। সদা ডোমের ঘরে দেউল উৎসর্গ করিয়া শত রানী[৭] ও সকল প্রজা লইয়া রাজা পূজা করায় হস্তিনায় ধর্মপূজার প্রকাশ হইল। রাজারানী সদার ঘরে যথাবিধি ধর্মপূজা করিলেন [দ্বিতীয়বার]। সদা[৮] ডোম আসলে ডোম নহেন, সদাশিব অঙ্গভেদে, সদা ডোমরূপে অবতীর্ণ। সদার ঘরে

১ পৃ ৫৬। তু. 'উড়িয়া জায় হংস দুই পাক ছেদে' (পুঁ-প ১খ, পৃ ঐ)

২ পৃ ৫৭। 'বিনা অপরাধে শাপ দিলা নারায়ণ (শ্রীধম, পৃ ২১)

৩ পৃ ৫৮। কায়যোগে গঙ্গার স্বরূপনির্ণয়ের জন্য দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ২১৪, ৭২; গো-বি, পৃ ২৪৭-৪৮ 'গঙ্গাযমুনা'

৪ পৃ ঐ, ১৫৪

৫ পৃ ৫৯, ১৬২। তু. (রূ-ধ ১খ, ২সং ভূ পৃ ৭) ধর্মঘটের নাম 'কামিনীকুণ্ড'; ইনিই বারুণী; বিসর্জনের পর ভক্তারা ঘটের জল, বারুণী বা সোম পান করেন। ধর্মঠাকুরকে 'মাধ্বীক' উৎসর্গ করা সম্পর্কে দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ১৭৬। ইহা প্রাণসঞ্চারকারী সোমরসের অনুকল্প

৬ পৃ ঐ। ইহা দেবী দুর্গার 'শ্বেতমাছি'-রূপে গোর্খনাথের উদরে প্রবেশ এবং শিবকে দেখা দেওয়ার প্রসঙ্গ স্মরণ করায় (দ্র. গো-বি, পৃ ১৯; পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯৩)

৭ পৃ ৬০। শূ-পু-র (পৃ ৩৬) ঐতিহ্যেও হরিচন্দ্রকে শত রানীর সঙ্গে ধর্মপূজা করিতে দেখা যায়

৮ পৃ ৬১, ১৬৮। সদা ডোম শিবের অবতার,—এই কথা সহদেব চক্রবর্তীও বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, সদা-ডোমের বেশে অমরা নগরে শিব ধর্মপূজা করিয়াছিলেন (দ্র. শূ-পু, মুখবন্ধ পৃ ৪।/০-।៷০; বা-সা-ই ১খ, ২সং পৃ ৭৩৯)

ধর্মঠাকুর রাজার পূজা পাইয়া সদয়কায়[1] হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে ফুল[2] দিলেন।

হস্তিনানগরে রাজা সদা ডোমের বাড়ীতে দেবী ও ধর্মের পূজা প্রকাশ করিলেন। ধর্ম-উত্থান[3] হইল; ফলে, দেশের সমস্ত উৎপাত ঘুচিল, সকলে প্রসন্ন হইল। রাজা ধর্ম পূজিয়া সদার চরণেও বহু প্রণাম জানাইলেন। ধর্মঠাকুর সদা ডোমের ঘরে মাগিয়া পূজা[4] লইয়াছিলেন, এই হেতু ধর্মডোম সংসারে পূজিত। সদা সস্ত্রীক তনু ত্যাগ করিয়া ধর্মঠাকুরের পারিষদ হইয়া রহিলেন; ধর্মঠাকুরের সঙ্গেই তাঁহারা পুষ্পজল পাইয়া থাকেন এবং হস্তিনায় সদার পাট সুবিদিত হইয়া রহিল; সদার পুত্র ধর্মদাস[5] রহিয়া গেলেন মর্ত্তে।

সদা ডোমের বাড়ীতে ধর্মপূজা করিয়া রাজা বাড়ী ফিরিলেন। আহারাদির শেষে গেলেন শয়ন করিতে। মদনা সাজ করেন স্বামিসহবাসের; রাজাও মদনপীড়িত, বারো বৎসর রতিরস না ভোগ করায়। [রীতি-অনুযায়ী এই বিষয়ে বিশেষ বর্ণনার পরিবর্তে, এই 'আদ্যরস-পুরাণ' অভিজ্ঞজনে জ্ঞাত আছেন, বিস্তৃত কহিলে 'ইতিহাস'[6] হইয়া যাইবে, —এই কথা বলিয়া কবি রাজার 'বাসরসুভাষ' সংক্ষেপে সারিয়াছেন]।

মদনার গর্ভলক্ষণ[7] প্রকাশ পাইয়াছে। 'দেবী-ধর্মের'[8] বরে মদনার গর্ভ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। ছয় মাসের সময় বিধিরূপী ধর্মঠাকুর বায়ুরূপে মদনার গর্ভে প্রবেশ করিয়া বিনা অস্ত্রে শিশু নির্মাণ[9] করিতে লাগিলেন।

মদনার সাত মাসে সাধভক্ষণ[10]। [সেকালের বাঙ্গালীর ভোজনপর্বের ইহা নিখুঁত বাস্তব বর্ণনা]। দশ মাস পূর্ণ হইল। প্রসবের সময় মদনা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

১ পৃ ৬১। 'সদয়মন' স্থলে 'সদয়কায়' শব্দের প্রয়োগ নাথ পরিভাষার

২ পৃ ঐ, ১৫৬ 'পুষ্প চলো গেল' দ্র. ৩ পৃ ঐ, ১৫২

৪ পৃ ৬২। বা-সা-ই ১খ, ২সং পৃ ৫০৩-৪; বা-সা-ক, ৩সং পৃ ৭৪-৭৯ 'সদাখণ্ড' দ্র.

৫ পৃ ঐ। মতান্তরে 'লুইধর' (ঐ ঐ)

৬ পৃ ৬৪। তু. (ধ-পূ-বি, পৃ ১৬৮) নিরঞ্জন পূজ ভক্তা সভে সুন 'ইতিহাস'; এক মনে শুন সভে ধর্ম-'ইতিহাস' (রূ-ধ ১খ, ২সং পৃ ২৭)

৭ পৃ ৬৪। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দান, মঙ্গলকাব্যের যার একটি বৈশিষ্ট্য

৮ পৃ ঐ। লক্ষণীয় যে, দেবী ও ধর্ম উভয়েই মদনার গর্ভ রক্ষা করিতেছেন

৯ পৃ ৬৪-৫। এই প্রক্রিয়া ধর্ম ও নাথসাহিত্যের 'প্রাণসংকলি' শাস্ত্রের অনুরূপ (দ্র. গো-বি, ভূ পৃ ৯৩-৫, ধ-পূ-বি, পৃ ১৭৯-৮১, ২৪২-৪৫)। 'ছয় ঠাক্রি'=ষট্চক্র

১০ পৃ ৬৫-৬৮। ইহার বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। ইহা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত হওয়াও অসম্ভব নহে

মালতীর কথায় রাজা ঝটিতি ধাই ডাকাইয়া আনিলেন। গ্রামের বাহিরে[১] ছিল ধাই মেনকাবতীর বাস; সে তখন কাটনা[২] কাটায় ব্যস্ত। 'হোলা' নামে তাহার ছেলেকে দাওয়ায় বসাইয়া দ্রুত আসিয়া সে রানীর জন্য জায়ন[৩] পাতাইল। ক্ষণেক বিলম্বেই রানী কুমার প্রসব করিলেন; গগনমণ্ডলে তখন ঠিক দ্বাদশ দণ্ড[৪] বেলা। জাতকর্ম যথাবিধি[৫] অনুষ্ঠিত হইল। রাজদরবারে সংবাদবাহিকা মালাবতী দাসীকে সকলে পুরস্কার দিলেন। জাতপত্রী[৬] তৈয়ার করিবার জন্য গণক খড়ি পাতিয়া গণিয়া দেখিলেন, অতি দুর্লক্ষণ; রাজাকে প্রতারণা করিয়া, সুলক্ষণ বলিয়া পুরস্কার লইয়া গণক বিদায় হইলেন। যথারীতি জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। শুভক্ষণে হাতে খড়ি দেওয়া হইল; নানাবিদ্যাবিশারদ[৭] হইয়া উঠিল লুইচন্দ্র, কিন্তু ধর্মরাজের মায়ায় প্রবণতা তাহার গুলতাই বাটুলে। যত বড় হয়, কেবল বনে বনে ফেরে গুলতাই বাটুল লইয়া নানা জাতি পক্ষ মারিয়া।

এদিকে রানীকে স্বপ্ন দেখান ধর্ম শেষরাত্রে,—'পুত্রমুণ্ড কাটা ভূমে যায় গড়াগড়ি'; পুত্রের স্কন্ধ মুণ্ড[৮] ছাড়াছাড়ি, স্বপ্নে দেখিয়া রানী কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলেন। বল্লুকাবনে যাইতে রানী লুইচন্দ্রকে নিষেধ করিলেন, লসান কাতি হাতে বাটপাড় খাটুর[৯] ভয় দেখাইয়া; যমুনাপুলিন বনে কালী[১০] নাগের ভয় দেখাইয়া। এদিকে ক্ষেত্রীবংশ-

১ পৃ ৬৯। হাড়িজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ধাত্রীকার্য করিয়া থাকে। মেনকাবতী সম্ভবত: হাড়ি-জাতীয়া স্ত্রীলোক, গ্রামের বাহিরে তাহার বাস, 'নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' (চ-প, পৃ ৫৮) স্মরণ করায়

২ পৃ ঐ, ১৪২। ধানচাষের মতো সেকালে কাপাসেরও নিয়মিত চাষ করা হইত (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ২৩১, ৪৫৫, ৪৯৪)। উৎপন্ন কাপাস হইতে সাধারণতঃ মেয়েরা 'কাটনা' বা সুতা কাটিতেন (দ্র. পু-প ১খ, পৃ ১১৯ 'দুর্গা মা কাটেন সুতা')। গ্রামের তাঁতেই প্রয়োজনীয় পরিধেয়াদি বুনাইবার ব্যবস্থা ছিল,—ইহা তাহারই ইঙ্গিত

৩ পৃ ঐ। ১৪৮। তুকতাকের পরে, 'জাং' পাতা অর্থাৎ জানু পাতিয়া বা হাঁটু মুড়িয়া প্রসূতিকে প্রসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া বসানো (তু. 'দাওন পাতহ'—বি-ম, পৃ ৩২৯)

৪ পৃ ঐ। ইহা ধর্মঠাকুরের সাংকেতিক সময়

৫ পৃ ঐ। এই অনুষ্ঠান মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী

৬ পৃ ৭০ ইহা শ্রীমন্তের 'জায়তীর' অনুকরণে (ক. চ, পৃ ২১১) লিখিত

৭ পৃ ৭১-২। তু. শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা (ক. চ, পৃ ২১৫-১৬)

৮ পৃ ৭২। 'কাহ্নবিয়োএ মা হোহি বিসন্না' (চ-প, পৃ ১০২) কাহ্নিলের স্কন্ধবিয়োগ চর্যা স্মরণ করায়

৯ পৃ ৭৩, ৭৪, ১৪৪। তু. সরহের নৌবাহিক চর্যা (চ-প, পৃ ৯৬) 'বাটত ভঅ.'খাণ্ট' বি বলআ'

১০ পৃ ৭৪। কায়যোগতত্ত্বে 'কালী' নাগের প্রসঙ্গে 'গোপালবিজয়'কার কবিশেখর বলিয়াছেন;—'ত্রিবলী তরঙ্গী দেখি কে না মোহ জাএ, নাভি-আবর্ত মন নিরুদ্ধে সে পাএ। এহো সমুলসন্ধি যেন কালিদহে, দেখিতে দেখিতে

জাত[1] পুত্রের ক্ষাত্রশৌর্য জাগিয়া উঠিয়াছে ধর্মের মায়ায়; অকাজ ঘটিবার ভয়ে তাহাকে নিষেধ মানানো সম্ভব নহে।

লুইয়ার বারো বৎসরের জীবন পূর্ণ হইয়াছে। বল্লুকাবনে অবশিষ্ট আর মাত্র একটি 'প্রভু-স্বজন' রাজহংস, পৃষ্ঠে তাহার ধর্মপদচিহ্ন, সেবক সে প্রভুর, বল্লুকাতটে নিশ্চিন্তে চরে সে পরম লীলায়। বজ্রসম নির্ঘাত বাঁটুল বাজিল গিয়া তাহার বক্ষে; মূর্ছিত হইয়া হংস পড়িল গিয়া ধর্মের সাক্ষাতে; হংসকে জীয়াইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ধর্মরাজ।

রামাইয়ের পরামর্শে, জীর্ণ ছাতি মাথায়, জীর্ণ বাস পরনে, রুগ্ন 'কুচ্ছিত' সন্ন্যাসীর বেশে ধর্মরাজ রাজার দুয়ারে উপনীত হইয়া 'রাজা' 'রাজা' বলিয়া দিলেন তিন[2] ডাক। সেই দিন ছিল রাজার পিতৃশ্রাদ্ধ। সন্ন্যাসী ভিক্ষা লইতে চাহেন না। দাসী মালতী ভিক্ষা দিতে গেলে, ভাঙ্গা ঝুলি ঝাড়িয়া অসংখ্য হীরামণ মাণিক পরশ ক্রোধে দেখাইয়া দিলেন তাহাকে; কেবল মৎস্য মাংস খাইতে চাহেন বহুদিনের উপবাসী ধর্ম। পিতৃশ্রাদ্ধে[3] রাজার ঘরে মৎস্য মাংস ছিল অনেক, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় সব উবিয়া গিয়াছে; কিছুই অবশিষ্ট নাই দেখিয়া রাজারানী ভীত হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে ধর্মঠাকুর রাজাকে 'ছায়াস্বপ্ন' দেখাইতে লাগিলেন, রাজা যেন পুত্র বলি দেন। তখন রাজারানীর সব মনে পড়িল; লুইয়ার বয়সও বারো পূর্ণ হইয়াছে। মদনা পুত্রকে লইয়া পলাইয়া যাইতে চাহেন। রাজা বলেন, বৃথা চেষ্টা, 'প্রভুকে পলাইয়া যাইতে স্থল আছে কোথা'।

উভয়ে আসিয়া কুৎসিতদর্শন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। পরিচয়ে মাংস খাইবার আশাই প্রকাশ করেন সন্ন্যাসী। রাজারানী স্বরূপ বুঝিলেন। গ্রামের আক্ষটি ও ধীবর ডাকিয়া বনে জলে খোঁজ করাইয়া মৎস্য মাংসের সন্ধান মিলিল না; লুইয়া স্বয়ং শিকারে গিয়াও বিফল হইল দেবতার হুটে। [বারমাসী জাত[4]] রাজা চাহেন নিজে বলি হইয়া মাংস দিতে; লুইচন্দ্রও নিজেই রাজি বলি হইতে। মদনার স্বাভাবিক ক্রন্দন পুত্রের মায়ায়। ধর্মঠাকুর রাজাকে পূর্ব সত্য স্মরণ করান। রাজা ক্রুদ্ধ হন। হয়, সন্ন্যাসী ক্ষীর খণ্ড নাড়ু কলা খাইয়া বিদায় হইবেন, নতুবা, সিংহা[5] কোটালের হাতে তাঁহার অপমান নিশ্চিত। এই অবস্থায়

প্রাণ ধড়ে নাহি রহে'। 'কালিদয়ে কমল' তোলার প্রসঙ্গ ধ-পূ-বিতে (পৃ ২১৪) আছে, অন্যত্রও আছে ;— 'কৌতুকে মৃণাল তুলে কে পায় দেখিতে' (গুচুড়া পুঁথি), 'তৃতীয় কমল আছে যমুনার জলে' ৫৪খ (রা-ধ], বি-ভা-পুঁ, সং ৮৯৮)

১ পৃ ৭৪। কবির সহিত সম্পর্কযুক্ত বর্ধমানের ক্ষেত্রীরাজবংশের স্মরণে ইহা লিখিত, মনে হয়

২ পৃ ৭৬। সাংকেতিক ডাক (তু. 'এক ডাকে তিন ডাক'—ধ-পূ-বি, প ১৫৬)

৩ পৃ ৭৮। তু. 'মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ'

৪ পৃ ৮০, ১৫৯। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে 'মন্ত্রজাত' (পৃ ৩৯, ১২২ ই.) আছে

৫ পৃ ৮২। এই নাম শক্তির প্রতীক। (পূর্বে দ্র.)

স্বরূপ প্রদর্শনের পালা।—কটাক্ষমাত্রে রাজাকে ধর্ম নিজ মূর্তি[1] দেখান ;—ধবল সিংহাসনে জ্যোতির্ময় যুগপত্তি ধবল পুরুষ ধর্ম ; আসন বসন কায় সবই তাঁহার ধবল; সে রূপ তিমিরবিধ্বংসী ; চারি পণ্ডিত, চারি আমিনী পারিষদ সবাই উপস্থিত। রাজা অতঃপর প্রতীতি পাইয়া প্রস্তুত হইলেন পুত্র বলি দিতে, কিন্তু রানী কাতর। লুইয়া মাকে প্রবোধ দিয়া স্নানে যায়। গ্রামের সকলে উপস্থিত। ধর্মের মায়ায় লুইয়া সুখদুঃখের অতীত। স্নান সংকল্প আচমন শিখাবন্ধন ধ্যান মুনিপূজা গুরুজনপূজা ও পিতামাতাকে জলাঞ্জলি দান সারিলেন হৃষ্ট হইয়া। করুণায়[2] পূর্বকথা স্মরণ হয় মদনার। লুই কায়া ও প্রাণের তত্ত্ব[3] বুঝাইয়া প্রবোধ দেন মাতাকে। ধর্ম মায়াজাল ঘুচাইতেই রাজারানী প্রস্তুত হইলেন পুত্র বলি দিতে। [এইস্থলে বাপ মায়ের শোকের তুলনায় গভীরতা সম্পর্কে কিছু আপ্তবাক্য[4] আছে]। 'নম ধর্মায়' বীজমন্ত্র পড়িয়া রাজা লুইয়া উৎসর্গ করিলেন ; আসনে বসাইয়া মুণ্ড কাটা হইল ; কাটামুণ্ড ধর্মডাক ছাড়িতে লাগিল[5]।—এইরূপ অদ্ভুত কাণ্ডে হরিধ্বনি দিতে কবির আহ্বান।

এবার মাংসরন্ধনের উদ্যোগ চলে। কুটিবার সময় মদনা মুণ্ড লুকাইতে চাহিলেন, কিন্তু সম্ভব হইল না। ধর্মের নির্দেশ, আম দিয়া মাথার অম্বল রাঁধিতে হইবে। রাজা আমের গাছে[6] চাহিয়া দেখেন, ধর্মের মায়ায়, তিন ডালের তিন[6] আকার,—দুই ডালে বকুল ও চাঁপা ফুটিল, আর ডালে ঝোলে আম্রের থোপা ; সে আম আবার রাজার অঞ্চল হইতে উভিয়া পলায়। ধর্মের নিকট আম[6] চাহিয়া অম্বল রাঁধা হইল। রানী 'সত্যবতী' মদনাকে

১ পৃ ৮২। তু. ('যোগচিন্তামণি' গো-বি, পৃ ২২৬-২৭) 'হিমকর-করচয় আজ্ঞাচক্র নাম, মুনি-মনু-সন্ন্যাসির যথা ধ্যানধাম। হ-কার ক্ষ-কার শুক্লবর্ণ দুই দল, মধ্যেতে হাকিনীশক্তি বরণ ধবল। দ্বিদল কর্ণিকা মধ্যে যোন্যাকার তায়, অপ্রকাশ শিবপদ-লিঙ্গচিহ্ন কায়। বিন্দু আছে নাদকোষ সুধাধার হাস, সবল-ধবল-শশীসমান প্রকাশ। জলদীপাকার বহু নবীনার্ক-প্রভা, মিলিত গগণ ধরা জ্যোতি অতি শোভা। এখানেতে সংপূর্ণ বিভবে ভগবান, প্রকাশাগ্নি শশী-সূর্যমণ্ডল সমান' ইত্যাদি। এই আজ্ঞাচক্র হইতে 'আনন্দ স্কন্ধ' হাকন্দ সেবনে অর্থাৎ 'শিরোব্রতে' মুণ্ড উৎসর্গ করিয়া 'সহস্রারে' বৈকুণ্ঠবাসের আলোচনা পরে দ্র. ২ পৃ ৮৩-৮৪, ১৪২

৩ পৃ ৮৪। পিতা কস্য মাতা:কস্য কস্য ভ্রাতা সহোদরা, কায়েপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা।

৪ পৃ ঐ। 'মাএর শোক পুত্রের লাগ্যা চিরদিন থাকে, অলপে পাসরে বাপ শুন সর্বলোকে'

৫ পৃ ৮৫। ইহা লাউসেনের হাকণ্ড সেবনের অনুরূপ

৬ পৃ ৮৬-৮৭। রূপরাম ও রামদাস আদকের মতে, যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে বা গাজনে যখন চূড়া দান করেন তখন এই আম গাছ মুড়া করিয়া কাটিয়া কেবল গোড়া অবশিষ্ট রাখা হইয়াছিল। বিষ্ণুমায়ার আচম্বিতে সেই গাছেই ফুল ফল তথা কাঁচা পাকা ও সলি (ধ-পূ-বির, পৃ ১৬৭, মতে, মরা কাঠে ফুল ফুটিলে তাহার নাম 'সলা') আম ধরিয়াছে (রূ-ধ, পৃ ৬২-৬৩ ; অ-ম, পৃ ৩৮-৩৯)। তিন আকারের সহিত তু. 'সেই বৃক্ষে তিন গুণ করিল আধান, তিন গুণে ত্রিপত্র হইল্য উপাদান'—ধ-পূ-বি, পৃ ২৩২। পৌষে বকুল ধরে, চৈত্রে আম

ধর্ম বলিলেন, খাইবার জন্য ঠাঁই করিতে এবং লুইচন্দ্রের জন্যও আর এক থালে অন্ন-ব্যঞ্জন বাড়িতে। স্বয়ং ধর্মের জন্য বস্ত্রের কাণ্ডার বেষ্টিত করিয়া দেওয়া হইল। রাজারানী রহিলেন 'আন্তরে'। ধর্ম বসিলেন লুইয়াকে জীয়াইতে; অস্থি মাংস চর্মাদি সংকলন[১] করিয়া কাণে পরমকারণ[২] মন্ত্র দিয়া জীবন্যাস করিলেন। লুইচন্দ্র পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। প্রভু তাহার হাতে দিলেন সুবর্ণ গুলতাই আর রূপার বাটুল। যথাযোগ্য সাজ করাইয়া চারি দুয়ার[৩] ভ্রমণ করিতে লুইয়াকে পাঠাইয়া বস্ত্রের কাণ্ডার অপসারণ করিলেন সন্ন্যাসী।—এইরূপে জীবন্যাস হইল লুইচন্দ্রের।

লুইচন্দ্রকে জীয়াইয়া আবার মায়া পাতেন ধর্ম।—ক্ষটিকের মণ্ডপ, তাহার চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত[৪] বেদপাঠরত, চারি আমিনী[৫] যোগায় গন্ধ পুষ্প মালা; চারি ঘট, সমুদ্রের তাম্র,[৬] মৃত্তিকার ঘট, কনকের নবদণ্ড আর ক্ষটিকের মঠ করা হইল[৭]। চারি দ্বারের পশ্চিমে শ্বেত, দক্ষিণে নীল, পূর্বে কংসাই, উত্তরে গাজনবারে রামাই—এই চারি পারিষদ রাখিয়া পাদুকায়

পাওয়া যায়। 'জলধি' স্নান করিয়া প্রথম আম খাইবার বিধি (রূ-ধ, পৃ ৬৩)। মতান্তরে, বারুণীতে গঙ্গাজলে আম দিতে হয় (অ-ম, পৃ ৩৮)। দ্বিতীয় মতের অনুকূলে প্রমাণের জন্য পুঁ-প ২খ, ভূ পৃ ১৫ পা-টী দ্র.

১ পৃ ৮৭-৮৮। ভূ. ৩০ পৃষ্ঠায় ৯ সংখ্যক পা-টী দ্র.

২ পৃ ৮৮। সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা। 'পরম' শব্দটির প্রতি কবির বিশেষ প্রীতি ও সেইজন্য ইহার পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখা যায়

৩ পৃ ঐ। সূর্য-রক্ষিত পূর্ব দ্বার, হনুমদ্‌-রক্ষিত দক্ষিণ দ্বার, চন্দ্র-রক্ষিত পশ্চিম দ্বার এবং গরুড়-রক্ষিত উত্তর দ্বার। চারি দ্বারের প্রসঙ্গ পরে দ্র.

৪ পৃ ঐ। সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই—'যাদুনাথের মতে, যথাক্রমে ব্রহ্মার ও দামুদরাদির অবতার। যোগরূপকে ইঁহারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব হইতে পারেন

৫ পৃ ঐ। বসুয়া, চরিত্রা, গঙ্গা ও দুর্গা। যোগতত্ত্বে ইঁহারা সম্ভবতঃ পঞ্চ তন্মাত্রের বা শক্তির প্রতীক

৬ পৃ ৮৮-৮৯। শ্বেত পীত লোহিত ও পিঙ্গল—এই চারি প্রকার বর্ণযুক্ত, আদ্যাদেবীর পুষ্পজাত অর্থাৎ দৈবশক্তি-সম্পন্ন (তু. অ-ম, ভূ পৃ ৸৴৹-৸৶৹), কায়-সমুদ্রজাত তাম্র যথাক্রমে ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব— এই চতুর্বিধ কায়বেদের 'শক্তি'জ্ঞাপক; শ্বেত নীল কাংস ও রক্তবর্ণ তাম্রধারী চারি পণ্ডিত যথাক্রমে শ্বেতাই নীলাই কংসাই ও রামাই উক্ত চতুর্বেদের উদ্গাতা (ধ-পু-বি, পৃ ২২৪-২৬); চারি দ্বারের সূর্য চন্দ্র হনু ও গরুড় চারি প্রহরী এবং বসুয়া চরিত্রা গঙ্গা ও দুর্গা চারি আমিনী বা সহায়িকা—এই সমস্তই কায়যোগের নিঃসন্দেহ রূপক। এতন্মধ্যে, পঞ্চ পণ্ডিত ও তাঁহাদের পঞ্চ রঙ্গ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত—পঞ্চ তত্ত্বের ও ইহাদের পঞ্চ রঙ্গের (দ্র. যো-ক্ত, পৃ ১২৪) সাদৃশ্যে কল্পিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কায়যোগেও পঞ্চম 'সুষুম বেদ বিন্ধিয়া'"ভবনদী' পার হইতে হয় (ধ-পু-বি, পৃ ২২৫)

৭ পৃ ৮৮-৮৯। তু. বিনয়লক্ষণ 'হিঙ্গুলিয়া ঘট নিল হীঙ্গুলিআ তুলি, ফটিক পাথর নিল সমুদ্রের বালি' (পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯১) তু. ধ-পু-বি, পৃ ২১৪ 'বালির ঘট পত্র কৈল প্রভু বালির মুকুতা'

ধর্ম বসিলেন সন্ন্যাসীর বেশে। শ্বেতপণ্ডিতের দ্বারে শুইয়া থাকে লুইচন্দ্র। মদনা লুইয়ার অন্বেষণ করিতেছেন। সুবর্ণের ঘটবারি কাঁখে করিয়া শ্বেতপণ্ডিতের দ্বারে গিয়া লুইয়াকে না পাইয়া রানী ঘট আছাড়িয়া ভাঙ্গিলেন; রজতের ঘটবারি লইয়া নীলাইয়ের দক্ষিণ দ্বারে গিয়া লুইয়াকে না পাইয়া ঘট আছাড়িয়া ভাঙ্গিলেন পুনর্বার; অতঃপর তাম্রের বারি লইয়া কংসাই পণ্ডিতের পুর্বদ্বারে গিয়া কুমারকে পাইবার আশায় ছায়াস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে পুত্রস্নেহে আবিষ্ট রানী চণ্ডিকার [মৃত্তিকার ঘট]বারি লইয়া গাজনদ্বারে গেলেন আকুল হইয়া; তখন গাজনদ্বারে রামাই লুইধরকে দিতেছিলেন ধর্মের নির্মাল্য। তিন দ্বার ভ্রমিয়া অবশেষে চতুর্থ দ্বারে হাতে চাঁদ পাইলেন রানী। মাতা পুত্র প্রণাম করিলেন রামাইচরণে।

পুত্র পাইয়া রাজা পাত্র মিত্র প্রজালোক লইয়া পুনর্বার সমারোহে ধর্মপূজা করিলেন। বারো বলিদানে[১] পূজা করিয়া রাজা বাড়ি ফিরিলেন এবং দেবী ও ধর্ম তুষ্ট হইয়া উলুকের সহিত বৈকুণ্ঠে গেলেন। রামের সমান প্রজাপালন করেন রাজা। এদিকে ধর্মঠাকুর উলুকের সহিত পরামর্শ করেন,—রাজ্যলোভে হরিশ্চন্দ্র পৃথিবীতে থাকিবেন, কিন্তু তিনি স্বর্গে না আসিলে ব্রত সাঙ্গ[২] হইবে না। উলুকের কথায় ধর্ম বৃদ্ধব্রাহ্মণ-বেশে রাজার গোচরে গিয়া সর্বস্ব দান চাহেন। পুত্র পাইয়া রাজা মহাদাতা হইয়াছেন; ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ফকির সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী,—যিনি যাহা চাহেন তাহাই দান করেন তিনি। সত্যবাদী রাজাকে স্বর্গবাসের ও ধর্মের পারিষদ[৩] হওয়ার আশীর্বাদ করিয়া 'রাজ্য ভূম্য' ভিক্ষা লইলেন ব্রাহ্মণ; 'হতযজ্ঞ' হইবার ভয় দেখাইয়া দক্ষিণা চাহেন তিনি; কিন্তু তখন রাজা নিঃস্ব। ফলে, তিন ঠাঞি তিন জন বিকাইয়া তিন লক্ষ টাকা আনিয়া দিতে হয় ধর্মকে। সিঙ্গাই হাড়ির[৪] ঘরে বিকাইলেন রাজা

১ পৃ ৯১, ১৩৯

২ পৃ ৯২। ভারতীয় সাধনার ধারায় মঙ্গলব্রতের শেষ ফল স্বর্গারোহণ; এক্ষণে তাহারই সূচনা হইতেছে

৩ পৃ ৯৩। ধনপুত্র লাভ করিয়া ঐহিক ভোগের শেষে, পরলোকে ধর্মের পারিষদ হওয়াই ধর্মব্রতীদের লক্ষ্য; ইহা 'সামীপ্য' মুক্তির অনুরূপ। শূন্য নির্বাণ ইহাঁরা চাহেন না (পরে প্রমাণ দ্র.)। পক্ষান্তরে, নাথপন্থেও 'অনন্ত সিধার' (গো-বি, পৃ ৭৩) প্রসঙ্গে সিদ্ধকায়ে অমরত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ করার ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং মীননাথের (মনে হয়, হাড়িপা, কানফা, চৌরঙ্গীনাথেরও) ধর্মে ঐহিক ভোগকেও অবহেলা করা হয় নাই। সুতরাং নাথপন্থের মীনপন্থার সহিত ধর্মপন্থার সাদৃশ্য যথেষ্ট

৪ পৃ ঐ। দুরবার্য্যা হাড়ির নিকট হরিশ্চন্দ্রের অপমানিত হওয়া এবং সিঙ্গাই হাড়ির ঘরে বিক্রীত হওয়া লক্ষণীয়। এখনও দক্ষিণ রাঢ়ে শিবের গাজনে কোথাও কোথাও শিবকে হাড়ির বাড়িতে পূজিত ধর্মঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া বিশেষ কৃত্য করিতে হয় (শ্রীরামরতন রায়-লিখিত হুগলী-কাঁচগড়িয়ার বৈদ্যনাথের গাজনের বিবরণ হইতে গৃহীত)

স্বরূপ, মদনাকে বিক্রয় করা হইল বসুমতী ব্রাহ্মণীর ঘরে এবং লুইকে বিক্রয় করা হইল দুর্লভা পাটনীর ঘরে। তিন লক্ষ টাকা পাইলেন ধর্ম ; ফলে, দাতার প্রধান বলিয়া রাজার 'গুণান' রহিল ভুবন ভরিয়া। কর্ণ বলি জীবৎবান আর যুধিষ্ঠিরের সমান হইলেন তিনি দানে। আবার মায়া ;—হরিশ্চন্দ্র বরাহ রক্ষণ করিতেছেন তেপান্তরের মাঠে ঠিক দুপুর বেলা[১] ; এমন সময় উলূককে সঙ্গে লইয়া ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে রাজার গোচরে উপস্থিত। সেবকের জন্ত বস্ত্র প্রার্থনা করেন ধর্ম ; কিন্তু রাজার তখন এক বিনে আর বস্ত্র নাই।

ধর্মঠাকুর একশত পুত্রবর দিয়া, লুইচন্দ্রকে সঙ্গে লইতে চাহেন বৈকুণ্ঠে। রাজা রাজি হন না। শুক হরিহরের মুখে কলিচরিত্র[২] শুনিয়া রাজার ভয় হইয়াছে ; পুরীসমেত স্বর্গে যাইতেই তাঁহার অভিলাষ। এখন রাজার বাসনা, পৃথিবীতে ধর্মের কিভাবে প্রকাশ হইয়াছে ও কোথায় কোথায় তিনি পূজা লইয়াছেন, তাহা শুনিবার। ধর্ম ঠাকুরের ইঙ্গিতে উলূক রাজাকে দ্বাদশ পুরাণ[৩] শুনাইতে লাগিলেন ; দ্বাদশ পুরাণে প্রভুর মাহাত্ম্যকথা শুনিয়া রাজা দ্বাদশ ফল পাইলেন হাতে হাতে[৪] ; ইহার শেষ ফল সপুরী স্বর্গবাস।

দ্বাদশ পুরাণ শোনানো হইতেছে।—পুরাণের প্রথমেই থাকে সৃষ্টিপত্তন-বর্ণনা। নিরাকার ধর্ম আগে ছিলেন 'শূন্য অবতার' ; আপনি আপন কায় নির্মাণ করিলেন ; নিঃসঙ্গ শূন্যের শ্বাস[৫] হইতে উলূক মুনির[৫] জন্ম ; পিঠে[৫] প্রভুকে বহিয়া ক্ষুধাতুর হয় উলূক ; প্রভুর মুখামৃত পাইয়া

১ পৃ ২৪। তু. 'একে শনিবার তায় ঠিক দুপুরবেলা' (রূ-ধ, ভূ পৃ ১৯ ই.)

২ পৃ ঐ, ২৫। ধ-পু-বি, পৃ ২৪৭-৫০ ; প্রস্তুত গ্রন্থ 'অনাদ্যের পুথি' পৃ ১১৪-১৫ দ্র.

৩ পৃ ২৫। ধর্মঠাকুরের দ্বাদশ পুরাণ বা প্রকৃত বারমতি-পুরাণ (তু. শূ-পু, বসু, ভূ পৃ ৬৭-৬৯) বিবৃত হইতেছে। দ্বাদশ পুরাণের বর্ণনার প্রারম্ভেই সৃষ্টিপত্তনের প্রসঙ্গ। বারমতি গৃহভরণ পূজার মূলে বৈদিক 'দ্বাদশাহ যজ্ঞের' প্রভাব থাকিতে পারে (দ্র. শ্রীধ-পু. ভূ পৃ ২৸/০-৮৶০)। মনে হয়, এই দ্বাদশ যজ্ঞের বিবরণ হইতে ধর্ম পন্থে দ্বাদশ পুরাণের কল্পনা

৪ পৃ ঐ। ধর্মঠাকুর প্রত্যক্ষ ফলদাতা সার্বভৌম দেবতা; সুতরাং তাঁহার পুরাণের ফলশ্রুতিতে প্রত্যক্ষ ফললাভ হইয়া থাকে এবং তাহার শেষ ফল,—সপুরী স্বর্গবাস

৫ পৃ ঐ। 'পৃষ্ঠে ভ্রাম্য দমন্দমন্দর গিরিগ্রীবা প্রকণ্ডূয়নান্নিদ্রাণোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পাণ্ডবঃ যৎ' ইত্যাদি (পূ-প ১খ, পৃ ৮৫ দ্র.)। শ্বাস='ধর্মাগমনকারণ' (ধ-পু-বি, পৃ ২৪) উলূক মুনি। কূর্মের উপর অষ্ট কুলাচল, সুমেরু পর্বতাদির সৃষ্টি করিয়া বাসুকি রজ্জু দিয়া কষিয়া ধর্ম ঠাকুর পৃথিবীকে স্থির করিলেন (দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ৩৬ ই. ; শূ-পু,বসু,ভূ পৃ ২১),—এই ধারণা কায়যোগসম্মতও বটে। তন্ত্রমতে, নিরাকার নিরঞ্জন হইতে আকাশ. আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন ও বিলয় ঘটে, আবার ইহা হইতেই হয় ব্রহ্মাণ্ডের পুনরুৎপত্তি। পঞ্চতত্ত্বময় দেহে এ পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত

সে কতক খায়, কতক থাকে চুয়ালে অবশিষ্ট ; বাহন উলুক 'বিমুখ' হয় বহুকাল ; ফলে, নিরাকার ভাসেন জলময় হইয়া ; তাঁহার নাভিমলায় জন্মে পৃথিবী ; নাগ কূর্ম সৃজিয়া[1] তাহাতে পৃথিবী স্থাপন[1] করিলেন ; আদ্যাদেবী জন্মিলেন পরে ; দেবীকে দেখিয়া নিরঞ্জন[1] কামবিচলিত হইলেন, আচম্বিতে বীর্য ('বজ্র')[2] পাত হইল ; দেবী সেই তেজ খাইলে তিন দেবের জন্ম হইল ; ধর্ম তাঁহাদের চক্ষুদান করিলে, তিন ভাই জ্ঞানবান্ হইলেন, তাঁহারা তিন গুণও পাইলেন তিন জনে ; ব্রহ্মাকে করা হইল সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং শিবকে দেওয়া হইল সংহারের ভার ; মহামায়াকে সঙ্গে লইয়া নিরঞ্জন তিন পুত্রে সমর্পণ করিতে গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু কটু কহিলেন, হরের নিকট গেলে, শিব করিলেন 'অঙ্গীকৃত' ।

১ আপন পিতাকে দেখিতে ব্রহ্মা (শ্বেত)পণ্ডিতরূপে (প্রথম) ঘরভরণ পূজা করিলেন, বিষ্ণু 'নিরাহারে' ধর্মসেবা করিয়াছিলেন এবং শিব করিয়াছিলেন সন্ন্যাস। ধর্মের পূজা করিয়া মহাদেব রাজা হইয়া শঙ্খ তুলসী[3] সৃজন করিলেন ।

১ পৃ ২৬, ১৪৩, ১৫৩, ১৬০ 'বাসকি'। নাগ ও কূর্মের উপর পৃথিবী স্থাপনের প্রসঙ্গ হিন্দুপুরাণ, তন্ত্র ও ধর্ম-পুরাণের অনুযায়ী। নিরঞ্জন ও কবীরপন্থে কূর্ম-নিরঞ্জনের বিচিত্র সৃষ্টিপত্তনপ্রসঙ্গ আছে।—সত্যপুরুষ জগৎস্রষ্টা। তাঁহার ছয় পুত্র,—সহজ, অঙ্কুর, ইচ্ছা, সোঽহং, অচিন্ত্য ও অক্ষর। তখন সব জলময়। তাহাতে সত্যপুরুষ তাঁহার সপ্তম সন্তান একটি ডিম ছাড়িয়া দিলেন। এই ডিম হইতে কালপুরুষ নিরঞ্জনের জন্ম। ইনি অত্যন্ত প্রতাপী ও অভিমানী ; ইঁহার নামমালার মধ্যে 'ধর্মরায়' নামও আছে। পিতা সত্যপুরুষের আজ্ঞায় ইনিই সৃষ্টির জাল প্রসার করেন ; কিন্তু সৃজনের উপকরণ উদরসাৎ করেন এক কূর্ম ; সেই উপকরণ নিরঞ্জনকে না দেওয়ায় উভয়ের লড়াই বাধে ; নিরঞ্জন কূর্মকে হত্যা করিলে কূর্মের উদরে উপকরণসমূহ পাওয়া গেল ; নিরঞ্জন সেই উপকরণ দিয়া জগৎসৃষ্ট করেন। এই কূর্ম পরে হইলেন সৃষ্টির আধার। অতঃপর কালপুরুষ নিরঞ্জন কর্তৃক আদ্যাশক্তি এবং ইঁহার সংযোগে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সৃষ্টির কাহিনীও 'কবীর মনসুর' গ্রন্থে আছে (দ্র. ক, পৃ ৫২-৬৮)। পক্ষান্তরে, ময়ূরভট্টের পদ্ধতিতে সৃষ্টিপত্তনের এইরূপ বিবরণ আছে ;—'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব খিরদ সাগরে, আদ্য অনাদ্য দেব গেল কোথাকারে। তিন ভাই জন্ম দিয়া কোথা গেল মাও, কি করিব কোথা জাব না দেখি উপায়। তিন ভাই রোদস্তি করে খিরদকূলে, বৃদ্ধরূপে মহাপ্রভু আলা হেনকালে। খর্বরূপ শূন্যভরে ধবলবরণ, উলূকবাহনে তথা আলা নিরঞ্জন। সৃষ্টির সঞ্চার কান্দে জানিঞা দিদান, মুখে হত্যে বাহ্যাইল চৌসট্টি পুরাণ। চারিবেদ সহিত দিলেন তিন জনে, পুরাণ দেখিয়া সৃষ্টি করিলেন নিজ মনে। শ্রীরাম পণ্ডিত গায় অনাদ্যের পায়, ভকত নায়েকে ধর্ম হবে বরদায় (বি-ভা.-পুঁ, সং ১২৯)। ইহা ছাড়া, বাঙ্গালা মন্ত্রের একখানি পুঁথিতে (দ্র. পুঁ-প ২খ, পৃ ২৫৩, ঐ, ভূ পৃ ২০) কূর্মের পৃষ্ঠে বসুমতার কম্পন, সৃষ্টিপ্রসঙ্গ ও সর্ব দেবতা কর্তৃক ধর্মঠাকুরের সার্বভৌমত্ব স্বীকারের উল্লেখ আছে

২ পৃ ৯৬, ১৫৭। তু. সরহের চর্যা,—'জোইনি-গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উবসন্ন' (চ-প, ভূ পৃ ৩৪)

৩ পৃ ঐ। রাজা হইয়া শিবের শঙ্খতুলসী-সৃজনের কথা ধর্ম-ঐতিহ্যে অন্যত্র পাওয়া যায় না (তু. ধ-পূ-বি, পৃ ২৫৫-৫৬, ১৯২-৯৩ ; অ-ম, ভূ পৃ ১৶০ ; প্রস্তুত অনাদ্যের পুথি, পৃ ১২৪, ১৬১ 'বৃন্দাসতী')

পৃথিবীর ভার জানিয়া নিরঞ্জন মৃতের রূপ[১] ধরিলেন। গঙ্গা আসিলেন যজ্ঞশালে,[২] ফিরিতে সন্ধ্যা হইল, তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন মারাচ মুনি[৩]। গঙ্গাকে পরম জানিয়া শূলপাণি[৪] তাঁহাকে আপনার রত্নময় ঘরে রাখিলেন। গঙ্গাকে ঘরে রাখিয়া ফুল তুলিতে ত্রিলোচন গেলেন বল্লুকায়। এমন সময় ধর্ম দেখা দিলেন গঙ্গাকে। গঙ্গার ঘরে পদচিহ্ন রাখিয়া প্রভু গেলেন বৈকুণ্ঠে। কর্মফলে অর্থাৎ সুকৃতিবলে ধর্মের দেখা পাইয়া গঙ্গা ধবলমুখী[৫] হইয়া গেলেন। পশুপতি ফিরিয়া সমস্ত পরিচয় পাইলেন এবং আনন্দিত হইয়া বীজরূপে[৬] ভাগীরথীকে রাখিলেন জটায়।

একদিন শিব দেবগণকে লইয়া নারদের সঙ্গে গীত গাহিতেছিলেন। শিবের গীত শুনিয়া সকলে প্রেমে পুলকিত হইলেন, শিব ভাগীরথীকে লইলেন জটায়; গঙ্গা শিবজটা হইতে বিষ্ণুর অঙ্গে পড়িলেন সকলের অলক্ষ্যে; ব্রহ্মা 'বিষ্ণুপদনখ-ভগ্না' গঙ্গাকে রাখিলেন

১ পৃ ২৬। আলোচনার জন্য দ্র. রূ-ধ ১খ, ২সং ভূ পৃ ৩। ছেলেভুলানো ছড়াতেও এই ঐতিহ্য বর্তমান,—
'আমরা দুজন ভাই শিবের গাজন গাই, বুড়ো দাদুটো মরে গেছে ডুগডুগিটা বাজাই'

২ পৃ ঐ,১৬৫ 'যজ্ঞশাল' দ্র.

৩ প ঐ, ১৬৪ 'মারাচ মুনি' দ্র.

৪ পৃ ৯৭, ১৬৭। পরে আলোচনা দ্র.

৫ পৃ ঐ, ১৫২, ১৪১ 'উলূক মুনি'। দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ২১৬-১৭; বি-ম, পৃ ৬-৮। রাঢ়ে ইতস্তত: 'শ্বেতগঙ্গা' তীর্থের আত্মকথা এই কাহিনীর সহিত সম্পৃক্ত। রূপরাম বন্দিত 'কাইতির শ্বেতগঙ্গার ঘাট' প্রসঙ্গে আমার অপ্রকাশিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 'কাইতির শ্বেতগঙ্গা বা বিধ্বস্ত প্রাচীন একটি ধর্মপীঠের কাহিনী' দ্রষ্টব্য। বর্তমানে এই ধর্মপীঠ মসজিদে রূপান্তরিত হইলেও, বারুণীর যোগে এখানে এখনও যাত বসিয়া থাকে। ধর্মঠাকুরের মহাপাত্র 'বাণেশ্বর' শিব (ধ-পূ-বি, পৃ ১০৯) ও ধর্মকামিন্যা চামুণ্ডা সিদ্ধেশ্বরী এখনও এই গ্রামের জাগ্রত দেবতা। কালী ও শিবরূপী ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক বিষয়ে আধ্যাত্মিক বিচার, বোলানের এই কয়েকটি ছত্রে জান' যাইবে;—'কালি কপালিনি তুমি কৈলাসগামিনি, কৈলাস ছাড়িয়া কেন আস্যাছ আপুনি। বুড়া বল্যা শিবা পার। আস্যাছ ছাড়িয়া, মায়্যা হয়্যা নৃত্য কর উলঙ্গ হইয়া। কৈলাসশিখরে কালি জাহ গো ত্বরায়, দেখিলে দেবতা শিব পড়িব লজ্জায়। প্রত্যুত্তর। পৃথিবীতে আস্যাছেন শিব পূজা লইবারে, তাহারে খুজিয়া বুলি দেশদেশান্তরে। তোমার গাজনে শিব আছেন বৃদ্ধবেশে, যুবক হইতে পারে চক্ষুর নিমিষে।...কোথা হৈতে আল্যা কালি কোথা হৈলে স্থির, কোথা হৈতে হইল তোমার এ সপ্ত শরীর। কোথা হইতে হৈল তোমার চারি হস্ত পা, কেবা তোমার গুরু গোসাঞি কেবা বাপ মা। প্রত্যুত্তর। স্বর্গে হইতে আইলাঙ আমি মর্তে হইলাঙ স্থির, শূন্যেতে হইল মোর এ সপ্ত শরীর। শূন্যেতে হইল আমার চারি হস্ত পা, ধর্ম আমার গুরু গোসাঞি পরিচয় বাপ মা। ইত্যাদি (পল্লীশ্রী-সংগ্রহ, পুং-সং ২৭৪)

৬ প ঐ, ১৬০। 'বিষ্ণুপাদাদ্বিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম, সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গা পততি বৈ ততঃ। কূর্ম পূর্ব, ৪৫-২৮

কমণ্ডলুতে। ব্রহ্মা গেলেন মেরুশৃঙ্গে,[১] সগরবংশ ধ্বংস হইল, ব্রহ্মার কাছে গেলেন ভগীরথ।

২ কশ্যপপুরীতে জন্মিয়া বামনাকারে ধর্ম গেলেন বলিকে ছলিতে। ত্রিপদ ঠাঞি চাহিয়া কৌতুকে বিশ্বম্ভররূপ ধরিয়া ধর্ম বলিকে পাঠাইলেন পাতালে। বলি পাতালে গিয়া নব নাগলোক[২] লইয়া ধর্মঠাকুরের ঘরভরণ পূজা করিলেন ; ধর্ম প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমর বর দিলেন।

৩ ধর্মের চরণ পাইয়া ব্রহ্মা আনন্দে কমণ্ডলু ঢালিয়া দিলেন। ভগীরথের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা গঙ্গাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। পথে অনেক দুঃখ পাইয়া গঙ্গাকে লইয়া ভগীরথ[৩] সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার স্পর্শে সগরবংশ মুক্ত হইয়া, কায় ধারণ করিয়া সাগরে ধর্মের ঘরভরণ পূজা করিলেন। ধর্মপূজায় তাঁহাদেরও বৈকুণ্ঠবাস হইয়াছিল।

৪ দাতা যুধিষ্ঠির[৪] কলির কথা শুনিয়া, পৃথিবী ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়া, পঞ্চ পাণ্ডব এক-মেলে বল্লুকাকুলে ঘরভরণ আরম্ভ করিলেন। প্রভুর পারিষদ হইবার উদগ্র কামনায় যুধিষ্ঠির মুণ্ড-বলিদানে[৪] পূজা করিয়াছিলেন। ধর্ম তুষ্ট হইয়া মুণ্ড জোড়াইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন।

৫ জীবৎবান[৫] রাজা দাতা ও ধর্মশীল ; ধর্মসন্ন্যাসও করেন তিনি। মুখ্যসয়চান-রূপে ধর্মঠাকুর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। সত্যযুগে ব্রহ্মা শ্বেতপণ্ডিতরূপে সঙ্গে চারিশত গতি[৬] লইয়া কড়ির ঘর কাণ্ডারণ করিয়া কুঞ্জর বলি দিয়া অনাদি ও পার্বতীকে পূজা করিলেন। শ্বেতপণ্ডিত যোগবলে জয়যাত্রী ও গতিদের সহিত হাতীর মাংস রাঁধিয়া উমা, কাত্যায়নী ও মাহেশ্বরীর নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ বলিয়া খাইলেন। সেই হাতীর হাড় একত্র জড়[৭] করিয়া ধর্মজল ছিটাইলেই প্রাণ পাইয়া কুঞ্জর বনে প্রবেশ করিল।

১ পৃ ৯৭, ১৬৫। মেরুবেষ্টিত স্বর্গ সর্বোচ্চ। ইহাই তৃতীয় স্বর্গ। এই স্বর্গে দেবতাগণের আলয় বে-দে-কৃ, পৃ ৪১ দ্র.)

২ পৃ ৯৮, ১৫৩। নাগলোক—অজগর (দ্র. ঐ ঐ)

৩ পৃ ৯৮। ইহা রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ আখ্যান

৪ পৃ ৯৮-৯৯, ১৬৫, ১৬৪। তু. 'হাকান্দ কান্দন' (গোপালবিজয়ে এই শব্দ আছে প্রাকৃত ভাষার অর্থের অনুরূপ)। ইহার সম্ভাবিত তাৎপর্য পরে দ্র.

৫ পৃ ৯৯, ১৪৮। রাজা শিবির প্রসঙ্গে ধর্মঠাকুরের শয়চান রূপ ধারণের কথা ঘনরাম বলিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্র পালায় (দ্র. শ্রীধর্ম, পৃ ৩৯)

৬ পৃ ঐ। তু. 'বাসলীগতী' (শ্রী-কৃ, পৃ ১৩ ই.) নৈষ্ঠিক ভক্ত অর্থে প্রযুক্ত

৭ পৃ ৯৯, ১৬৭। জৈন কল্পসূত্রে আছে, মহাবীর রাঢ়ের ঋজুপালিকা নদীর তীরে 'কেবলত্ব' লাভ করিয়া অস্থিক গ্রামে প্রথম বর্ষা যাপন করেন এবং অবশিষ্ট বর্ষা কাটান 'চম্পা' নগরীতে। অস্থিক গ্রামের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান। টীকাকার বলেন, শূলপাণি নামে এক যক্ষ এই বর্ধমান নগরে প্রচুর কংকাল জড় করিয়া একটি বিরাট স্তূপ নির্মাণ

শ্বেতাই সত্যযুগে পূজা করিলেই ঘরভরণ পূজার সৃষ্টি হইল। অনাদি ও পার্বতী তুষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে শ্বেতপণ্ডিত নামে নিজ পারিষদ করিয়া রাখিলেন।

৬ ত্রেতাযুগে স্বয়ং 'দামুদর' নীলপণ্ডিত নাম ধরিয়া সঙ্গে আটশত গতি লইয়া রানীর ঘর কাণ্ডারণ করিয়া গণ্ডা[১] বলিদান দিয়া অনাদি পার্বতীর পূজা করিলেন। নীলাই পুষ্পজল দিয়া গণ্ডা পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

৭ দ্বাপরে কংসাইপণ্ডিত বার শত গতি লইয়া অশ্ব[২] বলি দিয়া, অশ্ব পুনর্জীবিত করেন।

৮ কলিতে রামাই ধর্মের কৃপা পাইয়া ধর্মপুরাণ প্রচার করিলেন। রামাই ঘরে ঘরে হক[৩] দেন, কিন্তু মার্কণ্ড মুনি[৪] হক না লওয়ায় কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে মুনি 'মদে মাসে' ঘর ভরিলে, ভাল হইয়া স্বর্গে গেলেন। ষোল শত গতি লইয়া শ্বেতঅজা[৫] বলি দিয়া রামাই পূজা করেন।

৯ সত্যযুগে সদাডোমের ঘরে ধর্ম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সদা আনন্দিত হইয়া পুত্র বলি[৬] দিয়া একভাবে ধর্মপূজা করিয়াছিলেন।

১০ শ্রীমস্তিনী ব্রাহ্মণী[৭] কর্মদোষে ধর্মনিন্দা করিয়া ধবলমুখী অর্থাৎ শ্বেতকুষ্ঠাক্রান্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে স্তন কাটিয়া পূজা করায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

করিয়াছিলেন। যক্ষ শূলপাণি যে সকল প্রাণী হত্যা করিয়াছিলেন তাহাদেরই কংকাল লইয়া এই স্তূপটি রচিত হয়। পরবর্তীকালে হাড়ের এই স্তূপের উপর স্থানীয় অধিবাসীরা একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্র. *S. B. E. vol. XXII, pp 263-4*)। আধুনিক বর্ধমান জেলার মেমারী ষ্টেশনের সন্নিহিত বল্লুকানদীতীরস্থ সুপ্রাচীন ধর্মপীঠ বড়োর্মান (∠বর্ধমান) গ্রাম ও বিধ্বস্ত ধর্মমন্দির (ধ-পূ-বি, ভূ পৃ ৩-৪) এই 'বর্ধমান নগর' ও মন্দিরের স্মৃতিবাহী হওয়া অসম্ভব নহে। নদী 'ঋজুপালিকা' ও 'চম্পা' নগরীর নামের মধ্যেও যেন ধর্ম-ঐতিহ্যের 'বল্লুকা' ও 'চাঁপাই'য়ের গন্ধ পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের যক্ষ (দ্র. রূ-ধ ১ম, ২সং ভূ পৃ ১৫) ও যাদুনাথের এই উক্তি, উক্ত যক্ষ শূলপাণির (তু. প্রস্তুত অনাদ্যের পুথি, পৃ ১২৯ 'শিব শূলপাণি') স্মৃতির সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে। দ্বিজ লক্ষ্মণের উল্লিখিত বাসলীর 'অসুরভাতার' এই যক্ষ শূলপাণি বা ধর্মঠাকুর হওয়া সম্ভব

১ পৃ ১০০, ১৬৬ 'রানী' দ্র.

২ পৃ ঐ। কাইতির শ্বেতগঙ্গার (দ্র. পা-টী ৫, পৃ ৩৮) উত্তরে 'জয়ঘোড়া' কুণ্ডে অশ্ববলিদানে ধর্মপূজার জনশ্রুতি এখনও আছে ৩ পৃ ঐ। পূর্বে ভূ পৃ ১৯-৪ পা-টী ও পৃ ১৭০ দ্র.

৪ পৃ ঐ, ১৬৩, ১৬৪; বা-সা-ই ১ম, ২সং পৃ ৫০৩ দ্র.। ১৬২৪ শকাব্দে অনুলিখিত ও ধর্মপণ্ডিতগণের ব্যবহৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের একখানি পুঁথি সম্প্রতি 'পল্লীশ্রী-সংগ্রহে' স্থান পাইয়াছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা ধর্মপূজাপদ্ধতিসমূহের প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে করিব

৫ পৃ ঐ। আলোচনা দ্র. রূ-ধ ১ম, ২সং ভূ পৃ ৫ ৬ পৃ ১০০-১। বা-সা-ই, পৃ ৫০৩-৪ দ্র.

৭ পৃ ১০০। ধর্মপুরাণের একখানি পুঁথিতে অনুরূপ 'কৌশিক-কদলীর' কাহিনী আছে (দ্র. পুঁ-প ১ম পৃ ৮৬)। মদনাও স্তন কাটিয়া দেবীর ও ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন (দ্র. আলোকচিত্র পৃ ৩০)

১১ সদাডোমের ধর্মপূজার সংবাদ রাজা চন্দ্রকেতু শুনিয়া সদাকে কারারুদ্ধ[১] করেন। বন্ধঘরে সদাডোম ধর্মকে ভাবিলে ধর্ম রাজাকে স্বপ্ন দেখাইলেন। চন্দ্রকেতু[২] ভয় পাইয়া সদাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং সদাডোমের ঘরে ধর্মপূজা করিলেন। ধর্ম প্রীত হইয়া তাঁহাকেও স্বর্গে লইয়া গেলেন।

১২ শেষ পালা[৩] হরিশ্চন্দ্রের। ধর্মের ঘর ভাঙ্গিয়া হরিশ্চন্দ্র আঁটকুড়া হইয়াছিলেন; ধর্মকে পূজা করিয়া রাজা বল্লুকায় বর পাইলেন; লুইচন্দ্র পুত্রের জন্ম হইল; বার বৎসর পরে সত্য হেতু তাহাকে বলি দিলেন; ধর্ম তাহাকে দিলেন জীয়াইয়া।

এইরূপ 'দ্বাদশ পুরাণ' শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র স্বর্গে যাইবেন।

[ধর্মপুরাণ তথা ধর্মমঙ্গল শ্রবণের প্রত্যক্ষ ফল বিবৃত হইতেছে।] ধর্মঠাকুর 'পুরীসুদ্ধা' রাজাকে তুলিয়া লইলেন 'বিমানে'। বায়ুবেগে রথ[৪] চলিল; দেখিতে দেখিতে তিন লক্ষ[৫] যোজন পার হইয়া গেল। 'পঞ্চশব্দী[৬] বাদ্য বাজে রথের উপরে'। ব্রহ্মা হরি হর ভীত হইলেন।

১ পৃ ১০০-১। সহদেব চক্রবর্তীর মতে, সদাডোমকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, অমরানগরপতি ভূমিচন্দ্র (শূ-পু, ভূ. পৃ ৪৷/০ ৷৶০),—চন্দ্রকেতু নহে। যাদুনাথ আগে (পৃ ৩৫) বলিয়াছেন, চন্দ্রকেতু 'ভক্তিভাবে' ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। 'ভূমিচন্দ্র', 'চন্দ্রকেতু'—এই নামদ্বয়ে চরিত্রবিষয়ে বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে;—ভূমিচন্দ্র স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন, চন্দ্রকেতু সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্বজ্ঞ

২ পৃ ঐ। মতান্তরে, ভূমিচন্দ্র

৩ পৃ ঐ। দ্বাদশ সংখ্যক এই আলোচ্য পুরাণই অন্য একাদশ পুরাণসমূহের সমাহাররূপ ও পূর্ণাঙ্গ বারমতি-পুরাণ। 'লুয়ে জাগরণে' সম্ভবতঃ এই অংশের গানের পরে গৃহভরণপূজা সমাপ্ত করিতে হইত

৪ পৃ ১০১। তু. বা-সা-ই, পৃ ৩৮৫ 'বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা, নাচয়ে সারথি তথি পসারিয়া পা। হেয়ালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি, অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূমিতে সারথি' (মুকুন্দরাম), পর্বতাগ্রে রথো যাতি ভূমৌ তিষ্ঠতি সারথিঃ, চলতে বায়ুবেগেন পদমেকং ন গচ্ছতি (আনন্দধর), পর্বতসিখর এক রথ জাঈ, থাংডেত্রী বইসই ভুঁই ঠাইঁ। অতি উচ্ছক চালই করি বাউ, এক পগ নবি থাই আঘউ (কুশললাভ)। (গো-বি, পৃ ১৩৭-৩৮) 'মন সে বিনোদ রথ পবন সারথি, তাহার উপরে হংস চরে নিতি নিতি। পবনে চালাএ রথ হইয়া নিঠুর, উড়িয়া পরমহংস জাএ ব্রহ্মপুর।'

৫ পৃ ঐ। এই দুরূহ কায়যোগের হইলে, মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা,—এই তিন চক্রে অধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতর—এই তিন লিঙ্গই ত্রিলক্ষ্য বা 'তিন লক্ষ' (যো-গু, পৃ ৫৫-৬)

৬ পৃ ১০২, ১৫৪। শঙ্খ মৃদঙ্গ পাখোয়াজ দুন্দুভি ও ঢোল,—এই পাঁচটি বাদ্যযন্ত্রের সমবেত ধ্বনি, ইহা শুভ ও মঙ্গলসূচক। কায়যোগের মতে, পঞ্চস্বর অনাহত নাদ বা অজপা ধ্বনি। অনাহত নাদ শুভ ও মঙ্গলসূচক, এইজন্য ইহাকে সাধারণভাবে 'পঞ্চশব্দী' বলা হইয়াছে। তু. 'তৃতীয়েতে শুন পঞ্চ শরীর কারণ, তিন কুটি টঙ্গি যেন হইল নির্মাণ। সেই টঙ্গি মধ্যে বৈসে হর আর গৌরী, পঞ্চশব্দী বাদ্যধ্বনি বাজে ঘড়ি ঘড়ি। সিদ্ধা সবে সদাএ ভাবে স্থির করি মন, খেমাইরে প্রহরী দিয়া ভেজিবা কারণ। রবির ঘরেতে শশী রাখিবা যতনে, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে শুনিবা শ্রবণে (গো-বি, পৃ ১৩৫-৩৬, ২৫৭)

নারদকে পাঠাইলেন বার্তা লইতে। ধর্মের আজ্ঞায় নারদ রাজাকে ছলনা করিয়া শূন্য[১] মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আত্মপ্রশংসার ফলে এই দুর্গতি হইল রাজার। নারদ গেলেন দেবতা-সমাজে, ধর্মরাজ ও লুইয়া গেলেন বৈকুণ্ঠে। মন্দাকিনীর জলে লুইয়া দেহ পাল্টাইয়া পুনর্বার প্রধান বিদ্যাধররূপে দুয়ারে রহিলেন।—ইহাই যাদুনাথের রচিত 'আগমপ্রকাশের' [বা 'ধর্ম'-তন্ত্রের] বিষয়। লুইচন্দ্র পিতার উদ্ধারহেতু চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতার সহিত স্বর্গে দেখা হইবে ভাবিয়া তিনি বিদ্যাধররূপে সপ্ত স্বর্গে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন; স্বর্গে তিনি অন্য অনেককে দেখিলেন পিতাকে ছাড়া; ইহাতে অস্থির হইয়া পিতাকে শূন্য[১] মধ্যে রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ধর্ম ঠাকুরকে; অনেক যুক্তি প্রমাণ দেখাইলেন ও স্তবস্তুতি করিলেন পিতাকে আনিবার জন্য। ওদিকে রাজারানীরও চিন্তা,—পুণ্য-কথা কহার পাপে শূন্যবাস[১] হইয়াছে, কিরূপে ধর্মের পারিষদ হওয়া যায়, কিরূপে ধর্মের দর্শন

---

১ পৃ ঐ, ১০৩। আলোচ্য গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ধর্মপন্থে 'শূন্যের' ধারণা মোটেই স্পৃহণীয় নহে। বৌদ্ধ শূন্যবাদ বা 'শূন্য-পুরাণের' শূন্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্কও নাই (তু. শূ-পু (বসু), ভূ পৃ ৯২-১১৬)। রাজা হরিশ্চন্দ্র আত্মপ্রশংসার পাপে শূন্যবাস করেন। এই কাহিনীর মূলে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাস কিংবা যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন আখ্যায়িকার প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু যাদুনাথের মতে, এই 'দোষে' হরিশ্চন্দ্রের শূন্যবাস হওয়া উচিত নহে। রাজার পুণ্যের কিঞ্চিৎ পাইয়া শত রানী ও সমস্ত প্রজা প্রাণত্যাগ করিয়া 'শূন্যস্বর্গে' স্থিতি করিলেন। ধর্মপূজক রাজারানীর স্থান আরও উচ্চে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, ধর্মপূজা 'সংকর ধর্ম' ঠিকই, তবে মহাযানী (শূ-পু, ভূ পৃ ২।৶০) বা বৌদ্ধমতের (ঐ বসু পৃ ৭) বা গৌতমীয় (ঐ পৃ ৬১) বা নাসদীয় সূক্তের (ঐ পৃ ২৬) শূন্যবাদের সহিতও ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ধর্মপূজকদের দৃষ্টিতে ধর্ম হইতেছেন;—গুণেশ্বর সূক্ষ্মরূপ; শূন্যমার্গে স্থিত শূন্যদেব দিবাকর; গম্ভীরধীর নির্বাণাখ্য মহেশ্বর; প্রলয়ে বটভাসিত মহাবিষ্ণু; ইনি কচ্ছপনেত্র কচ্ছপবাহন কচ্ছপরূপ; রামবর্ণ,:বৃদ্ধরূপ; বস্ত্রবিবস্ত্রজাতিবিহীন, নীলখগাসনবাহন, সর্বজীবেস্থিত নিত্য জগন্নাথ; ইনি শুক্ল অশ্বসিংহাসনারূঢ়, শ্বেত যজ্ঞোপবীতধারী, শ্বেতরূপ, চন্দ্রাদিত্যময় জগদ্ব্যাপী জ্যোতির্লিঙ্গ জ্যোতিরানন্দময় সনাতন পরব্রহ্ম। ওঁকার ইহঁার কঠিন মূল, ছন্দোবিস্তার ইহঁার শাখা, ঋক্ সাম ইহার ফুল, যজু ইহাঁর ফল, অথর্ব ইহাঁর গন্ধ, পঞ্চম অর্থাৎ আয়ুর্বেদের ইনি ওঁকার এবং আয়ু আরোগ্য ধনপুত্রাদি চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির জন্য এবং অবশেষে সংসারভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে বল্লুকাপ্রকাশী এই নিরঞ্জন ধর্মের পূজা (ধ-পূ-বি, পৃ ৭০-৯৪ হইতে সংকলিত)।

পণ্ডিত-পদ্ধতি দ্বারপাল দ্বারভেট পঞ্চ কোটাল, পঞ্চ আমিনী বা পঞ্চ ঘটদাসী (দ্র. শূ-পু, বসু, ভূ পৃ ১১৬-২৪) —এই সমস্ত পরিকল্পনায় পরবর্তীকালের পল্লবিত পরোক্ষ বৌদ্ধপ্রভাব থাকা বিচিত্র নহে; কিন্তু তথাপি আমাদের পূর্বগামী মনীষিগণের বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞান শ্রদ্ধেয় হইলেও, এই নিরঞ্জন ধর্ম বৌদ্ধ সহজকায় (তু. শূ-পু, বসু, ভূ পৃ ১১) নহেন; অথবা তিনি গৌতমীয় 'শূন্যবাদও' (ঐ ভূ পৃ ৬১) নহেন, ইহা নিশ্চিত। এই শূন্য (গো-বি, পৃ ২৬৮) ব্রহ্মৈব কেবলম্ (ঐ পৃ ঐ 'শূন্য' দ্র.), এই শূন্যরূপী ধর্ম 'মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ, তত্র ধর্মঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্থিতঃ (কূর্ম, পূর্ব, ৪০-১২)। ইনি জীবাত্মারূপী জ্যোতিঃ-শিখার অভ্যন্তরে পরমাত্মারূপী জ্যোতির্ময় মহাশূন্য (ঐ, উপরি, ১১-৬০, ৬৩) এবং ধর্মপূজাপদ্ধতির অনুসারেও, এই শূন্য-নিরঞ্জন অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করেন শিরঃস্থ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকায় (নকুণ্ডা পুঁথি, পৃ ৬৫ক)।

পক্ষান্তরে, যাদুনাথের মতে, আলোচ্য শূন্য আজ্ঞা ও সহস্রারের মধ্যবর্তী নিরালম্বপুরী বা শূন্যস্থান হইতে পারে। যোগভ্রষ্ট হইয়া এই শূন্যস্থানে বাস করা, সাধকের অভিপ্রেত নহে

মিলে। তখন মদনার যুক্তিতে[১] রাজা পূর্ণজ্ঞান পাইয়া 'ধর্ম ধর্ম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন; লুইচন্দ্রও প্রভুর চরণে স্তব করিতেছেন। এই ক্রন্দন ও স্তবনে ধর্মঠাকুর অস্থির হইলেন; ফলে, পুষ্পের বিমান ও কাল-বিকাল[২] দ্বারী পাঠাইলেন শ্রীহরি, রাজাকে লইয়া যাইতে। পুষ্পের বিমান নীলগিরিতে[৩] আসিল; ঐস্থান হইতে শূন্যপুরী এক ক্রোশ[৪] দূর। রাজারানী বিষ্ণুদূত[৫] দেখিলেন; তাঁহারা পুষ্পরথে রাজারানীকে তুলিয়া লইলেন বায়ুবেগে। রাজার সকল প্রজা আর শত রানী রাজার কিঞ্চিৎ পুণ্য পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া শূন্য-স্বর্গে স্থিতি করিলেন। কাল বিকাল দ্বারী মন্দাকিনীর[৬] জলে রাজারানীর শরীর বদলাইয়া দিলেন; দেহ পাল্টাইয়া[৬] উভয়ে স্বর্গে[৭] গেলেন; সেখানে রাজা জীবৎবান, পিতা

১ পৃ ১০৩। 'নারীর বচনে রাজা পূর্ণজ্ঞান'—এই কথায়, পুরুষের ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে এবং তান্ত্রিক 'ধর্মাচরণে' হিন্দু নারীর স্থান ও শাস্ত্রীয় মর্যাদা কত উচ্চে, তাহা স্পষ্টতঃই বোঝা যাইবে। এই আখ্যায়িকায় সর্বত্র দেখা যায়, মদনা যেন হরিশ্চন্দ্রের বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, সামুলা (লাউসেনের মাসী), মুখি পণ্ডিত (ধ পূ-বি, ভূ. পৃ ৪) ও বিষ্ণুবালা দাসী (পূর্বে ভূ. পৃ ২৪ পা-টী ৭) তান্ত্রিক ধর্মপূজায় এই মদনারই প্রকারভেদ

২ পৃ ঐ, ১৪৩। আগে ভূ. পৃ ২৭ পা-টী ৩ দ্র.। এখানে 'জয়-বিজয়ের' পরিবর্তে 'কাল বিকাল'। নবদণ্ডের পূজায় ময়ূরভট্টের পুঁথিতে আছে, কালদণ্ডের নিবাস কলিঙ্গদেশ এবং অনন্ত[নাগ] ইহাঁর পিতা; বেকালদণ্ডের নিবাস সিন্ধুদেশ এবং বাসুকি ইহাঁর পিতা

৩ পৃ ঐ, ১৫৪। দ্র. পৃ ৪১ পা-টী ৪ 'অন্তরীক্ষ', 'পর্বতাগ্র', 'পর্বতশিখর'=সুমেরুশিখর

৪ পৃ ঐ। যৌগিক পরিভাষায় 'কোষ' হইতে পারে। 'এক ক্রোশ', 'তিন ক্রোশ', 'পঞ্চ ক্রোশ'—সম্ভবতঃ অন্নময়াদি পঞ্চ 'কোষেরই' প্রতীক

৫ পৃ ঐ। বৈকুণ্ঠের সান্নিধ্যহেতু। নীলগিরিতে আসিয়া রাজারানী বিষ্ণুদূত দেখিলেন। ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর এক পদ আছে গিরিষ্ঠে অর্থাৎ গিরিতুল্য উচ্চস্থানে (বে-দে-কৃ, পৃ ৯৪-৯৫); নীলগিরিতে বিষ্ণুদূত-দর্শন, এই বৈদিক ধারণার রূপক হইতে পারে

৬ পৃ ঐ। ঋগ্বেদে সিন্ধুকে লইয়া 'সপ্তসিন্ধবঃ' এইরূপ উক্তি আছে (বে-দে-কৃ, পৃ ১২)। ইহার সহিত যুক্ত (প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ২১) নদী ভাগীরথী অতি পবিত্র। দক্ষিণ দিক্‌স্থ যোগস্থান 'যমগঙ্গা' কুক্কুর দ্বারা রক্ষিত যমালয়ের দ্বার। পুরাণে নাম বৈতরণী। এই পথ দিয়া পিতৃগণ সর্বোচ্চ স্বর্গে গমন করেন (ঐ পৃ ১৫)। যোগতন্ত্রে, ঈড়া=ভাগীরথী, পিঙ্গলা=যমুনা, সরস্বতী=সুষুম্না; আজ্ঞাচক্রের উপরে এই ত্রিবেণী সন্ধির ঘাটে কায়া পাল্টাইয়া অর্থাৎ স্নান বা ধৌতি সারিয়া 'মেরুবেষ্টিত স্বর্গে' যাইতে হয় (দ্র. গো-বি, পৃ ২৫৩-৫৪; বে-দে-কৃ, পৃ ৪১)

৭ পৃ ঐ। মেরুবেষ্টিত স্বর্গ সর্বোচ্চ। ইহাই তৃতীয় স্বর্গ। এই স্বর্গে দেবতাগণের আলয়। সেখানে পুণ্যাত্মা পিতৃগণও বাস করেন। তথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারা যায় এবং সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় (বে-দে-কৃ, পৃ ৪১)

চন্দ্রকেতু ও আরও অনেককে দেখিলেন; ইন্দ্রের পুরীতে নাটগীতের আসর; দেবগন্ধর্ব-লোক, সুরপুরী ইন্দ্রভুবন দেখিয়া অবশেষে রাজারানী গেলেন বৈকুণ্ঠে। সুমেরু[১] পর্বত বেষ্টন করিয়া অমরের বসতি, প্রভুর বৈকুণ্ঠপুরী[২] তাহার উপরে; বল্লুকার ধর্মঘরের প্রায় অনুরূপ বৈকুণ্ঠের ধর্মঘর[৩]; সেখানে পারিষদ হইয়া রহিলেন লুইচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র মদনা ও রানীর প্রিয় দাসী মালাবতী ॥

১ পৃ ১০৪, ১৬৯, ১৬৫ 'মেরুশৃঙ্গ'। ঋগ্‌বেদের যম-যমী-সংবাদে (১০-১০) যমী যমকে বলিতেছেন, 'বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপে, নির্জন প্রদেশে তুমি আমার সহচর'। এই দ্বীপ শিশুমার। পুরাণে ইহাই শ্বেতদ্বীপ, মেরুবেষ্টিত সর্বোচ্চ স্বর্গ (বে-দে-কৃ, পৃ ৪১)। কায়তত্ত্বে,—'শরীরের মধ্যেতে সুমেরু শিরদণ্ড, তার বাহ্যদেশ লয়া রচিত ব্রহ্মাণ্ড। মেরু বামে ঈড়া নামে নাড়ী চন্দ্রশিরা, দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী দিবাকর ধর্‍্যা। মধ্যেতে সুষুম্না মেরুপিঠে অবতার, অবয়ব স্মেরপুষ্প ধুস্তুর আকার' ই. (গো-বি, পৃ ২১৯)। ময়ূরভট্টের পদ্ধতিমতে,—'সুমেরু উত্তর পার্শ্বে উদয় প্রকাশ, ইদিগে রজনী হয় উদিগে দিবস' (বি-ভা-পুঁ, সং ১২৯)

২ পৃ ঐ। বিষ্ণুলোক। ইহা যোগতত্ত্বে,—'সপ্তম পাতাল উর্ধ্বে পৃথিবী বিস্তার পৃথিবীর উর্ধ্বভাগে আকাশ আকার। আকাশের উর্ধ্বভাগে বিরাজে পবন, বিরজার উর্ধ্বভাগে বৈকুণ্ঠভুবন' (গো-বি, পৃ ১৬৪, ২৬১ 'বিরজা' দ্র.)

৩ পৃ ঐ। যে ধর্মঘরে 'নিরঞ্জনের বসতি' তাহা নিঃসন্দেহ সহস্রার পদ্মের প্রতিচ্ছবি; ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর মহাশূন্যে শ্বেতবর্ণ সহস্রদলবিশিষ্ট সহস্রার, কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রিকোণ চন্দ্রমণ্ডল বা শক্তিমণ্ডল; ইহার তিন কোণে হ ল ক্ষ তিন বর্ণ এবং সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সন্নিবিষ্ট; শক্তিমণ্ডলের মধ্যে তেজোময় মণ্ডলবিশেষ আছে; তদুপরি মধ্যাহ্নকালীন কোটীসূর্যরূপ একটি বিন্দু আছে, তাহা বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ শ্বেতবর্ণ; এই বিন্দুই পরম শিব নামে জগদুৎপত্তি-পালন-নাশকরণশীল পরমেশ্বর। ইঁহাকেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শিববিন্দু সতত গলিত সুধাস্বরূপ; ইহার মধ্যে সুধার আধার 'অমা' নামক কলা আছে, ইনিই আনন্দভৈরবী; ইহার মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার 'নির্বাণ কামকলা' আছেন; ইনিই সকলের ইষ্টদেবতা; তন্মধ্যে তেজোরূপ পরম নির্বাণ শক্তি, তৎপরে 'নিরাকার মহাশূন্য'। এই সহস্রদল পদ্মে 'কল্পতরু' আছে; তন্মূলে 'চতুর্দ্বার-সংযুক্ত জ্যোতির্মন্দির'; তাহার মধ্যে পঞ্চাশ অক্ষরাত্মিকা বেদিকা; তদুপরি রত্নসিংহাসনে চণকাকার মহাকালী ও মহারুদ্র আছেন; তাহা মহাজ্যোতির্ময় (যো-গু, পৃ ৫২-৫৩)। এই 'জ্যোতিশ্চক্রে ফিরে যায় সূর্যের মণ্ডল, সর্বস্থানে তরসে নিত্য করে ঝলমল। উপর্যধঃ ব্যাপিয়াছে নাহি তার নিয়ম, তুলনা দিবারে নারি নাহি তার সম। পবনের গতি নাই সূর্য নাহি চলে, অচল আকৃতি পথ সহস্রার দলে। চিন্তামণি ভূমি শোভে কল্পবৃক্ষগণ, তাহার ভিতরে শোভে রত্ন-সিংহাসন। রত্ন-সিংহাসনে শোভে কনক আসন, তাহে বসে আছে রসরূপ সনাতন (গো-বি, পৃ ১৬৫)। ময়ূরভট্টের পদ্ধতিতে ষট্‌চক্রের বর্ণনা ও বন্দনা রহিয়াছে (বি-ভা-পুঁ, সং ১২৯)। ধর্মপূজা-বিধানে (পৃ ২৫-২৬, ১৯১, ১৯৩-৯৪) পুনঃপুন এই সহস্রার পদ্মের বর্ণনা আছে, 'আদ্যের পুষ্পগাছি নাহি তার পাত, আপনে নিরঞ্জন তাহে দিল পদ্মহাত। সহস্র বাখুড়ি পদ্ম পুষ্প হইল শতদল, আপনি রহিলা প্রভু কমলের ভিতর। কমলের সন্ধি আছে চৌদিগে ঝারা, হেন পুষ্প ফুটিয়াছে জেন দেখি তারা'। কূর্মপুরাণে 'ধর্ম'-কন্দ-সমুদ্ভূত, জ্ঞাননালবিশিষ্ট যে পদ্মের কল্পনা আছে, এই প্রসঙ্গে তাহাও সবিশেষ আলোচ্য (উপ র, ১১-৫৪-৫৯)। (এই অর্থে 'ধর্ম' শব্দের ধাতুগত অর্থই (√ধৃ+মন্‌—'লোকধারক') সমীচীন মনে হয়। ইহার আর্যেতর

ব্যুৎপত্তি কল্পনা করার (তু. শ্র-ধ ১খ, ১সং ভূ. পৃ ৸৶০) কোনও হেতু নাই)। যাহাই হউক, এই ধর্মঘরের সহিত উলূক্য জ্ঞানশ্রুতেয়ের (অ-ম, ভূ. পৃ ১/০) বা ব্রাত্যের বর্ণনার (শ্র-ধ ১খ, ২সং ভূ. পৃ ১৮) সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কায়যোগের এই সহস্রদল পদ্মে অবস্থিত যে কল্পতরু এবং তাহার মূলে যে চতুর্দ্বারী (কূর্মপুরাণে ব্রহ্মার 'মহাপুরী' ও বাসুদেবের 'বিমানেরও' চতুর্দ্বারের উল্লেখ আছে—পূর্ব, ৪৫-৬, ৪৬-৩) জ্যোতির্মন্দির তাহাই ধর্মঘরের যে যথার্থ স্বরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না। ধর্মমন্দিরের চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত যে চারি বেদ (পূর্বে ভূ. পৃ ২৫-পা টী ১২ ব্যাখ্যা দ্র.) পাঠ করেন তাহার মর্মকথা—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে ত্রিবেণীসঙ্গমে মন ও পবনকে লীন করিয়া, দশম দ্বারে স্থির হইয়া, নিরাকার মহাশূন্যের ধ্যান। জীবাত্মারূপী অজপা-হংসই 'নিরঞ্জন-রায়', এই হংসই সহস্রদল 'কমলের ফুল' ছিঁড়িয়া খায়, কুণ্ডলিনীরূপিণী হংসীর সহিত মিলিত (ধ-পু-বি, পৃ ৪৩) এই হংসই আকাশের মহাজ্যোতি, রাত্রের প্রহরে প্রহরে পদ্মবনে বিচরণ করে এবং দেখিতে দেখিতে 'শূন্যেতে লুকায়' এবং সম্ভবতঃ ইনিই বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ' (বা-সা-ই. পৃ ৪৯৩-৯৪)। এই অংশের বর্ণনা বিভিন্ন ধর্মপূজা-পদ্ধতিতে 'ঘরভাঙ্গা', 'হাঁসাচরানো' বা 'শরীর-বিচার' নামে পরিচিত।

কায়যোগে বা 'শরীর সাধনায়' এই সহস্রার পদ্মে ধর্মপূজা করা যে ধর্মমঙ্গলকারদেরও 'মূল' লক্ষ্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'পশ্চিমোদয়' পালায় পাওয়া যাইবে সামুলা ও লাউসেনের কথোপকথনে;—'কি বিধানে পূজিলে উদয় বর পাই, সামুলা বলেন বাছা সাবধান চাই। কমল সহস্রদলে পূজ ধর্মরাজে, আকুল অখিলপতি আসিবে অব্যাজে। সেন কন এহেন কমল পাব কোথা, সেখানে জানিলে ছিল আনিতে যোগ্যতা। সামুলা বলেন বাছা জলপদ্ম নয়, স্থলপদ্ম পরমাত্মা পুরুষ আশ্রয়। সেন কন আমি গো মানব গৃহবাসী, দেবের দুর্লভ দ্রব্য কোথা পাব মাসী। পরমাত্মা পরম পুরুষ কেবা জানে, সামুলা বলেন বাছা বুঝ ব্রহ্মজ্ঞানে। [*এক পদ্ম গগনে উদয় নিতি নিতি, আর পদ্ম সমুদ্রে আছেন অম্বুরবতী। ধরায়:তৃতীয় পদ্ম ধর্ম অবিনার, আদি পদ্ম তুমি রে অপর নাই আর।] তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম, শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্মসদ্ম। তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা, লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা। নয়ান কমল-দল বয়ান কমল, মাথা কেটে পূজ ধর্ম ভকতবৎসল। [*মাসীর বচনে বাপু তেজে মনব্যথা, কাতি ধরে অকাতরে কেটে দেয় মাথা।] পিতামহ সঙ্গে শীঘ্র আসিবে ঠাকুর, পশ্চিম উদয় হবে দুঃখ যাবে দূর। [*সদয় হবেন তবে স্বরূপের মূল ই.] (শ্রীধস, পৃ ৩১৫, * শ্রীধম, পৃ ২১১)। রূপরামের ভাষায়,—'সংক্ষেপেতে শুন তার বিবরণ বলি, ভেদবর্ণ কমল যাহাতে নাঞী কালি। পরম কমল আছে সদাশিব ঘরে, দ্বিতীয়ে কমল বাপু ব্রহ্মার মন্দিরে। তৃতীয় কমল আছে যমুনার জলে, চতুর্থ কমল বাপু শুন কুতূহলে। চতুর্থ কমল বাছা তোরে সত্তে বলে। তোমার মস্তক বটে কমলের ফুল, তোমার চরণ বটে (লোচন দুটি) কমলের মূল। মাথা কেটে রাখ যদি তেকাটা উপরে, পশ্চিম উদয় তবে দিবে মায়াধরে। (বি.-ভা-পুঁ, সং ৮৯৮, ৮৯৩);—অর্থাৎ আত্মদানে প্রসন্ন করিতে পারিলে ধর্ম স্বয়ং পশ্চিমে উদয় দেন ('উদয় দিল অস্তগিরি (—হাকণ্ড,—শ্রীধম, পৃ১৮৪) আপনি করতার,' —পুঁ-প ২খ, পৃ ৩০৮) এবং এই ধর্মই 'সনাতন পরব্রহ্ম'। হাকন্দে ধর্মের উদ্দেশে দেহকে নবখণ্ড (গাজন-চড়কের কৃচ্ছ্রসাধনা ইহারই অনুকল্প) করিলে পশ্চিম উদয় হয়। ধর্মমঙ্গলে হাকন্দকে নদীও বলা হইয়াছে (শ্রীধল, পৃ ২৬৭, ই.)। ত্রিবেণীসঙ্গমের পরে ইহার অবস্থিতি; 'অতুল রাতুল' ইহার জল; ইহার দুকূল-ঘাটে উদ্যানচিহ্নিত দেউল; যম ইন্দ্র বরুণ কুবের অগ্নি সেবিত এই নদী; তাঁহারা এই নদীতীরে ধর্মসেবা করিতেই 'ব্রহ্মপদ' তাঁহাদের 'করতলগত' হইয়াছিল। এই নদীতে হাকন্দবাসী সন্ন্যাসী স্নান করিলে মৃত শরীর জীবৎবান হয়। ইহার তটে দেহকে নবচক্রে নবখণ্ড (শ্রীধম, পৃ ২১০) করিলে নব রস উপজিত হয় এবং অবশেষে মাথা কাটিয়া 'তেকাটা'

(-ত্রিকুটি-ত্রিবেণী—আজ্ঞাচক্রের উপরে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে) উপরে রাখিলে, 'বিপরীত রতিতে,' বা 'উজানে' 'ভানুর' পশ্চিম উদয়ের 'জোতি প্রকাস' হয় (গো বি, পৃ ২৪৪ 'উলটি', ২৬১ 'বেঙ্কানাল')। এই 'হাকন্দ' মনে হয়, রূপ বেদনাদি পঞ্চ স্কন্ধাত্মক শরীরের বাহিরের 'আনন্দ-স্কন্ধ' (শ্রীধল, পৃ ২৬৭); (ইহার সম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি এইরূপ হইতে পারে,—আনন্দ-স্কন্ধ7 আন্কন্ধ7 আকান্ধ7 হাকান্দ, হাকন্দ, হাকণ্ড); ইহা আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্যন্ত 'সরুআ সংকীর্ণ নাল' তথা শিব বা ব্রহ্মনাড়ীর রূপক হওয়া সম্ভব। ধর্মপন্থে ইহাই 'সুষুম্ন বেন'; ইহাকে বিদ্ধ করিয়াই 'ভবনদী' পার হইতে হয় ('ধ-পূ-বি, পৃ ২২৫) ✓ ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইহা মস্তকভেদকারী সুষুম্না (৮-৬-৬)। ইহাতেই পরিপূর্ণ অমাবস্থায় ('অমা কলা') অন্ধকার রাত্রে সূর্যের দ্বাদশ রাশিতে বারো দণ্ড পশ্চিম উদয় হয় অর্থাৎ বিপরীত করণেই সাধক ধর্মের কৃপা লাভ করেন। ইহাই অথর্বপন্থীর ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক 'শিরোব্রত' (মু, ৩-২-১০)। এই 'বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা' (চ-প, পৃ ১১৬)। এই সংকীর্ণ বেঙ্কানালে পশ্চিম দিকের পাটে সূর্য যখন উদিত হয় তখন রোমে রোমে বাজে তূর্যধ্বনি, গগনমণ্ডলের ভ্রমরগুফা হইতে ক্ষরিত হয় লাক্ষাভ অমৃত ধারা (বা হাকন্দের 'রাতুল জল')। সাধক তখন শমনজয়ী হইয়া দেখেন 'অক্ষয় অমর পদ নির্বাণ' (বা-সা-ই, পৃ ৭৪৭) এবং ধর্মের এই নির্বাণ পদ দর্শনে কায়সিদ্ধ হইয়া ধর্মের পারিষদ হইয়া ভক্ত করেন অক্ষয় বৈকুণ্ঠবাস; এবং এই 'হাকন্দের ঘাটে' 'আকন্দের ফুল' (শ্রীধল, পৃ ৩১৯) হইয়া ফুটিয়া থাকে 'বাটুয়া' কুকুর।

রামাই পণ্ডিতের 'অনাদ্যের পুথির'[1] আত্মকথা ॥ এই গ্রন্থখানির রচনা ধর্মপুরাণ-পর্যায়ের—ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচারকাহিনী। [খণ্ডিত পুঁথির আরম্ভ]।—আরব্ধাংশেই দেখা যায়, রামাই করপুটে ধর্মঠাকুরের নিকটে স্তবে রত। রামাই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধর[2] পণ্ডিত গৌড় শহরে বারমতি পূজা করিবার জন্য বারটি[3] বলদে অনাদ্যের পুঁথিসমূহ বোঝাই করিয়া উপস্থিত হইলে, গৌড়ের নাবর রাজা তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করিয়াছিলেন। সেই হেতু ব্যাকুল রামাই ধর্মঠাকুরের নিকট পুত্রবরলাভার্থ কঠিন তপস্যায় নিরত। শ্রীধরকে পুনর্জীবিত করিলে তবেই গৌড় শহরে ধর্মপূজার প্রচলন হইবে। ধর্মঠাকুর রামাইকে বলেন, পুত্রবরদান তাঁহার সাধ্যাতীত; তবে একটি কথা, যদি কেহ শনি মঙ্গলবারে[4] সংযম করিয়া 'নিয়মে' পূজা করে, 'উপবাস দিয়া' ঘটস্থাপন করে, হবিষ্য করিয়া ধর্মপূজা করে, ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে আতপ চাউল আর ফুল-পাতা দেয় তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়; যদি সাত দিন অনাহারে থাকিয়া ধর্ম পূজিতে পারে তাহা হইলে পুত্রবরলাভ সুনিশ্চিত; নিয়ম করিয়া বারমতি পূজা করিলে প্রৌঢ়া বন্ধ্যাও সফল হয়। [এইস্থলে ধর্মঠাকুরকে 'অনাদিনিধান', 'গোলোকের হরি' নামে সম্বোধন]। অন্তত্ব কুষ্ঠব্যাধি বোল ধবল পাখড় ভাল হয় ধর্ম স্মরণ করিয়া পুষ্পজল দিলে। [এইস্থানে ধর্মঠাকুরকে 'সংসারের সার' 'পরব্রহ্ম' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে]। কানা খোঁড়া কুজা কুঁকাও নিরাময় হয় ধর্মপূজায়।

ধর্মঠাকুর রামাইকে পরামর্শ দিলেন, ধর্মপূজার শঙ্খধ্বনি যেন গৌড়রাজের কর্ণগোচর হয় এবং স্মরণমাত্রেই তিনি আসিয়া ধবল আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। মায়াধর ধর্ম ধবল আসনে বসিলেই বাইতি হরিহর বাজাইবেন আড়াই কাঠি 'ধুমুল্য'[5]। অনাদি ধর্ম রামাইকে বলিলেন, রামাই গৌড় শহরে গেলে ঘরে ঘরে বারমতি পূজা হইবে; বত্রিশ খুটাতে পাঁঠা-বলিদানে রক্তের সরোবর হইবে এবং মদ্য-মাংসের বন্যা বহিয়া যাইবে।

---

১ পৃ ১০৭। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে (খৃ ১৯৫১) এই গ্রন্থের পরিচয় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. পু-প ১খ, পৃ ১১১-১৪)। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী শেফালী সরকার এই পুঁথির উপর গবেষণা করিয়া এম্-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন

২ পৃ ১০৭,১৬৭। সহদেব চক্রবর্তী, জাজপুরবাসী রামাই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধরের ধর্মনিন্দা এবং তজ্জন্য বরদাপাটনে তাঁহার প্রাণনাশ এবং রামাই পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীধরের পুনর্জীবন দানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. শূ-পু. ভূ. পৃ ৪।৵০)

৩ পৃ ঐ। ধর্মঠাকুরের বিষয়ে 'দ্বাদশ' এই সংখ্যার গুরুত্বহেতু সম্ভবতঃ বারোটি বলদের উল্লেখ। পূর্বে আলোচিত ধর্মঠাকুরের হংস-রূপকেও দ্বাদশ সংখ্যার প্রয়োগ;—'দেখহ পণ্ডিত ভাই ধর্ম অবতার, দ্বাদশ অঙ্গুল বটে হংসরাজের চায়' (নকুণ্ডা পুঁথি, পৃ ৮ক)। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ গুরুচক্রে এই হংসের স্থান নির্দিষ্ট (যো-গু, পৃ ৫১)

৪ পৃ ঐ। ধর্মঠাকুরের বিশেষ বার,—শুক্র ও শনি। মঙ্গলবার মনে হয়, পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ; অথবা ইহা তান্ত্রিক প্রভাবজাত হইতে পারে। কায়যোগে মঙ্গলবারের বৈশিষ্ট্য হেতু দ্র. গো-বি, পৃ ৯০

৫ পৃ ১০৮, ১২৯, ১৩৮-৩৯

[গৌড়যাত্রার আয়োজন]। গৌড়ে গেলে যদি গৌড়রাজ 'রাজবল' করে, তাহা হইলে ধর্ম ঠাকুরকে স্মরণ করিলে প্রতিষেধ-ব্যবস্থা হইবে ; দুষ্ট কোটালের আক্রমণেও যেন রামাই 'বিমন' না হন। হরিহর বাইতিকে ডাকিয়া ধর্মঠাকুর আদেশ দিলেন গৌড় শহর যাইতে, আন্তের ঢাক সঙ্গে লইয়া।

গৌড়রাজের অন্তঃপুর আড়ে দীঘে তিন ক্রোশ। বিবিধ বাদ্য বাজে তথায়; তিন শত ঢাক, দুই শত দামামা এবং অসংখ্য দগড় শাহিনীর বাদ্যরবে, কাছে থাকিয়াও কেহ কাহারও কথা শোনে না ; সমগ্র গৌড় শহর টলবল করিয়া উঠে। গৌড়েশ্বরের এইরূপ সমারোহের কথা শুনিয়া হরিহর ভয়ে আগাইতে চাহে না। হরিহরের সঙ্কোচ দেখিয়া ধর্মঠাকুর ভাবেন, বাইতি হরিহর গৌড় শহরে না গেলে 'ভারত ভিতরে' ধর্মপূজা হইবে না। ধর্মঠাকুর হরিহরকে উৎসাহ দেন, তিনি তাহার সখা বলিয়া এবং 'গাজন দুয়ারে' অনেক কালের যে ঢাক আছে সেইটি হরিহরকে দিবেন, বলেন। সেই ঢাকের ইতিবৃত্ত এই,—বল্লুকাতে ধর্মঠাকুরের স্থিতি অনেক দিনের; বল্লুকার নিকটে আছে গভীর বন, তাহার দক্ষিণে আছে দেহারা গাজন, সেই গাজনে ত্রিসন্ধ্যা 'গর্জনী' পড়ে আর শঙ্খধ্বনি হয় এবং বাদ্যকর না থাকিলেও ঢাক আপনি বাজে[১] ; সে ঢাক দেবতার নির্মাণ এবং সেই ঢাকই দেওয়া হইবে হরিহরকে।

রামাই ধর্মঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন বল্লুকা ও দেহারা-গাজনের সৃষ্টির কথা। নিরঞ্জন ধর্ম প্রসন্ন হইয়া বল্লুকা ও দেহারার তত্ত্ব কহিতেছেন ;—কলিযুগে ধর্মপূজা হইবে, নারায়ণ ইহা জানিয়া 'বল্লুকা সমুদ্র'[২] সৃজন করিলেন। এক শূদ্র[৩] বল্লুকায় অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, তাহার অর্ধ অঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা

১ পৃ ১১০। বাদ্যকরের বিনা সাহায্যে ঢাক আপনি বাজে,—ইহা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক হইতে পারে। পূর্বে আমরা বল্লুকার যে রূপ দেখিয়াছি তাহাতে ইহা বল্লুকার অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণে অর্থাৎ অধোভাগে অবস্থিত অনাহত-চক্রোত্থিত 'অনাহত' ধ্বনির অনুকরণজাতও হইতে পারে (গো-বি, পৃ ২৪০ 'অনাহত' দ্র.)। তু. 'অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে'—চ-প, পৃ ৬০

২ পৃ ঐ। বিনয়লক্ষ্মণও তাঁহার 'হরমঙ্গলে' বল্লুকাকে সমুদ্র বলিয়াছেন (পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯১), যাদুনাথ বলিয়াছেন 'হিমসাগর নদী' (পৃ ৩১)। আগে দ্র. ভূ. পৃ ১৮ পা-টী ৪। বল্লুকা-সরোবর পবননন্দন হনুমান কর্তৃক খাত। তুষের নৌকায় (অর্থাৎ ত্রিশরণ নৌকায় (তু নৌবাত্রা চর্যা ১৩,চ -প, পৃ ৬৪-৫) দেবী দুর্গা এই বল্লুকা পার হইয়াছিলেন সতীত্বের প্রমাণ দেখাইতে (দ্র. পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯১, ভূ. পৃ ২৮)

৩ পৃ ১১০-১১। মুনির কৃত্যে নিরত শূদ্র ধর্মপূজকের যবন গৌড়েশ্বররূপে জন্মলাভ করার এই আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ নূতন। 'হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা, অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা' বা 'হাতে নিলে তীর কামঠা পায়ে দিয়া মোজা, গৌড়ে বলান গিয়া ধর্ম মহারাজা (রূ-ধ ১খ, ১সং ভূ পৃ ৬০)—এই অংশের সহিত ইহা ক্ষীণসূত্রে সম্পৃক্ত হইতে পারে। যাহাই হউক, এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবসম্ভূত

করিয়াও সে ধর্মঠাকুরের দর্শন পায় নাই ; নাসিকা বাহিয়া রক্ত পড়ে, অগ্নিকুণ্ডে সেই রক্ত পড়িয়া শতদল পদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠে ; সেই শতদল পদ্মে সে কৃতাঞ্জলি হইয়া পূজা করে ধর্মঠাকুরের। সে পুনঃপুন সেই পুষ্প তুলিয়া একচিত্তে 'দিবাকর' ধর্মের পূজা করে। জীবনের সাধ ছাড়িয়া মরণের প্রত্যাশায় অকাতরে অগ্নিকণায় যজ্ঞ করে সে। তাহার অর্ধ অঙ্গ দগ্ধ,[১] তবুও সে স্মরণ করে শ্রীধর্মদেবতাকে একচিত্তে। এদিকে ভক্তের স্মরণে বৈকুণ্ঠে থাকিয়া নিরঞ্জন সব জানিলেন ; সেই যজ্ঞশিখাও গিয়া স্পর্শ করে শ্রীধর্মপাদুকা। হনুমানের[২] নিকট 'দিনমণি' ধর্ম সংবাদ পাইয়া ঝটিতি পুষ্পরথ সাজাইতে বলেন। কিন্তু পুষ্পের রথ সাজাইতে বিলম্ব ঘটিবে এবং ভক্ত রক্ষা পাইবে না,—এই আশঙ্কায় 'হংসরাজের[৩] পৃষ্ঠে উড়িলেন মায়াধরে।' বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া ধর্ম গেলেন বল্লুকাবনে যেখানে সেই শূদ্র কঠোর তপস্যায় নিরত। শূন্যপথে থাকিয়া ধর্ম দেখেন শূদ্র'[৪] হইয়া সে মুনির কৃত্য করিতেছে, অগ্নি জ্বালিয়া যজ্ঞ করিতেছে এবং নিভৃতে বসিয়া করিতেছে 'বেদ'-উচ্চারণ। ধর্মঠাকুর শশব্যস্তে গিয়া তাহাকে কোলে লইলেন ; প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন 'জন্ম লঅগা তুমি জোউবনের (অর্থাৎ যবনের) ঘরে' ; কঠোর তপস্যায় ধর্মপূজা করায় ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে সেই শূদ্র হইল গৌড়ের রাজা, কিন্তু জাতিতে যবন।

রামাই পূর্ববৎ পুত্রবর চাহিতেছেন। ধর্মঠাকুর রামাইকে জ্যোতির্ময় রূপ[৫] দর্শন করান ; রামাই ইহা দেখিয়া 'এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার'[৬]। পুনর্বার সেই একই

১ পৃ ১১০। ইহা জৈন কৃচ্ছ্র সাধনার স্মারক এবং 'হাকণ্ড সেবনের' অনুরূপ (তু. বিনয়লক্ষ্মণের হরমঙ্গলে দুর্গার সতীত্ব পরীক্ষার পদ্ধতিসমূহ (পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯১)

২ পৃ ১১১, ১২৭, ১৭০। পবননন্দন হনুমান্ ধর্মঠাকুরের পাত্রত্রয়ের অন্যতম (ধ-পূ-বি, পৃ ৯, ১৬৯)। রূপরামে পাই, রঞ্জাবতীর সাংঘাত 'রামের মহিমা' (রূ-ধ ১খ, ১সং পৃ ৮৮) গাহিতে গাহিতে ধর্মতরী বাহিতেছেন। ইহা রাম ও ধর্মের অভিন্নত্বজ্ঞাপক ; সুতরাং রামদাস হনুমানের ধর্মদাস হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার কায়যোগ-সম্মত ব্যাখ্যা 'পুনশ্চ' অংশে দ্রষ্টব্য

৩ পৃ ঐ। হংসরাজ=উলূকমুনি (আগে ও পরে ব্যাখ্যা দ্র.)। ধর্মের ঘরদেখা প্রসঙ্গে, ধর্মপূজা-পদ্ধতির একখানি পুঁথিতে আছে,—'নাগ কূর্ম দেখ ধর্মের বিদ্যমান, সহিত উলুক পক্ষ ধরেছে উজান (পল্লীশ্রী-সংগ্রহ, সং ২৭৩)

৪ পৃ ঐ। আমরা আগে দেখিয়াছি, ধর্মঘরে জাতিবিচার নাই ; কিন্তু এখানে বিপরীতভাব লক্ষিত হয়। ধর্মপূজায় ব্রাহ্মণেরও পূর্ণ অধিকার। প্রমাণের জন্য দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ১৯৭ 'ব্রাহ্মনকে লবগুন্ পইতা দিল, সেই ফুলে ধর্মের পূজন করিল', (পৃ ২১০) 'কনক পইতা গোশাঞি ব্রাহ্মণে দিল'। এই বিষয়ে ধর্মঠাকুরের উক্তি ;—'আমার দুয়ারে দ্বিজ ব্রাহ্মণের মানা নাঞি' (ঐ পৃ ৫)। রামাই পণ্ডিতও ব্রাহ্মণ ;—'শুন শুন রামাঞি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ' (ঐ ঐ) ৫ পৃ ঐ। অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের রূপ

৬ পৃ ঐ। পুরোহিতদর্পণে সূর্যকে সাত বার প্রণাম করিবার বিধি আছে। 'একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্যাদ্বিনায়কে, চত্বারি কেশবে কুর্যাৎ শিবে চার্ধ প্রদক্ষিণম্ ॥ (পু-দ, পৃ ২৬)

অভিযোগ ;—'নাবর' গৌড়েশ্বর কর্তৃক শ্রীধরের হত্যাকাহিনী বিবৃত করেন রামাই। কেবল শ্রীধরকেই নহে, আরও চারি পণ্ডিতকে ত্রিশূলবন্ধনে হত্যা করা হইয়াছে। ধর্মঠাকুরকে পক্ষেবল ('পর্ছবল') করিয়া তবেই গৌড় শহরে যাইতে রামাই-এর ইচ্ছা। ধর্মঠাকুর সেই বরই দিলেন, কিন্তু রামাই-এর বিশ্বাস হয় না, তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহেন ; ফলে, ধর্মঠাকুরকে ছাল বাকল ডাল পাত হীন মরা বৃক্ষে[১] ফল ফুল দেখাইতে হয়, পদ্মহস্ত বুলাইয়া। সেই নবীন বৃক্ষে ধর্মঠাকুর পুষ্পজল দিলেই সে গাছে থোবা থোবা আম্র ধরিল। অমৃত রসাল ফলের ভরে ডাল নুইয়া পড়িল। [মরা বৃক্ষে ফল দেখিয়া রামাই গৌড়েশ্বরের প্রৌঢ়া বন্ধ্যা স্ত্রীর জন্যও পুত্রবর চাহিলেন]।

পুত্র নিহত হওয়ায় রামাই-এর অশৌচ[২]। গৌড়েশ্বরের এই দুষ্কর্মে ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হইলেন। ধর্ম স্মরণ করিয়া শ্রীধর প্রাণ ত্যাগ করিলে ধর্মঠাকুর তাহাকে বাঁচাইয়া লইবেন এবং সেবক বাঁচাইয়া, পরে তিনি পূজা আদায় করিবেন গৌড় শহরে। গৌড়েশ্বরকে তাহার দুষ্কর্মের জন্য তাহার গায়ে দিবেন দাদ, তাহাকে করিবেন অন্ধ, তাহার সর্বাঙ্গে দিবেন ধবলকুষ্ঠ। এই শাস্তি পাইয়া তাহার যন্ত্রণার একশেষ হইবে, গায়ের দুর্গন্ধে কাজী কারকুন[৩] কেহ কাছে যাইবে না ; তাহাকে বন্দী থাকিতে হইবে অন্তঃপুরে। যে ধর্মঠাকুর তাহাকে রাজত্বপদ দিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে বিবাদের ফলেই এই প্রত্যাশিত শাস্তি। [রামাই ধর্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ তপস্যার ফলে সে গৌড়ের রাজা হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে]।

রামাই ধর্মের 'বিশ্বরূপ'[৪] দেখিতে ইচ্ছা করেন। ভক্তের ইচ্ছায় অনাদি নিরঞ্জন বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন, যেন কোটি 'চন্দ্র'[৫] একসঙ্গে উদিত হইল ; প্রভুর চরণে এক লক্ষ চন্দ্র এবং বদনকমলেও এক লক্ষ চন্দ্র ; ধর্মকে বেষ্টন করিয়া মুনি ঋষি ব্রহ্মা হরিহর স্তবনিরত তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের আশায়। এমন সময় সপ্ত সূর্য নিবেদন করেন ;—প্রলয়কালে ধর্মঠাকুর কোটি চন্দ্র ও সপ্ত সূর্য সৃজন করিয়া চন্দ্রকে উদিত হইতে হুকুম দিয়া সূর্যকে রাখিলেন জটার ভিতরে। সূর্যের ইচ্ছা আত্মপ্রকাশে, কিন্তু ধর্মঠাকুর তাঁহাকে আপন জটার[৬] ভিতর যত্ন

১ পৃ ১:২। পূর্বে ব্যাখ্যা দ্র. ভূ. পৃ ৩৩ পা-টী ৬

২ পৃ ঐ। অশৌচচিন্তা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবজাত (তু. পূঁ-প ২থ, পৃ ৪-৮)

৩ পৃ ১১৩, ১৫২

৪ পৃ ১১৩, ১৬০। ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত

৫ পৃ ১১৪। ঠং বীজরূপী ধর্মঠাকুরের চন্দ্রস্বারূপ্যের জন্য দ্র. ভূ. পৃ ১৮ পা-টী ৪ ; গো-বি পৃ ২৭১ 'হঠ'

৬ পৃ ঐ। ধর্মঠাকুরের জটার:ভিতর সূর্যের অবস্থান, শিবের জটাস্থিত গঙ্গার ও রামভক্ত হনুমানের গন্ধমাদন আনার সময়ে কুক্ষিগত সূর্যের কাহিনীর স্মারক

করিয়া রাখিয়াছেন, নতুবা উদিত হইলে, পূর্বের প্রলয়ের মত সপ্ত সূর্যের তেজে 'চারিকুন পৃথিবী'[১] পুড়িয়া ছাই হইবে ; পূর্বে তিন সাত[২] বার এইরূপ হইয়াছে। অতঃপর ধর্মঠাকুর কলিযুগ[৩]-কথনে নানাবিধ অবৈধ অনাচারের বিবরণ দেন ; তন্মধ্যে গুরুতর হইতেছে,—বর্ণবিচার কিছুমাত্র থাকিবে না, হিন্দু-মুছলমানে, বামনে-শূদ্রে সব 'একাকার'[৪] হইয়া যাইবে এবং সেই অনাচারের সময়েই তাঁহাদের উদয় হইবার আদেশ।

রামাই আছেন অচেতনে ; ধর্মঠাকুর তাঁহাকে কোলে নেন ; ভক্তবৎসলের কোলে ভক্তের উপমা,—'গোপাল ঘুমাঞে যেন যশোদার কলে'[৫]। ধর্মঠাকুর পদ্মহস্ত বুলাইলে, রামাই চেতন পাইয়া 'ধর্মসনাতন' জপ করিতে লাগিলেন 'ধর্মঠাকুরকে' সার্বভৌমদেবতা-রূপে কল্পনা করিয়া ; ফলে, ধর্মঠাকুর খুসী হইয়া রামাইকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। 'এক লক্ষ' চক্ষু লাভ করিয়া তবেই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারেন রামাই। তিনি এক সহস্র প্রণাম করেন সাত বার[৬]। অতঃপর রামাই-এর প্রার্থিতবর-লাভ।

অন্তকালে চরণে স্থানলাভের আশায় ঋষিমুনিগণ ধর্মপদে ফুল জল দিতেছেন,—সপ্ত সূর্যের উদয়ে মহাপ্রলয়ের কালে প্রভুর চরণতলে স্থানলাভের আশায়। শ্রীধর্মপুরাণে যতপ্রকার 'যোগের'[৭] পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে ধর্ম গভীর অরণ্যে সে সমস্ত 'যোগ'[৭] স্বয়ং আচরণ করিলেন। অতঃপর আপন পূজা গ্রহণের নিমিত্ত গভীর কাননে থাকিয়া বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া নিরঞ্জন আদেশ দিলেন শ্রীধর্মদেহারা গঠন[৮] করিতে। দেহারা-মন্দির বিশাই আরম্ভ করিলেন ; মন্দির হইল, আড়ে দীঘে তিন সাত হাত এবং উচ্চতায় বার হাত[৮]। শ্রীধর্মদেহারা নির্মিত

১ পৃ ১১৪। ধর্মঠাকুরের পৃথিবীবেষ্টনকারী চতুর্দ্বারী মন্দিরের (পৃ ৩৬) চারি কোণ হইতে এই 'চারিকুণ পৃথিবীর' ধারণা আসিতে পারে। তন্ত্রে, পৃথ্বীতত্ত্বের ধ্যানে, পৃথিবীকে 'চতুরস্রাম্' অর্থাৎ চতুষ্কোণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে (যো-গু, পৃ ১২৬)। ইহাতে পরবর্তীকালের বৌদ্ধপ্রভাবের কল্পনা অহেতুক বলিয়া মনে করি

২ পৃ ঐ। ইহা পরশুরামের একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার স্মারক

৩ পৃ ১১৪-১৫। ইহার অনুরূপ বর্ণনা যাদুনাথে (দ্র. পৃ ৯৪-৯৫) ও ধ-পূ-বি-তে (পৃ ২৪৭-৫০) আছে। বিষ্ণুপুরাণাদিতেও পাওয়া যায়

৪ পৃ ১১৫। যাদুনাথের মতে, 'একাকার' করিয়া কলি সংহারের জন্য যবনরূপে ধর্মঠাকুর দিল্লীর বাদশাহ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাব লক্ষ্য করা যায় ; ইহা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব-জাত মনে হয় ৫ পৃ ঐ। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রভাবসঞ্জাত ৬ পৃ ১১৬। আগে ব্যাখ্যা দ্র.

৭ পৃ ঐ। ইহা ধর্ম-তত্ত্বের সহিত যোগতত্ত্বের সমন্বয়চেষ্টার নির্দেশক। বল্লুকা-সভায় ধর্মের মসুই-পরিবেশনে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে গোরক্ষনাথ, মীননাথ ছিলেন অন্যতম (নকুণ্ডা পুঁথি, পৃ ৭৬খ)

৮ পৃ ১১৭। দেহারা নির্মাণের এই পরিকল্পনা বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব ; এই শিল্প পরিকল্পনায় পরে বাঙ্গালা, জোড়-বাঙ্গালা, চৌচালা, আট-পাঁচী ইত্যাদি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সকল পদ্ধতি শিল্পশাস্ত্রসম্মত হইলেও এই ধারা স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালার লোকশিল্পে বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই সকল পরিমাপ

হইল ;—ইহা বাঙ্গালা চত্বরযুক্ত মন্দির, পাঁচীর নির্মিত হইল, কপাট কুলুপ হইল আর হইল বাহির দলিজ। বিশ্বকর্মা মন্দির মার্জনা করিলে ধর্মঠাকুর আদেশ দিলেন, স্নান-দান করিবার জন্য বল্লুকার 'ঘাটে'[১] মঞ্চ নির্মাণ করিতে ; যথাদেশ কাজ হয়। মন্দিরের ভিতরে পাষাণের চৌকি গঠিত হইল। পাষাণের আসনে ধর্মঠাকুর বসিলেই দেহারা মন্দির বৈকুণ্ঠ[২] সমান পবিত্র হইয়া উঠিল। বিশ্বকর্মাকে ধর্মঠাকুর অবতার লিখিতে[৩] বলিলেন। মৎস্য কূর্ম বরাহ নরসিংহ বামন রাম হলধর কৃষ্ণ অবতার লেখা হইল ; অবশ্য এ সকল অবতার স্বয়ং ধর্মঠাকুরেরই।

রামাই দেহারা মন্দির দেখিতে চাহেন ; কিন্তু সে পথ বড় সঙ্কটের। পথে বাঘ ভালুকের বাসা। সে পথে মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং ধর্মঠাকুর এইখানেই ঢাক আনিয়া দিবেন, অনায়াসে গৌড়বিজয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রামাই-এর সঙ্কল্প, দেহারা গাজন দেখিবার। রামাই-এর দৃঢ় সঙ্কল্পে ধর্মঠাকুর প্রসন্ন হইয়া রামাইকে দীপক বাঘ[৪] ও অজগরের[৫] কাছে

বাঙ্গালার মন্দিরশিল্পের নিজস্ব। প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রের পদ্ধতি হইতে এই পরিমাপ ভিন্ন; ইহাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত দেওয়া আছে, হাত বা পরিমাপ দেওয়া নাই। বাঙ্গালা মন্দিরের পরিমাপের অনুপাত ৭×৩ হাত এবং উচ্চতায় ১২ হাত। দক্ষিণ রাঢ়ে ৮×৫ হাত অর্থাৎ 'আট পাঁচী' ঘর নির্মাণের প্রচলন আছে। ইহা এককুঠুরীবিশিষ্ট (দ্র. চি-প-স, ২খ, পৃ ৪৮৭)। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে 'পাঁচ পাঁচী' (৫×৫) অর্থাৎ ছোট ঘর নির্মাণের কথা প্রচলিত আছে। যাহাই হউক, বাঙ্গালাদেশের বাস্তুর ও মন্দিরের নির্মাণপদ্ধতি প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রের পদ্ধতিসকল হইতেও ভিন্ন। পাকা মন্দির নির্মাণের জন্য ভিত্তি খনন করা হইত ; পঞ্চরত্ন, নবরত্নাদি মন্দিরনির্মাণের এই নিয়ম ; কিন্তু মৃত্তিকার গৃহ নির্মিত হয় মাটির পিণ্ডিকার উপর (দ্র. শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর লিখিত 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে (পৃ ১৮৪-৯০) গৃহীত মদীয় প্রবন্ধ 'দক্ষিণ রাঢ়ে মাটির ঘরের দেওয়াল ও উলুট'। ইহাতেও বাঙ্গালাদেশের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট (অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ 'অনাদ্যের পুথি', পৃ ৯৩-৯৪ দ্র.)

১ পৃ ১১৭। আগে দ্র, ভূ. পৃ ৩৮ পা-টী ৫

২ পৃ ঐ। ভূ. পৃ ৪৪ পা-টী ২ দ্র.

৩ পৃ ঐ। কাঁচুলী ইত্যাদিতে অবতার লেখার প্রসঙ্গ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (দ্র. 'পুনশ্চ')

৪ পৃ ১১৮, ১৫১। তু. ধ-পূ-বি (পৃ ১৭৯) 'বোহিদ্বারে বাঘসেন'। গঙ্গা হরের মন্দিরে কেশরীরূপে ছিলেন, শিব তখন বল্লুকাতীরে ধর্মের তপস্যায় নিরত (ঐ পৃ ২১৬)। ময়ূরভট্টের পুঁথিতে আছে,—'সাদুর্ল বলায় তুমি কান্ধে ঢাক লয়া, মৃত চামের বাদ্য তুমি বোল বাজাইয়া', 'সাদুর্ল মাদল বাজায়' ই.

৫ পৃ ঐ, ১৩৮। 'নাগাধিপ' নাগান্তক শিবের সাপ হইতে পারে (ধ-পূ-বি, পৃ ৬৩); দেবীকে 'নাগমস্তকে' আবাহন করা হইয়াছে (ঐ পৃ ১১৭); 'অষ্টনাগ' সৃজিল গোসাঞি সহস্রেক :মাথা (ঐ পৃ ২১০); বসুমতীকে আবাহন করা হইয়াছে ধর্মপূজায় 'শেষস্যোপরি সংরূঢ়াং পৃথ্বীম্' (ঐ পৃ ৯৭) বলিয়া। মণ্ডপ দেখাইতে 'বাসুকি নাগ' আঁকা হইয়াছে (ঐ পৃ ২১৮), 'লিলাম্বর নাগেরও' উল্লেখ আছে ধর্মপূজা-বিধানে (পৃ ২১৯)। ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে দেখা যায় ;—মেরুবেষ্টিত তৃতীয় স্বর্গে নাগলোক (অজগর) আছে, যমও আছেন (বে-দে-কৃ, পৃ ৪১)।

সাবধান থাকিতে বলেন। বল্লুকার গহন অরণ্যের যাত্রী কেহ স্থির হইতে পারে না, দীপকের রাবে এবং অজগরের গ্রাসের ভয়ে। কিন্তু রামাই-এর পক্ষে বল ধর্মঠাকুর, কাজেই অবিলম্বে দেহারা দর্শনে যাত্রা করেন তিনি। রামাই হইতেই 'ধর্মের পূজার প্রকাশ' হইবে। [ধর্মের রূপ[১] বর্ণনা ;—তাঁহার বচন অমৃতের ধার, হাসিতে মাণিক কাঞ্চন খসে, কপালে জ্বলে রতন মাণিক, গায়ের রঙ্গ অগ্নিজয়ী, ধবলরথে উপবিষ্ট, কানে স্বর্ণকুণ্ডল, মাথায় জটার ভার, সম্মুখে কুশাসন, কটিদেশে বল্কলের বসন, মুখের লাবণ্য দর্পণজয়ী, নাসিকা দীর্ঘ, সজল পদ্মনেত্র, হাতে সোনার বালা, স্কন্ধে বিলম্বিত স্বর্ণের পৈতা, বাহু আজানুলম্বিত, জটায় মস্তক বেষ্টিত, মুখ হইতে বিদ্যুৎ ও পূর্ণচন্দ্রের ছটা বিচ্ছুরিত]।

রামাই-এর আবাহনে ধর্মনিরঞ্জন 'যাত্রা করিয়া' দেহারা মন্দিরে উপবেশন করেন প্রভাত-সূর্যের দীপ্তি লইয়া। রামাই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক মানিলেন। বেদমন্ত্রে ধর্মপূজা করিয়া 'বিপত্তির কালে' রক্ষা করিবার আশীর্বাদ মাগিয়া এক সহস্র প্রণাম করিলেন সাত বার। দেহারা প্রদক্ষিণ, করপুটে স্তব, ও ধর্ম-অঙ্গে অগুরু চন্দন লেপন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি-দানে কাঞ্চন পারুল জবা তুলসী টগর দেন অঞ্জলি ভরিয়া ; নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন ধর্মের নামে। ধবলরথে বসিয়া নিরাকার ধর্ম রামাইকে বলেন যাহা ইচ্ছা বর যাচ্ঞা করিতে। রামাই ধর্মের 'নৈরাকার মূর্তি' দেখিতে ইচ্ছা করেন। ধর্ম বলেন, রামাইকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে। [ধর্মের নৈরাকার[২]-মূর্তি-ধারণ ;—প্রভুর হাত নাই পা নাই স্কন্ধ নাই মাথাও নাই ; তিনি বাঁটুল সমান হইলেন] ।—এই ভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ধর্ম চলিয়া গেলেন বৈকুণ্ঠে।

রামাই হরিহর বাইতিকে বলিলেন, তিন পণ্ডিতকে[৩] তাঁহার নিকট আনিতে ; কিন্তু হরিহর যাইতে অপারগ, কারণ তাঁহারা চৌদ্দ দিন 'জলাসনে'[৪] বসিয়া অনাহারে তপস্যায়

এই সূত্রে মূলতঃ যম ধর্মের পূজায় অজগরের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। যোগশাস্ত্রে, বহিঃস্থ উদ্গারাদি 'নাগ' বায়ুর এবং সংকোচনাদি 'কূর্ম' বায়ুর গুণ বলিয়া নিরূপিত আছে। মহাজ্ঞান জপিয়া ইহাদের চৈতন্য করাইতে হয় (গো-বি, পৃ ১৩৮-৩৯)। উর্ধ্বোত্থিতমুখ সর্পযুগলের ভাস্কর্য অধুনাবিধ্বস্ত বাঙ্গালা-মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে (*Census, Hooghly 1951, pp. 224-25* দ্রষ্টব্য)

১ পৃ ১১৮। ইহা শিবস্বরূপ ধর্মঠাকুরের বর্ণনা

২ পৃ ১১৯। ইহা ধর্মঠাকুরের শূন্যরূপের বর্ণনা

৩ পৃ ঐ, ১৪৮। ইহা বরুণের সহিত ধর্মের অভেদনিরূপক। চারি যুগের চারি পণ্ডিতের বাস্তব অস্তিত্বকল্পনা সম্পূর্ণ অমূলক। মূলতঃ, চারি পণ্ডিতের কল্পনা রূপকমাত্র (পূর্বে ভূ. পৃ ৩৪ পা-টী]৬ম.') । যে চারি দ্বারে তাঁহারা চারি জন অবস্থান করেন তাহার 'এক কালে মুক্ত হয় চারি যুগের দ্বার' (নকুণ্ডা পুঁথি, পৃ ৪১খ)। ধর্মপণ্ডিত সম্পর্কে ময়ূরভট্টের পুঁথিতে এইরূপ উক্তি আছে,—পূর্বে আছিল শ্রেষ্ঠ অনেক পণ্ডিত, অর্চনা করিবামাত্র হইতে উদিত। ইবে সে পণ্ডিত হইল অতি খিণ মতি, তোমার চরণে মন আন নাঞি গতি এবং কলিযুগের চারি পণ্ডিত সম্পর্কে ইহাতে আছে ;—'পণ্ডিত চারি জন গাএন সঙ্কীর্তন পাতিয়া নানা আয়োজন'

নিরত ; দরিয়ার মাঝখানে তাঁহারা জলাসনে বসিয়া একচিত্তে ধর্মপূজায় রত। চারিদিকে ধূপধুনা প্রদীপ জ্বলিতেছে, পণ্ডিতেরা তিন জন পূর্বমুখে বসিয়া, [সম্মুখে] শূন্যভরে বসিয়া স্বয়ং নিরঞ্জন ; তাঁহার বামে হংসরাজ এবং দক্ষিণে উলূক ; সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবরত গরুড়, হনুমান্ ঢুলাইতেছে চামর, জলাসনে পণ্ডিতেরা ধর্মপদ-স্মরণে রত ; তাঁহাদের প্রদত্ত পুষ্প স্বয়ং ধর্মনিরঞ্জন গ্রহণ করেন দুই হাত পাতিয়া। রামাই তাহা দেখিয়া আশ্চর্য মানিলেন ; তাঁহার উচ্চ ডাকে তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ হইল, জলাসন ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহারা রামাই পণ্ডিতের চরণ বন্দনা করিলেন ; প্রত্যূষে দেহারা গাজনে যাইবার স্থির হইল, চারি পণ্ডিত একত্র হইলে, নিরঞ্জন বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন।

রজনী প্রভাত হইলে চারি পণ্ডিত প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ধর্মপূজার জন্য দ্রব্য আয়োজন করিয়া বল্লুকার জলে স্নান তর্পণ করেন ; ধর্মারাধন-মন্ত্রে 'ধর্মের ঘটবারি' পূজা করেন ধান্য দূর্বা হরিদ্রা ও আম্রশাখায়। ঘটে বল্লুকার জল, আতপ তুলসী নারিকেল নৈবেদ্য জবা পদ্ম মিষ্টান্নাদি নানা উপহারে ধর্মপূজা করিয়া যাত্রা করেন তাঁহারা ; যাত্রা সময়ে হয় শঙ্খবীণা-ধ্বনি। শ্বেতাই নীলাম্বর কংসপণ্ডিত এবং বাইতি হরিহরের সহিত রামাই যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে। হরিহরের স্কন্ধে ঢাক, পণ্ডিতগণের বাঁ-হাতে পুষ্পের সাজি, ডান হাতে জলঝারি, মাথায় অনাদ্যের ঘট, শঙ্খ বাটা কুশ কোষা কাপড়ে বাঁধা এবং গলায় গাঁথা[১] শ্রীধর্মপাদুকা। শ্রীধর্ম স্মরণ করিয়া তাঁহারা প্রবেশ করিলেন বল্লুকাবনে। নিভৃত কাননের অন্ধকারময় গাম্ভীর্য দেখিয়া হরিহর ভীত হইয়া রামাইকে ফিরিতে বলিলে, তখন রামাই বিপদের কালে কেবল নিরঞ্জন স্মরণ করিতে বলেন। তিন পণ্ডিতও বিচলিত। রামাই ভরসা দেন, ধর্মপদ স্মরণ করিয়া আগাইয়া যাইতে বলিলেন। দেহারায় গিয়া তাঁহার আশা ধর্ম পূজিবার। পথ চলিতে সম্মুখে দেখা গেল কেতকীর[২] বন। নানা জাতি ফুল দেখিয়া সেদিনের মত সেখানে থাকিয়া ধর্মপূজা করিবার ইচ্ছা হয় তাঁহাদের। বৃক্ষের মূলে ধর্মপাদুকা স্থাপন করিয়া পুষ্পজল ও কেতকীর ফুল দিয়া পূজা করিবেন তাঁহারা। শ্বেতাই বেদী বন্ধন করিলেন। বেদীর উপরে চন্দনের ছড়াঝাটি দিয়া পরিপাটি স্থান করা হইল, চন্দনের আলিম্পন দেওয়া হইল, গঙ্গাজলে স্থানপবিত্র করিয়া ঘট স্থাপন করিলেন ; ঘটে ধর্মপাদুকা স্থাপন করিয়া পুষ্প তুলিতে গেলেন। কেতকীর বনে সকল বৃক্ষই সতেজ, কেবল একটি গিয়াছে মরিয়া। রামাই পুষ্পজলে মরা বৃক্ষের প্রাণ দিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই পুনর্জীবিত বৃক্ষ তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করে। সেই পথে বল্লুকার জলে অঙ্গ মার্জনা করিতে

১ পৃ ১২১। দ্র. রু-ধ ১খ, ২সং ভূ. পৃ ১১

২ পৃ ১২২। ধর্মঠাকুরের প্রিয় ষোলো ফুলের অন্যতম (ধ-পূ-বি, পৃ ১২৩)

অজগরের আনাগোনা ; আনাগোনায় পুষ্পডাল ঠেকে তাহার মাথায়, ক্রোধে অজগর জিহ্বা বুলাইতেই বিষের জ্বালায় বৃক্ষের দেহ গিয়াছিল শুকাইয়া। প্রাণ পাইয়া সেই বৃক্ষ কৃতজ্ঞতায় রামাইকে তাহার ফুল দিল, নিরঞ্জন পুজিয়া তাহার বৃক্ষজীবন সার্থক করিতে। কেতকীর ঐকান্তিকতা দেখিয়া প্রীত হইয়া রামাই-মুনি ভিতর মালঞ্চে আসিয়া চম্পক[১] বৃক্ষের মূলে দাঁড়াইলেন। মুনিকে দেখিয়াই বৃক্ষেরা মাথা নত করিল ; তাঁহাকে দেখিয়াই, তিনি ধর্মের কৃপাপ্রাপ্ত তাহারা বুঝিয়াছে। 'মুখে অগ্নি জ্বলে মুনির বেদে কয় কথা, নাকের নিঃশ্বাসে উঠে অগ্নির ছটা। রামাই পণ্ডিত ইনি মহাপুণ্যবান্, ইঁহার সঙ্গে বস্তে কথা কন ভগবান্'[২]। মুনির কথায় বৃক্ষেরা মাথা নুয়াইয়া সাজি ভরিয়া ফুল দিল ; আম কাঁঠাল রম্ভা গুয়া নারিকেল বৃক্ষও মাথা নুয়াইয়া ফল ভূমিতে রাখিয়া দিল ধর্মপূজার জন্য। রামাই, শ্বেতাই নীলাইকে ডাকিয়া ফল লইয়া গেলেন। মুনি গেলেন তুলসীর বনে ; যোজন জুড়িয়া তুলসীর বন, যেন সেই বৈকুণ্ঠেই ভগবানের বসতি। 'লক্ষ্মীনারায়ণ' বলিয়া রামাই-এর ব্যাকুল আহ্বানে দেখা দিলেন বৃন্দাসতী[৩]। বৃন্দা রামাই-এর ধর্মপূজায় ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সাজি ভরিয়া দিলেন এক লক্ষ তুলসীপত্র[৩] ; কেতকীর বনে পাইলেন তিন লক্ষ[৪] পুষ্প। বল্লুকার জলে সকলে স্নান তর্পণ ও ধর্মপূজা করিয়া একবস্ত্রে[৫] সকলে চলিবেন এখন। বৃক্ষগণকে ডাকিয়া মুনিকুমার রামাই পথ জিজ্ঞাসা করেন। বৃক্ষেরা মুনিকে প্রণাম করিয়া পথের কথা বলিল। বাম ঘাটে দীপক অজগর জল খায় এবং দক্ষিণ ঘাটে স্নান করেন স্বয়ং ধর্ম। বাম ঘাটে যাইতে নিষেধ করে বৃক্ষগণ, দক্ষিণ ঘাটেই যাত্রা করেন সকলে ; পিছনে রহিল জামীরের বন, ডাহিনে বামে সুরভি পুষ্পের বাগান। বল্লুকার ঘাটে পৌছিলেন,—ঘাট বাঁধা, বাঙ্গালা কুঠুরী, তাহার ভিতরে পাদুকা আসন, বাঙ্গালা-মেলায় চৌকি আসন, চৌকির উপরে নিরঞ্জন নিদ্রিত[৬]। যখন জাগেন[৭] ধর্ম 'তখন বল্লোকার ঘাট হএ বৈকণ্ঠ[৭] সমান'।

✓১ পৃ ১২৩। হাকণ্ডে দেহকে নবখণ্ড করিয়া দণ্ডের আগুনে আহুতি দিলে, লাউসেনের 'অবশেষ মাংস পুড়ে হল চাঁপা ফুল' (শ্রীধম, পৃ ২১০)। পারিবারিক মঙ্গলকামনায় দক্ষিণ রাঢ়ে 'চাঁপা-চন্দনের' ব্রত এখনও প্রচলিত আছে ; ইহা শিবের উদ্দেশ্যে জলে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ করিতে হয় বৈশাখ-সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি পর্যন্ত (শ্রীমতী সরমা মণ্ডলের নিকট শ্রুত)

২ পৃ ঐ। ইহা রামাই-এর অলৌকিক বিভূতিজ্ঞাপক। 'শ্রীরামাই পণ্ডিত-বিরচিত' বলিয়া পরিচিত ধর্মপূজা-বিধানে স্বয়ং রামাই পণ্ডিতও পুজিত হইয়াছেন (পৃ ১১৬), ইহা সম্ভব নহে ; তবে রামাই নামে কেহ ধর্মপূজার প্রবর্তক বটেন, কারণ স্বয়ং ধর্ম ঠাকুরের উক্তি,— 'চরণে ধরিয়া রামাঞি করি নমস্কার, উঠ উঠ রামাঞি আমার সংসার। ঝাঁট করি সংকল্প করাহ ভক্তগণে' ই. (ঐ পৃ ৬-৭) ৩ পৃ ঐ, ১২৪, ১৬১। তু. ধ-পূ-বি, পৃ ১৯২-৯৩ ই.

৪ পৃ ১২৪। আগে (ভূ. পৃ ৪১ পা-টী ৫) ব্যাখ্যা দ্র. ৫ পৃ ঐ, ১৩১। দৈন্যসূচক

৬ পৃ ১২৫। তু. 'প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ' (ময়ূরভট্টের পদ্ধতি, বি-ভা-পুঁ, সং ১২৯)

৭ পৃ ঐ। ইহা যোগরূপকের ইঙ্গিতপূর্ণ। পূর্বে ভূ. পৃ ৪৪ পা-টী ২ ব্যাখ্যা দ্র.

চারিদিকের গন্ধমালতী চম্পা নাগেশ্বর পুষ্প আনিয়া, বল্লুকায় স্নান তর্পণ সারিয়া, ব্রহ্মগায়ত্রী[১], বেদমন্ত্র[১] স্মরণ করিয়া বল্লুকার ঘাটে ধর্মপূজা আরম্ভ করিলেন পণ্ডিতেরা। সঙ্কটত্রাণের জন্য চারি পণ্ডিতের পূজা চলে; ফুল দিয়া, একদৃষ্টে কুঠুরী নিরীক্ষণ করেন। কেতকীর বনেও ঘটস্থাপনে পূজা করিলেন। রামাই হরিহরকে বলিলেন 'আদ্যি ঢুমুলি' দিতে। হরিহর বাইতির ঢাকের টঙ্কারে স্বর্গ মর্ত পাতাল বিস্মিত হইল, বল্লুকা টলবল করে, স্বর্গের দেবতারা কম্পিত হন, পাতালের বাসুকি ভীত হইয়া পড়েন[২]; স্বর্গ মর্ত পাতাল কাঁপিয়া উঠে, সমগ্র জম্বুদ্বীপ[৩] করে 'উঠুজুবু'। ইন্দ্র কাঁপেন সুরপুরে স্বর্গবিষয় হারাইবার ভয়ে। দেবতাগণ ভীত হইয়া রামাই পণ্ডিতের সন্ধান নেন। রামাই-এর পরিচয়;—'মুখে অগ্নি জ্বলে যার বেদে কয় কথা, নাকের নিঃশ্বাসে উঠে অগ্নির ছটা। বচন বলিতে মুখে জ্বলিছে আগুনি, সেই জন রামাঞ পণ্ডিত মহামুনি'। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবার সাধ্য ব্রহ্মা হরি হরেরও নাই। রামাই ধ্যান করিয়া যে ফুল দেন তাহা বৈকুণ্ঠে ধবল আসনে শ্রীধর্মচরণে গিয়া পড়ে। চারি পণ্ডিতের একনিষ্ঠ পূজা সত্ত্বেও ধর্মের দেখা না পাওয়ায় মুনিকুমার রামাই ক্রুদ্ধ হইয়া 'কোপ দৃষ্টে চাএ মনি লোহিত লোচনে, মুখের আনল উঠে উপর গগনে' এবং সেই অগ্নি বৈকুণ্ঠে গিয়া ধর্মের ধবল আসনে লাগে; ফলে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ হন কম্পিত। দেবগণ ধর্মঠাকুরকে বল্লুকায় যাত্রা করিতে পরামর্শ দেন, কারণ ব্রহ্মশাপ বড় ভয়ঙ্কর; ইহাতে যদুকুলের[৪] নিধন বা 'সাগর' রাজার[৪] ষাটি সহস্র তনয়ের ক্ষয় হওয়ার অনুরূপ বিপদ্ ঘটিতে পারে; সুতরাং ধর্ম নারায়ণ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ভারতভুবনে আসিয়া রামাই-মুনিকে দর্শন দিলেন। প্রভুকে দেখিয়া রামাই সানন্দচিত্তে কোটি কোটি প্রণাম করিলেন সাত বার। বৈকুণ্ঠে ইন্দ্রপুরে ও কৈলাসে দেবসভা বসিয়াছে। রামাই পুষ্প দিলেন, পুষ্প উপর গগনে চলিয়া গিয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীধর্মচরণে পড়িল। রামাই ধর্মপূজা সারিয়া ব্রহ্মা হরি হরের এবং পাতালের অধিপতি কূর্ম, বাসুকির[৫] পূজা করিলেন; সূর্যপূজা করিলেন; ভবানীশঙ্করের পূজা করিলেন; শিব শূলপাণিকে[৬] পূজা করিলেন কৈলাসে; তখন প্রসন্ন হইয়া ধর্ম বর দিতে চাহিলে, চারি পণ্ডিত অন্তকালে

---

১ পৃ ১২৫, ১৬১। বৌদ্ধগন্ধবিবর্জিত। পূর্বে ভূ. পৃ ২৫ পা-টী ১২ ব্যাখ্যা দ্র.

২ পৃ ১২৬। তু. পূ-প ২খ, পৃ ২৫৩; ঐ ভূ. পৃ ২০ দ্র.

৩ পৃ ঐ, ১৪৮। ধর্মপূজার 'দিগ্ডাকে'ও 'জম্বুদ্বিপ' আছে (ধ-পূ-বি, পৃ ১৫৫)। ইহা পৌরাণিক প্রভাবজাত হইতে পারে (দ্র. কূর্ম, পূর্ব, ৩৯-১০ ই.)। ভুবনকোষনিরূপণ-প্রস্তাবে সপ্ত দ্বীপের অন্যতম এই দ্বীপ

৪ পৃ ১২৭, ১৬১, ১৬৯

৫ পৃ ১২৮, ১৪৩-৪৪, ১৬০

৬ পৃ ১২৯, ১৬৭। আগে ভূ. পৃ ৩৯ পা-টী ৭ ব্যাখ্যা দ্র.

চরণকমলে স্থান মাগিয়া সেই বরই পাইলেন ; হরিহর বাজাইলেন আড়াই কাঠি ঢুমুলি। সেই আস্ত ঢুমুলির শব্দ শুনিয়া গৌড়ের মাটি টলবল করিয়া উঠে। চারি পণ্ডিত উচ্চস্বরে ধর্মপদ স্মরণ করেন। এদিকে দীপক অজগর মানুষের সৌরভ পাইয়াছে, আহারের আশায় উৎফুল্ল ; মানুষের গন্ধ পাওয়ায় দীপকের দুই চক্ষু মশাল দেউটির মতো জ্বলিয়া উঠে ; অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বজ্রশব্দে সে লেজ আছড়ায়। ধর্মের দক্ষিণ দুয়ারে দীপক, বামে অজগর ; দীপক বসিয়া লেজের কুণ্ডলীর উপর আসন করিয়া ; দেহের গঠন তাহার পর্বতের গুহার মত, জিহ্বা লকলক্ করে, মুখে লাল ভাঙ্গে, চক্ষু দুইটি পাকা তালের অনুরূপ, চক্ষু জ্বলে মাণিকের সমান ; মুখ মেলিলে হস্তী গলিয়া যাইবে। আর নাগ ;—আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া বদন মেলিয়াছে সে, নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে মেঘের গর্জনের ন্যায়। দক্ষিণ পার্শ্বে বাঘ আর বাম পার্শ্বে অজগর। মনুষ্য দেখিয়া বাঘ মুখে মারে মালসাট,ল্যাজ ফিরায় কুমারের চাকের মতো। ব্যাপার দেখিয়া রামাইয়ের সঙ্গিগণ জীয়ন্তে মরার ভয়ে পলাতক ; রামাই সকলকে ডাকিয়া অভয় দেন ধর্মের নামে। এদিকে রামাই-এর অলৌকিক বিভূতি দেখিয়া দীপক অজগরেরও মনে ভাবনা, বুঝি মানুষের হাতে প্রাণ যায়। রামাই সদলে পুনর্বার সমারোহে ধর্মপূজা করেন। মনোদমন, বিধিপালন ও জপ-ধ্যানাদিতে মানসিক পূজা[১] চলে। পূজাসমাপনে রামাই পৌঁছিলেন দেহারাদ্বারে, যেখানে দুরন্ত বাঘ বসিয়া আছে। দীপক রামাইকে দেখিয়া দম্ভ প্রকাশ করে, কিন্তু রামাই উত্তরে শোনান জন্মমরণ-তত্ত্ব ; কিন্তু তত্ত্বে বাঘের মন না ভিজিলে, রামাই দীপক অজগরকে যমঘরে পাঠাইতে সমর্থ ধর্মপূজা করিয়া,—সে কথা বলিলেন। রামাই-ব্রাহ্মণ উত্তর[২] ছয়মাসের পথ বাহিয়া ধর্মপূজা করিতে আসিয়াছেন বল্লুকার দেহারা গাজনে ; এই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ লইয়া দীপককে বলেন ধর্মঘরের দ্বার মুক্ত করিতে। দীপক দ্বার না খুলিয়া কেবল দম্ভ প্রকাশ করে। অবশেষে রামাই শঙ্খের পুষ্প-জল দ্বারে ফেলিয়া দিতেই কুলুপ টসলা[৩] আপনি খসিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া 'শার্দূল-কেশরী' অধোমুখ হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করে। রামাই-মুনি হাত বাড়াইয়া বাঘকে দেন কোল। বাঘ স্বভাবে খল, মানুষ রামাইকে একগ্রাসে খাইতে চায়। বাঘের লালসা জানিয়া রামাই তাহাকে অবশ করিয়া দিলেন। দেবী দুর্গাকে ডাকিয়া বাঘ বিনা অপরাধে শাপের অভিযোগ

১ পৃ ১৩১। এই পূজা 'ব্রহ্মগাত্রী' ও 'বেদমন্ত্র' উচ্চারণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ তান্ত্রিক পূজা

২ পৃ ১৩২, ১৪০

৩ পৃ ঐ। তু. ধ-পূ-বি (পৃ ২৬৯) প্রঃ। 'সমুদ্র উছলিল পৃথ্বী ভাসিল চৌদিগে লাগিল টাট, সকল ভক্তার নামে নাগিল তসলা কপাট'। উঃ। 'সমুদ নাঞি উছাল পৃথ্বী নাঞি ভাসে চৌদিগে নাঞি নাগে টাট, সকল ভক্তার নামে ভাঙ্গে তসলি কপাট'

করিলে, দেবী 'দিগাম্বরী' বলিলেন,[১] মুনির বাক্য অখণ্ড, বরং সে যেন অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়া লয়।

এইবার নাগের পালা।—রামাই ধর্ম স্মরণ করেন। তিনি উপস্থিত হন যেখানে নাগ বসিয়া আছে সেইখানে। অজগর[২] আছে দুয়ারের উপর, বদন মেলিয়া আকাশে পাতালে। অজগরকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন রামাই। অজগর সেই সুযোগে জিহ্বাগ্রে আট তোলা পরিমাণ বিষ[২] লইয়া রামাই-এর গায়ে উগরাইয়া দিল। রামাই শ্রীধর্ম স্মরণ করিতেই বিষক্ষয় হইয়া গেল। অজগর পুনর্বার কামড় হানিল; কিন্তু রামাই-এর অঙ্গভেদ করিতে পারিল না; আবার কামড়; তখন দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল অজগরের। দশন ভাঙ্গিতে, লজ্জিত হইয়া অপরাধের ক্ষমা চাহিল রামাই পণ্ডিতের নিকট। [অতঃপর লিপিকর কর্তৃক পুঁথি অসমাপ্ত]।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন,
চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৬৪

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

১ পৃ ১৩২। এখানে দুর্গার বা চামুণ্ডা কালার (দ্র. ভূ.:পৃ ৩৮ পা-টী ৫) চরিত্র যাদুনাথের বর্ণনার অনুরূপ,—দেবী ধর্মের অনুগতা। বাঙ্গালা মন্ত্রে, চণ্ডীর বিশেষণ 'হাড়িঝি' (তু. ভূ. পৃ ৩৫ পা-টী ৪, ঐ পৃ ৩৬ পা-টী ১), লক্ষণীয়

২ পৃ ১৩৩। সর্পোপাসকদের সহিত বিষোপাসকদের সম্পর্কের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, অথর্ববেদের (৮-১০) বিরাজ সূক্তে (বি-ম, ভূ. পৃ ৩৭ দ্র.)। মনসাদেবীর অন্যতম জড় এইখানে। যাহাই হউক, এই প্রসঙ্গ মনসা ও ধর্মসম্প্রদায়ের তুলনায় ধর্মঠাকুরের প্রাধান্যজ্ঞাপক।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই···অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। ···বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে।···নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না॥

১৩১২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদুনাথের

ধর্ম্মপুরাণ

॥ বন্দনা ॥

৭ শ্রী নম ধর্মায় নম ॥[১]

উর প্রভু ধর্মরায় প্রণাম তোমার পায়
অবতর নাএক-আসরে
আদি অনাদি ধর্ম তুমি সে পুরুষ ব্রহ্ম
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
প্রণমহো চরণকমলে
চরাচর আদি যত সৃষ্টি স্থিতি তব কৃত[২]
আগম নিয়ম যোগবলে।
পরম কারণ নিধি তুমি হরি হর বিধি
রবি শশী তুমি দিবা রাতি
বার নক্ষত্র যোগ ধন সম্পৎ তুমি রোগ
সংসার স[য়]ল যুগপতি।
যতেক মহিমা আর কহিতে শকতি কার
ত্রিদেবা না পায় যারে ধ্যানে
তাহে গুণ বরাটেক নির্গুণ অধম এক
কৃপা করি উর নিরঞ্জনে।
ধবল সিংহাসনে বৈস সেবকস্মরণে আইস
আত্মশক্তি সংহতি করিয়া
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠবাস নাএকের পূর আশ
রহিআছে তোমা ধিয়াইয়া।
নানা আয়োজন আনি করিয়া যুগল পাণি
সংকল্প করিল এক মনে
আতব তণ্ডুল আদি নৈবিদ্য নানা বিধি
ধূপ দীপ জ্বালিয়া যতনে।

১ এই অংশ ও পাদটীকায় ধৃত পাঠসমূহ আদর্শ পুঁথির।

২ ক্রত

বিচিত্র পুষ্পের মাল্যে সুগন্ধি কুমকুম [মি]লে
পণ্ডিত লইয়া জোড় করে
বটে ধর্ম হুহুঙ্কার ধূপ ধুনায় অন্ধকার
আসরে উরিলা যুগেশ্বরে[১]।
প্রভু উরেন হেনকালে চাঁদআ সঘনে ঢুলে
পাদুকায় বসিল ধর্মরায়
পণ্ডিত কৌতুকী হইয়া করে পুষ্পমাল্য ল[ই]য়া
দিল সুখে ধর্ম পাদুকায়।
জোড়া শঙ্খ বাজে ঘন আনন্দিত সর্বজন
হরি হরি সভার বদনে
নায়ক কামনা হিত গাএন জোড়িল গীত
ইথে মন দেহ নিজগুণে।
উর ধর্ম যুগেশ্বর নায়কের আশা পূর
আসরে হইবে অধিষ্ঠান
অতুল চরণতলে শ্রীযাদুনাথ বলে
নাএকেরে করহ কল্যাণ ॥১॥

॥ গৌরী রাগ ॥

খর্ব স্থূল তনু গজেন্দ্র বদন
ভবসুত দিবরাজা
পূজা আরম্ভনে বিবিধ বিধানে
আগে গণেশের পূজা।
প্রভু জনমিলে যবে দেবগণ সভে
দেখিতে আইল তোমা
তথি শনি আসি দৃষ্টে[২] মুণ্ড নাশি
দেখিয়া দুঃখিত উমা।

১ জুগেরশ্বর
২ দৃিষ্টে

গৌরী দুঃখ মনে জানিঞা ধিয়ানে
যুগতি করিয়া ধাতা
উত্তর শিয়রে পাইয়া কুঞ্জরে
কাটিল তাহার মাথা।
সেই মুণ্ড আনি যথায় ভবানী
জুড়িলা গণেশের অঙ্গ
তাহার রুধির অঙ্গে কলেবর
অধিক হইল রঙ্গ।
বন্দো গণপতি মনোহর অতি
সিন্দুরে ভূষিত মুণ্ড
বদন কুঞ্জর একদন্ত-ধর
লম্বিত চঞ্চল শুণ্ড।
জট লম্বিত গণ্ড শোভিত
তিলক রঞ্জিত ভালে
এ তিন লোচন বিঘ্নবিনাশন
গলে দুলে কণ্ঠমালে।
দেবের শ্রবণ- যুগলে রতন
কুণ্ডল উত্তরী রঞ্জিত ব্যাল
বিরাজিত কটি সাপে মুণ্ডি আটি
পিধান শার্দূলছাল।
চরণে নূপুর রুণু রুণু ধ্বনি
নখেতে নিবসে ইন্দু
মুষকবাহন যোগ রাত্রি দিন
গহির গম্ভীর সিন্ধু।
সর্বগুণ-ধাম আসরে বিশ্রাম
কর প্রভু গণরায়
তব পাদপদ্ম মানসের সদ্ম
যাদু অলিব্রত তায়॥ ২॥

॥ বসন্ত রাগ ॥

করিয়া যুগলপাণি   বন্দো মাতা বাগ্‌বাণী
শুক্ল বসন পরিধান
চরণপঙ্কজ-রাজে   কনকনূপুর বাজে
পদনখা তারকাসমান।
উরু রামরম্ভা জিনি   হরি হেরি কটিখানি
লজ্জা পাইয়া প্রবেশিল বনে
নাভি জিনি সরোবর   অহি বাস তচু পর
ঝলমল মন্দ সমীরণে।
কুচযুগল বাধল্য   কাঠাল কিয়ার তুল্য
নিরমাণ অনঙ্গের থলি
মৃণালনিন্দিত ভুজে   তাড় কঙ্কণ শঙ্খ সাজে
করাঙ্গুলি চম্পকের কলি।
মণিময় হার গলে   বীণা তব বক্ষস্থলে
শ্রুতিযুগে রতন[কু]ণ্ডল
পক বিম্ব ওষ্ঠভাতি   দশন মুকুতাজ্যুতি
পূর্ণসুধা বদনমণ্ডল।
তিল ফুল জিনি নাসা   বচন কুকিল ভাষা
ভূরযুগ কামের কামান
নয়নে খঞ্জন গঞ্জে   ভালে প্রাত-রবি রঞ্জে
রবিকোলে ইন্দু নির্মাণ।
তথি কাজলের ফোটা   নব[কা]দম্বিনী-ঘটা
কেশ হেরি চামরী কাননে
যতেক রূপের শোভা   উপমান দিব কিবা
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
বীণা হাতে গাও গীত   [বি]ষ্ণু হরিলা চিত
আসরে করহ অবতার
তুমি মাতা ঋদ্ধি সিদ্ধি   সংসারলোচন বুদ্ধি
রচনাতে বচনসঞ্চার।

গান বাস্ত অভিলাষী সপ্তস্বরা বীণা কাসী
পিনাক পাকাঁথাজ কপিলাস
ডম্ফ রবাব বেণি শুনিতে মধুর ধ্বনি
স্বরমণ্ডল মৃদুভাষ।
অশেষ গুণের তন্ত্র মৃদঙ্গ মন্দিরা যন্ত্র
ঘাঘর নূপুর করতাল
বাদ্যভাণ্ড অনুসারি সুস্বর সুযন্ত্রধারী
ভুবনে তুলনা নাঞি আর।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী লইয়া উর বাগবাণী
রাগরাজা মালব প্রধান
একে একে ছয় নারী বন্দোহ ভকতি করি
কণ্ঠে সুস্বর কর গান।
শ্রী আহিরী শ্যাম ললিত ভৈরবী নাম
গৌরী পাত্র রাগ পাহিড়া
ধানশী মানসী সঙ্গে কৌ কামদ বারাড়ি রঙ্গে
লয়া উর সুই সিন্ধুড়া।
হিলোল নক্ষত্র রাগ কল্লো[ল] লোটনা বিভাগ
সৌরী পাত্র পঠমঞ্জরী
দুঃখিত বারাড়ি স্তুতি দেশারাগ কোড়া আদি
সঙ্গে লইয়া উর মাহেশ্বরী।
সেবকে করিয়া দয়া মারাঠি টঙ্কার লইয়া
স্বামী গোড়া বিভাস সুভাষ
রাগ বসন্ত গুঞ্জরী মল্লার বল্লারের নারী
কামদ কানড়া বন্দো অভিলাষ।
বন্দো দেব ত্রি বাঙ্গাল কুচস্বামী গান্ধার
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
এসব পারিষদ সঙ্গে বসিয়া আমার অঙ্গে
বদনে বলাও শুদ্ধবাণী।
তুমি সংসারের সার তোমা বিনে কেবা আর
তুমি মাতা অন্ধের লোচন

তোমা যারে নাহি দয়া নরমধ্যে পশুকায়া
দেহশূন্য থাকিতে জীবন।
তুমি কৃপা কর যারে পূজ্যমান[১] সর্বত্তরে[২]
বৈসে সেই পণ্ডিতসমাজে
তোমার মহিমাবাণী গান সদা শূলপাণি
চারি মুখে বেদ জপে অজে।
মুঞি নরাধম প্রতি যেমত দিয়াচ শক্তি
সেইরূপে কহিনু সংক্ষেপে
ভাবি তুয়া পদ বিনু সঙ্গীতসিন্ধুয়ে ঝাপ দিনু
ইথে পার কর দয়ারূপে।
তোমায় চরণতলে শ্রীযাদুনাথ বলে
বদনে বলাও সুবচন
আসরেতে অবতর যন্ত্র সুস্বর কর
আপনি রঞ্জায় লোকজন ॥৩॥

॥ দশ অবতার ॥

বাপার ধবল খাট পাট বন্দো ধবল সিংহাসন
ধবল খাটে বন্দো প্রভু ধর্ম নিরঞ্জন।
ধর্মের পীরিতে হরি বল একবার
ভক্তিভাবে বন্দো প্রভুর দশ অবতার।
মীনরূপে প্রথমে বন্দিনু নিরঞ্জন
চৌযুগ বৎসর কৈলে জলেতে ভ্রমণ।
দোওজে বন্দিনু ধর্ম কূর্ম মূরতি
স্থজিলে সংসার গোসাঞি পৃষ্ঠে ধরি ক্ষিতি।
তৃতীএ বন্দিনু ধর্ম বত্রা[৩] অবতার
হিরণ্যাক্ষ মার‍্যা কৈলে পৃথিবী উদ্ধার।
চতুর্থে বন্দিনু ধর্ম নৃসিংহ অবতারি
নখাঘাতে হিরণ্যকৌশিক দৈত্য[৪] মারি।
পঞ্চমে বামনরূপ বন্দো নিরঞ্জন
বলিরে[৫] ছলিয়া থুইলে পাতাল ভুবন।
ষষ্টমে বন্দিনু ধর্ম রাম-অবতার
রাবণ বধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।

১ পুর্জমান
২ সর্ব্বত্ত্রে
৩ ব্রহ্মা
৪ দর্ত্য
৫ বলিতে

সপ্তমে হল[ধ]র রূপ ব[ড়] অভিলাষ
ধরণী লাঙ্গল জোড়ি সৃজিলেন চাস
অষ্টমে বন্দিলাম ধর্ম কানাঞি অবতার
কংস বধিয়া দিলে জয় জয়[কা]র।
নয় নারায়ণ ধর্ম বন্দো নীলাচল
দেবমানে পূজা নিলে কায়া অছল।
দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার
সত্য শূন তার নাম ম্লেশ্চ-আকার।
যবনরূপে দিল্লীয়ে[১] কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি
যবনরূপে একাকার সংহারিলে কলি।
জয় জয় প্রভু ধর্ম প্রভু নইরাকার।
সংক্ষেপে বন্দিলাম প্রভুর দশ অবতার।
ধর্মের পীরিত্তে সভে মুখে বল হরি
ধর্মে থাকিলে ভাই বিপত্যের কালে তরি।
ইদানিক কবি নর আর ক[া]লিদাস
আচার্য মাধব দ্বিজ পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
কবিত্বকৌতুক-রস মহা গুণবন্ত
তারা ভাব্যা না পাইল ধর্মপুরাণের অন্ত।
হরি হর ব্রহ্মা যার না জানে মহিমা
তাহে কোন বরাটেক নরে দিত্তে পারে সীমা।
তবে যত কিছু করি মনের আকুতি
ধর্মকথা শুন সভে হইআ একমতি।
ধর্মের মহিমা লোক কর অবধান
অধনীর ধন হয় অন্ধচক্ষু-দান।
অপুত্রর পুত্র হয় কুড়িয়া সুন্দর
সুনারী শূন ভজে সুখে করে ঘর।
ধন্য ধন্য যশকীর্তি রাজসম্মান
লোকেতে পূজিত সেহ ইথে নাহি আন।
মদগর্ব[২]-চূর্ণ বানা ধর্ম গোসাঞি
অধর্মে ঠেকিলে ভাই পরিত্রাণ নাঞি।
ধর্মের দুয়ারে যেবা কথা করে চুরি
তার লাগ মুখ স্থাপতে হইয়া গলন্ধরি।
পদ্মে দিল কুড়ি কুষ্টি আর ধবলাকার
আর যত রোগ দেন কত কব তার।
শুনএ ভকত লোক হইয়া একমন
ভক্তিভাবে ভজ সভে ধর্মের চরণ।
ধন ধান্য পুত্রমান সদাই রবে সুখে
যমপুরী এড়াইয়া স্বর্গ যাবে সুখে।
কহে শ্রীযাদুনাথ ধর্মপদসার
সর্বদেবতা-সঙ্গে[৩] বন্দিব আর বার ॥৫॥

আসরে উরহ ধর্ম নিজ নাম শুনি
যত দেবের পরাপর তুমি চূড়ামণি।
ভবসিন্ধু-মাঝে তুমি তরী পারাপা[র]
সেবক জানিঞা তথি করিত্তে উদ্ধার।
অনন্তরূপী নিরঞ্জন বন্দো জোড় করে
অবশ্য শুনিবে গীত আমার আসরে।
প্রণমহো নিরঞ্জন অনাদিনিধান
ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দিনু দেব ত্রিনআন।
নারদ তম্বুর আদি শুক সনাতন
বন্দিলাম গোরাচাদ শচীর নন্দন।

১ দ্বিল্লিয়ে
২ মতগন্ত
৩ সংঙ্গে

মিশ্রি পুরন্দর বন্দোঙ শচী ঠাকুরানী
যাহার উদরে প্রভু জন্মিলা আপনি।
গআয় গদাধর বন্দো প্রয়াগে[১] মাধব
দ্বারিকায় গোবিন্দ বন্দো গোকুলে [যা]দব।
তমুলিপ্তে জিষ্ণুহরি[২] বন্দো বর্গভীম্যা
বড় পুণ্যস্থান সেই কি কব মহিমা।
চন্দ্র সুর্য আদি বন্দো রাই বসুমতী
মগরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা আর মৃদঙ্গের ধ্বনি
সংক্ষেপে বন্দিয়া গাব সকল রঙ্কিণী।
বন্দিলাম মঙ্গলকোটে মঙ্গলচণ্ডিকা
কালিঘাটে বন্দিনু দেবী ভদ্রকালিকা।
জয় রাজবল্লভী বন্দো রাজবলহাটে
প্রত্যক্ষরূপেতে মাতা আছ গীতনাটে।
কাঙুরে কামিক্ষা বন্দো মৌলার রঙ্কিণী
সিয়াখালা বন্দিলাম উত্তরবাহিনী।
সম্মুখে যুগল তরু বাসাঘর তাথে
কটিক্ষে করিলে মাতা দক্ষিণ পশ্চাতে।
জুজারসায় বন্দিলাম সিংহবাহিনী
সান্যাটে বন্দিনু দেবী বিশাললোচনী।
গঙ্গায় চণ্ডিকা[৩] বন্দো কালিকা পড়পুরে
জেড়ুরের ভগবতী বন্দো জোড়করে।
আমতার মেলাই বন্দো পুরাসের ঘেটু
ঘুরালের মাখাল বন্দো হাসনে[র] বটু।
তালপুরে ষষ্ঠী বন্দো করি করাঞ্জলি
পাতঁ্যালের গুমা বন্দো আর সাড়াপুলি।
সাদায় চণ্ডিকা বন্দো বেতড়ে বেতাই
দেউলপুরে চামুণ্ডা বন্দো নিকাসে মেলাঞি।
খীরগ্রামে যোগাদ্যার বন্দিনু চরণ
পাড়াআঁবুআয়[৪] কামারবুড়ি হবে সুপ্রসন্ন।
বিক্রমপুরে[৫] বন্দিলাম প্রত্যক্ষ বাশুলী
মথুরাবাটীর চণ্ডী বন্দো পুটাঞ্জলি।
বরাহনগরে বন্দো কালীর চরণ
বোড়ালে ভৈরবী[৬] বন্দো দৃঢ়[৭] করি ম[ন]।
সতনের মহামায়া বড়্যার চণ্ডিকা
বান্যার ঈশ্বর বন্দো জনারি কালিকা।
ত্রিবিণী উত্তরভাগে চামুণ্ডা ভবানী
চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড দৈত্য নিসূদিনী।
কিরীটীকোণায় বন্দো দেবী সিদ্ধেশ্বরী
ভাস্তাড়া গ্রামেতে বন্দো চামুণ্ডা সুন্দরী।
সম্মুখেতে সরোবর দেখি সুশোভন
ব্রত সাঙ্গ কৈল যথা বিদ্যাধরীগণ।
বিশাললোচনী বন্দো কন্দর্পনগরে
মাড়এ পড়ি দুর্গা বন্দো জোড়করে।
মাকড়দহেতে বন্দো রূপা সুলোচনা
ভাণ্ডা[র]দহে রঙ্কিণী বন্দো করিয়া ভাবনা।
আকনার মধ্যে বন্দো দেব জগন্নাথ
নন্দদুলালে আমি করি প্রণিপাত।

১ প্ররাগে
২ বিষ্ণুহরি
৩ চাণ্ডক
৪ পাড়াআঁবুয়া
৫ বিক্রম্পুরে
৬ ভইরবি
৭ দ্রঢ়

বল্লভপুরের বল্লভ বল্লভীকুল-সঙ্গে
ভাগীরথী সহিত বন্দিনু নানা রঙ্গে।
কুব্বাকাশ চণ্ডিকার বন্দিনু চরণ
কানপুরে ভদ্রকালী হবে সুপ্রসন।
শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দো দেবী সিদ্ধেশ্বরি
চম্পকনগরে বন্দো দেবী বিষহরি।
বর্ধমান কুচিন্যান সর্বমঙ্গলা
পদছায়া দেবে দাসে না করিবে হেলা।
সাকিরালি সিদ্ধপীঠ জানে জগজন
অবনী লোটায়্যা বন্দো তাহার চরণ।
অজ মেষ নর বলি হয় সিদ্ধিপীঠে
তোমার চরণে লভি করও করপুটে।
আর যত সিদ্ধপীঠ জানিব কেমনে
উদ্দিশে প্রণাম করি সভার চরণে।
বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির
ত্নিয়া আলমে বন্দো যত আছে পীর।
হজ মক্কা বন্দিলাম যবনে ভেস্তি
বাবুর মোকাম আদি বন্দিনু সমস্তি।
দণ্ডবৎ[১] শুকদেব নারদের পায়
পরম বৈষ্ণব সদা হরিগুণ গায়।
হরিনাম সমুদ্ধে গুরু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী
তা সভার চরণ বন্দো লোটাইয়া ভুবি।
কাঁথামাত্র মালা তিলক বৈষ্ণব বেভার
দণ্ড পরও [মুই] চরণে তাহার।
জগতের গুরু বন্দো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
প্রণমহো মহাগুরু জনক জননী।

আর আর দেব গুরু যত ত্রিভুবনে
সর্ব দেব সঙ্গে করি উর নিরঞ্জনে।
[চা]রি পণ্ডিত চারি আমিনী ষোল শকতি
তা সভার চরণ বন্দো পরম ভকতি।
বিশেষ রামাঞি গুরু বন্দো জোড়হাতে
ধর্মমঙ্গল প্রকাশ করিল পৃথিবীতে।
ভুত বেতাল কুম্ভিনী আর ডাখিনী যোগিনী
আইল ডাঙ্গর মুখত্নষী[২] ধর্মের জননী।
তা সভার চরণ বন্দো পরম ভকতি
পুত্রের সমান দেখ্য[৩] গায়ন বাএন প্রতি।
গায় বাজায় গাএন বাএন দিয়া ভরাভর
আসরে শুনিবেন গীত ধর্ম যুগেশ্বর।
গীত শুন নিরঞ্জন রক্ষ দানপতি
ধন ধান্য পূর্ণ বৃত্তি বাড়াবে উন্নতি।
রিপুবর্গে রক্ষ ধর্ম করবি শিকদারে
রাজেশ্বর বিসুইবর্গে যতেক দরবারে।
এহা সভাকারে রক্ষ ধর্ম যুগপতি
দিনে দিনে রাজলক্ষ্মী বাড়াবে উন্নতি।
প্রজালোক আদি যত বৈসে ত্রিভুবনে
আসরে আসিয়া যেবা তোমার মঙ্গল শুনে।
বৃদ্ধ[৪] যুবা নর নারী আসিআছে যত
সভাকার কর ধর্ম পূর্ণ মনোরথ।
শুনএ ভকত ভাই কর অবধান
যখন সমাপ্ত এই ধর্মপুরাণ।
খেত্রিবংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম।

---

১ দণ্ডপৎ

২ মুকত্নসি

৩ দেক্ষ'

৪ ব্রর্দ্ধ

কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপ-বিমোচনে
চিরকাল রাজুতি করেন বর্ধমানে।
মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেইকালে কৃষ্ণরাম[১] নিল বসুন্ধরী।
ভার্যা বন্দী দাস হয়ে কববী[২] তাহার
সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার।
আঁকসক নাঞি জানি কইনু মূর্খভাব
হরি হরি বল ভাই ধর্মের উল্লাস।
লেখা করি বোঝ গীত যত দিন হয়
বন্দনা হইল সায় যাদুনাথ কয় ॥[৩]

* * *

এইরূপে দান ধ্যান করি নিত্যে নিত্য
রাজার সভায় যায় পাত্র পুরোহিত।
একদিন হরিচন্দ্র বসিয়া একল[া]
পাত্র পুরোহিত গেলা দুই পর বেলা।
গোসায় গর্জিয়া রাজা কহেন পাত্রেরে
এত বেলা কর্যা আইস কিসের খাতিরে।
বড়াই হইল তোর আমারে চাহিয়া
পাত্রপনা ঘুচাব আজি শির মুড়াইয়া।
রাজকার্যে হেলা দিয়া বস্যা থাক ঘরে
আমার নিমক খায় ভয় নাহি মোরে।
কহ বিপ্র হরিহর নিশ্চয় কথন
সকালে দরবারে নাঞি আইস কি কারণ।
কেঁঙু বেটিচোদি হাড়ি সিংহা কোটয়াল
কিসের খাতিরে তুঞি না আইস সকাল।

এত যদি হরিচন্দ্র কহে পঞ্চ জনে
এখন করজোড়ে বলে পাত্র বিনয় বচনে।
স্থির হয় মহারাজা করি নিবেদন
প্রীত্যহ বিলম্ব মোরা করি যে কারণ।
বিবাদ করিলে তুমি দেবতা সহিত
ধর্মের অভিসাঁপে পাপে হইয়াচ পুর্ণিত।
যত দেবের পরাপর ধর্মঠাকুর
তার দেওর ভাঙ্গ্যা পাপী হইয়াচ প্রচুর।
আটকুড়া হইয়াচ ধর্মের ভাঙ্গিয়া দেহারা
তোমার পাপেতে পাপী হইয়া থাকি মোরা।
তোমার মুখ দেখিতে নাঞি বিনি স্নান দানে
শুনিল পণ্ডিত মুখে কহিল পুরাণে।
প্রিত্যয় এক সও বিপ্রে ফলার দান দিয়া
পূজা দেবশ্চা কর্যা তোমার মুখ দেখি সিয়া।
এক সও তুলসী প্রিত্যয় দিয়া নারায়ণে
তবে তোমার মুখ দেখেন হরিহর ব্রাহ্মণে।
মা বাপের পদধূলি শিরেতে বন্দিয়া
সিংহাই [কো]টাল তবে তোমার মুখ দেখে
সিয়া।

না করিল ডর রাজা কহিল সকল
বুঝিয়া উচিত কার্য কর মহাবল।
ধর্মের দেওল রাজা ভাঙ্গিয়াচ যত দিন
দেশ শুদ্ধা ততদিন হল পুত্রহীন।
জীবজন্তু পুষ্পের উদ্যান নানা জাতি বৃক্ষ
পত্রহীন হইয়াচে আর যত পক্ষ।

১ কৃষ্ণনাম
২ কবোরি
৩ অতঃপর আদর্শ পুঁথির পঞ্চম পত্র নাই।

সাহিত্যপ্রকাশিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯-১০

সকল পুরী অপুত্রিক তোমার শত নারী
হয় নয় সাক্ষাতে দেখ নিবেদন করি।
রাজা দেশের নাহিক সুখ নিত্য বজ্রাঘাত
অমঙ্গল অনাচার সদা উল্কাপাত।
দ্বন্দ্ব কলহ লোকালোক ঘরে ঘরে
আপন নআনে তাহা দেখ নৃপবরে।
প্রিতিজ্ঞা করিয়া বলি করহ বিচার
যাদুনাথ বলে ক্রোধ বাড়িল রাজার ॥

॥ একাবুলি মল্লার ॥

পাত্রের বচন শুনিয়া ভূপ
গোসায় হইলা শমনরূপ।
নিষ্ঠুর ভাষণে পাত্রেরে কয়
বেটা তোর বোল যদি সত্য না হয়।
নিশ্চয় পরাণ বধিব তোর
একথা অন্যথা নহিবে মোর।
আর যত্তপি আমার পুত্র না থাকে
তবে রাজ্য ভূম্য সব দিব তোমাকে।
বনবাসে আমি যাইব তবে
সভা শুদ্ধা সাক্ষী থাকহ সভে।
পাত্র তোমায় আমায় প্রিতিজ্ঞা আজি
বন্ধখ না থাক উচিত বুঝি।
সিংহার সদনে থাক হাওলে
আমি পুত্রের উদ্দিশ কর‍্যা আসি মহলে।
পাত্র বলে রাজা অন্যথা নাঞি
আমি বন্দী রহিলাম সিংহার ঠাঞি।
আমার বচন না হইব সত্য
নিশ্চয় তোমার হইব বধ্য।
প্রিতিজ্ঞা জিনিব আমি
বনবাসে যাবে তুমি।
প্রিতিজ্ঞা করিল সভার মাঝে
তেজে সিংহাসন হরিচন্দ্র রাজে।
ধবল ছত্র রাজার আছিল শিরে
গোসায় টানিয়া পেলিল দূরে।
অপুত্রক বোলে পাইয়া ল[জ্জা]
রাজপাট হইতে উলিল রাজা।
কার পানে নাঞি নৃপতি চায়
চলিলা মহলে যাদবে গায় ॥

॥ ত্রিপদী ॥

পাত্রের বচন শুনি হরিচন্দ্র নৃপমুনি
ক্রোধে হইল জ্বলন্ত আগনি।
রাজপাট তিয়াগিয়া মহলে প্রবেশ হইয়া
ডাকিলেন শতেক রমণী।
যন ডাকে নৃপমুনি মদনা প্রধান র[া]নী
দাণ্ডাইল পতি-বিত্তমানে
দেখিয়া রাজার তরে রানী কয় জোড়করে
ক্রোধযুত দেখি কি কারণে।

কিবা দুঃখ মনে মানি দাণ্ডাইয়া রইয়াচ কেনি
স্থির হও বৈস আসনে
রাজা বলে শুন রামা কি আর বলিব আমা
পাত্রের বোলে দুঃখ[১] পাইনু মনে।
যেই দুঃখ পাইনু আমি পশ্চাতে জানিবে তুমি
শুন রানী কর অবধান
আমার সমান রাজা কেহ নয় মহাতেজাঃ
পাত্র বেটা করে অপমান।
আমি ছত্রদণ্ড-ধারী ধনধান্য-পূর্ণ গারি
ডরে কাপে দেবতা দেখিলে
সদা ডোমের ঘর দ্বার ভাঙ্গ্যা কৈনু ছারখার
দেওল ভাঙ্গ্যা ভাসাইনু জলে।
সমরে শমন আমি দর্পে কম্পমান ভূমি
ভৃত্যমানে[২] থাকে প্রজাগণে
শুন গ মদনা রানী প্রিতিজ্ঞায় যদি জিনি
পাত্র বেটার বধিব জীবন।
কি আর কহিব তোমা পুত্র যদি থাকে আমা
ঝাট আন মোর বিদ্যমান
রাজার বচন শুনি জানিল মদনা রানী
বিধি বাম ইথে নাই আন।
রানী বলে প্রাণেশ্বরে জিজ্ঞাসিলে মোর তরে
পুত্র কন্যার সমাচার
কি'আর বলিব আমি অধর্মী হইআচ তুমি
পুত্র-আদি নাহিক তোমার।
তব অধর্মের গতি শত রানী বঞ্চ্যাবতী
জীবজন্তু পুষ্পের উদ্যান
রাজা বলেন শুন রানী তোর বাক্য নাঞি মানি
শত রানী আন বিদ্যমান।

১ দুঃক্ষ
২ ভর্ত্তমানে

ভাল ভাল করি রামা চলিল সত্বরগামা[1]
ডাকিলেন শতেক সতিনী
কি জানি বিশেষ আছে চলহ প্রভুর কাছে
যাইতে আজ্ঞা কৈল গুণ[ম]ণি।
শুনিঞা সকল রানী অসম্ভব সুখ মানি
উপনীত নৃপসন্নিধানে
শ্রীযাদুনাথ বলে পুত্র নাহি কার কোলে
হেটমু[খ] দেখিয়া রাজনে ॥

॥ পয়ার ॥

রাজারে বেষ্টিত হইল সকল রমণী
পুত্র নাহি কার কোলে দেখে নৃপমুনি।
পাত্রের প্রিতিজ্ঞা সত্য [ম]ানিলেন মনে
রাজপাট ছাড়্যা বুঝি যাইতে হইল বনে।
তনু শুখাইল শোকে মুখে নাঞি কথা
কার পানে নাই [চা]ন হেট কৈল মাথা।
হেট মাথা হই রাজা মদনা দেখিয়া
কহেন প্রবোধবাণী নিকটে বসিয়া।
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন
হেট মাথা প্রাণনাথ কৈলে কি কারণ।
মন্ত্র বলে প্রাণনাথ দেহারা ভাঙ্গিলে
তথির কারণে তুমি আটকুড়া হইলে।
মহাপাপী হইলে ধর্ম্মের ভাঙ্গিয়া দেহারা
তোমার পাপেতে পাপী হইয়াচি মোরা।
রাজা যদি করে পাপ [হয়] রাজ্য নষ্ট
গৃহিণী করিলে পাপ গের্য্যাস্ত হয় নষ্ট।
শত রানী বঞ্জ্যা মোরা তোমার পাপেতে
পুত্র কন্যা নাহি দেখ কাহার কোলেতে।
জীবজন্তু বৃক্ষ আদি পক্ষ পক্ষ্যানী
তোমার পাপেতে বঞ্জ্যা হইয়া সকলি।
কুঞ্জবনে তরুলতা আছএ বিস্তর
ফলফুল নাহি কার শুনহ প্রাণেশ্বর।
পুষ্পের উদ্যান বঞ্জ্যা খোপের পায়ারা
সুবর্ণ পঞ্জরে সারী শুয়া বঞ্জ্যা তারা।
হাথিশালের হাথি বঞ্জ্যা ঘোড়াশালের ঘোড়া
ছাগল গারড় বঞ্জ্যা চালের কুমুড়া।
ষোল শত ধেনু বঞ্জ্যা মহিষ কুকুর
পুরীখণ্ড সব বঞ্জ্যা শুন হে ঠাকুর।
শুনিয়া বলেন রাজা শুন গ মদনা
যত কথা কহিলি তুঞি সব প্রতারণা।
স্বপনে দেখ্যাচি মোর শত পুত্র আছে
পুত্র ঘরে থুইয়া সভাই আইলি মোর কাছে।

১ সর্ত্তরগামা

সভাকার ঘরে চাইয়া দেখি একবার
তবে প্রত্যয় মনে হইবে আমার।
ভাল ভাল বলি সব রানী দিল সায়
ঘরে ঘরে পুত্র রাজা চাহিয়া বেড়ায়।
এক শও ঘর রাজা চায় একে একে
সকল ঘর শূন্য কোথা পুত্র নাঞি দেখে।
যতেক শুনিল রাজা রানীর বদনে
প্রিতিত পাইল তাহা দেখিয়া নআনে।
মহল ছাড়িয়া রাজা আসিয়া বাহিরে
জীবন থাকিতে মৃত্যু[১] বাসে নৃপবরে।
আছাড় খাইয়া রাজা পড়ে ভূমিতলে
বনবাসে যাও যোগী যাদুনাথ বলে ॥

॥ করুণা ॥

॥ বারমাসী ত্রাতে[২] ॥

কান্দে রাজা হরিচন্দ্রহে পুত্রের মোহে
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।
সংসারের মধ্যে বালা পুত্র বড় ধন
যার পুত্র নাহি তার বিফল জীবন।
প্রভুর মাআয় শোক বাড়িল রাজার
শিরে করাঘাত হানে করে হাহাকার।
মাথার মটুক রাজা পেলে খসাইয়া
গায়ের জামা জোড়া যত পেলিল ছিড়িয়া।
লোচনের জলে রাজা কিছুই না দেখে
হিয়া জরজর তনু শুকাইল শোকে।
কেবল আছএ শ্বাস তনু অতি খিন
চন্দ্রের সমান মুখ হইল মলিন।
গড়াগড়ি যায় রাজা পড়িয়া অবনী
অজ্ঞান মূর্ছিত শোকে হইল নৃপমুনি।
শতেক সতিনী আর মদনা সুন্দরী
পতিরে ধরিয়া কেহ শিরে ঢা[লে] বারি।
নিকটে আনিয়া কেহ জালিল আনল
উঠিল ক্রন্দন পুরীরমণী সকল।
রাজার মন্দিরে শুনে ক্রন্দনের রোল
এ পাটপড়শী আইল শুনি গণ্ডগোল।
বৃদ্ধ[৩] যুবা কান খোড় কেহ নাঞি রয়
রাজার বাড়িতে মহা কলরব হয়।
সিংহা কোটালের নারী আইসে দেখিয়া
জিজ্ঞাসিল তারে লোক কি কি বলিয়া।
কহিল সভারে সেহ যত বিবরণ
পুত্রশোকে হরিচন্দ্র তেজিল জীবন ॥৪॥
কৌতুকী হইল সভে শুনি সমাচার
মুখলাজে কেহ কেহ করে হাহাকার।
অইমনি সিংহার নারী চ[লি]ল ধাইয়া
পাত্র বিশ্বামিত্রে সব কহিলেক গিয়া।
বন্দী ছিল পাত্র মিত্র সিংহার সদনে
সমাচার শুনি ভয় পাইলা মনে।
সন্ন্যাসীর ক[থ]া সভে জানিল নিশ্চয়
ওথা রাজা হরিচন্দ্র সচেতন হয়।

১ মৃত্ত
২ ভ্রূতে
৩ ব্রর্দ্ধ

সম্বিত পাইয়া রাজা উঠি হীনবল
সভা পানে চাহে [রাজা] আখি ছলছল।
হেটমাথা হইয়া শোকে বসিলা রাজন
নিকটে মদনা কহে প্রবোধবচন।
স্থির হও প্রাণনাথ কি কাজ বিষাদে
বল বিক্রম টুটে বিষাদ প্রমাদে।
সর্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি আছে শাস্ত্রজ্ঞান
শোক [তে]জ চিন্ত রাজা আ[প]ন কল্যাণ।
শোক তেজ হরি ভজ কে কার নয়
হরি সে পরম ধন না কর বিস্ময়[১]।
মাআএ ব্যাপিত তনু লোহ মোহ কাম
মদ মাশ্চর্য ক্রোধ দুঃখপরিণাম।
মদ মাশ্চর্য ক্রোধে না চিন আপনা
ধর্মের দেহারা ভাঙ্গ্যা পূজা কৈলে মানা।
যাহা হইতে হইল সৃষ্টি সকল সংসার
হেন জন সঙ্গে প্রভু বিবাদ তোমার।
ধর্মের বিবাদে তুমি আটকুড়া হইলে
না বুঝিয়া পাত্রের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিলে।
হারিলে প্রিতিজ্ঞায় প্রভু হইব বড় লাজ
বনবাস যাই চল বিষাদে কি কাজ ॥৪॥
অভাগী মদনার কথা না কৈলে গেয়ান
তেঞি সংসার জুড়িয়া হইল এত অপমান।
যতেক বলিনু হিত সব বাস সলি
আটকুড়া হইয়া এখন কুলে থুইলে কালী।
এখন উপায় রাজা নাঞি দেখি আর
সকল ঘুচাইয়া কর বনবাস সার।
শুনহ ভকত লোক হইআ একমন
অপূর্ব প্রভুর মাআ না যায় কথন।
হরিশ্চন্দ্র[২] নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি
দেউল ভাঙ্গিয়া রাজা হইল হতবুধি[৩]।
শ্রীযাতুনাথ বলে শুন সর্বজনে
মদনা ছাড়িয়া রাজা যাতে চায় বনে ॥১২॥

॥ পআর ছন্দ ॥

মদনা বলেন প্রভু নিবেদি চরণে
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাইতে চায় বনে।
আটকুড়া হইলে তুমি দেবতার হটে
নাঞি জানি পরিণামে আর কিবা ঘটে।
শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি তোমারে
রমণী ছাড়িয়া [কে]কবা গেছে বনান্তরে।
বনবাসে রামচন্দ্র গেল দৈবদোষে
তার সঙ্গে সীতাদেবী গেল বনবাসে।
শ্রীবৎস[৪] নামে রাজা [ছি]ল স্বর্গদ্বারে
দৈবদোষে শনি পীড়া করিল তাহারে।
বনবাসে গেল রাজা শুন নৃপতি
তাহার সংহতি দেখ গেল চিন্তা সতী।

---

১ বিস্বয়
২ হরিষচন্দ্র
৩ হতবুঝি
৪ শ্রীবস্ত্র

তোমা বিনে গতি নাঞি শুন গুণমণি
তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী।
তুমি বনে যাবে রাজা সঙ্গে [যা]ব আমি
অন্ন রান্ধিয়া দিব সুখে খাইয় তুমি ॥৪॥
তিলে তিলে প্রাণপণে করিমু সেবন
শুন প্রাণনাথ করি [নি]বেদন।
ইন্দ্র বিহনে নাঞি শোভে সুরপুরী
স্বামী বিহনে প্রভু নাঞি শোভে নারী।
চন্দ্র বিহনে তারা না শোভে গগনে
দোসর হইয়া আ[মি] যাব তোমার সনে।
মদনার আকৃতি[১] রাজা এড়াইতে নারি
ভাল ভাল করি আজ্ঞা দিল দণ্ডধারী।
বিনোদনাথের সুত [যাদু]নাথে গায়
পুত্রের বিহনে রাজা বনবাস যায় ॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

পাত্রমিত্রে রাজ্য করি সমর্পণ
মদনা সহিত রাজা চলিলেন বন।
অপূর্ব প্রভুর মায়া শুন সর্ব নরে
বনবাস যাইতে রাজা যোগিবেশ ধরে।
অ[ঙ্গে]র অভরণ যত [দূ]রে পেলাইল
চাঁচর কুন্তলে দোহে জটা বনাইল।
সকল শরীর কৈল ভস্মে বিভূষিত
রাজা পরিধান করিলেন পীত লোহিত।
পরিলেন মদনা লোহিত খুঞা ভুনি
লোহিত খিলিকায় অঙ্গ ঢাকিলেন রানী।
মদনা যোগিনী হইলা যোগী নৃপবর
দেখিয়া রমণীগণ কান্দে উভরায়।
রাজার গমনে কেহ বুক নাহি বাঁধে
আচুক অন্যের কাজ পশু পাখী কান্দে।
কান্দে সারী শুক পক্ষ খোপের পায়রা
হাতিশালের হাথি কান্দে চক্ষে পড়ে ধারা।
ঘোড়াশালের ঘোড়া কান্দে স্থান ঝাকে ঝাকে
বাচুরী না পীয়ে[২] গাভী[৩] কান্দে তৃণমুখে।
রাজার চরণ ধরি কান্দে প্রজাগণে
নাঞি জীব আমরা সব তোমার বিহনে।
পাত্র বিশ্বামিত্র শোকে হইল জরজর
রাজা পাত্রে কোলাকুলি বিষাদ বিস্তর।
রাজা বলে শুন পাত্র বচন আমার
রাজ্য ভূম্য রাজপাট সকল তোমার।
পুত্রের সমান দেখ্য যত প্রজাগণে
প্রাণের সমান দেখ্য জীবজন্তুগণে।
পাটিয়া শতেক রানী মোর মুখ চাই
কুশলে থাকহ সভে আমি বনে যাই।
কহিতে কহিতে শোক বাড়িল রাজার
দুই চক্ষু হইল রাজার শ্রাবণ ধারার।
পুরীখণ্ড কান্দে শোকে চক্ষে নাঞি দেখে
সভ[া]রে প্রবোধ রাজা কৈল একে একে।
শুনএ ভকত লোক হইআ একমন
[যে]মনি চলিল বনে জয় রঘুনন্দন।
সকল অযোধ্যাপুরী রাম বিদ্যমানে
পাদুক[া] পূজিল যেন থুই[য়া] সিংহাসনে।

১ আকুটি
২ পেয়ে
৩ গাবি

[তে]মনি সুবর্ণ পাউড়ি ছিল হরিশ্চন্দ্রের পায়
পাত্র বিশ্বামিত্র নিল বান্ধিয়া মাথায়।
সিংহাসনে বসাইলা নৃপতিগোচরে
ছত্র দণ্ড দিয়া পূজা করিল তাহারে।
হেনকালে সিংহা আসি নোঙাইল মাথা।
আমারে ছাড়িয়া রা[জা] [যা]বে তুমি কোথা।
তোমার সংহতি রাজা আমি বনে যাব
ব্যাঘ্র ভল্লুক বনে খেদাড়িয়া দিব।
রাজা [বলে] শুন সিংহা আমার ভারতী
অবিরত থাক্য তোমি পাত্রের সংহতি।
যখন যে বলে পাত্র করিয় পালন
এত বলি হরিচন্দ্র করিল [গম]ন।
শ[তে]ক সতিনী আর নগরে নাগরী
সভারে প্রবোধ কৈল মদনা সুন্দরী।
প্রভুর মায়ায় মদনার বুদ্ধি আপার
প্রে[মে] শোক[না] ভুলিল বনের আহার।
ফিরিয়া না চায় যায় রানী নৃপবরে
এড়াইল হস্তিনাপুরী অলক্ষ্যগোচরে।
পাত্র মিত্র প্রজাগণ [সিং]হা কোটোয়াল
ঘরে আইলা কতদুর থুইয়া মহীপাল।
শুনএ ভকত লোক কর অবধান
ধর্মের অভিশা[ে]প কার নাহি পরিত্রাণ
ধর্মের অভিশাপে দেখ রাজা গেল বন
কোথা রইল রাজপাট আর সিংহাসন।
[পু]ত্রশোকে বনবাস যায় রাজ[া] রানী
হেনকালে মায়া করেন দেবের চূড়ামুনি[১]।
মাঝপথে কুকুরিনী লইয়া সাতটি ছা
দুদ খাওআয় চুমু দেই নিহালয় গা।
হেনকালে রাজারানী গেল সেইখানে
এখন এইখানে রহিল গীত যাদুনাথ ভনে॥১৪॥

ইতি শুক্রবার॥

॥ একবলি ছন্দ ॥

মাঝ পথে শ্বান পশু
কোলে করি সাত শিশু।
স্তন দিয়া ছায়ের মুখে
দুগ্ধ খাওায় সুখে।
মাএর উপরে পড়ি
কেহ জাএ গড়াগড়ি।
খেলাএ মায়ের কোলে
দৈবগতি হেনকালে।
রাজারানী যাইতে বনে
উপনীত সেইখানে।
ছানা কোলে কুকুরিনী
দেখিল মদনা রানী।
সকলি ধর্মের মায়া
কৌতুকে খাওায় স্তন
আমার দেখিয়া অস্থির মন।
কি বিধি লিখিল ভালে
আমি শিশু না করিনু কোলে
শুন প্রভু গুণমুনি
মুঞি বড় অভাগিনী।
ছাওয়ালের হাব্যাসে মরি

১ পা চুড়ামুতি

উহার একটি ছানা কোলে করি।
শুনিয়া রানীর বাণী
রাজার কাতর প্রাণী।
তনু দহে শোকানলে
মদনারে রাজা বলে।
উহার একটি ছানা দেখি
মদনা হইল সুখী।
কুকুরিনী কাছে গেল
একটি ছানা কোলে নিল।
তথি প্রভু কৈল বিড়ম্বন[া]
মরিল সকল ছানা।
যাদব পণ্ডিতে গায়
রানী করে হায় হায়॥

॥ পআর ছন্দ॥

রানী বলে শুন বলি রাজা হে ঠাকুর
অকাজ করিলে ছুইয়া রা[নী]র উপজিল দয়া
সম্বোধিয়া প্রাণপতি কহেন মদনা সতী
হোর দেখ প্রভু চাইয়া কুকুরিনী ছানা লয়া
[পথে রহে] পরে[র] কুকুর।
[কি জা]নি কাহার কুকুর যদি দেখে সিয়া
পাছে অপমান করে চল পলাইয়া।
যেইমাত্র এত মনে কৈল রাজা রানী
ও[থা না ন]ড়িল সকল ছানা দেখে কুকুরিনী।
নাড়্যা চাড়্যা দেখে যত ছানা নাহি নড়ে
ডাকিয়া আ[কুল]ভা[ব] রাজা রানী বেড়ে।
যাইতেছিল রাজা রানী ছানা পেলাইয়া
কুকুরিনী দুহাকারে রাখিল বেড়িয়া।
প্রভুর মা[আ]য় দোহাঁকারে না খায় কামড়
সবেমাত্র গায় দিল নখের আচড়।
পরিত্রায় ডাকে স্বান রাজা রানী বেড়ি
শু[নি]তে পাইল তাহা দুরবার্যা হাড়ি।
দুরবার্যা হাড়ির কুকুর জানে সর্বজনে
উভরড়ে ধাইয়া হাড়ি আইল সেইখা[নে]।
মর্যাচে সকল ছানা দেখ্যা দুরবার্যা
রাজা রানীকে যায় করিতে প্রহার।
ক্রোধে কহে দোহাঁকারে কোথা হইতে আলি
[মনে] বুঝি সব ছানা আছাড়িয়া মালি।
রাজারে বাধিয়া লইতে হাড়ি কৈল মনে
ওথা মায়ার সাগর ধর্ম সব তাহা জানে।
রাজার বনবাস ব্যাজ জানি নিরঞ্জন
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে করিল গমন।
যেইখানে রাজা রানী হাড়ি দুরবার
সেইখানে উপনীত হইলা নৈরাকার।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে জলঝারি হাতে
জিজ্ঞাসেন হাড়ির তরে কহে জাতুনাথে॥

কহেন প্রভু নইরাকার শুন হাড়ি দুরবার
ছাড়্যা দেহ এই দুইজনে
দেখ মোর তেজপনা সকল কুকুরছানা
জিআইয়া দিব বিদ্যমানে।

হাড়ি বলে দ্বিজবর ছানা জিআইতে পার
তবে দিব দুহারে ছাড়িয়া
যদি নাঞি জীএ ছানা না ছাড়িব দুই জনা
স্বানা-সনে রাখিব গাড়িয়া।
দুরবার্যা এত কৈতে জলঝারি ছিল হাতে
দিলেন প্রভু সব ছানার গায়
ধর্ম-করের জল পাইয়া সব ছানা উঠিল জীয়া
কৌতুকে মাএর স্তন খায়।
হাড়ি দেখে ছেনা জীল রাজা রানী ছ[া]ড়্যা দিল
ব্রাহ্মণেরে অনেক করিল স্তুতি
কুকুরিনী ছানা লইয়া পরম কৌতুকী হইআ
গেল হাড়ি আপন বসতি।
ওথা রাজা রানী দুই জনে নাঞি দেখে ব্রাহ্মণে
মনে কত করিল স্তবন
জীআইয়া কুকুরের ছেনা রক্ষা করিল দুই জনা
হাড়ির হাতে বাচাইল জীবন।
যেমন ত্যজিয়া মনে রাজা রানী চলে বনে
দেশ বিদেশ ছাড়াইয়া
বহু দুঃখ বনে পাইল শেষেতে বলুকা গেল
কহে যাদু অনাি[দ] ভাবিয়া ॥

॥ পআর ॥

এইরূপে রাজা রানী চলে দিন দশ
খুধায় শুখাইল তনু বলেতে অবশ।
পাছে[তে] মদনা যান আগেতে নৃপবর
বিষম রবির তাপ মাথার উপর।
বৈশাখে বিষম রোদ্র বৃক্ষ নাঞি পথে
আচ্ছাদন দিতে [বস্ত্র] নাঞি আটে মাথে।
পঞ্চ কোশ অবধি মাট তেপান্তর
তৃষ্ণায়[১] পরাণ ফাটে নাঞি সরোবর।
বৈশাখ জেষ্ট [জ্যৈষ্ঠ] বালি অগ্নির সমান
চল্যা যাইতে নারে রানী কাতর পরাণ।
মদনা বলেন প্রভু নিবেদি তোমারে
অরণ্য গহন বন আছে কত দূরে।

১ ত্রষ্ণায়

ধীরে যাও প্রাণনাথ চল্যা যাইতে নারি
হেন মন করে প্রভু এইখানে মরি ।
কহিতে লাগি[ল] [রা]জা শুন গ মদনা
সঙ্গেতে আসিতে তোমায় করিয়াছিনু মানা ।
মানা না শুনিয়া তুমি আইলে মোর সাথে
এখন কেন [বল] রানী [না] পারি চ[লি]তে ।
ধীরে ধীরে আইস রানী নাহি বিলম্বন
বৈশাখ জইষ্ট এইরূপে চলিলা দুই জন ।
আষাঢ় শ্রাবণ বৃষ্টি বরিষা প্রলয়
[বা]ন বাদল মেঘের গর্জন হইল জলময় ।
দিবসে হইল তমী[১] মেঘের প্রতাপে
উপনীত হইলা দোহে উশ্চ এক দ্বীপে ।
সেই দ্বীপে ছিল এক বট তরুবর
তার গোড়া[য়] রহিলেন রানী নৃপবর ।
হেনকালে জলভএ যত পশু[গ]ণে
প্রাণরক্ষা [হেতু] সভাই আইল সেইখানে।
নানা বর্ণে ক্রুমি[২] পোক পঙ্গ[৩] লাখে লাখে
উচ্চ দ্বীপ নিল সভে রাজা রানী দেখে ।
মদনা বলেন প্রভু করি নিবেদন
হেন বুঝি আজি আর না রহে জীবন ।
রাজা বলে মদনা গ ডরাল্যে কি হবে
পশুর ভক্ষণ হই যদি নিশ্চয় খাইবে ।
কেহ কার হিংসা নাঞি বিপদের কালে
এইরূপে মাস দুই গোঙাল তরুতলে ।
বার মাস বনে দুঃখ পাইল মহীপাল
আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে পাঁকইএর জঞ্জাল ।
ভাদ্রে লাগ্যায় মশার জঞ্জাল আশ্বিনে উঙানি
কাত্তিক অগ্রাণ পোষমাঘ শীতেকাঁপে প্রাণী ।
ফাল্গুন চৈত্র কত ভাল বসন্ত সময়
[গি]রিস্মে বৈশাখ জৈষ্টে প্রাণ স্থির নয় ।
এইরূপে বার মাস করিল ভ্রমণ
অবশেষে গেল রাজা বল্লর্কার বন ।
শুনএ ভকত [লো]ক কর অবধান
রাজা বনে যত দুঃখ পাইল তার কিবা পরিণাম ।
ধর্ম্মের মঙ্গল শ্রীযাদুনাথ গান
বল্লকা চলিলা রাজা তেজিবারে প্রাণ ॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

পুত্র বিহনে শোক পাইল রাজন
বহু ক্লেশ পাইল বনে করিয়া ভ্রমণ ।
আর দিন মদনা রানী কহেন রাজারে
এমনি ফিরিব কত কানন ভিতরে ।
রাজ্য ভূমি রাজপাট সকল ছাড়িনু
পুত্র বিহনে [প্রভু] বনবাস আই[নু] ।
তোমার চরণে প্রভু করি পরিহার
পাপিষ্ঠ পরাণে দুঃখ নাহি সয় আর ।
পাট নেত দুরে গে[ল] খুঞ্যার বসন
তাম্বুল বিহনে করি হত্তকী ভক্ষণ ।
মন্দির ছাড়িআ হইনু তরুতলে বাস
সুখভোগ দারুণ বিধি করিল [ন]ইরাশ ।

১ তুমি
২ ক্রিমি
৩ পর্পো

ত[বে] কেন করি প্রভু বনেতে ভ্রমণ
বল্লকার কূলে গিয়া তেজিব জীবন।
করিআ আনল কুণ্ড ঝাপ দি[য়া] মরি
পাপি[ষ্ঠ] জনম যেন না হয় বাহুরি।
রানীর বচন এত শুনিঞা নৃপতি
বল্লকার কূলে দোহে হইল উপ্পনী[তি]।
সক[লি] প্রভুর মায়া শুন সর্ব নর
শোকেতে রাজার হইল জর্জর অন্তর।
বিষাদ ভাবিয়া রাজা করেন রোদন
মদনা রা[জা]কে কহে প্রবোধবচন।
কি কারণে প্রাণনাথ কর হে বিষাদ
নর হইয়া কর তুমি ধর্মের সনে বাদ।
ধর্মের দেহারা ভা[ঙি]গি ভ[াস]াইলে জলে
তথির কারণে প্রভু এত ফল ফলে।
লণ্ডভণ্ড কৈলে ধর্মের ভাঙ্গ্যা দেউলের চূড়া
সেই অপরাধে তুমি [হইলে] আটিকুঁড়া।
যেই জন ধর্মে ঠেকে শুন প্রাণপতি
নানা রোগ দিআ তার তনু করেন শাস্তি।
ধন[পুত্র]হীন হয় [ই]থে নাঞি আন
সাক্ষাতে দেখিলে প্রভু তাহার প্রমাণ।
পুত্রশোক বনবাস আসিবার কালে
কুকুরের [ছা]নাগুলি করিল[াম] কোলে।
মরিল সকল ছানা দুগ্ধ নাহি খায়
আমা সবা সম পাপী আছে হে কোথায়।
কি আর কহিব প্রভু নিবেদি চরণে
কুণ্ড করিতে ব্যাজ হবে অলক্ষণে।
কিবা অগ্নি কিবা জল কর অবধান
জেমতে তোঁমাএ জাউক পরাণ।
মুক্তিপদ বল্লকাএ এই শুন প্রাণপতি
সপ্তসিন্ধু সলিল[১] সঞোগ ভাগীরথী।
ইথে ঝাপ দিয়া চল তেজিহে পরাণ
মুক্তিপদ এই স্থান বৈকুণ্ঠ[২] সমান।
রানীর বচনে রাজা দিল অনুমতি
ধর্ম না ভজিনু আমি জনমিআ খিতি ॥৪॥
যেইমাত্র ধর্ম-শব্দ রাজার বদনে
কৈলাসে অস্থির প্রভু ধর্ম নিরঞ্জনে।
কহিতে [লা]গিল প্রভু শুনহ উল্লুক
আমারে স্মঙরণ করে কোন সেবক।
বন্দিআ পণ্ডিত রাম যাদুনাথ গায়
ভক্ত সেবকে ধর্ম হও বরদায় ॥

॥ ত্রিপদী ॥

কৈলাসশিখরে প্রভু দেব মাআধরে
উল্লুকে কহেন বচন
স্বর্গ মর্ত রসাতল ভাবিয়া বলনা পক্ষ
কে মোরে করে ত স্মরণ।

১ সমিল
২ বৈকুণ্ড

প্রভুর বচনে কহেন উল্লুক
শুন প্রভু দেবরাজা
স্মরণ কে করে তুমি নাঞি জান
যাহা হই[তে] হবে পূজা।
ব্রাহ্মণের ঘরে পূজা না পাইয়া
আমারে কহিলেক কথা
মোর উপদেশে দুই জন গেলাঙ
পঞ্চ পাত্র ঘাটে [য]থা।
সন্ন্যাসীর [বে]শে পাত্রেরে কহিলে
রাজার নাঞি সুত
তোমার বচনে রাজার সহিত
প্রিতিজ্ঞা কৈল অদভুত।
আটু[কুড়া] বলিয়া রাজারে কহিল
শুনিঞা দুখিত মনে
রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রের বিহনে
ফিরিল বল্লুকার বনে।
চরাচ[র] আদি তু[মি] সব [রাখ] তুমি
তোমাকে কি কহিব আমি
তোমার মাআ কিছু না বুঝিতে পারি
ক্ষেণেকে পাসর তুমি।
তোমা[র] মন্দির যে জন [ভা]ঙ্গিল
আর মানা কৈল পূজা
বড় ভাগ্য দেখি তোমারে সে কহি
স্মঙরে হরিচন্দ্র রাজা।
বল্লুকার কূলে শোকে রাজা রানী
মরিতে দুজনে যায়
পূজা যদি লবে তারে রাখ গিয়া
কহিনু তোমার পায়।
উল্লুক-বচনে সকল জানিল
[যতেক] পূর্বের কথা

রাজারে রাখিতে প্রভু নিরঞ্জন
ডাকিলা জগত-মাতা।
আদেশ করিতে আদ্যাশক্তি-মতে
আইল প্র[ভু] বিদ্যমান
[(]কান আজ্ঞা হেতু আমারে ডাকিলে
কহ [প্র]ভু ভগবান।
কলি-অবতারে আপুনি নিরঞ্জন
রামাঞি পণ্ডিত [না]ম
তার পদ [বন্দি] কহে যাদুনাথ
পূরহ[1] আমার কাম।

॥ একাবলি ছন্দ ॥

শুনিঞা প্রভুর বাণী
আদ্যাশক্তি [না]রায়ণী।
সংসারকারিণী স্থিতা
আরাধিনী[2] জগৎ-মাতা।
গৌরী সুখ-চন্দ্রমুখী
ডাকিলেন পঞ্চ সখী।
জআ লক্ষ্মী সর[স্ব]তী
বিজআ আর পদ্মাবতী।
অবিলম্বে আইলা তথা
সভে দেবীরে নোঙাইল মাথা।
পদ্মা বড় প্রিয়[3] দাসী
কহেন পীযূষভাষী।
কোন কার্য আছে তোমা
ঝাটিত কহনা আঁমা।

শুনিঞা পদ্মার কথা
কহেন জগত-মাতা।
শুন সখি বলি তোরে
তোমরা যাহ বল্লুকার তীরে
হরিশ্চন্দ্র রাজা রানী
পুত্র বিনে তেজে ত পরাণী।
আস্যাছে বল্লুকার কূলে
ঝাপ [দি]তে চাহে জলে।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা
সে করিবে প্রভুর পূজা।
পাছে জলে ঝাপ দিয়া মরে
ঝাট গিয়া রাখ তারে।
মোর ঘট যাহ লইয়া
রাজার নিকটে গিআ।

১ পুহর
২ আমাধিনি
৩ প্রীএ

পূজা করহ আরম্ভণ
রাজা রানী ডাক্য দুই জন।
কহিয় তাহার তরে
যদি মোরে পূজা [করে]।
পুত্রবর দিব দান
ইহাতে নাহিক আন।
শুনিঞা দেবীর বাণী
ভাল ভাল পঞ্চে মানি।
ঝটিতি তৎপর হইআ
কনকের [ঝা]রি লৈয়া।
চলিলা বল্লুকার কূলে
পঞ্চ সখী একমনে।
শুন সভে একমতা
দেবীর মাআর কথা।
ভাবিয়া ধর্মের [পা]য়
যাদব পণ্ডিতে গায়॥

পঞ্চ সখী পাঠাইয়া সেবকবৎসলা
চলিল রাজার তরে করিবারে ছলা।
বল্লুকার কূলে যথা আছে রাজা রানী
বর্জি[১]-রূপে সেইখানে গেলা মাআবিনী।
ওথা রাজা হরিচন্দ্র পুত্রের বিহনে
জীবন [তে]জিতে যায় বল্লুকার বনে।
দুই জন দেখিমাত্র উপজিল দয়া
মহামায়া দুই জনে দিল মহা-মাআ।
যত শোক পাইয়াছিল [রানী] নৃপবরে
মহামাআপ্রভাব হেতু সকল পাসরে।

বিশেষ দেবীর মাআ শুন সর্বজন
রাজারে দেখান মাতা ছা[য়া]-স্বপন।
ছায়াতে দেখিল রাজা রাজ্য ভূম্য যত
রাজপাট সিংহাসন আর দেখে সুত।
উত্তম বালক [দে]খ ম[দনার কো]লে
[ছায়া]তে মদনা রানী যেমনি নেহালে[২]।
অপূর্ব প্রভুর মায়া কহন না যায়
ছাআ-স্বপন দেখিয়া দুহে [কা]ন্দে উভরায়।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা মদনারে বলে
অপূর্ব বালক দেখিনু তোমার কোলে।
রাজ্য ভূম্য রাজপাট আর সিংহাসন
পুরী[খ]ও যত কিছু দেখিনু এখন।
মদনা বলেন প্রভু যে কহিলে তুমি
এমনি[৩] সকল প্রভু দেখিলাঙ আমি।
কি জানি দেবে[র মায়া] বুঝিতে [না পা]রি
চল নয় দেশে গিয়া ধর্মপূজা করি।
ধর্ম পূজিলে পাব পুত্র সম্পদ
তারে না পূজিয়া [হয়]এতেক বি[পদ]।
রানীর বচনে বলে হরিচন্দ্র রাজা
ফিরিয়া যাইব দেশে অতিবড় লজ্জা।
কোন সুখে যাইতে বল গ মদনা
ধর্মের দেহারা ভাঙ্গ্যা পূজা কৈনু মানা।
তার তরে দেশে যদি পূজা করি গিয়া
পাত্র মিত্র হাসিবেক এ [ক]থা শুনিঞা।
এ[ই]রূপে রাজা রানী কতবকথনে
হেনকালে পঞ্চ সখী গেলা সেইখানে।

১ বর্জ্জে
২ বেহালে
৩ যেমনি

বল্লুকার ঘাটে কৈল পূজা আরম্ভণ
দেখি[য়া] রাজার হইল বিচলিত মন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানা আয়োজন।
মদনারে বলে রাজা এই[1] কিবা দেখি
বসাইয়া রত্নপাটে কনকের বারি
কোন দেবতার পূজা করে পঞ্চ সখী।
বিবিধ বিধানে পূজে দেবী মাএশ্বরী।
চল দেখি [গি]য়া প্রিয়া করি জিজ্ঞাসন ॥৪॥
জয় জয় হুলাহুলি করি শঙ্খধ্বনি
জানি বা পূজিতে এই পাই নিরঞ্জন।
তটেতে বসিয়া তাহা দেখে রাজা রানী।
যতেক প্রভুর মায়া কহনে না যায়
সকলি ধর্মের মায়া শুন সর্বজন
বন্দিআ পণ্ডিত রাম যাদুনাথ গায় ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

শুন সভে একমতা[2] ধর্মের বিচারকথা
নরলোক বড় উগ্রমতি
ধর্মেরে নাহিক চিনে দুঃখ পায় দিনে দিনে
তথাপি না ভজে যুগপতি ॥৭॥
কপালে লিখন ছিল তেঞি এত দুঃখ পাইল
এইমত [ভা]বে সর্ব নর
ধর্মের কলের পাকে পরিণামে যেই ঠেকে
পাছে ভাবে হইয়া আথান্তর।
দেখি পূজা-আয়োজন রাজা রানী দুই জন
ধীরে ধীরে গেলা সেইখানে
পূজার আরম্ভ দেখি অন্তরে অর্ধেক সুখী
জিজ্ঞাসেন সখী পঞ্চ জনে।
শুন শুন সখীগণ মোর এক নিবেদন
পূজা কর কোন দেবতা
জিজ্ঞাসিল নৃপবরে পঞ্চ সখী কহে তারে
পূজি জগতের মাতা।
[অ]গম্য বল্লুকাবনে কি কারণে দুই জনে
দেহ দেখি নিজ পরিচয়

১ যেই
২ এক মাতা

পূজা হইল অবশেষ যাই মোরা নিজ দেশ
[ক]হ ঝাট [বিল]ম্ব না সয় ।
[শু]নিঞা সখীর বাণী হরিশ্চন্দ্র নৃপমুনি
কহেন আপন নিজ কথা
মুঞি বড় নরাধম কেহ না[ঞি মোর] সম
[ক্ষিতি]তলে জন্ম হইল ব্রথা ।
গৌউড় দেশের নাম শান্তিপুর নিজ ধাম
নাম মোর হরিচন্দ্র রাজা
কি বিধি লিখল ভালে কুবুদ্ধি নাগাল পাইলে
মানা করিলাঙ ধর্মপূজা ।
ধর্মের মন্দির মঠ ভাঙ্গিয়া করিনু [লু]ঠ
[জলে ভাসাইনু সকলে]
[এতেক] আমার কর্ম অভিশাঁপ দিল ধর্ম
আটকুড়া হইনু খিতিতলে ।
মোর অধর্মের গতি [শত রানী বঞ্জ্যাবতী
মদনা দেখহ] বিগুমানে
বিনি স্নানে মোর মুখ নাহি দেখে প্রজালোক
শোকে [তেআগিনু রাজ্য ভূমে ।
তেয়াগিএ] দেশে তবে আইনু বল্লুকার কূলে
প্রাণ তেজিতে করি মনে
কি জানি ধর্মের মায়া রাজ [পাট তেআগিয়া
ছায়া-স্বপন দে]খিনু দুই জনে ।
ক্ষেণেকে না দেখি পুনু শোকে জরজর তনু
মদনা কহিল উপদেশ
[চল ফিরে যাই গারি ধর্মচরণ পূজা] করি
তবে জানি ঘুচে পাপ ক্লেশ ।
মদনার বাক্য শুনি আপনি মনেতে গণি
দেশে যদি [যাইব ফিরিয়া
দেখিয়া এ হেন] কার্যে পাত্র মিত্র প্রজা রাজ্যে
হাসিবেক একথা শুনিয়া ।

এই ভাবনা মনে দেখি তো[মা এই বনে
আমি তোমা করিএ জি]জ্ঞাসা
রাজার বচন শুনি জয়া সখী কহে বাণী
যাদু কহে ধর্মপাদ-আশা ॥

[রাজা রানী দুই জনে] শুন মোর বাণী
দেবীর মাহিত্য যত কহিলে আপনি ।
শুন শুন সখীগণ মোর নি[বেদন
দেবীর পূজার কথা বিবরি]আ বল ।
কার্যসিদ্ধি হেতু কেবা বনে কৈল পূজা
কহিলে প্রত্যয় হয় হরিচন্দ্র রাজা ।
[দেবীর পূজার কথা শুন রাজা রানী]
বনেতে যে কৈল পূজা চামুণ্ডা ভবানী ।
তার পূর্ব কথা কহি শুন নরপতি
মাকণ্ড-[পুরাণে আছে যাহার খেআতি ।
সমাধি] নামেতে এক বৈশ্যের নন্দন
সুরথে করিল পীড়া যমদণ্ড যবন ।
স্ত্রী পুত্র খেদাড়ে [দিল অন্য দেশে
তখন সমাধি] গেলা মুধসের পাশে ।
সুরথ-সমাধি[১]-কথা মাকণ্ড পুরাণে
বিস্তারিতে ব্যাজ হয় শুন [সাবধানে ।
বিকায় সুব]র্ণ যেমত হাটেতে
কাহার শকতি পারে সকলি কিনিতে ।
তেমতি জানিবে ভাই জে হ[য় বর্ণন
অপরূপ হঅ এই] দেবীর কথন ।
সুরথ-সমাধি-বাক্য মেধস সদআ
কহিল দোহার তরে পূজিতে অভয়া ।
[শুনিআ সকল কথা সুরথ] সমাধি
মৃত্তিকাতে গঠিত করিল ভগবতী ।
যথাশক্তি লইল নীর কুসুম সহিত
উপহার [প্রদান করিল যথাশ]ক্তি ।
যেমত করিল কার্য শুনহ মহারাজা
বলিদান অঙ্গের রুধিরে[২] কৈল পূজা ।
পাইয়া [সে সব পূজা উপজিল দয়া
বর] মাগ দুই জন কহে মহামাআ ।
এতেক বচন যদি কহে ভগবতী
জোড় করে দোহে কহে পা[পিষ্ঠ] নৃ[পতি ।
দুর্মতি জনারে] পার কর মহামায়া
রাজ্য শোকে বনে ভ্রমি চঞ্চল হইয়া ।
যতেক বাসনা ছিল [দিল বলিদানে
শরণ লইনু মোরা তোমা]র চরণে ।
সমাধি চাহিল জ্ঞান দিল মহেশ্বরী
দেবীরে প্রণাম করি গেলা নিজ [পুরী ।
বলিল তাহার তরে দেবী মহা]মাআ
পাইব আপন রাজ্য রিপু বিনাশিয়া ।
সুরথের বাক্যে বর দিল ভ[গবতী
বর পাইআ নিজ রাজ্যে চলিলা] ভূপতি ।
শুন রাজা হরিচন্দ্র হইআ একচিত্ত
বাল্মীক পুরাণে কহি দেবীর ম[াহাত্ম্য ।
বাল্মীক পুরাণে আছে অসং]খ্য ভারতী
বিস্তার কহিতে পারে কাহার শকতি ।
দশরথ নামে রাজা ছি[ল অযোধ্যার দেশে
তাহার মাহাত্ম্যকথা] ত্রিভুবনে ঘোষে ।

১ সট সমাদ
২ উধিরে

রাজার অঙ্গুলে এক আছিল বেদনা
কেকই নিরন্ত কৈল করিয়া [সেবনা।
রাজা বলে অ গ রানী আমি বৃ]দ্ধ এবে
যেই বর চাহ রামা দিব তোর তরে।
তখনি প্রমাদ পড়ে শুন সর্ব[জনে
কেকই পড়িল তখন রাজার] চরণে।
ভরথেরে রাজা কর এই বর দেও
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীত্যা কাননে পাঠাও।
[শুনিয়া একথা রাজা হৈল চি]ন্তিত
সহসায় দিল বর দৈবের লিখিত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীত্যা পাঠাইল কাননে
[সুমিত্রা কৌশল্যা পড়ে রাজার চরণে]।
সুমিত্রা কোশল্যা কান্দে পুত্রের লাগিয়া
বনবাস গেল রাম প্রবোধ করিয়া।
পু[রীখণ্ড কান্দে সভে সীতার কারণ]
তাহারে হরিয়া নিল রাজা দশানন।
উদ্দিশে পাঠাইল রাম বীর হনুমানে
লঙ্কার [রাক্ষস রাজা দুর্জয় রাবণে।

অশো]কের বনে সীত্যা দেখি হনুমানে
উদ্দিশ লইয়া আইলা শ্রীরামের স্থানে।
উ[দ্দিশ পাইআ রাম করিল চিন্তন]
মহামায়া পূজিতে করিল আরম্ভণ।
নানা উপহারে কৈল ভবানীর পূ[জা
পূজায় সন্তুষ্ট হৈল দেবী দশ]ভুজা।
শ্রীরাম মাগিল বর দেবীর চরণে
রাবণ মারিয়া সীতা পাব [এ কারণে।
বর দিয়া শ্রীরামেরে দেবী ভগ]বতী
অবিলম্বে গেলা মাতা কৈলাসবসতি।
দেবীর প্রভাব রাজা শুন [দিয়া মন
সীতার উদ্ধার হৈল ব]ধিয়া রাবণ।
পুনরপি গেলা রাম অযোধ্যানগরে
অন্তকালে কৈল বাস [বৈকুণ্ঠনগরে।
দেবীর মাহাত্ম্যকথা] শুন মহামতে
সঙ্খেপে কহিনু কিছু তোমার সাক্ষাতে।
এত শুনি হরিশচন্দ্র [হইল পুলকিত
আনন্দে পুরিল শুনি] যাদবের চিত ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

নৃপতির সনে সখী পঞ্চ জনে কহেন [ডাকি
যেমতে কৃপা] করে জগৎ-মাতা ॥
ধরে বৃদ্ধী বেশ অতি শুভ্র কেশ
গলিত দশন স্বর
অধীনে [রহেন যাহার] ঈশ্বর
তাহার ত নয় ডর।
সেবকবৎসলা ঘটেতে বসিলা
কি কব কৃপার ওর
মধুর সুকথা [কহিলেন মাতা
আনের মনের চোর]।

চর্ম থল থল চিকুর উজ্জ্বল
হাথে তুলসীর মালা
ঘটের উপরে রহেন ভিতরে
তাহা দেখে [সব বালা]।
সচিন্তিত মন হইল রাজন
ঘটেতে দেখিআ বুড়ি
ওষ্ঠ সদা লি[হে] কিবা জানি হএ
দন্ত করে কিড়িমিড়ি।
[বিকট ব]দনা হোর দেখনা
কিবা জানি হয় আজি
এই ছিল ভালে রাক্ষসীরে
পরাণ দিলাম বুঝি।
বল্লুকার কূলে [না ডুবি]লাও জলে
তুমি হইলে মোরে কাল
খাইবার আশে মনিস্বির বেশে
বুড়ী রাক্ষসীর পাল।
রাজা রানী শোকে [ক]র হানে বুকে
ঘন কান্দে উভরায়
অন্তরযামিনী বুঝিয়া আপনি
সদয় হইলা তায়।
শুন দুই[জন] [কা]ন্দ কি কারণ
অন্তরে না কর ভয়
তোমার ক্রন্দনে স্থির নহে প্রাণে
আমি চাহি পরিচয়।
নাহি চিন মো[রে] শুন্য নৃপবরে
নাম মোর আদ্যাশক্তি
উমা কাত্যায়নী মহেশগৃহিণী
শিবা কালী হৈমবতী।
ভ[বা]নী দারিদ্র্যভঞ্জা শর্বানী [শর্বজায়া
আমি হই] সর্বমঙ্গলা

অপর্ণা পার্বতী নাশিনী দুর্গতি
দুর্গানাম গিরিবালা।
মৃড়ানী চণ্ডিকা অভয়া অম্বিকা
আর নাম আছে কত
মোর পূজা কর আমি দিব বর
শুন রে নৃপতিসুত।
যাহারে সহায় [আমি] মহামায়
ভয় গেল সব দূরে
রাজা বলে বাণী শুন ঠাকুরানী
কহি গ তোমার তরে।
তবে পূজি আমি নিজ [রূপ] তুমি
ধর মোর বিদ্যমানে
তবে সে প্রত্যয় মোর মনে হয়
শ্রীযাদুনাথ ভনে[১] ॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

[সেবক]বিষএ মাতা হইলা সদয়
অষ্টাদশভুজা মাতা হইলা মহামায়।
দক্ষিণ করেতে শক্তি সিংহ আরোহণে
[বু]ঝি মটুকখান প্রবেশে গগনে।
মহিষের কেশ মাতা ধরি বাম করে
আরোপিল শক্তিখান বুকের উপরে।
অ[সংখ্য] অস্ত্র শোভে নাহি পরিমিত
বদন মুকুরসম অতি সুললিত।
ডাহিনে গণেশ মাএর বামে ষড়ানন
[লক্ষ্মী সরস্বতী] দুই পাশে দুই জন।

জয়া বিজয়া মাএর চামর ঢুলায়
ধরিলা অশেষ রূপ ঈষত লীলায়।
জেই ম[াত্র হৈলা মাতা] অষ্টাদশভুজা
দেখিয়া মূর্ছিত হইল হরিচন্দ্র রাজা।
যেইমাত্র মূর্ছিত হইল নৃপমুনি
[সেইমাত্র] সাম্য[মূ]র্তি হইলা মায়াবিনী
* * *
বর [মাগ হরি]চন্দ্র কহে ভগবতী।
রাজা বলে কি বর মাগিব মহামাই
ধন সম্পদ [কিছু নাহি আমি চাই]।

১ কয়

২ অতঃপর কীটদষ্ট ও খণ্ডিত বিংশ পত্রের উভয় পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য। এই অংশে মদনা ও হরিচন্দ্রের ভগবতী-পূজা ও চৌত্রিশা স্তব আছে।

সাহিত্যপ্রকাশিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০

আদর্শ পুঁথির কীটদষ্ট ও খণ্ডিত বিংশ পত্রের অবশিষ্টাংশ

অন্তরযামিনী অন্তরেতে জানহ আপনি
পুত্রবর মোরে দেয় নারায়ণী।
কৃপার সাগর মাতা তুমি গুণ[ধাম
পুত্রবর] দিয়া ঘুচায় আটুকুড়া নাম।
ভগবতী বলে শুন বচন আমার
অধর্মী হইআছ তুমি কোন দেবতার।
রাজা বলে শুন মাতা আমার বচনে
অধর্মী হইনু আমি ধর্মের চরণে।
রাজার বচন শুনি কহে ভগবতী
ধর্মের অভিসাঁপে তোমার নাহিক সন্তথি।
আমার ঠাঞি যেবাহ বর কর অবধান
বহুত অশর্য আমি দিতে পারি দান।
মোর অভিসাঁপ যদি পাইলে নৃপবর
তবে সে তোমারে আমি দিতাঙ পুত্রবর।
আমার তরে একভাবে ভজে যেই নরে
সদাই সহায় আমি থাকি তার তরে।
এই লোক সম্পৎ করাই অনুক্ষণে
পরলোকে গতি মাত্র ধর্ম নিরঞ্জনে।
আপনি নিরঞ্জন প্রভু বিষ্ণু-অবতারী
তাহারে ভজিলে বাস হয় সুরপুরী।
শুন রে ভকত লোক হইআ একমন
এই কথা সত্য দেবীর মুখের বচন।
শুন রাজা হরিচন্দ্র ভগবতী কয়
তোরে পুত্রবর আমা হইতে নাঞি হয়।
তবে যদি পাবে পুত্র শুন কহি রাজা
পতি পত্নী একভাবে কর ধর্মপুজা।
বল্লুকায় অর্ধেক মধ্যে দ্বীপ একখানি
অইখানে স্বরূপে আছেন দেব-চূড়ামুনি।
ব্রা[ব]হ্মতি ঘর ভরে রামাঞি পণ্ডিত
সেই সে কহিবেক ধর্মের পূজা নীত।
এই নদীখানির নাম হিমসাগর
ইথে পার হইআ তুমি যায় নৃপবর।
রাজা বলে শুন মাতা নিবেদি চরণে
নদীখানি পার হইআ যাইব কেমনে।
উভে সপ্ততাল ঢেউ দেখি লাগে ভয়
এই বর দিলে জানি ইথে মৃত্যু হয়।
রাজার বচনে মাতা হাসিয়া তখন
ধর্ম ভাবি জলপথে যাও হে রাজন।
সপ্ততাল ঢেউ নহে জল ধুন্ধুকার
জানুপরিমাণ জলে হইআ যায় পার।
উপদেশ বর রাজা আমি দিনু তোরে
পুত্রবর দিব তোমা ধর্ম যুগেশ্বরে।
এমনি শুনিঞা রাজা হরষিত মনে
প্রণাম করিল রাজা দেবীর চরণে।
নানাবিধি স্তুতিপাঠ করে দুই জনে
দেবীর কৃপায় রাজার প্রসন্নবদনে।
যেমন রাজারে কৃপা কৈল মহামায়
তেমতি নায়েকে প্রভু হবে বরদায়।
যেবা গাএ যেবা শুনে তারে দেও বর
জয় যাত্রী আর যত আসিআছে নর।
সভাকারে দেহ বর তুমি মায়াবিনী
চরণে শরণ দিবে [মাতা] নারায়ণী।
রাজার তরে মাতা হইবে সহায়
কৈলাসশিখরে [তবে মাতা চলি যায়]।
পিত্যা ধর্মদাস নাম ধর্মের কিঙ্কর
তার সুতে কৃপা কৈলে ধর্ম যুগেশ্বর।
বন্দিআ পণ্ডিত রাম যাদুনাথ পায়
ভক্ত নায়েকে ধর্ম হবে [বরদায়]॥

একান্ত ভাবিয়া নইরাকার
ধর্মের কৃপার ফলে জানুপরিমাণ জলে
হিমসাগর নদী হইল [পার] ।...
ওথা রামাঞি পণ্ডিত জয় যাত্রী সহিত
ঘর ভরে হক জানাইয়া
রাজা রানী গেল [ঘর]... সেই দিন শুক্রবার
রামাঞি দেখিল দুই জনে ।
রামাঞি পণ্ডিত দেখেন চায়্যা
রাজা রানী [কান্দে অঝোরনয়া]নে
অশ্রুধারা পড়ে বুক বায়্যা ।
দেখি রামাঞি হইলা বিস্মিত
আশ্চম্বিতে দুই জন অশ্রু [করি সংবরণ
বল্লুকায়] হইল উপনীত ।
রামাঞি ডাকিলা দুই জনে
অন্তরে শঙ্কিত হইয়া পায় পায় গোড়াইয়া
প্রণ[মিল রামাঞি-চরণে ।
ধর্ম স্ম]রি কহে যাদুনাথ
রাজা সফল দিন পুত্রবরে চিহ্ন
এতদিনে হইল সুপ্রভাত ॥

[॥ পআর ছন্দ ॥

রামাঞি প]ণ্ডিত বলে তুমি বট কে
কি নাম কোথায় ঘর পরিচয় দে ।
হিমসাগর পার [হৈয়া আস্যাছ এথানে
দা]গুাইয়া দুই জন কান্দ কি কারণে ।
রাজা বলে ধিক মোরে কিবা পরিচয়
গৌউ[র দেশে ছিল মোর রাজত্ব বিষয়] ।
আমার ভাগ্যার নাম হরিচন্দ্র রাজা
মত্ত অহঙ্কারে মানা কৈনু ধর্মপূজা ।
তথির [কারণে আমি হই পুত্রহারা]
পুত্রের বিহনে গোসাঞী রাজ্য হইল ছাড়া ।
দ্বাদশ বৎসর কৈনু কাননে ভ্রমণ
র[াজপাট তেজি আইনু বল্লুকার বন] ।
কি জানি আভাগা প্রিতি প্রভু কৈল দয়া
রাজ্য ভূমি পুত্র আদি দেখিলাম ছাড়া ।
ত[বে সে দুখের কথা কহিনু সমুদায়]
শুনি দেখা দিলেন মোরে দেবী মহামায় ।
ভক্তিভাবে দুই জনে কৈনু তার পূজা
উ[পনীত হৈয়া দেখা দিল দশভু]জা ।
যে কহিলেন মোর তরে নিবেদি চরণে
পুত্র পাবে যদি তুমি পূজ নিরঞ্জনে ।
কহি[ল যে সব কথা কহি তব ঠা]ঞি
বারমতি ঘর ভরেন পণ্ডিত রামা [ঞি] ।
ঐ থানে গিয়া তুমি মাগ পুত্রবর
পার [হইআ হিমসাগর দেখ নৈরা]কার ।
সপ্ততাল জল দেখ্যা ডরাইনু আমি
ধর্ম ভাব্যা পার হও কহিলেন তিনি ।
ধর্ম ভাব্যা [পার হইনু হিমসাগর] নদী
কহিতে সাহস নাঞি দাণ্ডাইয়া কাদি ।
কি আর কহিব প্রভু নিবেদি চরণে
[আর যত দুঃখ পাইনু কহিব কেমনে] ।
এতেক শুনিঞা রামাঞি রাজার ভাষিত
বৈস বৈস দুই জন পাবে মন প্রীত ।

রাজা বলে শুন [প্রভু করি নিবেদন]
ধর্মপদ দেখায় হউক সফল জীবন।
শুন রে ভকত-লোক হইয়া একমতি
মন্দিরে বসিয়া দেখেন ধর্ম যুগপতি।
রামাঞি পণ্ডিত বলে শুন হে রাজন
এখন না দেখিতে পাও ধর্মের চরণ।
বহুত অধর্ম কর‍্যাচ ধর্মের পায়
তার সনে দেখা তোমি না পাবে তথায়।
বারমতি ঘরভরা আজি শুক্রবার
হক গুড়ি লইয়া দোহে থাক নিরাহার।
জয় যাত্রী আসিবেক এ ঘরভরণে
তাহার সহিত দেখ ধর্মের চরণে।
কহেন শ্রীযাদুনাথ ভাবি নৈরা[কা]র
রাজা রানী রহিলেন হইয়া নিরাহার॥

॥ ত্রিপদী ॥

হরিচন্দ্র রাজা বলে শুন হে পণ্ডিত গোসাঞি
নিবেদন করি তুয়া পায়
বহু দিন বনবাস নখ চুলে পূর্ণ [কায়]
মুক্ত করায় আমা সভাকায়।
শুনি রামাঞি পণ্ডিত ভাল ভাল বলিয়া
দিলেন নাপিত ডাকিয়া
আসিয়া নরকুন্দ রাজা রানী দুই জনে
মুক্ত কৈল খেউর করাইয়া।
পুনুরপি রামাঞি কহে শুন রাজা রানী
দূর কর মলিন বসন
শুক্ল বসন লহ বল্লুকার জলে যাহ
স্নান[১] করি আসিয় এখন।
এত বলি দুহাকারে উঠিলা রামাঞি হে
মুক্তাস্নানের আছে নীত
মুক্তাস্নানের কালে পাইয়া হকের গুড়ি
জয় যাত্রী আইলা তুরিত।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে জোড়া শঙ্খ ফুকরে ঘন
গাঁএনে মঙ্গল সমাধিয়া

১ স্থান

নৌতন ধুচনি আনিআ মুক্তা ভরি লয় ধর্ম
পাদুকা রামাঞি থুইয়া ।
আমিনী দেবীর ঝারা কাখে করি লহে
মুক্তা বসাইআ তাথে
গাএন বায়ন সনে জয় যাত্রী এক মেলে
গেলা রামাঞি বল্লুকার ঘাটেতে ।
ঘাটেতে রামাঞি গিয়া মনেতে পড়িল হে
রাজা রানী আইল কি নাঞি আইল
হেনকালে রাজা রানী দাণ্ডাইয়া যাত্রীর পাছু
রামাঞি দেখিতে তাহা পাইল ।
আইস আইস করি দুহাঁরে কহিল হে
রাজা রানী গেলা সেইখানে
ধর্ম স্নান করিবেন ঘাট বাধিব হে
কহে যাদু ধর্মের চরণে ॥

ঘাট বাধিল রে কামিনা বিশ্বাম্বর
এই ঘাটে করিবেন স্নান ধর্ম যুগেশ্বর ।
সত্যযুগে সেত পণ্ডিত এ ঘর ভরিল
সুবর্ণ আনিয়া পণ্ডিত ঘাট বাধিল ।
সেই ঘাটে করিবেন স্নান অখিলের কর্তা
চারি সয় গতিতে স্নান করাইল মুক্তা ।
নরলোক করিবেন এ ঘরভরণ
মানসে মিত্তিকায় ঘাট করিয়া বন্ধন ।
এই ঘাটে স্নান করি ধর্ম যুগেশ্বর
জয় যাত্রী সভাকারে দেও প্রভু বর ।
বন্দিয়া পণ্ডিত রামাঞি যাদুনাথ গায়
মুক্তস্নান করাও রাজা দিয়া জয় জয় ।
মুক্তাস্নান কর‍্যা রামাঞি আইলেন ঘরে
জয় যাত্রী যার যেবা গেল নিজ ঘরে ।
রাজা রানী দুই জনে রহিল গাজনে
হেনকালে রামাঞিকে ডাকিলা নিরঞ্জনে ।

উপনীত হইল রামাঞি প্রভুর সমুখে
প্রণাম করিয়া রহে কর জোড়ি বুকে ।
প্রভু বলে শুন রামাঞি কর অবধান
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন ।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি অবতার
পৃথিবীতে কর [তুমি] ব্রতের প্র[চা]র ।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে কেমনে হইল পূজা
পালিতে নারিব তাহা নরলোক প্রজা ।
তুমি সে করিলে মোর মঙ্গল-প্রচার
তোমার নীত পালিবেক সকল সংসার ।
তুমি যে করিব নীত তাহা [যে] পালিব
সদয় হইয়া আমি তারে বর দিব ।
ভাল ভাল বলি রামাঞি বন্দিল চরণ
জোড় কর করি পুনু করে নিবেদন ।
রামাঞি বলেন শুন গোসাঞি ভকত সা[য়]
বিবাদী মারিলে গোসাঞি কার্য নাঞি হয় ।

তোমার সহিত যেবা করিল বিবাদ
তার পূজা লের প্রভু করিয়া প্রসাদ।
হাসিয়া কহেন প্রভু মধুর বচন
আমার বিবাদী রামাঞি আছে এক জন।
আসিয়াছে সেই জন আমি তাহা জানি
মন দিয়া কহি শুন তাহার কাহিনী।
ভক্তিভাবে চন্দ্রকেতু পুজিল আমারে
তাহার তনয় মোর অপমান করে।
আটকুড়া হইল রাজা অধর্মের ফলে
সে পূজিলে মোর পূজা হয় খিতিতলে।
রামাঞি বলেন গোসাঞি কহি তুয়া ঠাঞি
আসিআচে সেই জন জান হে গোসাঞি।
পুত্র বিনে আসিআচে রানী নৃপবর
তারে বর দিয়া পূজা নেও সয়াল ভিতর।
প্রভু বলেন শুন রামাঞি কর অবধান
অবশ্য রাজারে দিব পুত্রবর-দান।
হরিচন্দ্র হইতে পূজা রহিব সংসারে
আজি হইতে পূজা জানাহ উহারে।
ভাল ভাল বলি রামাঞি উঠিলা ত্বরায়
বসিলা ছণ্ডিলা-তলে যাদুনাথ গায়॥

॥ পআর ॥

প্রভুর বচনে রামাঞি হইলা বিদায়
নাটমন্দিরের তলে বসিলা আসিয়া।
ঘরভরণের সঞ্জোগ ভবানী আপনি
মন্দিরের উদরে আছে নদী বৈতরণী।
ঘর দেখ্যা জয় যাত্রী পার হব তায়
বিশ্বকর্মের তরে ডাকান তথায়।
শব্দ মাত্রে বিশ্বকর্মা আইলা বিদ্যমানে
করজোড়ে প্রণমিল [রামাঞির] চরণে।
রামাঞি বলেন বিশাই শুন মোর বাণী
অবিলম্বে গঠ তুমি নৌকা একখানি।
ঘরভরণের যাত্রী আসিব এথায়
বৈতরণী পার হইলে ব্রত হবে সায়।
বিলম্ব না কর তুমি চলহ সত্বরে
[চার তা]লি গুয়া পান দিল বিশ্বাইরে।
সিদা-পত্র লইয়া বিশাই রামাঞি বন্দিয়া
আপন ভুবনে ত্বরায় উত্তরিল গিয়া।
হিজলের কাষ্ঠ আনি গঠিল তরণী
এখন বুহিত্র কারণে রামাঞি ভাবিলা আপনি।
ধর্মম[ঙ্গ]ল পৃথিবীতে গতাইব নর
[তাহাতে] দিবেন ভর ধর্ম যুগেশ্বর।
সেই বহিত্র বর্‍্যা নিলে কোন ফল ফলে
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অবিলম্বে মেলে।
হেন মনে রামাঞি পণ্ডিত বুহিত্র সৃজিল
ধর্মদাস নামে কুমার তাহারে ডাকিল।
আজ্ঞামাত্রে ধর্মদাস আইল শীঘ্রগতি
রামাঞির চরণে আসি করিল প্রণতি।
রামাঞি বলেন ধর্মদাস শুন বলি তোরে
চারিটি আহিরাণ্ডি তুমি গঠহ সত্বরে।
কিছু নীত আছে ধর্মের এ ঘরভরণে
সিদা-পত্র লৈয়া ঝাট যায় নিকেতনে।
এত শুনি ধর্মদাস হইলা হরষিত
প্রসাদ পাইয়া গৃহে হইলা উপনীত।

যখন মৃত্তিকা আনি করেন গঠন
শুনএ ভকতলোক অপূর্ব কথন।
মহাদেব সাক্ষাত আছেন ত্রিনয়ান
সেইখানে দেখ সবে ব্রতের প্রমাণ।
শিবরাত্রি চতুর্দশী নরলোক করে
ব্রত সায় হয় তার আশী[1] হাটা বুলিলে।
তেমনি জানিবে ভাই বইতরণী-পার
এখন করিল রামাঞি ঘর কাণ্ডারণ।
নিবেদিল যাদুনাথ পুরাণপ্রমাণ
সিদ্ধি বানান বিনে নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

ঘর কাণ্ডারণ করেন রামাঞি
সফল মানস সুখ
সিন্দুরে মুণ্ডিত কূর্মের উপরে
নির্মাণ ধর্মপাদুকা।
কূর্ম বেড়িয়া বাসুকি নির্মাইল
বাসুকি বেড়িয়া খিতি
পৃথিবী বেড়িয়া প্রভুর মন্দির
চারি দ্বার থুইল তথি।
চারি দুয়ারে আমিনী পণ্ডিত
মুক্তায় নির্মাণ করি
পুরাণবিধানে নির্মাণ একে একে
চারি দ্বারে চারি দ্বারী।
পশ্চিম দুয়ারে সেতাই পণ্ডিত
চন্দ্র প্রহরী তার
নীলাই পণ্ডিত পবন প্রহরী
নির্মাল দক্ষিণ দ্বার।
পূর্ব দুয়ারে কংসাই পণ্ডিত
সূর্য তাহার প্রহরী
গাজন-দুয়ারে রামাঞি পণ্ডিত
পলা নির্মাণ করি;

---

১ আসি

দুর্গা আমিনী নির্মাণ করিয়া
প্রহরী খগের রাজা
মন্দির-উপরে মুক্তার শ্বেত চামর
শোভিল পতকা ধ্বজা।
পশ্চিম দক্ষিণে চরিত্র বসুয়া
পূর্বে গঙ্গা আমিনী
পাদুকার বামভাগে হংসরাজ ঘোড়া
ডাহিনে উলুক মুনি।
নানা রঙ্গে চিত্র যতেক নির্মাণ
তাহার নাহি পরিমাণ
সেই কাণ্ডারণ দেখিব যেই জন
হইব ধন পুত্র মান।
রোগ শোক দুখ কিছু না জানিব
হইব রিপুকুল[১]-নাশ
অন্তিম কালেতে এড়াইয়া যমপুরী
অবশ্য সুরপুরে বাস।
ঘর কাণ্ডারিয়া রামাঞি পণ্ডিত
গায়নে [যায়] গায়্যা গীত
পুরাণের মত মূর্খ শাস্ত্রহত
গাইল যাদব পণ্ডিত॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

ঘরকাণ্ডারণ শেষ নিশি ভেল [অবশেষ]
জয় যাত্রী আইল ধর্মঘরে
নানা বাদ্যে আনন্দিত গাএন জুড়িল গীত
রাজা রানী আছে নিরাহারে ॥৪॥

১ অতঃপর অতিরিক্ত, নহয়

হেনকালে রামাঞি পণ্ডিত
ধর্মপূজা করিবারে রাজা রানী দোঁহাকারে
কহেন কিছু পুরাণের নীত।
শুন রাজা হরিচন্দ্র পরমকারণ মন্ত্র
কর তুমি ধর্মসন্ন্যাস
সেবা পায়্যা গূঢ়তর দিব তোমা পুত্রবর
ধর্ম যারে হইয়া প্রকাশ।
শুনহ মদনা রানী পরম নির্গুণ মানি
সেবা কর পূজা-নীত
ঘৃতের প্রদীপ লও ধর্মের গাজনে দেও
একমনে যাত্রীর সহিত[১]।
এতেক দোঁহারে বলি হরিচন্দ্র সাথে করি
[যায়] রামাঞি ধর্মের মন্দিরে
সংকল্প শীঘ্র করি উত্তরী গলায়
দিলেন নৃপবরে।
শুন সভে একচিত ধর্মসকাশ ধর্মনীত
পরম-কারণ
ধর্মসন্ন্যাসের বার সকল দেবতার
পুরে রাজা হইল দেব ত্রিলোচন।
বারমতি[২] ঘর ভরে তাহে [যে] সন্ন্যাস করে
ধন পুত্র অবিলম্বে হয়
সুখে থাকে অনুক্ষণে রোগ শোক নাঞি জানে
পরিণামে যমের নাঞি দায়।
শুনএ ভকতলোকে কেবল পুত্রের পাকে
হরিচন্দ্র হইল সন্ন্যাসী
রামাঞি হরষিত হইয়া আমিনী পণ্ডিত লইয়া
বুহিত্র আনিয়াভিলাষী।
পার হইতে বৈতরণী আনিলেন নৌকাখানি
নানা বাদ্য পরম উৎসবে

১ সহিস
২ বার মুত্তি

রামাঞি কৌতুকী জয় যাত্রী ডাকি
প্রদীপ[১] উছগ কৈল তবে।
কেয় পোড়ে ধূপ ধুনা আনন্দিত সর্বজনা
রাজা করে বাণ প্রহারণ
ভকত সন্ন্যাসী যত রাজা যত করে নীত
কহে ধর্মদাসের নন্দন ॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

শুন হে ভকতলোক হয়্যা একমন
কঠোর সন্ন্যাস রাজা করিল যখন।
কাপালি কপালে জ্বালে ঘৃতের সঞোগে
বিশাশয় বাণ বিধে রাজা দুই ভাগে।
জিভ্বায় বিধিল বাণ দুপাশে দশনখী
জ্বালা নাঞি জানে রাজা পরম কৌতুকী।
ভকত সন্ন্যাসী যত করিয়া কামনা
শক্তি বিধানে কৈল যার যে বাসনা।
মদনা দাণ্ডাইল আসি প্রভুর সমুখে
বাসনসহিত ধুনা জ্বালিলা মস্তকে।
জয় যাত্রী যার যত করিয়া কামনা
মা[ন]স সফল হেতু পুড়িলেক ধুনা।
চারি কড়া কড়ি চাকি দেবেক যাত্রীগণ
তা ব্রত সায় হয় রামা-ঋতু[২] যখন।
ইথে সব লোক যেবা করে অপহেলা
যত কার্য করে সব হয় ত বিফলা।
ঘরভরণ পূজা রামাঞি কৈল যাত্রী-মেলে
পাঠক দক্ষিণা নিল টাকা দিয়া ভালে।
নিবেদিল যাদুনাথ ভাবি নিরঞ্জন
এখন বৈতরণী পার‍্যান দেখি ধর্মের চরণ ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

হেনকালে শুন ভায়্যা রামাঞি জয় যাত্রী লইয়া
করাইতে বৈতরণী পার
নড়ি গাছি করে ধরি জন প্রতি তরী ভরি
একে একে করিল উদ্ধার।
সকল যাত্রীর পাছে রাজা রানী বস্যা আছে
রামাঞি ডাকিল দুই জনে
প্রভুর কৃপার ফলে দুই জন এককালে
পার হইলা আনন্দিত মনে।

---

১ পৃদিপ
২ রিতু

শুনএ ভকতলোক কদাচ না হবে শোক
কহি শুন তার সমাচার
মহাঁনাদে আশী[১] হাটা উড়ষ্যায় হাড়ি-ঝাটা
ধর্ম্মঘরে বৈতরণী পার।
এই সব নীত করে বাস হয় সুরপুরে
ইথে কিছু অন্য মত নাঞি
ডাকি জয় যাত্রীগণ দেখাইতে ঘর কাণ্ডারণ
ধর্ম্মগৃহে চলিলে রামাঞি।
রাজা রানী জয় যাত্রী পুণ্য[২] কর্ম্মে এক স্থত্রী[৩]
বিচার বাড়িল তখন
প্রমাণ দেখ জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কিনা খায় শূদ্র ব্রাহ্মণ।
শূদ্র আনে বিপ্রে খায় তমু যাত্রী লইয়া যায়
নীলাচার নয়[৪] অছল বিচার
দেখিলে সে চাদমুখ ঘুচে তাপ পাপ দুখ
পুনর্জন্ম নাঞি হয় তার।
চৈত্রমাসে শিবঘরে সন্ন্যাসী সন্ন্যাস করে
যত নারী নীলার ব্রত করে
শুন সভে একমতে আর যত ব্রত হইতে
ধর্ম্মঘরে ব্রত একাকার।
শুক্রবার নিরাহার শনিবার একাকার
ধর্ম্মঘরে শনিবার ভাল
শুন সভে একমন দ্বি দ্বি দ্বিধা করে যেই জন
সর্ব্বাঙ্গে হয় তার ধবল।
আর যত পাপ হয় শ্রীযাদুনাথ কয়
সংখ্যা তার দিব কোন জন
একমনে একভাবে দ্বার মুক্ত হইলে সভে
দেখি গিয়া ধর্ম্মের চরণ ॥

১ আসি
২ পুর্ণ
৩ স্রত্রি
৪ নর

একভাবে নিরঞ্জনের পূজিয়া পাতুকা ॥
ডাহিনে[১] ধার খাণ্ডা বামে বন্ধ[২] রথ ছুরি
পশ্চিম তুয়ারে বটে চন্দ্র প্রহরী।
চন্দ্র প্রহরী তার সূর্য কোটাল
জয় যাত্রী মুক্ত হইল পশ্চিম তুয়ারে।
এইরূপ চারি দিগ
দক্ষিণে পবন প্রহরী গরুড় কোটাল
পূর্বে সূর্য প্রহরী চন্দ্র কোটাল
গাজন তুয়ারে গরুড় প্রহরী পবন কোটাল।
জয় যাত্রী দানপতি তুয়ার মুক্ত সার
ধর্মের গাজনে দেও জয় জয়কার।
সভাকারে কর রক্ষা ধর্ম যুগেশ্বর ॥
কহেন শ্রীযাতুনাথ ধর্মের চরণে
নাএকেরে কর দয়া দেব নিরঞ্জনে।
চলিলেন গুরু রামাঞি ঘর দেখাইতে
রাজা রানী গতি আমিনী যাত্রী সাথে।
দেখহ প্রভুর [পদ] সুখে দানপতি
ধন ধান্য পূর্ণ গারি বাড়িবে উন্নতি।
চালু ডালি গুয়াপান [দেও] পাকা কলা
আগনা কড়ির মুঠা পূর্ণ কর্য্য ডালা।
ঠাকুরের দক্ষিণা নেও বুঝি বলেতে
বস্ত্র অলঙ্কার লয় গুরু গায়ে কোলেতে।
মনের মানসে ঘর কর্য্যাছে নির্মাণ
তারে সন্তুষ্ট করিলে হবে ধন পুত্র মান।
যেমত করিবে খরচ তেমনি পূর্ণ হবে
হয় নয় সেই কথা পশ্চাতে জানিবে।
কড়ি সুদ্ধা পূর্ণ হস্তে দেখ প্রভুর পদ
দেখিলে প্রভুর পদ খণ্ডিবে আপদ।
জয় যাত্রী গতি আমিনী হইয়া এক মন
দান দক্ষিণায় দেখ ধর্মের চরণ।
এই যে প্রভুর পদ দেখিবার তরে
দ্বাদশ বৎসর তপ কৈল ব্রহ্মান হরি হরে।
তথাপি প্রভুর পদ দেখিতে না পাইনু
হেন পদবরে বন্দ্যা গঙ্গারে দেখিনু।
যেই অবতার গঙ্গা দেখিনু নয়ানে
সেই অবতার হইল পৃথিবী ভুবনে।
চলিলেন গুরু গোসাঞি দেখাইতে ঘর
ঠেসাঠেসি মিশামিশি যাত্রী থরেথর।
দ্বারী প্রহরী যত ছিল আগলিয়া
দ্বার ছাড়িয়া দিল দক্ষিণা পাইয়া।
বসিলেন গুরু রামাঞি [ঘর] দেখাইতে
হরি হরি বল ভাই ধর্মের পিরীতে।
রামাঞি বলেন দেখ সভে চিত্রের লিখন
ধর্মের তুই পদ দেখ কূর্ম বাহন।
দেখহ বাসুকি নাগ কূর্মবেষ্টিত
ধর্মের মন্দির দেখ আমিনী পণ্ডিত।
চন্দ্র সূর্য প্রহরী দেখ গরুড় পবন
হংস গজ ঘোড়া দেখ উল্লুক মুনিজন।
পণ্ডিত আমিনী দেখ তুয়ারী প্রহরী
মুক্তার নির্মাণ দেখ মন্দির ঝাঝরি[৩]।
চারি দ্বারে চারি ধ্বজা অতি মনোহর
সেই ঘর নির্মাণ দেখিলে অশেষ পাপ হরে।

১ জাহিত্রে
২ মন্দ
৩ ঝাঝরি

অসংখ্যয় পার ধর্ম্মের ঘর কাণ্ডারণ
নির্ম্মাণ করিলে হয় নিশি-জাগরণ।
শুন শুন দানপতি কর অবধান
ভক্তিভাবে গাওাইলে বারমতি পুরাণ।
দেখিল ধর্ম্মের পদ থাকিবে চিরাই
ধন ধান্য পূর্ণ বিত্ত বাড়িবে সদাই।
পুত্র কন্যা হর্ষ মিত্র বন্ধুগণ দারা
ধর্ম্মরাজের আশীর্বাদে সুখে থাকুক তারা।
যাহার কপালে থাকে বিধির লিখিত
সেইজন গাওআয় ধর্ম্মর বার দিনের গীত।
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ঘরভরণে পাইলে
যমপুর এড়াইয়া স্বর্গে যাবে অন্তকালে।
রাজা প্রজা গুরু পণ্ডিত গতি আমিনী আর
জয় যাত্রী গাজনসুদ্ধা সাধু[ন্ধা] মালাকার।
সভাকার মনস্কাম ধর্ম করিবে সফল
ঘরভরণ বারের ফলে অন্তে স্বর্গে পাবে স্থল।
ধর্ম্মরাজের বরে সুখে রবে ইহকালে
এখন জল খাইতে পায় যাত্রী নিয়ম ভাঙ্গা
গেলে।
নিবেদিল যাদুনাথ বন্দিয়া রামাঞি
ঘর দেখিয়া এখন নিয়ম ভাঙ্গ্যা চাই ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

ঘর দেখ্যা যাত্রিগণ পরম কৌতুক মন
চলিলেন নিয়ম ভাঙ্গিতে
কেহ বা নিয়ম ভাঙ্গে কেহ বা নিয়মে থাকে
যার যেমত ভক্তি বিধিমতে।
শুক্রবারে নিরাহারে যে থাকে ধর্ম্মের ঘরে
পরিপূর্ণ ফলাফল পায়
নর যে করে যেমত ভক্তি সেইমত পায় মুক্তি
এই বাক্য জানিয় নিশ্চয়।
শুনএ ভকত লোকে কেবল পুত্রের শোকে
রাজা রানী রইল নিরাহারে
গীত নাট অভিলাষী প্রভাত হইল নিশি
জয় যাত্রী গেল নিজ ঘরে।
প্রভাতে রামাঞি সুখী সন্ন্যাসী সকলে ডাকি
ধর্ম্মসন্ন্যাস করাইতে
হইয়া সভে করপুটে ভারার উপরে উঠে
দাণ্ডাইল প্রভুর সাক্ষাতে।

ধর্ম ধর্ম উশ্চ স্বরে সন্ন্যাসী সকলে বলে
সূর্য-অর্ঘ্য দিল এক মনে
যার যেই আছে পাট কারে করে চৌষাট
ঝাপ দেই প্রভুর বিদ্যমানে।
কেহ ভাঙ্গে একাসন কেহ ঘুরে আর পন
চন্দ্রপাট কেহ অনুসারি
টাঙ্গি আট হোগোল পাতা যার যে ভাঙ্গে ভক্তা
হরিচন্দ্র ভাঙ্গে মানগিরি।
পাট ভাঙ্গেন নৃপবর দেখে ধর্ম যুগেশ্বর
অন্তরে হইল বড় দয়া
অবশ্য রাজার তরে দিব আমি পুত্রবরে
তুষ্ট হইনু ভক্তি দেখিয়া।
ভারা হইতে নাবি সভে প্রভুর চরণে তবে
ভূমে লুটি করিল প্রণাম
সন্ন্যাসীর কঠুর দেখি অন্তরে হইল সুখী
বর দিল পূর্ণ হউক কাম।
তবে সন্ন্যাসের পরে রামাঞি গাএনের তরে
জোড়াইল ধর্মমঙ্গল
নানা বেশ অলঙ্কারে পূর্ণ ডালা লইয়া করে
জয় যাত্রী আইল ধর্মঘর।
সমাধান হইল গীত ধর্ম পূজার নীত
রামাঞি করে এক মনে
ধর্মদাসের সুত ধর্মপদে অনুগত
নৌতন মঙ্গল সুরচনে॥

॥ পয়ার ॥

কি কহিব আরে সখি আজুকার আনন্দের ওর
বহুদিনে মাধব মাধব মন্দিরে মোর॥

ধর্ম পূজিব রামাঞি পরম কৌতুকে
আমায় রচনা করেন প্রভুর সম্মুখে।
নানা বর্ণে আমায় পাতেন সারি সারি
সংক্ষেপে কহিব তাহা বিস্তারিতে নারি।
আতব তণ্ডুল দিব্য পাকা রম্ভাফল
ঘৃত মধু শর্করা বাওন নারিকেল।
আমায় উপর চিনি করিল নৈবিদ্য

নানা বর্ণে চা[ল]ভাজা তাম্বূল মুখশুদ্ধ।
দুই দিগে ধুপ ধুনা জ্বালিল পাঞ্জলা
রামাঞি ধর্ম পূজিতে বৈসেন শুভক্ষণ বেলা।
উত্তর বদ[নে] রামাঞি কৈল আঁচমন
পঞ্চ দেবতা আগে করিল পূজন।
অনাদি পূজেন শেষে বেদ উশ্চরি
জোড়া চাঁদমালা দিল পাদুকার উপরি।
রামাই পণ্ডিত যতেক পুণ্য কিবা তার লেখা
পূজাকালে নিজরূপে দেন প্রভু দেখা।
এক ভাবে আদ্যাশক্তি করিল পূজন
দেবী ধর্মে দুই জনে বসিলা একাসনে।
নানা উপহার দি[য়া করিলে]ন পূজা
অবশেষে বলিদান শুক্ল দুই [অ]জা।
আগে মনঞি আগম গোত্রে দিল খণ্ড খির
পলাশ-পাত্রে[১] দেবীর প্রীতে দিলেন রুধির।
শুন হে ভকতলোক [হ]ইয়া একমন
সেইকালে করিলেন [রা]মাঞি লুইআর
স্বজন।
যেই অজা বলি দিল প্রভুর সাক্ষাতে
তার মুণ্ড পূরিলেন নৌতন হাণ্ডিতে।
অপুত্রক নারী যেবা থাকে মহীতলে
লুইয়া কোলে করিলে তার পুত্র হয় কোলে।
হেন মনে রামাঞি পণ্ডিত স্বজিলেন লু[ইয়া]
পূজা কৈল দেবী ধর্ম আনন্দিত হইয়া।
[ঢাক] ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি হয়
জোড়া শঙ্খ বাজে ঘন রামা জয় জয়।
ভেউর কল্লার স[া]নি বাজে লাখে লাখে
[জয়] যাত্রী মাগে [ব]র প্রভুর সমুখে।
যার যে বাসনা ছিল মাগিলেন বর
সভাকারে দিলেন বর ধর্ম যুগেশ্বর।
নিয়ম জল টীকা লইয়া যাত্রী গেল ঘর
দাণ্ডাইয়া দেখে তাহা রানী নৃপবর।
রাজা বলে শুন আগ মদনা সুন্দরী
বর পাইয়া জয় যাত্রী গেল ঘরাঘরি।
রামাঞি [পণ্ডিত] যত করিল আশ্বাস
পাপিষ্ঠ কর্মেতে [বু]ঝি হইল নৈরাশ।
আমা সভা প্রতি রামাঞি হইল পাসরণ
কি বুদ্ধি করিব প্রিয়ে কহনা এখন।
মদনা বলেন [প্রভু] শুনহ নিবেদি
নয়ান থাকিতে দুটি প্রয়োজন কি।
উপদেশ কহি [প্র]ভু জিজ্ঞাসিলে যদি
প্রভুর সমুখে আ[স্যা] দাণ্ডাইয়া কাদি।
ক্রন্দন শুনিয়া প্রভুর উপজিব দয়া
পতিতপাবন ধর্ম দিবেন পদছায়া।
এমনি যুকতি দোঁহে [ম]নে অনুমানি
কহেন শ্রীযাদুনাথ কান্দে রাজা রানী॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

কান্দে কান্দে রাজা রানী প্রভুর সমুখে
উশ্চস্ব[রে] কান্দে দোহে করাঘাত বুকে।
প্রভু-পাদপদ্ম দোঁহে দেখিবারে পায়
ফুকরি ফুকরি দুহে কান্দে উভরায়।
কি হইল বলিয়া কান্দে হরিচন্দ্র রাজে
দোহার ক্রন্দন প্রভুর পাদপদ্মে বাজে।
অস্থির হইলা প্রভু ধর্ম যুগেশ্বরে
রামাঞি রামাঞি বলি ডাকিলা সত্বরে।

১ পলস গোত্রে

রাজার ক্রন্দন রামাঞি শুনিয়া শ্রবণে
করজোড়ে দাণ্ডাইল প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু বলেন শুন রামাঞি [অ]মার বচন
কি কারণে দাণ্ডাইয়া কান্দ দুই জন।
রামাঞি বলেন প্রভু তুমি মাআধর
ভূত ভবিষ্যতি তুয়া কিবা অগো[চর]।
অন্তরযামিনী অন্তরেতে জানহ আপনি
পুত্র বিনে দাণ্ডাইয়া কান্দে রাজা রানী।
সদয় হইয়া তুমি রা[জা]য় দেহ বর
রাজা প্রকাশিব পূজা সয়াল ভিতর।
ভাল ভাল করি প্রভু কহিল রামাঞিরে
পুত্রবর দিব [আমি] রানী নৃপবরে।
প্রভুর বচনে রামাঞির আনন্দবিধান
রাজা রানী দো[হারে দি]লেন হাতসান।
আছিলেন দুই জন প্রভু-পানে চায়্যা
মানসে ধাইল রামারি ইঙ্গিত পাইয়া।
বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ গায়
প্রভুর সাক্ষাতে রাজা পুত্রবর পায়॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

প্রভু বলেন নরপতি পুত্রবর দিব যদি
এক বাক্য কর অবধান
পুত্র পায়্যা নৃপবরে কি জানি পাসর মোরে
সত্য ক[র] মোর বিদ্যমান।
শুন শুন নৃপমুনি শুন গ মদনা রানী
কেমনে করিবে মোর পূ[জা]
আগে দুহে সত্য কর [ত]বে দিব পুত্রবর
নএ পুত্র না[ঞি] পাবে রাজা।
রাজা ব[লে] শুন গোসাঞি যেমনি পূজিল রামাঞি
তেমনি পূজিব যথাশক্তি
সত্যে আছে কোন কাজ এত দুখে নাঞি লাজ
পশ্চাতে জানিবে মোর ভক্তি।
বড়ই নিষ্ঠুর বাণী কহেন দেব চুড়ামুনি
শুন শুন হরিশ্চন্দ্র রাজা
যেই পুত্র তুমি পাবে বার বৎসরের [হ]ে]ব
তাহা দিয়া যদি কর পূজা।
ইথে যদি থাকে আন মনে কর অনুমান
বুঝিয়া মাগিয়া লহ বর

এত শুনি রাজা [রা]নী মুখে নাঞি স্বরে বাণী
দোঁহে [দোহা] চাহে সকাতর।
রাজা রানী মনভঙ্গ লোহেতে তিতিল অঙ্গ
শুনি প্রভুর নিষ্ঠুর বচন
কহেন শ্রীযাদুনাথ হইয়া মোরে সুপ্রভাত
পুত্রবর দেয় নিরঞ্জন ॥

মদনা সহিত যুক্তি করি সমাধান
বার বৎসরের পুত্র দিব বলিদান।
সত্য সত্য কৈল দুহে প্রভুর সাক্ষাতে
স[দ]য় হইলা প্রভু পুত্রবর দিতে।
শুন [রাজা] হরিশ্চন্দ্র মুখের বচন
উত্তম বালক পাবে ভুবনমোহন।
শুন গ মদনা মনে মান গ সফ[ল]
একভাবে ভক্ষণ করহ পুষ্প-জল।
মদনার পুষ্প-ঋতু[১] হবে পুষ্প-জলে
লুহিচন্দ্র পুত্র পাবে লুইয়া কর কোলে।
এত যদি কহিলেন ধর্ম নিরঞ্জন
শুনি[আ] হইল রাজা বিচলিত-মন।
করজোড়ে বলে রাজা শুন কৃপাময়
তোমার বচনে[২] মনে মানিলাম বিস্ময়।
মদনার পুষ্প-ঋতু তোমার পুষ্প-জলে হবে
ইহার প্রমাণ মোরে অবশ্য দেখাবে।
প্রভু বলেন হরিচন্দ্র দেখিবে সাক্ষাতে
মোর পুষ্প-জল ঝাট তুল্যা লয় হাথে।
দক্ষিণ মুখে স্রোত বহে হিমসাগর নদী
অই জলে পুষ্প লয়্যা পেল শীঘ্রগতি।
হেট এড়্যা পুষ্প যদি ধায় ত উজান
তবে পুত্র পাবে রাজা ইথে নাঞি আন।
এত শুনি রাজা ধর্মের পুষ্প-জল লয়্যা
হিমসাগরের জলে দিল পেলাইয়া।
উজান ধাইল জল ধর্মের কৃপায়
দেখিয়া হইল রাজা পুলকিতকায়।
প্রতীত পাইআ দোহে হরষিত মনে
আসিয়া কহিল প্রভুর ধরিয়া চরণে।
গোসাঞি তোমার বচন সার মনে জানিলাঙ
এখন পুত্রবর দেয় ব্যাজ নাঞি [পাঙ]।
শুনএ ভকতলোক কর অব[ধান
স]কলি ধর্মের মায়া ইথে নাঞি আন।
আ[প]নার পূজাপ্রকাশ ভাবিয়া মনেতে
ক[হিতে] লাগিলেন ধর্ম রামাঞি পণ্ডিতে।
শুন হে রামাঞি পণ্ডিত মোর এক বাণী
মদনার কোলে লুইয়া দেহ হে আপনি।
তোমা[য়] আমায় কিছু নাহি ভিন্ন ভাব
লুইয়া কোলে দেও রানী পাউক পুত্রলাভ।
প্রভুর বচনে রামাঞি আনন্দবিধান
মদনারে বসাইল প্রভুবিদ্যমান।

১ রিতু
২ চরণে

গ[ল]ায় কাপড় দিয়া মদনা সুন্দরী
আসন করিয়া বৈসে প্রভু বরাবরি।
ধর্ম ধর্ম মদনা চিন্তেন এক মনে
রামাঞি লুইয়ার হাণ্ডি আনিল তখনে।
লুইয়া কোলে মদনার রামা[ঞি] দিল তবে
[লুই]চন্দ্র নামে রানী পুত্র তুমি পাবে।
পুনুরপি পুষ্প-জল রামাঞি লইয়া
মদনার মুখে দিল ধর্ম ধর্ম ভাবিয়া।
পুষ্প-জল যেই রানী করিল আহার
দুই বস্তু অন্তরেতে দুই সঞ্চার।
পুষ্পে পুষ্প হইয়া গেল ঋতু হইল জল
প্রভুর কৃপায় রাজা রানীর [সফল]।
বড়ই সাধক ভাই রামাঞি পণ্ডিত
সেই লুয়া জলে নয়্যা জিয়াইল তুরিত।
নিজ র্য্য কাড়ে সে জীবন্যাস পায়্যা
যথা রাখে তথা থাকে ভাজনা হইয়া।
রামাঞি হইতে হইল লুয়ার সৃজন
মদনা লইয়া কিছু শুনহ এখন।
পুষ্প-জল পান কৈল মদনা যুবতী
রাজা রানী প্র[ভু]পদে কৈল নানা স্তুতি।
দোহার স্তবে বশ হইলা ধর্মরায়
রাজাকে কহিল দেশে হইতে বিদায়।
আজি হইতে মদনা হইল ঋতুবতী
লুইচন্দ্র নামে তোমার হইবে সন্ততি।
এত শুনি হরিশ্চন্দ্র হরিষ-অন্তর
কহিতে লাগিলা কিছু প্রভু-বরাবর।
রাজা বলে শুন গোসাঞি নিবেদি তোমারে
দেশেরে যাইতে আজ্ঞা করিলে আমারে।
নিজ রাজ্য নিল পাত্র আটকুড়া বলিয়া
আমার সাহস নাহিক যাইতে দুই জনে
ফিরিয়া।
যদি কৃপা কৈলে প্রভু অধমের প্রতি
তবে সন্য-সামন্ত দেও কিছু আমার সংহতি।
আমি রাজা হরিচন্দ্র ত্রিভুবনে জানি
যেমনে হইবে ভাল বুজহ আপনি।
হাসিতে লাগিলা প্রভু রাজার বচনে
এখন কাল বেকাল দ্বারী ডাকে যাদুনাথ ভনে॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

কাল বেকাল দুই জন আমার বচন শুন
ঝাট চল হস্তিনানগরে
মনষ্য-আকার ধরি বঞ্চিআ রাজার পুরী
রাজহস্তী আ[নহ] সত্বরে।
তিল না[১] করিহ হেলা কাহার সহিত দোলা
আন ঝাট না ক[রিহ] ব্যাজ

[১] তিন বা

পূজিব আমার তরে হরিচন্দ্র নৃপবরে
দেশে গেলে পূর্ণ হয় কাজ।
প্রভুর আরতি পায় কাল বেকাল [ধায়]
নিজ রূপ তেয়াগিয়া দূরে
দিবা অবসান করি প্রবেশে রাজার পুরী
[চি]নিতে না পারে কোন নরে।
শুনএ ভকতভাইয়া সকলি প্রভুর মায়া
ইথে কিছু নাঞিক অন্যথা
রাজহস্তী যে[ই]খানে প্রবেশিয়া দুই জনে
ছাড়্যা দিল হইয়া হরষিত।
রাজহস্তী করি ছাড়া গিয়া কাহারপাড়া
গোপথে কহিল সভাকারে
রাজা আসিবেন দেশে বিলম্ব করহ কিসে
দোলা লয়্যা চলহ সত্বরে।
কাহার এতেক শুনি পরম আনন্দ মানি
দোলা লইয়া চলে কুতূহলে
আগ্যাইল রাজহাতী কাল বেকাল হৃষ্টমতি
উপনীত বলুকার কূলে।
শুন ভাই সর্বলোকে ওথা পাত্র স্বপ্ন দেখে
[রা]জা যেন আইসে নিজ দেশে
জাগিয়া উঠিল দুঃখী[১] করে কচালিয়া আখি
চা[য়্যা] দেখে রজনী প্রকাশে।
চমকিয়া প্রভাতে উঠে উপনীত রাজপাটে
বসিলেন সভা করিয়া
হেনকালে সিংহা আসি পাত্রে কহে দ্রুত ভাষী
হস্তিনাএ আইসু দেখিয়া।
কোটালের বাক্য শু[নি] পাত্র প্রমাদ গণি
স্বপ্নকথা নিশ্চয় [জা]নিল

১ দুঃক্ষি

কারে কিছু নাঞি বলি রাজপাট হইতে উলি
গুপ্তরূপে রহে লুকাইয়া।
ওথা কাল বেকাল দুই জনে হস্তি দো[লা] করী সনে
উপনীত প্রভুর গোচরে
যাদুনাথ কহে বাণী বর পায়্যা রাজা রানী
পুনরপি চলিল দেশেরে ॥

বর পায়্যা রাজা রানী আনন্দিত মানি
পুনরপি করে দোহে দেশেরে সাজনি।
দেবী ধর্মের পদ রাজা বন্দি করপুটে
রামাঞি বন্দিয়া উঠে কুঞ্জরের পিঠে।
এ তিন জনের লয়্যা পদধূলা
নানা বেশে অভরণে চাপিলেন দোলা।
কাল বেকাল নৃপতি আগে দিল নিরঞ্জন
মহাঁমায়া কৃপা করি দিল দানাগণ।
যতেক বাজনা ছিল প্রভুর গাজনে
রাজার সংহতি করি দিলা [নি]রঞ্জনে।
চলে রাজা হরিচন্দ্র আপনার দেশে
নানা বর্ণে বাদ্যভাণ্ড বাজে চারি পাশে।
ধাঙ ধাঙ দামামা বাজে ডিণ্ডি ডিণ্ডিন নাগরা
ভোঁ ভোঁ ভেউর বাজে বাজে সপ্তস্বরা।
নানা বাদ্যে উতরোল তোলপাড় মাটি
ঝাঁ ঝাঁ কাড়ার বাদ্য ঘন পড়ে কাঠি।
আর যত বাদ্য বাজে তার নাহি পরিমাণ
চলিল দেশেরে রাজা ইন্দ্রের সমান।
আগে পাছে সেনাগণ ধায় কুতূহলী
দিবসে হইল তমী সেনা পদধূলি।
অইকান্ত ভাবিয়া রাজা অনাদির পায়
বলুকা করিলে পাছে ঈষত লীলায়।
যাদুনাথ বলে পাত্র চমকিত কায় ॥

দেশেরে আইল রাম রঘুকুল হেথা।
অযোধ্যার লোক বলে পোহাইল রজনী ॥

পুনরপি হরিচন্দ্র আ[ইল দেশে]রে
পাত্র বিশ্বামিত্র শুনি চিন্তিত অন্তরে।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমন
যেমনি আইল দেশে জয় রঘুনন্দন।
দ্বাদশ বৎসর রাম ছিলা বনবাসে
সীতা লইয়া পুন যেন আইল নিজ দেশে।
[রা]মচন্দ্র আইল দেশে শুনি গুহাগণ
অযোধ্যার পুরীখণ্ড ধাইল যেমন।
তেমনি আইল দেশে হরিচন্দ্র রাজা
আগাইয়া মাথা নোয়াইল যত প্রজা।
পরম আনন্দ-মন সিংহা কোটয়াল
আগ্যাইয়া চলে আনিবারে মহীপাল।
দোলায় মদনা নৃপ কুঞ্জরের পিঠে
উপনীত হইল রাজা যথা রাজপাটে।
রাজপাটে বৈসে রাজা পুলকিত[কা]য়
মদনা উলিলা ভূমে থাকিয়া দোলায়।
রাজহস্তী সিংহা লইয়া গেল হাথিশালে
কাহার লইয়া দোলা নিজালয় [চ]লে।
ওথা কাল বেকাল নৃপবরে কহিয়া তথায়
সন্ত-সামন্ত লইয়া হইল বিদায়।

বলুকায় কূলে গেলা যথা নিরঞ্জনে
এখন মদনা চলিলা ঘরে যাদুনাথ ভনে ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

হরিচন্দ্র আইল নিজ ঘরে
একেলা শতেক রানী পরম আনন্দ মানি
চলিলা মদনা আনিবারে ।
নানা বেশ অভরণে এ পাটপড়শী সনে
মদনারে আনিল অ[শ্চি]য়া
নিজ মনপরিতোষে প্রবেশে মহলবাসে
জয় জয় রামাগণ দিয়[া] ।
বসাইল [র]ত্নখাটে শত রানী করপুটে
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা
দ্বাদশ বৎসর বনে আছিলে কেমন মনে
কোন কার্য্য সিদ্ধি হইল তথা ।
কহনা সে সব বাণী শুনিএগ জুড়াক প্রাণী
কেমনে আছিলে বনবাসে
ফুকরি ফুকরি কাঁদে কেশপাশ নাঞি বাঁধে
লোহেতে সভার অঙ্গ ভাসে ।
দেখি সভার মায়া মো মদনার আখির লো
সঘনে [পড়]এ বুক বায়্যা
বনে যত পাইল দুঃখ হইল আমার সুখ
কহেন সতিনী প্রবোধিয়া ।
শুন গ সতিনীগণে যত দুঃখ পাইল বনে
সংক্ষেপে কর্‌হ অবধান
ভ্রমিয়া অনেক দেশে প্রথমে বৈশাখ মাসে
রবিতাপে অস্থির পরাণ ।
বৈশাখ জইষ্ঠে জলন্ত বালি পুড়এ পদের তলি
চলিতে তিলেক নাহি বল

সরোবর নাঞি মাঠে ত্রষ্ণাএ পরাণ ফাটে
খাইতে নাহিক পাই জল।
রবিতাপে পোড়ে গা তিলেক না বহে বা
বৃক্ষ নাহি মাট তেপান্তর
বস্ত্র নাঞি দিতে মাথে ঘামেতে সর্বাঙ্গ তেতে
কালি-প্রায় হইল প্রাণেশ্বর।
ভোক শোষ[বাড়ে] দিনে[১] কিছু নাঞি দিতে প্রাণে
অস্থিসার তনু হইল খীণে
আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাস বৃষ্টির নাঞি [দিশপাশ]
দুই জন ভিজি রাত্রি দিনে।
সমুদ্র করিল বন উশ্চ দ্বীপে নিল জল
বান বাদল মেঘের গর্জন
হেটে জল উপরে জল সারমাত্র তরুতল
পশুভএ অস্থির পরাণ।
আর দুঃখ পাইলাম যত বিবর‍্যা বলিব কত
আশ্বিনে মশার বড় জ্বালা
অসংখ্য অপার খায় শব্দ নাঞি পাই গায়
সকল শরীর হইল কালা।
আশ্বিনে গহিন ঘন অবিরত বরিষণ
মেঘ শীতে তনু কম্পমান ॥৪॥
কি কহিব দুঃখের বাণী কার্ত্তিকে উড়িল উয়ানি
কামড়ে অস্থির কৈল প্রাণ।
বিষম কার্ত্তিক ঝড়ে গাছ উপাড়িয়া পা[ড়ে]
কত কষ্টে বাচিল পরাণ
মাস্তর পোষ মাসে শীতেতে পঞ্জর ভাঙ্গে
গাএ দিতে নাহিক বসন।
ফাগুন চৈত্র মাস হইল মলআর বা
ঘুমে চক্ষ্য মেলিতে না পারি

১ বিনে

বসন্ত মদন যত শোকজালে হইল হত
দুঃখ পাইয়া বনে ফিরি।
দ্বাদশ ব[ৎস]র পরে গেলাম বল্লুকার তীরে
পূজা করিলাম মহামায়া
আমা সভা দোঁহা দেখি আদ্যাদেবী চন্দ্রমুখী
বর দি[ল] সদয় হইয়া।
বল্লুকার অর্ধেক মাঝে তথা স্থিতি ধর্মরাজে
পূজিতে কহিল তার কায়
তারে যে করিনু সেবা পরমাণ দিইব কিবা
বর দিল সদয় হইয়া।
বর দিল যুগেশ্ব[রে] ফিরিয়া আসিতে ঘরে
পথেতে হইলাম ঋতুবতী
বনে যত পালাম দুঃখ সকল হইবে সুখ
যদি কোলে পাই গ সন্ততি।
মদনার বাক্য শুনি পরম আনন্দ মানি
মদ[না]র করেন সেবন
ওথাএ নৃপতি লইয়া শুন রে ভকতভায়্যা
কহে ধর্মদাসের নন্দন ॥

রাজপাটে হরিশ্চন্দ্র যদি কৈল স্থিতি
পাত্র বিশ্বামিত্র ওথা করেন যুকতি।
পুত্রশোকে রাজা রানী গেল বনবাসে
কি ধন [ল]ইয়া পুনু আইল নিজ দেশে।
কোন দেবতা না জানি দয়া কৈল বনে
লয় সন্ত-সামন্ত লইয়া আইল কেনে।
সত্য মিথ্যা এক বাক্য জানি গিয়া সবে
লুকাইয়া থাকিলে ভাল নাঞি হবে।
এমনি যুগতি সভে করি নিরূপণ
নৃপ সম্ভাষিতে চলে লয়্যা আওজন।
হরিহর পুরোহিত হৃদয় আনন্দ
আশীর্বাদ ধান্য দূর্বা লয় মাল্য গন্ধ।
পাত্র বিশ্বামিত্র লয় দিব্য বহুমূল্য
চিনি ফেনি লবাত লয় পীযুষের তুল্য।
মোনাম সন্দেশ লয় গুবাক অপার
মিষ্ট বাওন নারিকেল ভক্ষণে সুসার।
নানা দ্রব্য লইলেক হইয়া হরষিত
একযোগে চলে পাত্র মিত্র পুরোহিত।
ওথা রাজা হরিচন্দ্র কহে সিংহাইরে
পাত্র মিত্র কেন দেখা নাঞি দেই মোরে।

সভারে ডাকিয়া ঝাট আন কোটয়াল
আপনার দোষে দুঃখ [পাইমু চি]রকাল।
এত যদি কোটয়ালে কহে নৃপরায়
ওথা পথে হইতে পাত্র মিত্র শুনিবারে পায়।
যে কিছু আছিল সন্ধে পাত্র মিত্রের মনে
শুনিয়া হরিষে চলে নৃপসম্ভাষণে।
পাছে পাত্র বিশ্বামিত্র [আ]গে পুরোহিত
রাজার সভায় গিয়া হইল উপনীত।
পাত্র বিশ্বামিত্র ভেট রাখে চারি পাশে
পণ্ডিত স্বস্তিক পঠে অশেষ বিশেষে।
করপুটে বিপ্রপদ বন্দিল রাজন
ধন পুত্র আশীর্বাদ করিল ব্রাহ্মণ।
চির[জী]বী হও রাজা বহুয়া উদয়
পুনরপি হইল দেখা আজি শুভোদয়।
পাত্র বিশ্বামিত্র নৃপে কৈল সম্ভাষণ
উঠিয়া পাত্রেরে রাজা দিল আলিঙ্গন।
বহু দিন পরে দেখা কৈল কোলাকুলি
রাজা পাত্রে একাসনে বসে কুতূহলী।
হেনকালে হরিশ্চন্দ্রে কহেন ব্রাহ্মণ
রাজা বনে হইতে আইলে কহ কল্যাণ-কারণ।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমন
বিস্তার কহিতে ব্যাজ হয় অনুক্ষণ।
যেমন রূপেতে রাজা বনে পাইল বর
সকল [কহিল] দ্বিজ পাত্রের গোচর।
পুনরপি পাত্রে কহে হরিচন্দ্র রাজা
ধর্মের দেহারা ভাঙ্গ্যা মানা কৈমু পূজা।
পূজিব তার তরে ইথে নাঞি আন
থইকর আনিয়া কর দেউল নির্মাণ।
সদা ডোমের বাড়ি দেউল পেল্যাচি ভাঙ্গিয়া
তথা দেউল পাত্র ঝাট কর গিয়া।
এতেক শুনিঞা পাত্র রাজার ভাষিত
শিরেতে বন্দিয়া পাত্র উঠিল তুরিত।
দেউল-নির্মাণ হইতে হইল পাত্রের পয়ান
এখন নৃপতি চলিল ঘরে যাত্বনাথ গান॥১৮॥

॥ একবলি ছন্দ ॥

রাজা পাত্র মিত্রে বলি সুখে
গৃহে চলে নিশামুখে।
শতেক রানী কুতূহলে
পতিরে আনিতে চলে।
বসন পাতিয়া গৃহপথে
ঝারিতে বারি করি হাথে।
কনক-অঞ্জলি দিয়া
পতিরে আনিল অশ্চিয়া।
রমণী পতিপদ ধরি
পাখালিল দিয়া বারি।
বসাইল কনক-আসনে
তাম্বুল দিল জনে।
যতনে সঞ্জোগ আনি
রন্ধন কৈল কোন ধনি।
অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রসালে
ঢালিয়া সুবর্ণ-থালে।
মালতী রাজারে তুরিতে
ডাকিলা ভোজন করিতে।
রাজা বহু দিন বনবাসে
আছিলা অন্নের ক্লেশে।

শুনিঞা অন্নের বাণী
ভোজনে চলে নৃপমুনি।
পরম কৌতুকী হইয়া
বসিল মন্দিরে গিয়া।
সুবর্ণের পিড়ি-মাঝে
বসিলা হরিশ্চন্দ্র রাজে।
অন্ন ব্যঞ্জন সারি সারি
রাজাকে দিল থাল পুরি।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গণ্ডুষে
রাজা ভোজন করিতে বৈসে।
ব্রহ্মার দুর্লভ পাইয়া
খাইল উদর পুরিয়া।
ভাব[রে করিয়া আ]চমন
তাম্বুল করিল ভক্ষণ।
শয়নমন্দিরে গিয়া
খট্টায় রহিল শুইয়া।
শতেক রানীগণ বাসে
ভোজন কৈল পরিতোষে।
নানা বেশ অভরণে
সকল রমণীগণে।
রাজার কাছে উপনীত
রহিলা সভে চারি ভিত।
নৃপতি ভাবে মনে মন
বর দিল নিরঞ্জন।
এমনি ভাবিয়া মনে
রতি না ভুঞ্জে কোন জনে।
পুত্র পাব অভিলাষী
জাগিয়া গোঁঙাঞিল নিশি।
প্রভুর কৃপার ফলে
মদনা ঋতু খিতিতলে।
যাদব পণ্ডিতে ভনে
মদনা চলে ঋতুস্নানে ॥১৯॥

রজনী প্রভাত হইল গেল বিভাবরী
ঋতুস্নান করিবেন মদনা সুন্দরী।
দুই দিন মদনা আছেন উপবাস
পুত্র পাব হেন মনে করিয়া বিলাস।
মদনার নিজ দাসী হএত মালতী
তৈল হরিদ্রা লইয়া আইল ঝাটিতি।
ঋতুস্নান করিবেন সুন্দরী মদনা
চিরণী লইয়া করে কুন্তলমার্জনা।
মালতী মদনা দোঁহে চলিলেন স্নানে
বৈ[কুণ্ঠে ব]সিয়া দেখেন ধর্ম নিরঞ্জনে।
আদ্যাশক্তি সনে প্রভু করেন যুগতি
কোনরূপে জন্মাইব রাজার সন্ততি।
প্রভু বলেন মহামায়া শুনহ উত্তর
ঋতুস্নানে মদনা চল্যাছে সরোবর।
কাহারে জন্মাব আমি মদনার উদরে
ইহার উপায় দেবী ঝাট বল মোরে।
দেবী বলেন শুন প্রভু আমার উত্তর
তোমার সভায় আছে সপ্ত বিদ্যাধর।
প্রধান দুয়ারী তোমার বিদ্যাধর নামে
সাপিয়া জন্মায় তারে হরিশ্চন্দ্র-ধামে।
মহামায়ার যুক্তি প্রভু শুনিঞা শ্রবণে
কোন রূপে সাঁপ দিব বিদ্যাধরগণে।
ধ্যান করি হৃদে যুক্তি ভাবিয়া উপায়
পুনরপি দেবীকে কহেন ধর্মরায়।
এক উপদেশ মোর শুন নারায়ণী
[শঙ্খ]চিল-মূর্তি তুমি ধরহ আপনি।

মুখে কর‍্যা এক মৎস্য নেও মোর বোলে
বসিয়া থাকহ এই বটবৃক্ষ-ডালে।
শঙ্খচিল-রূপে থাক প্রতারণা করি
বিদ্যাধরের সাঁপ দিতে তোরে আমি পারি।
প্রভুর বচন শুনি মহামায়া কয়ে
কোথায় পাইব মৎস্য কহ মহাশয়ে।
প্রভু বলেন ভাল যুক্তি কহিলে আমারে
দুই জন যাই চল বল্লুকার তীরে।
তথা গেলে পাব মৎস্য ইথে নাহি আন
এমনি ভাবিয়া দোহে করিলা পয়ান।
বল্লুকার পানে দোঁহে একযোগে চান
সকলি করেন মায়ারূপী ভগবান।
তথা হিমসাগর ভাটা হইয়াচে বারি
তার মধ্যে ই[চিল] মৎস্য পাইলা গোটা চারি।
তার ধরিতে নাহিক আয়া ভাবি নিরঞ্জনে
তার মস্তকে বারাাল শুঙ্গা আন্ধা [প্রমাণে]।
শুঙ্গা ধরি তিন মৎস্য লইলা আপনি
মুখে কর‍্যা একটি তার নিল নারায়ণী।
শঙ্খচিল-রূপে মাতা বৈসে বটডালে
বিদ্যাধরে নিরঞ্জন ডাকেন হেনকালে।
বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ ভনে
খেলারামে ধর্মরাজ রাখিবে কল্যাণে ॥২০॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

বিদ্যাধরে ডাকেন যুগপতি
ডাকেন প্রভু উশ্চস্বরে স্বর্গদ্বারে বিদ্যাধরে
শব্দ শুনি সবিস্মিত মতি।
বৈকুণ্ঠে গেলেন বিদ্যাধর
সকল বৈকুণ্ঠ চাইয়া প্রভুকে নাহিক পাইয়া
চমকিত হইল অন্তর।
আমারে ডাকিল কোন জন
ঘন করে হায় হায় বল্লুকার পানে চায়
দেখিতে পাইল নিরঞ্জন।
অবিলম্বে বিদ্যাধর চলে
শরগণ্ডী করে লইয়া প্রভুর সমুকে গিয়া
প্রণমিল চরণকমলে।
করজোড়ে কহে বিদ্যাধর
শুন প্রভু দেবরাজ আসিয়া অবনীমাঝ
কেন বা ডাকিলা উশ্চস্বর।

বিত্তাধরে কহেন নিরঞ্জন
রজনীপ্রভাত-কালে [আইস] বল্লুকার কূলে
করিবারে স্নান তর্পণ।
শুন বিত্তাধর মোর বাণী
হিমসাগর ভাটি হইল চারি মাছ তাহা পাইল
করে ধর‍্যা লইএ আপুনি।
দুঃখ দিল দুষ্ট এক চিলে
করে হইতে কাড়্যা লইয়া উড়িয়া বসিল গিয়া
হোর দেখ বটবৃক্ষ-ডালে।
শুন বিত্তাধর মোর কথা
অব্যর্থ[১] তোমার বাণ এহাতে নাহিক আন
কাট্যা গেল শঙ্খচিলের মাথা।
রামাঞি সয়ঙ্গ নিরঞ্জন
বন্দিয়া তাহার পায় শ্রীযাদুনাথ গায়
পার কর লইনু শরণ ॥

অব মোরে রে সুন্দর রে[২] গোবিন্দ রাম জয় ॥
প্রভুর বচনে শুনি ক্রোধে বিত্তাধর
আকর্ণ পূরিয়া গণ্ডী যুড়িলেক শর।
হেনকালে মনেতে ভাবিয়া ধর্মরায়
গোপথে কহেন সম্বোধিয়া মহামাএ।
দেবী মোর বরে বিত্তাধরের অব্যর্থ বাণ[৩]
সাবধানে [রইয়] পাছে হারায় পরাণ।
প্রভুর বচনে মাতা হাসিল ঈষতে
কোন ছার বিত্তাধর আমার সাক্ষাতে।
মোর যুদ্ধে অসুর আদি না ধরিল টান
বিত্তাধরে দেখি আমি পতঙ্গসমান।
বসিয়া কৌতুক দেখ প্রভু মায়াধর
এখন বিত্তাধরে সাঁপ দিয়া যাব নিজ ঘর।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমতি
বিত্তাধর নাঞি জানে এতেক ভারতী।
বাণ এড়ে বিত্তাধর হইয়া বড় ক্রোধা
দেবীর পাক ফুড়্যা গেল বাণ চিল হইল উধা
শঙ্খচিল-রূপে মাতা হইলা অন্তর্ধান
পুনরূপি বিত্তাধর জোড়ে আর বাণ।
যেই মাত্র বাণ [জোড়ে হয়্যা] ক্রোধযুতে

১ অব্রত
২ যবমরে রে যুন্দরোরে
৩ র্ধর্ত্তবান

ততক্ষণে ধরেন প্রভু বিদ্যাধরের হাথে।
প্রভু বলেন বিদ্যাধর কর অবধান
মোর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর্যাচ এক বাণ।
শুনি বিদ্যাধর মনে না ভাবিহ পাত
বাণ বৃত্ত হইল তোরে লয় অভিসাঁপ।
স্বর্গের করিতুঁ রাজা পক্ষেরে মারিলে
মনষ্য হইয়া গিয়া জন্ম[১] খিতিতলে।
এত শুনি বিদ্যাধর প্রভুর ভাষিত
ধনুক ভাঙ্গিয়া ভূমে পেলাইল তুরিত।
করজোড় হইয়া কহে প্রভুবিদ্যমান
গোসাঞি কি জানি কর্মের দোষে ব্যর্থ[২] হইল বাণ।
শুন শুন মহাপ্রভু নিবেদিব আগে
সেবকের অপরাধ ঠাকুরকে না লাগে।
তুমি ধর্ম তুমি কর্ম তুমি প্রভু বেদ
পুত্র সেবকে গোসাঞি নাঞি করি ভেদ।
কুটি কুটি অপরাধ পুত্র যদি করে
পিতা মাতা হইয়া তাহা সকলি সম্বরে।
এতকাল হইয়া আছিনু তব দ্বারী
কখন তোমার পায় দোষ নাই করি।
যদি অপরাধী প্রভু হইনু তুয়া পায়
এতেক নিষ্ঠুর সাঁপ দিতে না জুয়াঅ।
শুন শুন নিরঞ্জন নিবেদি তোমারে
আপনি কহিলে মোরে রাজা করিবারে।
যদি বাণ ব্যর্থ[২] প্রভু [হইল] আমার
ইথে না হইবে ব্যর্থ[২] বচন তোমার।
বিদ্যাধর-বাক্যে প্রভুর [চা]হি কহিতে
ধর্মের মঙ্গল গান শ্রীযাদুনাথে ॥২২॥

শুন বিদ্যাধর মোর কথা
আমার বচন ত নাঞি হবে অন্যমত
রাজা তোরে করিব সর্বথা।
হস্তিনানগরে ঘর হরিচন্দ্র নৃপবর
তার নারী মদনা সুন্দরী
আমি তোরে দিল সাঁপ ইথে না ভাবিহ তাপ
তার গর্ভে রহ বাস করি।
দ্বাদশ বৎসর পিছে আনিব আপন কাছে
ইথে কিছু না হইবে আন
এত কহি যুগেশ্বর সঙ্গে করি বিদ্যাধর
অবিলম্বে বৈকুণ্ঠে পয়ান।

১ জর্ম্ম
২ ব্রর্ত্ত

ত্বরা পরে দোহে চলে গেলা মন্দাকিনীর কুড়ে
বিদ্যাধর আর যুগপতি
আজ্ঞা দিল ধর্ম্মরাজে বিদ্যাধর প্রাণ তেজে
জলে প্রবেশিয়া [শী]ঘ্রগতি ।
জলে পরম-কায় জীবন পলাইয়া যায়
অবিলম্বে ধরে প্রভুর হাথে
বৈকুণ্ঠভুবন-মাঝে বসিলেন ধর্ম্মরাজে
দেবীর সহিত একসাথে ।
শুন ভাইয়্যা সর্ব জন মায়ারূপী নিরঞ্জন
ইঙ্গিতে কতেক মায়া ধরে
ওথা মদনা নারী সঙ্গে যত সহচরী
স্নানে চলিলা সরোবরে ।
শতেক সতিনীগণ আগে পাছে সর্ব জন
মালতী মদনা এক সঙ্গে
গিয়া নিজ সরোবরে জলে জলক্রীড়া[১] করে
স্নান করিল নানা রঙ্গে
ঋতুস্নান করি সুখে উঠি সরোবর-মুখে
গৃহে রামা করিল পয়ান
অনাদিচ[রণ]-তলে শ্রীযাদুনাথ বলে
নাএকেরে [ক]রিবে [কল্যাণ] ॥২৩॥

॥ কেদার রাগ ॥

হিমকর-চন্দ্রিকারি শ[র]দ-মধুযামিনী
যমুনাতীরে সুধীর সমীর
বিহরই সুন্দরী[২] পীন নবপল্লব-উল্লসিত
মধুকর গরজে গভীর ।

১ -কিড়া
২ ন্দ্যারি

রাজত বন আল্য পরম[1] নিরসনা
বিহরই বিগলিত কুন্তলে বসনা।
রাজে রাজে রে রাজে বলয়া ॥
ঋতুস্নান করি আইল মদনা যুবতী
কৌতুকে পরিলা রামা দিব্য পট্ট ধতি।
রানী মনে মনে স্তুতি করেন ধর্ম যুগেশ্বরে
গোসাঞি আপন গুণেতে দয়া করিবে দাসীরে।
ধর্ম ভাবিয়া রামা কৈল নানা স্তুতি
অষ্টলোকপাল-পদে করিল প্রণতি।
শয়নমন্দিরে রানী বসিল আসিয়া
মধু পান করেন রানী ধর্ম ভাবিয়া।
শুনএ ভকতলোক কর অবধান
সকলি ধর্মের মাআ ইথে নাঞি আন।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন প্রভু নিরঞ্জনে
বিদ্যাধর জন্মাঞিব রাজার ভুবনে।
মধু পান করে রানী আপনার সুখে
বিদ্যাধরে জীবন প্রভু [পাঠাইলা] কৌতুকে।
শ্বেতমাছি-রূপে আইলা মদনার পাশে
সরঘা-রূপক হইয়া উদরে প্রবেশে।
সরঘা হইয়া যেই প্রবেশে উদরে
বুক ধর্যা পড়ে রানী মহীর উপরে।
মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া ভূমে পড়িলেন রানী
ব্যস্ত হইয়া ধরে শতেক সতিনী।
কি কি বল্যা সভে হইল উতরোল
নৃপতি আইল ধাইয়া শুনি গণ্ডগোল।
ব্যস্ত হইয়া ধরে রাজা মদনার কেশে
রানী মূর্চ্ছাভঙ্গ দেখি লোহে অঙ্গ ভাসে।

প্রভু মায়া কৈল সভে শুন একচিত
ক্ষেনেক বিলম্বে রানী পাইল সম্বিত।
উঠিয়া বসিতে রানীর গাএ নাহি বল
সভা পানে চাহে রানী আখি ছলছল।
প্রথমে পাইলা শোক মদনা সুন্দরী
কি জানি কপালে আছে বলিতে না পারি।
চেতন পাইয়া বৈসে মদনা যুবতী
নিকটে বসিলা তার দাসী ত মালতী।
দিন কত হরিচন্দ্র অনাদির প্রতি[2]
পরম কৌতুকে আছে হইয়াচে বিস্মৃতি[3]।
তথির কারণে ধর্ম কৈল বিড়ম্বনা
তেঞি মধু পান করিতে রানী পাইল যন্ত্রণা।
প্রভু এত মায়া কৈল নৃপতি জানিয়া
পাত্র বিশ্বামিত্র রাজা আনে ডাক দিয়া।
রাজা বলে শুন পাত্র আমার বচন
ধর্মের মন্দির কিবা কর্যাচ গঠন।
পাত্র বলে শুন রাজা কর অবধান
তোমার আজ্ঞায় দেউল কর্যাচি নির্মাণ।
রাজা বলে কহ গিয়া সদাডোমে তরে
ধর্মপাদুকা ঝাট বসাউগ মন্দিরে।
নগরের প্রজালোক ঘরে ঘরে বল
রাজার আ[জ্ঞায় ধর্ম] পূজিবারে চল।
রাজার বচনে পাত্র বিলম্ব না করে
সদারে কহিল ধর্ম বসাইতে মন্দিরে।
ঘরে ঘরে প্রজাগণে কহিল ডাকিয়া
রাজার হইয়াছে আজ্ঞা ধর্ম পূজ গিয়া।
আপনি আইসেন রাজা লইয়া শত নারী

১ পুরম
২ প্রীতি
৩ বিস্মিতি

শুনিঞা কৌতুকী হইলা নগরের নাগরী।
বৃদ্ধ যুবা নর নারী আনন্দে প্রবীণ
বুঝিনু দেশের শুভ হইল এতদিন।
ধর্ম পূজিব রাজা আনন্দবিধান
ওথা বাদ্য তোলাইলা পাত্র তার নাহি
পরিমাণ।
ভেউর কল্লার সানি বাজে লাখে লাখে
মহা উশ্চস্বরে বাজে জোড়া জয়ঢাকে।
জোড়া শঙ্খের বাদ্যে হইল উতরোল
স্বর্গ মর্ত একাকার বাদ্যে গণ্ডগোল।
মনের কৌতুকে পাত্র তোলইলা বাজনা
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ধর্ম উরিলা হস্তিনা।
শাস্ত্রবিধানে রাজা দেউল উচ্ছগিল
ধর্মরাজের তরে সদা মন্দিরে বসাইল।
দেউল উচ্ছগিয়া রাজা [সকলে] আসিয়া
ধর্ম পূজিতে যান শত রানী লইয়া।
ধর্মে[র] মঙ্গল গান যাদু ধর্মদাস
হস্তিনাএ পূজা রাজা করিল প্রকাশ ॥২৪॥

॥ পটমুঞ্জরী রাগ ॥

ধর্মপূজা করিবারে হরিচন্দ্র নৃপবরে
পাত্র মিত্র লইয়া প্রজাগণ
একেলা শতেক রানী পরম আনন্দ মানি
নানাবিধি লয়্যা আওজন।
ধর্ম পূজিতে চলে রাজা
বিচিত্র পুষ্পের মালা কান্দি কান্দি চাপা কলা
আতব তণ্ডুল চনাভাজা।
গঙ্গাজল কলসী পুরি আগে পাছে নয়্যা ভারী
দড়া ধর্য়্যা লয় শত ছেলি
মধুপর্ক ধূপ ধুনা নানাবিধি বাজনা
পূজিতে চলিল কুতূহলে।
যত দিব্য লয় আর কিবা পরিমাণ তার
ধর্মের মন্দিরে উপনীত
সদা হরষিত হইয়া ধর্মপাদুকা লইয়া
মন্দিরে বসাইল সানন্দিত।
পাত্র মিত্র যত প্রজা লইয়া হরিচন্দ্র রাজা
সমুকে রহিল দাণ্ডাইয়া

যত রানী একযোগে মদনা সভার আগে
রহিলেন প্রভু পানে চায়্যা।
শুন ভাইয়া সর্ব জীব অঙ্গভেদে সদাশিব
সদা[১]ডোম-রূপে অবতার
পাইয়া রাজার সেবা সদয় হইয়া দেবা
পাদুকায় উরিলা নইরাকার।
নানাবিধি উপহারে ধর্মপদ পূজা করে
শত শত বলি দিল অজা
হলই জয়জয়-ধ্বনি দিলেন শতেক রানী
আনন্দিত হরিচন্দ্র রাজা।
জোড়া শঙ্খ বাজে ঘন আনন্দিত সর্বজন
রাজা রানী কৈল নানা স্তুতি
ভকতবৎসল রায় হইয়া সদয়কায়
পুষ্প দিল হরিশ্চন্দ্র প্রতি[২]।
প্রভুর প্রসাদ পাইয়া রাজা হরষিত হইয়া
স্তুতি কৈল অশেষ বিশেষে
দয়া করি জয় ধর্ম রক্ষ পুত্র শোভারামে
নি[বেদিল যা]দু ধর্মদাসে॥

॥ পআর ॥

হস্তিনানগরে সদাডোমের বাড়ি রাজা
পুনরূপি প্রকাশিল দেবি ধর্মের পূজা।
ঘুচিল দেশের ক্লেশ উৎপাতক-স্থল
ধর্ম-উথান[৩] হইল পুরী প্রসন্ন সকল
ধর্ম পূজিয়া রাজা কৈল নানা স্তুতি
সদার চরণে বহু করিল প্রণতি।
হস্তিনায় পূজা রাজা করিল প্রকাশ
হরি হরি বল ভাই ধর্মের উল্লাস।
সদাডোমে সম প্রিয়া প্রভুর গাজন
শত রানী সঙ্গে রাজা গৃহেতে গমন।
শুনএ ভকতলোক কর অবধান
[স]কলি ধর্মের মায়া ইথে নাঞি আন।

---

১ দসা

২ প্রীতি

৩ উত্তান

হরি হর ব্রহ্মা যার দেখা নাঞি পাইল
হেন পদ সদাডোম সাক্ষাতে পূজিল।
মাগ্যা পূজি নিলেন ধর্ম সদাডোমের ঘরে
এই হেতু ধর্ম-ডোম পূজয়ে সংসারে।
রমণী পুরুষে সদা তনু তেআগিয়া
প্রভুর সংহতি রইল পারিষদ হইয়া।
পুষ্পজল-পান দোহে প্রভুর সহিত
হস্তিনায় সদার পাটে রহিল বিদিত।
সদার পুত্র ধর্মদাস রহিল ভুবনে
ওথা হরিশ্চন্দ্র লইয়া কিছু শুন সর্বজনে।
[সদাডো]মের বাড়ি রাজা ধর্ম পূজিয়া
মন্দিরে গেলেন নিজ পরিজন লইয়া।
কনকের আসনে বসিলা নৃপমুনি
নিকটে বসিলেন মদনা প্রিয় রানী।
কর্পূর তাম্বূল দোহে করেন ভক্ষণ
আড়ে উড়ে শত রানী করে নিরক্ষণ।
কোন জন সুখ মানে কেহ দুঃখমতি
কোন বা সতীন বলে দিদি ভাগ্যবতী।
যেমনি যুগতি করি সতিনী সকলে
রন্ধনসম্ভোগ কেহ করে সন্ধ্যাকালে।

মদনা বন্ধিব ঋতু শুন সর্বজন
তুরিতে রান্ধিল অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ডাকিয়া মালতী দাসী নৃপতিরে কয়
ভোজন করিতে আইস রাজা মহাশয়।
শুনিঞা ভোজনগৃহে রাজার গমন
সুবর্ণের পিড়িমাঝে বসিল রাজন।
অন্ন ব্যঞ্জন পূরি সুবর্ণের থালে
রাজার সমুকে রানী দিলেন কুতূহলে।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া রাজা করিল গণ্ডূষ।
ভোজন করিয়া কৈল আচমন শেষে।
কৌতুকে বসিলা রাজা করিয়া ভোজন
কর্পূর তাম্বূল কৈল মুখের শোধন।
ওথা শয্যা সাজন করে আর কোন নারী
খট্টায় পাতিল তুলি উপরে মুশরী।
বিচিত্র বালিশ তাহে কনকের ঝাপা
তার আশে পাশে বিছাইল জাতি যূথী চাঁপা
মালতী ডাকিয়া দিল নৃপতির তরে
শয়ন করিতে রাজা প্রবেশে মন্দিরে।
যাদুনাথ বলে সভে শুন একমতি
এখন মদনা করেন বেশ ভূঞ্জিতে সুরতি॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

মদনা হরিষে পতিরে সম্ভাষে
পরে নানা অভরণ
চিকুর মাজিয়া চম্পক তাহে দিয়া
বান্ধিল বিচিত্র লোটন।
কস্তূরী চূয়া গন্ধ তথি
সমীরণ মন্দে আমোদিত গন্ধে
[ভর্যাছে] চারি ভিতি।

ভালেতে সিন্দুর পরিলা সুন্দরী
তাহে কোচ কুণ্ডল কানে
নয়নযুগলে কাজল সুশোভন
চাহি[তে দহে] কামবাণে।
কনকের হার গলাএ পরিলা
পলায় জড়িত পুতি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই বাই শঙ্খ
করেতে পরিলা সতী[১]।
রজতের তড়ে পরিলা সুন্দরী
শঙ্খ আগে পিছে ঝাপা
লোটনে জড়িত পিঠের মাঝেতে
দুলিচে পাটের থোপা।
অঙ্গুলে অঙ্গরী পরিলা সুন্দরী
আল্যাইল বসনের পেড়ী
পতির সংহতি ভুঞ্জি[তে] সুরতি
পরিলা পাট্টের শাড়ী।
খুদ্র ঘুণ্ডিকা পরিলা কটিতটে
বাজন নূপুর পায়
চরণঅঙ্গুলে পরিলা পাশলী
পতি সম্ভাষিতে যায়।
পূর্ণ [অ]ভরণে মদনা সুন্দরী
শয়নমন্দিরে চলে
ঋতু-অপক্ষণ করিব রাজন
যাদব পণ্ডিতে ভনে ॥২৭॥

১ স্মতি

॥ পয়ার ॥

বীণা[১]-স্বরে শ্যাম বুড়ায়[২] ॥

রূপেতে মদনা হইল যে[ন দিব্য-মূ]রতি
শয়নমন্দিরে গেলা মালতী-সংহতি।
তথা রাজা হরিশ্চন্দ্র কামিনীর আশে
কামেতে গদগদ রাজা মদনা দরশে।
বন[বাসে ছিল] রাজা এ বার বৎসর
রতিরস নাঞি ভুঞ্জি ভুক্ষিত অন্তর।
প্রভুর কৃপার [ফলে] পুহু আইল ঘরে
লুইচন্দ্র জনমিব মদনার উদরে।
শয়নমন্দিরে জ্বলে রতনের বাতি
নবীন রমণী যেন মদনা যুবতী।
খট্টায় বসিয়া আছে হরিচন্দ্র রাজে
মদনা দাণ্ডাইয়া কথা নাঞি কয় লাজে।
কামেতে পীড়িত রাজা মদনারে কয়
দাণ্ডাইয়া কেন রানী আছে কিবা ভয়।
মধুর সম্ভাষে রাজা ধরিল অম্বরে
পরম কৌতুকে রতি ভুঞ্জে নৃপবরে।
শুনএ ভকতলোক কর অবধান
সভাই আছএ জ্ঞাত আত্মরস-পুরাণ।
বিবরিয়া যদি কই হয় ইতিহাস
তেঞি সঙ্খেপে কহিল রাজার বাসরসুভাষ[৩]।
ধর্ম ধর্ম এক মনে চিন্তে রাজা রানী
ঋতু-অপক্ষণে হইল প্রভাত র[জ]নী।
কহেন শ্রীযাদুনাথ শুন হে প্রবীণ
এখন মদনা রানীর গর্ভ বাড়ে দিনে দিন ॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

রঙ্গরসে রাজা রানী মহাকুতূহলে
মাসখানেক এইরূপে গেল অবহেলে।
মদনার গর্ভ বাড়ে দেবী ধর্মের বরে
মুখেতে আরুচি হইল মাস তিনের পরে।
অন্ন খাইতে নাঞি রুচে মুখে উঠে জল
নিরবধি পায় ঘুম হীন হইল বল।
রূপেতে উজ্জ্বল রানী গর্ভের লক্ষণে
দেখিয়া কৌতুকী রাজা শত রানীগণে।
তিন চারি মাস গেলে নৃপতি হরিষে
পঞ্চামৃত মদনারে দিল পঞ্চ মাসে।
ছয় মাস গর্ভ হইল শুন সভাজন
শিশু নির্মাইতে হইল বিধির গমন।
যেই ধর্ম সেই বিধি শুন ভায়্যা সর্বে
বাউ-রূপে মদনার প্রবেশিল গর্ভে।
বিনি অস্ত্রে করে বিধি শিশুরে নির্মাণ
কেশ কপাল [নাসিকা কর্ণ] নয়ান।
তবে নির্মাইল ওষ্ঠ বদন দশন
কণ্ঠদেশ দুই বাহু করিল গঠন।
এতেক নির্মাণ বিধি হইয়া কুতূহলী
[ইৎসা] হইল বড় যুড়িতে অঙ্গুলি।

১ বিনা
২ বুরায়
৩ যুসভা

মাংসেতে জড়িত শির করিলেন দড়া
একে একে ছয় ঠাঞি করিলেন জোড়া।
কন্ধ কনই কটি অঙ্গলি তিন ঠাঞি
হয় নয় নিজ অঙ্গে চাহিয়া দেখ ভাই।
বুক পিঠ কটি জহু পদ [অ]বশেষে
[নির্মাণ করিলা বিধি চক্ষের নিমেষে।]
সকল নির্মাইআ হইল বিধির পয়ান
এখন সপ্ত মাসে মদনা সাধ খাইতে চান।
নিবেদিল যাদুনাথ ধর্মপ[দে] মতি
মদনা কহেন কথা ডাকিআ মালতী[১] ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

শিশু নির্মাইয়া হরষিত হইয়া
বিধি গেলা নিকেতনে
এথায় মদনা সপ্তম মাসেতে
সাধ খাইতে হইল মনে।
মালতী দাসীরে কহে মদনা
তুমি সে প্রাণের সমান
গর্ভ সপ্ত মাস পুর অভিলাষ
সাধ খাওয়াইয়া [আ]মা।
শুন ল মালতী তুমি মোর গতি
কহিব সাধের বাত
মধুমালতী ধান্যের তণ্ডুলে
লুনি দিআ খাব ভাত।
মুখেতে [অরু]চি [বড়]ই হইল
কিছু না খাইতে পারি
সবে গিমা শাক পোড়াইয়া খাইব
আনিবে যতন করি।
কটু তৈলেতে বাত্তা শাক ভাজা
কিঞ্চিত লবণ বাড়া
দিবে গ আমারে শুন কহি তোরে
আর সাধ উচ্যা পো[ড়া]।

১ ডাকিমাআলতি

শুন আল সখি পোড়াইয়া বাত্তুকি
আদাসেচা দিয়া তায়
তৈল লবণ পোড়ার সম্ভোগ খাইতে
বড় ইচ্ছা যায়।
হেলাঞ্চা বার্ত্তকি ঘণ্ট করি সখি
যদি ইহা আমি পাই
পান্ত ওদন শাকের ব্যঞ্জন
তবে গ্রাস চারি খাই।
শুক্তার ঝোলেতে শিম বাগন
আর কচি কাচকলা
কহিলাঙ দড় খাইতে সাধ বড়
তায় গোটা গোটা ছোলা।
নটিয়্যা শাকের ঘণ্ট খাইব
কাঠালবিচির সনে
তায়ে ফুলবড়ি নারিকেলকুরা দিয়া
ঘৃতে সম্ভারণে।
লহনি নটিয়া কটুতৈলে [ছা]ক
গোটা কাসন্দি তায়
ফুলবড়ি দুগ্যোঘণ্ট লাউডগি খাইতে
বড় সাধ যায়।
দুগ্ধ-নালিতা খাইতে মধুর
মুগের সুপেতে কচু
ঘৃত-সম্ভারণে হয় মনোহর
মরিচের ঝাল কিছু।
মোচা কচি কচি পলতাডগি দিয়া
ঘণ্ট ফুলবড়ি সনে
নারিকেলকুরা থোড়ে দুগ্ধ চিনি
মরিচঝালের রস্থনে।
খাইতে সাধ বড়ি নারিকেলকুমুড়ি
কুটুনা কুটিয়া কুচি

রুই মৎস্যের ঝোল মরিচের ঝাল
সংযোগ পটল কাঠালবিচি।
ভেটকি[1] মৎস্য খাব আড় বাসি কর্‌য়্যা
রাধিয়া উছ্যার পাতে
গোটা কান্ধিতে পোনা মৎস্য রস্থন
ইহা প্রাণ চায় খাইতে।
চিথলের কোলাটি ভাজা খাইব
মরিচের গুড়া তায়
থোড়ভাজা পলাকড়ি [ঘৃত সঞ্জোগ করি]
খাইতে প্রাণ মোর চায়।
ঘৃতে ভাজা বাইগন বড়ই সুস্বাদ
পাকা চালদায় প্রাণ ধরি
পাকা [কলা] সনে সুপক্ক তেতুলি
খাইতে বড়ই ইচ্ছা করি।
করঞ্জার ফল কুলি টোপা আর[2]
আমসি সস্তার পাই
ফুটিতে শর্করা মিচ্চিত করিয়া
উদর পূরিয়া খাই।
লব কান্ধি নেবুরস আদি
চিড়াতে মিচ্চিত করি
তাহে খাসা দধি সাধের অবধি
খাইলে প্রাণ ধরি।
মূঠা খণ্ড দিয়া তরমুজ খাইব
চালুভাজা পেল্যা দুধে
চিড়া মুড়ি ভাজা ঘৃতেতে ম[া]খনি
ইহা লাগ্যা প্রাণ কান্দে।
আর এক সাধ দধি দিয়া ভাত
তাহাতে সঞ্জোগ ফেনি

১ ভেক্তিট
২ য়র

ভাজা খীরপিঠ্যা সভা হইতে মিঠ্যা
লোয়াড়ে ধরিল প্রাণী।
শুন আল চেড়ি অপরূপ বড়ি
আমার উঠিল মনে
সোন্ধা মুচি সরা [আর] পাতখোলা
ইহা দিয়া তোষ প্রাণে।
মদনার ভারতী শুনিঞা মালতী
কহিল রাজার তরে
নৃপতি হরষিত আন্যা নি[তে নিত
স]াধ দিল মদনারে।
মদনা হরিষে সাধ সপ্ত মাসে
নিজ ইচ্ছামত খায়
এখন মদনা প্রসব হইব
যাদব পণ্ডিতে গায়॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

নানা বিধি সাধ আনি দিল নৃপমুনি
সপ্ত মাসেতে সাধ খাইলেন রানী।
পরম সুখেতে রানী আছে নিজালয়
সপ্তম অষ্টম মাস গর্ভ নয় মাস হয়।
দশ মাস পূর্ণ হইল সুন্দরী মদনা
প্রসবসময় রানী পাএ ত যন্ত্রণা।
মদনা বলেন কোথা মালতী সুন্দরী
না সয় যন্ত্রণা আর বেদনাতে মরি।
কি হইল উদরে মোর একি কষ্ট-ব্যথা
চক্ষে না দেখিতে পাই কইতে নারি কথা।
আশ পাশ খস্যা পড়ে বল নাহি উঠি
শাসা পালটিতে নারি টান্যা ধরে কটি।
তুমি সে ব্যথিত মোর শুন গ মালতী
দাণ্ডাইয়া দেখিবে সভে তুমি সে সারথি।
ওথা প্রভুর মায়ায় লুইচন্দ্র মাএর উদরে
ভূমিষ্ঠি হবার কালে মহাদর্প করে।
তলপেট টান্যা ধরে মদনা মূর্চ্ছিত
মালতী ধরিয়া কোলে করাইল সম্বিত।
চক্ষু মাল্যা চাও রানী স্থির কর মন
এখন করিবে কোলে উত্তম নন্দন।
সম্বিত পাইয়া রানী ধীরে ধীরে কয়
ধাই ডাক্যা আন ঝাট বিলম্ব না সয়।
রানীর বচনে দাসী বিলম্ব না করে
ঝটিতি কহিল গিয়া নৃপতির তরে।
ধাই ডাক্যা দেও রাজা রানী প্রসব হয়
শুনিঞা কৌতুকী নৃপ যাদুনাথ কয়॥

॥ পয়ার ॥

দাসীর বচনে রাজা কৌতুকী হইয়া
ধাই আনিবারে লোক দিল পাঠাই[য়া]।
গ্রামের বাহিরে ছিল ধাই মেনকাবতী
তার কাছে রাজার লোক গেলেন ঝটিতি।
কি [কর বসিয়া] ধাই কহিল ডাকিয়া
রানী ব্যথা খায় ঝাট প্রসব করাও গিয়া।
বিলম্ব না কর চল ছাড়্যা কাটনা
[বসন] ভূষণ পাবে কানে পরিবে সোনা।
টাকা-কড়ি পাবে তার কিবা পরিমাণ
শুনিয়া উঠিল ধাই আনন্দবিধান।
[হো]লা নামে পুত্র ধাই বসাইয়া দ্বায়ারে
ঝটিতি চলিয়া গেলা রানীর গোচরে।
প্রসব বেদনায় রানী করেন রোদন
মেনকাবতী ধাই আসি পাতাইল আয়ন।
ক্ষণেক বিলম্বে রানী প্রসবে কুমার ॥৪॥
ত্রিলোক[১]-মোহন রূপ রাম-অবতার।
ভূমে পড়্যা কান্দে শিশু উঙা-চুয়া করি
রানী নাঞি দেখে ধাই দে[খি] প্রাণ ভর্যা।
নাভিচ্ছেদ করি ধাই শিশু কোলে নিল
প্রসব হইয়া রানী উঠিয়া বসিল।
ধাইকে বলেন রানী হইয়া কৌতুকী
কি ছায়াল হইল আন [ভা]ল কর্যা দেখি।
ধাই বলে রানী তোমার সফল জীবন
পুত্র পাইলে তুমি ভুবনমোহন।
এক বাক্য বলি রানী কর [অবধান]
সুবর্ণের থাল আন শিশু করাইতে স্নান।
রানীর কাছে বস্য[াছি]ল দাসী ত মালতী
আনিঞ্যা সুবর্ণ থাল দিল ঝটিতি।
সুবর্ণের থাল পাইয়া ধাই হরষিত হইয়া
শিশুরে করিল মুক্ত তৈল মাখাইয়া।
সুবর্ণের থালে শিশু করাইল স্নান
দিলেন রানীর কোলে আনন্দবিধান।
প্রসববেদনায় রানী যত দুঃখ পাইল
পুত্র কোলে পাইয়া রানী সব পাসরিল।
পাচ পুয়া বল রানী পাইয়া নন্দন
পরম কৌতুকে শিশুর মুখে দিল স্তন।
আড়াই গড়ের খড়ে আতড়ি জ্বালিল
অল্প তাপ [দিআ] শিশু তেজময় কৈল।
পুরান পানঞি থুইল আগড়ে খাটাইয়া
দুয়ারে পূজেন ষষ্ঠী গোমণ্ড থাপিয়া।
ধর্মের মঙ্গল শ্রীযাদুনাথ ভনে
মালতী ঝটিতি গিয়া কহেন রাজনে॥

॥ পয়ার ॥৩২॥

শুনএ ভকতলোক কর অবধান
সকলি ধর্মের মায়া ইথে নাই আন।
দ্বাদশ দণ্ড বেলা গগনমণ্ডলে
মদনাসুন্দরী প্রসব হইল হেনকালে।
ওথা রাজা হরিচন্দ্র পাত্র মিত্র সনে
রানী প্রসব হএ রাজা ভাবে মনে মনে।
হেনকালে দাসী গিয়া [সমা]চার কয়
উত্তম নন্দন তোমার হইল মহাশয়।

---
১ ত্রিলক্ষ

পরম কৌতুকী রাজা শুনি সমাচার
টাকার থলি মালতীরে দিল পুরস্কার[১]।
পাত্র মিত্র উত্তম মধ্যম যতেক দরবারে
সভাই পুরস্কার[২] দিল মালাবতীর তরে।
রাজার সভায় দাসী পু[র]স্কার পাইয়া
রা[নীর] কাছে ধাত্রী গেল কৌতুকী হইয়া।
ওথা রাজা হরিচন্দ্র প[রম] কৌতুকে
লোক পাঠাইয়া ডাক[্যা আ]নিল গণকে।
সম্ভাষিয়া গণকেরে কহেন রাজন
খড়ি পাত্যা দেখ পুত্রের কেমন লক্ষণ।
দৈবজ্ঞ বলে[ন] গণিতে নাহিক নিষ্ফলা
চালু ডালি ফল কড়ি পরিপূর্ণ ডালা।
কৈবা-মাত্রে রাজা তথি আনাইল তুরিত
গণক পাতেন খড়ি হইয়া হরষিত।
গণিয়া দেখিল গণক বড় দুরাচার
বার বৎসরের কালে মরণ ইহার।
ধর্মরাজ পূজা নিতে জন্মাইল তনয়
বুঝিয়া রাজারে গণক প্রতারণা কয়।
জৌতিস বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান
পাইলে নন্দন তুমি রামের সমান।
কি কব লগ্নের গুণ গুরু পূর্ণভার
লগ্নেতে আছেন শুক্র [শনি] গ্রহ আর।
নক্ষত্র রোহিণী বৃষ[৩] শনি রইল পাছে
চতুস্বসাগরী যোগ জন্মপত্রে আছে।
তোমার পুত্রের যশ ঘু[ষিব] সংসার
শুনিআ দৈবজ্ঞে রাজা দিল পুরস্কার।
ধেনু ভূমি বস্ত্র দান দিলেন ব্রাহ্মণে
ভারে ভার মৎস্য বিলাইল সর্বজনে।
দিব্য বস্ত্র সোনার হার দিল ধাইমায়
পাঁচ দিনে পাঁচ [ফি]রিল নৃপরায়।
হাথে বালা কানে সোনা বিচিত্র বসন
নাপিতেরে পুরস্কার দিলেন রাজন।
তৈল হরিদ্রা আর সিন্দুর গুয়া পান
পূর্ণিত করিয়া দিল আইয়গণে দান।
বাজন্দরে কহে রাজা পুরস্কার কর্যা
খাও গাও বাজাও এক মাস ভর্যা।
তবে রাজা হরিশ্চন্দ্র কৌতুকী হইয়া
দেখিল পুত্রের মুখ বহু রত্ন দিয়া।
এইরূপে আছে রাজা আনন্দ-প্রবীণ
পূজিল স্থতিকা তবে হইলে ছয় দিন।
সকলি ধর্মের মায়া শুন সর্বজনে
ওথা বিধাতা ভাবেন শিশুর কপালে লিখনে
নিরঞ্জনের পূজা প্রকাশ লুইচন্দ্র হইতে
এত ভাবি বিধি তথা না আইলা লিখিতে।
শাস্ত্রের বিধানে রাজা যাঠ্যারা পূজিল
আট দিনে শিশুগণে সন্ধ্যায় ডাকিল।
আট কড়াইয়া কইল কুলায় দিয়া বাড়ি
ছাওআলে নিছনি দিল একুইশ পণ কড়ি।
পুত্র পাইয়া রাজা রানী আনন্দ আপার
দেখিল পুত্রের মুখ দিনে সাত বার।
দেখিতে দেখিতে শিশু একোশি দিন হইল
বহু আয়োজনে রাজা একোশ্যা পূজিল।
ষষ্ঠী পূজ্যা আছে রাজা হরিষ-অন্তরে
ছয় মাসে নৃপবর অন্নপ্রাশন করে।
মদনমোহন রূপ দেখিতে সুন্দর
রাখিল তাহার নাম বালা লুইধ[র]।
এইরূপে বাড়ে লুইয়া ধর্মের কৃপা[র] ফ[লে]
খেলায় মাএর কোলে যাদুনাথ বলে॥

১ পুর্বকার
২ পুরূসকার
৩ ব্রেষ

॥ ত্রিপদী ॥

খেলে শিশু হামাকুড়ি মদনা আনন্দ বড়ি
নবীন কু[মার] দোলে ভালে
উঠিল দশন নব মনে রামা উচ্ছব
হাসি বৈসে মাএর কোলে।
করে লয় খিরনাড়ু সমান বএস খিড়ু
হামাকুড়ি খেলেন মন্দিরে
কেবল ধর্মের বরে নিত্যি ভিন্ন রূপ ধরে
মাএর আচল ধরি ফেরে।
সুরঙ্গ অধরশোভা পক্কবিম্ব-কোল আভা
দশন মুকুতাপরিপাটি
সুবলিত কটি [মা]ঝে ঘুংঘুর ঘুণ্ডিকা বাজে
হারমুনি রতনের কাংটি।
যতনে রতন গাএ তাড় বলয়া ভুজে
পদথলি বাজন-নূপুর
যতেক শিশুর মে[লে] মাএর সদনে খেলে
রুনুজুনু বাজএ ঘুংঘুর।
এইরূপে লুইধরে বাড়এ ধর্মের বরে
খেলে রঙ্গে লইয়া ভেঁটা কড়ি
চারি বৎসর পরে হরষিত লুইধরে
শুভক্ষণে হাথে দিল খড়ি।
ক খ [আঠ]ার ফলা আঙ্ক আস্ক সিদ্ধি কলা
বানান জানিঞা লেখে অঙ্ক
চারি বিদ্যা চারি পাজি কলাপ আলাপে বুঝি
কোন শাস্ত্রে নাঞি [দিল] ভঙ্গ।
রঘু মাঘ শাশ্বত[১] যতেক পণ্ডি[ত]পথ[২]
ভট্টি কুমার মুগ্ধবোধ

১ শারসৎ
২ পৎ

জুমর [পা]ণিনিগণ বাখানিল অনক্ষণ
কাহার নাহিক অনোরোধ।
তর্ক পুরাণ কাব্য আগমেতে অতি শ্রাব্য
স্মৃতি নীতি সদত বাখানে
[মেঘ]দুত অলঙ্কার অগোচর নহে তার
সর্বশাস্ত্রে ইশারাতে[১] জানে।
মল্লবিদ্যা সম যম কেবল অর্জুনসম
রূপে নিন্দে মীনকেতন
[ধ]র্ম্মরাজের খেলা সর্বশাস্ত্রে করি হেলা
গুলতাই বাটুলে দিল মন।
জয় জয় নৈরাকার চরণকমল সার
আর কিছু নাঞি জানে মনে
ধর্ম্মদাসের সুত ধর্ম্মপদে অনুগত
লইতন মঙ্গল সুরচনে॥

॥ পয়ার ॥

শুনএ ভকতলোক হইয়া একমতি
লুইচন্দ্র লইয়া কিছু শুনহ ভারতী।
অষ্ট নয় দশ বৎসরে লইলা লুইধরে
গুলতাই বাটুল লইয়া বনে বনে ফেরে।
মা বাপের বোলে লুইয়া প্রবোধ না মানে
নানা জাতি পক্ষ আনে মারিয়া পরাণে।
প্রভু-স্বজন[২] হংস ছিল বল্লুকায়
সেই হংস লুইচন্দ্র নিত্য[৩] মার‍্যা খায়।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমন
মদনা রানীকে ধর্ম দেখান স্বপন।
পুত্রকোলে শেষরাত্রে শুইয়া আছে রানী
হেনকালে স্বপ্ন দেখান দেবচূডামুনি।
স্বপনে দেখেন রানী বিপরীত বড়ি
পুত্র-মুণ্ড কাটা ভূমে যায় গড়াগড়ি।
কন্ধ মুণ্ড ছাড়াছাড়ি স্বপনে দেখিয়া
কান্দিতে কান্দিতে রানী উঠিল জাগিয়া।
হাথাড়িয়া দেখে রানী পুত্র আছে কোলে
না জানি পাপিষ্ঠ কর্ম্মে কোন ফল ফলে।
যাদুনাথ বলে মনে কি ভাব মদনা
লুইচন্দ্র লইতে ধর্ম কৈল বিড়ম্বনা॥৩৫॥

---

১ ইস্তারতে
২ -শ্রজন
৩ নির্ত্ত

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

বাছা না যাইয় বল্লুকার বনে
কি জানি আছএ ভালে নিশি-অবসান-কালে
বিপরীত দেখিনু স্বপনে।
কোলে বৈইস দেখি চাদমুখ
তোমার বিপদবাণী কহিতে বিদরে প্রাণী
[ম]নে বড় পাইয়াছি দুঃখ।
না জানি কি কৈল মোরে দ[ণ্ড]
[যদি] পক্ষ মারিবারে যাও অভাগীর মাথা খাও
কাটা দেখ্যাচি তোর [মুণ্ড]।
সেই হইতে প্রাণে নহে স্থির
আক্ষটিরে [আদেশিব] পক্ষ ধরিয়া দিব
না যাইয় বল্লুকার তীর।
আজি বসিয়া থাকহ নিকেতনে
বল্লুকা কাননমাঝে বাটপাড় থাটু আছে
দেখিআছি আপন নয়ানে।
বল্লুকা দেখ্যাচি তোমা লাগি
সারাদিন বনে যাই মনষ্যের দেখ্যা নাঞি
নিশিতে বসিয়া দুহেঁ জাগি।
অভাগীর শুন রে ভাষিত
এক বাটপাড় তথি হাথেতে লসান কা[তি]
কাটিবারে আইল তুরিত।
ঘন ঘন নাচায় কৃপাণ[১]
ধন কড়ি যত চায় কিছুই নাহিক পায়
তেঞি বনে করিনু পয়ান।
তুমি মো[র] বাছা দুবরা[জ]
তোমার নানা অভরণ গায় যদি বনে দেখা পায়
তোমা লইয়া ঘটিবে অকাজ।

---

১ ক্রপান

ধর্ম ভাব্যা যাদবে রচিত
মদনা নিষধে [পুন] শুন ভাইয়া সর্বজন
স্বপনে দেখিয়া বিপরী[ত] ॥৩৭॥

॥ পয়ার ॥

বাছা বনে যাইয় নাঞি বাণ খাইয় নাঞি রে॥
যবুনাপুলিন-বনে[১] নাগের বসতি
আছে ভুলিয়া কালীর জ[ননী যাইয়] নাঞি রে ॥
শুন পুত্র লুইচন্দ্র অভাগীর কথা
না যায় বলুকা [আজি] খাইয়া মোর মাথা।
মাএর বচন বাছা শুন রে শ্রবণে
তোমার কন্ধ মুণ্ড ছাড়াছাড়ি দেখাচি স্বপনে।
সুবর্ণপঞ্জরে পক্ষ দিব রে ধরিয়া
বাটুল বেংধিয় তুমি কোতুকে বসিয়া।
মাএ পুত্রে কোতুক দেখিব কুতূহলে
আজি তুমি না যাইয় বল্লুকার কূলে।
মদনা এতেক যদি কহে সকাতর
মাএ প্রবোধিয়া কিছু কহে লুইধর।
শুন গ জননী মনে না ভাবিহ দুঃখ
এ ভুবনে কেবা আছে আমার সমুক।
বাটপাড় থাটু আছে বল্লুকার কূলে
তারে যমালয় পাঠাইব একোই বাটুলে।
তোমার প্রসাদে মা গ ভয় নাহি কার
ক্ষেত্রিবংশেতে মা গ জন্ম আমার।
উধা করি যায় পক্ষ গগনমণ্ডলে
তারে যে মারিতে পারে একোই বাটুলে ॥৪॥
সেই জন লিখি মা গ ক্ষেত্রিবংশেতে
ধন্য ধন্য রয় তার সকল জগতে।
ধরা পক্ষ মারে যেই কি তার বড়াই
না কর নিষেধ পক্ষ মারিবারে যাই।
স্বপনের কথা মা গ কিছু সত্য নয়
সুখে বস্যা থাক ঘরে না করিয় ভয়।
আমার কারণে চিন্তা না কর জননী
পক্ষ মারিয়া আমি আসিব এখনি।
মাএ এত প্রবোধিয়া লুইচন্দ্র বীর
পক্ষ মারিবারে চলেন বলুকার তীর।
সঙ্গের যতেক শিশু আনিল ডাকিয়া
শিকারে চলিলা সভে আবেশ করিয়া।
সুবর্ণ গুলতাই আর রূপার বাটুল
শিশুগণ সঙ্গে গেলা বলুকার কূল।
নিবেদিল যাদুনাথ ভাবি নিরঞ্জন
ঘরেতে মদনা রানী স্থির নহে মন ॥

১ বান

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

সঙ্গে শিশুগণ লইয়া বলুকার কূলে গিয়া
উপনীত হইল লুইধর
নিরঞ্জনের মায়া শুনএ ভকতভাইয়া
পূর্ণ হইল এ বার বৎসর।
যত হংসগণ [ছিল] দিনে দিনে সব মাইল
রাজহংস ছিল অবশে[ষে]
[লুই]চন্দ্র সেইদিনে সকল বালকগণে
মারিতে কহিল সেই হংসে।
সেই হংসের জন্ম করিয়াছেন প্রভু ধর্মপদচিহ্ন
আছে তার পিঠে
প্রভুর সেবক হয়ে কাহারে নাহিক ভয়ে
সু[খে] চরে বলুকার তটে।
এথা আজ্ঞা দিল লুইধরে শিশুগণ বাটুল মারে
হংসের নিকটে নাঞি যায়
লুই[চন্দ্র] তাহা দেখি [শিশু]গণে হইলা দুঃখী
বাটুল যুড়িল যুবরায়।
ক্রোধে বাটুল এড়ে যেন বজ্রাঘাত পড়ে
পক্ষের বাজিল বক্ষস্থলে
কহে শ্রীযাত্নাথ খাইয়া বাটুলঘাত
ধ[র্ম] উশ্চস্বরে বলে ॥৩৮॥

॥ পয়ার ॥

হংস মূচ্ছিত[১] খাইয়া বাটুলের ঘাতে
উড়িয়া পড়িল গিয়া প্রভুর সাক্ষাতে।
ছট[ফট] করি হংস হইল অচেতন
তাহা দেখি চিন্তিত হই[ল নিরঞ্জন]।
আমার সাক্ষাতে পক্ষ কি কারণে মরে
আস্তবেস্ত হইয়া প্রভু উঠিল সত্বরে।
হংসের মস্তকে হাথ দিআ ভ[গবান]
জীও জীও আরে পক্ষ পাইয়া প্রাণদান।

১ মূৰ্চ্ছিত

প্রভুর কৃপাএ[১] পক্ষ পাইয়া [সম্বি]ত
দুই পাক ঝাড়া দিয়া উঠিলা তুরিত।
চুয়াল নাড়িয়া পক্ষ খাইবারে চায়ে
প্রভু মুখে[র] অমৃত কিছু দিলেন তায়।
[আ]হার খাইল পক্ষ হইল বলবান
হেনকালে কহেন কথা স্বরূপনারাণ।
শুন শুন আরে পক্ষ কহেন নিরঞ্জন
কি কারণে মোর কাছে হইলে অচেতন।
তোমারে দেখিয়া মোর কাতর হৃদয়
কেনে উপহতি আজি কহ ত নিশ্চয়।
প্রভুর বচনে হংস কহে ধীরে ধীরে
যেই উপহতি আজি শুন মায়াধরে।
বলুকার কূলে ছিনু পরিজন[২] লইয়া
পরম লীলায় চরি আহার পাইয়া।
শুন শুন মহাপ্রভু নিবেদি চরণে
আমার পরিজন বিনাশ হইল এতদিনে।
হরিচন্দ্র নামে রাজা ধরে ছত্রদণ্ড
তার বেটা লুইচন্দ্র বড়ই প্রচণ্ড।
গুলতাই বাটুলে বেটা মজাইয়াচে চিত
মোর পরিজন যত বিনাশিল নিত।
বজ্রবাটুল সেই মারে যার তরে
তিলেক না জীএ সেই যায় যমঘরে।
এক বাটুল বিনে দোসর নাঞি হয়ে
অপার আছিল হংস সব কৈল ক্ষয়ে।
কেবল একেলা গোসাঞি আছিনু বাচিয়া
আজি বাটুল মোরে মারিল আসিয়া।
বাটুল খাইয়া আমি হইনু সকাতর[৩]
তোমার নাম তিন বার লইলাঙ উশ্চস্বর।
তোমার নাম লইতে মোর বল হইল গায়
তেঞি সে উড়িয়া আইনু নিবেদিনু পায়।
হংসের বচন এত শুনি নিরঞ্জন
পাসরণ ছিল মনে হইল স্মরণ।
রামাঞিকে ডাকিয়া প্রভু কহেন সত্বরে
নিবেদিল যাদুনাথ ছলিব লুইধরে ॥৩৯॥
জরজর ছাত্রি পুরাতন বস্ত্র লণ্ডি[ক মায়া]
কুসুম শকট
তল-পা ফাটা চক্ষে মেগুা ফুলা দুই কান
এতক মায়া [ধর্‌্যা] রাজার দ্বারে উরিলা
স্বরূপনারাণ ॥
রাজা[র দুয়া]ের উপনীত নৈরাকার
রাজা রাজা বলি ডাক দিল তিন বার।
শুনএ ভক[তলো]ক হইয়া একমন
পিতৃশ্রাদ্ধ সেই দিন ক[র্‌্যা]চে [রাজ]ন।
দান ধ্যান বিস্তর করিয়া নরপতি[৪]
জলপানে বসিয়াচেন হ[রষি]ত অতি।
এমনি সময় ডাক দিলেন মায়াধর
শুনিতে পাইল হরিচন্দ্র নৃপবর।
ডাকিয়া বলেন রাজা শুন গ মালতী
কোন জন আ[স্যা]চেন ভিক্ষা দেহ না ঝটিতি।
শুনিঞা তণ্ডুল নিল সুবর্ণের থালে
সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া ভিক্ষা লহ বলে।
ভিগ দেখি কহিতে লাগিল দেবরা[জ]

---

১ ক্রপাএ
২ পুরিজন
৩ সোকাতর
৪ নরতপি

শুন দাসী কামমুরি ভিক্ষায় কি কাজ।
হীর‍্যামন মানিক পরশ কত আছে
থালা কাঁসা দেখি যেন পুয়ান থাকে নাছে।
[ক্রো]ধে ভাঙ্গা ঝোলি ঝাড়ে স্বরূপনারাণ
হীরামন মানিক [হইল নাঞ্ঞি] পরিমাণ[১]।
দেখিয়া দাসীর মুখে নাহি স্বরে কথা
কহিতে নাগিলা ছলে অখিলের পিতা।
শুন ল মালতী দাসী কহেন নিরঞ্জন
সত্যবাদী শুনিয়াছি তোমার রাজন।
বহুদিন আচি আ[মি ক]রি উপবাস
মৎস্য মাংসেতে মোর হইয়াচে অভিলাষ।
ধন কড়ি রাজার কিছুই নাঞ্ঞি দায়
মৎস্য মাংস খাওয়াই[লে] আমি হই বিদায়।
শুনিঞা মালতী গৃহে করিল পয়ান
ধর্মের মঙ্গল শ্রীযাদুনাথ গান ॥৪০॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

শুনিঞা রাজন ভাবে মনে মন
কোন দ্রব্য[২] নাহি ঘরে
মৎস্য মাংস কত আছএ বহুত
ভুঞ্জাইব সন্ন্যাসীরে।
শুন সর্ব নরে প্রভু মায়া করে
তাহা বুঝে কোন জনে
মৎস্য মাংস ঘরে চাহে নৃপবরে
কিছু নাহি নিকেতনে।
ভাবে মনে মন চিন্তিত রাজন
মৎস্য মাংস নাঞ্ঞি পাইয়া
কোন দেব মোরে কিবা মায়া করে
রহিল বিস্ম হইয়া।
হেনকালে তথি মদনা যুবতী
পতিপাশে উপনীত
দেখি মদনারে কহে নৃপবরে
বিধি আজি বিড়ম্বিত।

১ পরমান
২ ত্রিব্য

কেন কেন করি মদনা সুন্দরী
কহে নৃপতির তরে
যাদুনাথ ভনে আইলা নিরঞ্জনে
ছলিবারে লুইধরে ॥৪১॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

রাজা বলে শুন আগ মদনা সুন্দরী।
কোন দেবতার মায়া বুঝিতে না [পা]রি।
মৎস্য মাংস বহুতর আছিল ঘরেতে
কিছুই নাহিক আর দেখ না সাক্ষাতে।
ভয় ভয় মনে বড় পায়া রাজা রানী
বসিয়া করেন মায়া দেব চূড়ামুনি।
ছায়াস্বপ্ন রাজাকে দেখান মায়াধর
পুত্র বলিদান যেন দেন নৃপবর।
পুত্র-মাংস যেন রানী করেন রন্ধন
এই মতে ছায়াতে দেখেন দুই জন।
এমতি দেখিয়া দোহে চিন্তিত অন্তর
মনেতে হইলা পুত্র এ বার বৎসর।
রাজা বলে ম[দনা] মনেতে কিছু পড়ে
হেন বুঝি রাজ্যপাট পুত্র[রূপি ছা]ড়ে।
বলুকার কূলে গেনু পুত্রের লাগিয়া
তথা প্রভু দিল বর [সর্ত] করিয়া।
সর্ত [ক]রি আইলাঙ দোহে প্রভুবিদ[্যমান]
[এ] বার বৎসরের পুত্র দিব বলিদান।
এই দেখ হইল পুত্র এ বা[র] বৎসর
ছলিতে আইলা কীবা প্রভু মায়াধর।
[রাজা]র বচনে মদনার মনে উঠে
বার বৎসরের পুত্র হইল [স]ত্য বটে।
শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি তোমায়
মৎস্য মাংস খাইতে সন্ন্যাসী অই চায়।
যথা পায় মৎস্য মাংস আন্যা [দে]ও তোমি ॥৪॥
পুত্র লইয়া পলাইয়া যাই প্রভু আমি।
রাজা বলে শুন রানী কেন কহ ব্রথা
প্রভুকে পলাইয়া যাইতে স্থল [আছে] কোথা[1]।
ই তিন ভুবন দেখ সৃজন[2] তাহার
যে হউক সে হউক প্রাণ দিব একবার।
চল দেখি দুই জনে সন্ন্যাসী কেমন
কহে শ্রীযাদুনাথ [বস্যা]ছেন নিরঞ্জন ॥৪২॥

॥ জাগরণ সমাপ্ত ॥

মহ[ল বাহি]রে আসিয়া রাজা রানী
দেখেন সন্ন্যাসীর তরে
কুচ্ছিত আকা[রে] বসিয়াছেন রাজা প্রণমিল ত[খন]
প্রণাম করিয়া কহেন নৃ[পবরে]।

১ কথা
২ শ্রীজন

শুন হে সন্ন্যাসিজন
কোন অভিলাষে বসি আছহ
কহ ত নিশ্চয় কার[ণ]।
কোথায় নিবাস কহ না সন্ন্যাসী
কেন বা আইলে এথা
শুনিঞা কপটে কহিতে নাগিলেন
অখিলভুবন-পিতা।
শুন হে রাজন আমার বসতি
কোথায় নির্ণয় নাঞি
থাকি যেইখানে সেইখানে মোর ঘর
আস্যাচি তোমার ঠাঞি।
বহুদিন আমি তীর্থ ভ্রমণে করি
আছি উপবাস
মৎস্য মাংসতে ভোজন করিব
এই হেতু তোমার নিবাস।
তুমি সত্যবাদী শুনি লোকমুখে
তোমহ মৎস্য মাংস দিয়া
ভোজন করিলে বিদায় হই[ব]
নহে ত রহিনু বসিয়া।
এতেক বচন শুনিঞা রাজা রানী
চিন্তিত হইল বড়
সেই ত নিরঞ্জন এই ত [স]ন্ন্যাসী
মনেতে জানিল দড়।
বৈস হে সন্ন্যাসী কহিয়া রাজা রানী
গেলেন নিকেতনে
পুত্রের মরণ নিকট জানিল
যাদব পণ্ডিতে ভনে॥

॥ পয়ার ॥

সন্ন্যাসী ভুঞ্জাইতে রাজা ব্যস্ত হইআ মনে
গ্রামের আক্ষটি যত ডাক দিয়া আনে।
আজ্ঞামাত্রে আইল যত আক্ষটি ধীবর
প্রণাম করিয়া কহে নৃপ-বরাবর।
কেন বা ডাকিলে রাজা আমা সভাকারে
আজ্ঞা কর সেই কর্ম করিব সত্বরে।
রাজা বলে শুন বলি আক্ষটি ধী[বর]
যথা পাও মৎস্য মাংস আনহ সত্বর।
আশ্চম্বিতে সন্ন্যাসী আইল কোথা হইতে
ভিক্ষা নাঞি লয় চায় মৎস্য মাংস খাইতে।
আমার পিতৃশ্রাদ্ধে মৎস্য মাংস যত আস্যাছিল
ব্রাহ্মণ কুটুম্বে তাহা পূর্ণ কর্য্যা খাইল।
তথাপি উদবর্ত্ত তার আছিল ঘরেতে
আচম্বিতে উভ্যা গেল সন্ন্যাসী আসিতে।
না জানি সন্ন্যাসী আস্যা কোন মায়া কৈল
ঘরে হইতে মৎস্য মাংস তেঞি উভ্যা গেল।
সন্ন্যাসী উপা[সী] আছে এ বার বৎসর
মৎস্য মাংস ভোজনে আইলা [মো]র ঘর।
যথা পায় মৎস্য মাংস আন বিদ্যমান
সন্ন্যাসী ভুঞ্জাইলে [হয়] আমার এড়ান।
বিলম্ব না করে সভে রাজার বচনে
[যতেক] সাজন হইআ প্রবেশিল বনে।
আক্ষটি নাবিল বনে ধীবর জলেতে
কেহ শিকার নাঞি পাইল প্রভুর মাআতে।
আ[সিয়া কহিল] সভে নৃপতি-নিকটে
আজি শিকার নাহিক পাইনু কোন
দেবতার [হ]টে।
এতেক শুনিল যদি আক্ষটির তুণ্ডে
বজ্রাঘাত পড়ে যেন নৃপতির মুণ্ডে।
চিন্তিত হইল রাজা মৎস্য মাংস বিনে
হেনকালে লুই[চন্দ্র] আইল সেইখানে।
লুইচন্দ্র বলে বাপা স্থির কর মতি
শিকার করিয়া আমি আনি দিব ঝটিতি।
সুবর্ণ গুলতাই [আর] রূপার বাটু[লি ল]ইয়া
শিকারে চলিল পিতা মাতা প্রবোধিয়া।
বাটুলের যোগ্য শিকার চাহিয়া বেড়ায়
প্রভুর মাআয় শিকার কোথায় না পায়।
[মা] বাপের কাছে আসি কহিতে লাগিল
কোন দেবতার হ[টে শিকার] না পাইল।
যাদুনাথ বলে রাজা কিবা ভাব মনে
লুইচন্দ্র লইতে আইলা [নি]রঞ্জনে॥

॥ বারমাসি জাত ॥

রাজা বলে শুন রা[নী আমা]র বচন
আমারে কাটিয়া করাও সন্ন্যাসী ভোজন।
সন্ন্যাসী [বিদ]ায় হওক মোর মাংস খাইয়া
মাএ পুত্রে রাজ্য পাল চিরজীবী হইয়া।
তোমারে কাটিলে রাজা দণ্ড-বধ হবে
অভাগী মদনা কোথায় জল স্থল নাঞি পাবে।
লুইচন্দ্র বলে বাপা শুন হে বচন
আমারে কাটিয়া করাও সন্ন্যাসি-ভোজন।

সন্ন্যাসী আস্যাচেন অই আমার লাগিয়া
তম্ব পিণ[১] কর কেন শোক বাড়াইয়া।

এত যদি মা বাপেরে কহিল বচন
যাদুনাথ বলে রানী যুড়িল ক্রন্দন ॥

॥ পয়ার ॥

গোরা মোর শচীর নন্দন
ই তিন ভুবনে নাঞি রূপের তুলনা।
কান্দে মদনা রানী পুত্র করি কোলে
চাইতে না পারে লোচনের জলে।
হায় হায় আরে বিধি মোরে কি করিলি
এ হেন সুন্দর পুত্র কারে দিব ডা[লি]।
যখনি ছাওয়াল তখনি যদি মরে
তার শোক মাতা পিতা পাসরিতে পারে।
ঘন ঘন মদনা চুম্বেন চাঁদমুখ
দেখিতে দেখিতে পুন্থ বিদরয়ে বুক ॥৪॥
ভাল হইত বল্লুকায় কায় তেজিতাঙ পরাণ
কেন বা মাগিনু বর প্রভু-বিদ্যমান।
এমনি নিষ্ঠুর [আর] আছএ কোথায়
বর দিয়া বরপুত্র খাইবারে চায়।
মদনার ক্রন্দনে রাজার বাড়ে মাআ-মো
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লো।
ম[দ]নারে বলে রাজা শোক সম্বরিয়া
আমরা তেজিব প্রাণ পুত্র বলি দিয়া।
আটকুড়া হইআ প্রাণ তেজিতাঙ যদি
ত্রিভুবনে অপযশ রহিত খেয়াতি[২]।

পুত্রমুখ দেখ্যা মরি অতি বড় ভাগ্য
বলিদান দিব পুত্র মানিয়া শূন্য[৩] লাগ্য।
এমনি যুগতি দোহে করি সমাধান[৪]
পুনরপি গেলা রাজা সন্ন্যাসীর স্থান।
শুন হে সন্ন্যাসী গোসাঞি কহে নৃপমনি
মচ্ছ মাংস খাইবারে চাহিলে আপনি।
প্রাণপণে মৎস্য মাংস চাহিয়া বেড়ানু
পাপিষ্ঠ-কর্ম্মেতে গোসাঞি কোথা নাহি পাইনু।
অতঃপর কোন আজ্ঞা হয় অধ[র্ম্মী]রে
শুনিআ কহেন তবে প্রভু মায়াধরে।
শুন রা[জা হরি]চন্দ্র কহেন নিরঞ্জন
তোমরা পুত্রবর পাইয়া আইলে আমার সদ[ন]।
রাজা রানী সত্য কৈলে মোর বিদ্যমান
বার বৎস[রের পুত্র] দিবে বলিদান।
এই দেখ বার বৎসর হইল তোর পো
ঝাট বলিদান দেও ছাড় মায়া-মো।
এত যদি কহিলেন স্বরূপনারায়ণ
যাদুনাথ বলে রাজা কোপে কম্পমান ॥

১ খিন
২ ক্ষেয়াতি
৩ সম্ব
৪ মসাধান

॥ পয়ার ॥

রাজা বলে কি বলিলি কোথাকার সন্ন্যাসী
নিশ্চয় জানিল তুমি কপট তপস্বী[১]।
সন্ন্যাসী তপস্বী কিবা ব্রহ্মচারী মুনি
নিরামিষ্য ভোজন [বিনা] অন্য নাঞি জানি।
দুগ্ধ কলা আতব তণ্ডুল সন্ন্যাসীর আহার
তুমি মৎস্য মাংস খাইতে চায় কেমন ব্যভার।
তথাপি বচন তোমা না [হই]মু লঙ্ঘন[২]
চেষ্টা কইমু মৎস্য মাংস করি প্রাণপণ।
সন্ন্যাসীর আমিষ্য ভোজন নয় জানিল সর্ব[থা]
তেকারণে মৎস্য মাংস নাঞি পাইমু কোথা।
খিরখণ্ড নাড়ু কলা অনাত্রত পয়
[ভোজ]ন করিয়া বিদায় হও মহাশয়।
তবে যদি পুত্র মোর চাও বলিদা[ন]
সিংহা কোটালের হাথে হবে অপমান।
সন্ন্যাসী[র ঠাঞি] বর আমি মাগি নাঞি
পুত্রবর দিআচে মোরে ধর্ম গোসাঞি।
[যেই]রূপে বর মোরে দিল নিরঞ্জনে
সেইরূপ মোরে যেবা দেখাবে এইখানে।
সেই জন ধর্মরাজ ইথে নাহি আন
সত্যহেতু পু[ত্র] তারে দিব বলিদান।
সন্ন্যাসী বলেন রাজা এত কইলে পণ
সেইরূপ তোমারে আমি দেখাব এখন।
ব্যাজ নাঞি কর [রাজা] লুইচন্দ্র আন
যেরূপ দেখ্যাচ তাহা দেখ বিদ্যমান।

শুনএ ভকতলোক হইয়া এক মন
ইঙ্গিতে কতেক রূপ ধরেন নিরঞ্জন।
লুইচন্দ্রের সাঁপমুক্ত করিবার তরে
আপনার নিজ মূর্তি দেখান রাজারে।
নিরঞ্জন নইরাকার অখি[লে]র সার
কটাক্ষমাত্রেতে হইলা ধবল-আকার।
ধবল সিংহাসনেতে বসিলা যুগপতি
ধবল পুরুষ ধর্ম বিলক্ষণ জুতি।
ধ[বল] আসন ধবল বসন ধবল [কা]য়
কোটি[৩] ইন্দ্র জিনি রূপ তিমির পালায়।
চারি পণ্ডিত চারি আমিনী পারিষদ সনে
লুইচন্দ্রের [মাং]স দেহ করিয়া রন্ধনে।
[ভো]জন করাও ঝাট যাই বিদায় হইয়া
এতে কইতে হরিচন্দ্র দেখিল চাহিয়া।
প্রতিৎ পাইল রাজা প্রভু[রে] দেখিয়া।
নিশ্চয় জানিল মনে ধর্ম নিরঞ্জনে
এখন পুত্র বলি দিতে রাজার হইয়া গেল মনে
সাহস ধরিয়া রাজা লুইচন্দ্রে আনে
মদনা কাতর হইল পুত্রের মরণে।
শোক নাঞি জানে[৪] লুইয়া প্রভুর মায়ায়
মায়ে প্রবোধিয়া স্নান[৫] করিবারে যায়।
চা[রি]দিগ বেষ্টিত লোক গ্রামের সকলে
স্নানে চলিলা লুইয়া যাদুনাথ বলে॥

১ তপস্যি
২ লঙ্গন
৩ কুটি
৪ জানো
৫ স্নান

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

প্রবোধিয়া মাতা পিতা লুইচন্দ্র হরষিতা
শোক দুঃখ কিছুই না জানে
শুন ভাইয়া [সর্ব ন]রে গিয়া নিজ সরোবরে
স্নানে লুইয়া নাবিলেন মনে।
নগরের যত লোক পাইয়া মরণ-শোক
দেখিতে আইলা লুই[ধরে
রা]জা রানী যত পুরী লুইচন্দ্রে বেষ্টিত করি
শোকুলি[১] দাণ্ডাইয়া [দূ]রে।
স্নান করি লুইধরে অঙ্গ মার্জনা করে
সংক[ল্পে] কৈল আচমন
শিখ্যা বন্ধন করি ধ্যানে ধারণে ধরি
কৈল [সবে] মুনির পূজন।
আপন উদ্ধার-কাজে পূজা কৈল ধর্মরাজে
তবে পূজা কৈল গুরুজনে
করজোড়ে জলাঞ্জলি লহ পিতা মাতা বলি
মনে সে দিলেন এক মনে।
রাজা রানী ছিল পাশে শুনি লোহে অঙ্গ ভাসে
অধিক বাড়িয়া গেল শোক
স্নান করি তিনে ওঠে [দাণ্ডা]ইলা আসি ঘাটে
চৌদিগ বেষ্টিত হইল লোক।
দাণ্ডাইয়া লুইধরে সভারে প্রবোধ করে
প্রবোধ না হএ মদনা
যাদুনাথ কহে [বাণী] পুত্র কোলে করি রাণী
পুনুরপি করএ করুণা ॥৪৮॥

১ সোকুলি

॥ প[য়া]র ছন্দ ॥

হায় রে দারুণ বিধি করিলি নৈরাশ
কেমনে ধরিব প্রাণ রামের [বন]বাস।
রাম রাজা করিবারে সাধ [ছিল] মনে
অভিষেক করি[য়া] বসাইতাঙ সিংহাসনে ॥
কাদেন মদনা রানী পুত্র করি কোলে
বসন [ভি]জিয়া গেল লোচনের জলে।
আসঁ বাছা লুইচন্দ্র দেখি চাদমুখ
তোমা পুত্র লাগিয়া বড় পাইয়াচি দুঃখ।
ধর্ম্মের সনে বাপ তোর কৈল বিসম্বাদ
তথির কারণে হইল এত পরমাদ।
ভাঙ্গিল ধর্ম্মের ঘর মন্দিরের চূড়া
তেকারণে হইয়াছিনু আটকুড়া।
দ্বাদশ বৎসর কৈনু কাননে ভ্রমণ
তোমা পুত্র পাইলাঙ পূজিয়া নিরঞ্জন।
বড় কুদারুণ সত্য কৈল ভগবান
বার বৎসরের হইলে দেবে [বলি]দান।
সেই দারুণ সত্যে দেতে যাই বলি
পড়াইয়া শুনাইয়া পুত্র কারে দি ডালি।
তোমারে কাটিয়া বাছা আর জীব নাঞি
তোমার শোকেতে মৃত্যু[১] লিখ্যাছে গোসাঞি।
মরিলে বারেক দেখা দিয় অভাগীরে
তোমা পুত্র পাই যে[ন] জন্মজন্মান্তরে।
লুইচন্দ্র বলেন মা গ শুন কহি আমি
ব্রথায়ে এতেক শোক কেন কর তোমি।
পুত্র কন্যা ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণ দারা
[অ]নন্ত সময় মা গ কোথা রহে তারা।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সব দেখ ধন্ধ
কায়া প্রাণে কদাচিত নাহি[ক] সম্বন্ধ।
প্রাণপুরুষ মা গ যখন যাবে ছাড্যা
যেই গাএর গর্ব করি কোথা রইবে পড়্যা।
এ ঘর সম্পদ দেখ সব মায়াজাল
ভাল মন্দ যত কিছু রয় [চির]কাল।
এইরূপে লুইচন্দ্র প্রবোধিয়া মাতা
বসি[আ] ভাবেন মনে অখিলের কর্ত্তা।
মায়াজালে রাজা রানী হইল কাতর
পুজা লাগ্যা মা[য়া] ঘুচাইলা মায়াধর।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমন
যেইমাত্র মায়াজাল ঘুচাইল নিরঞ্জন।
কোলে হইতে পুত্র রানী দিলেন ছাড়িয়া
কিছু শোক রইল রানীর পুত্র বলি[য়া]।
[মা]এর শোক পুত্রের লাগ্যা চিরদিন থাকে
অলপে পাসরে বাপ শুন সর্বলোকে।
রাজা রানী লুইচন্দ্রশোক-নিবার[ণে]
[প্র]ভুর সাক্ষাতে গেলা সুহাস[২]-বদনে।
অনাদি ভাবিয়া শ্রীযাদু[নাথ] গান
পুত্র বলি দেই রাজা প্রভু-বিদ্যমান ॥

১ ম্রিত্ত
২ সুহোস

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

সহাস বদনে রাজা করেন ধর্মের পূজা
পাত্র মি[ত্র লই]য়া প্রজাগণ
নগরে নাগরী যত দাণ্ডাইয়া চারি ভিত
ছল-ছল সভার লোচন।
নম ধর্মায় বীজমন্ত্র পড়ি রাজা হরিচন্দ্র
[লুই]চন্দ্র কৈল উচ্ছ´গন
ধর্মের মায়ার দণ্ডে মদনা ধরিল মুণ্ডে
বসাইল করাইয়া আসন।
লুইচন্দ্র বলে বাপ তেজি শোকসিন্ধু-তাপ
আমারে কাটহ একবারে
এই জর্মে পিতা তুমি বেদন না পাব [আমি]
শুনি মাএর পরাণ বিদরে।
শোক যত তেজি দূরে খড়্গ রা[জা] লইয়া করে
পুত্রমুণ্ড কাটে একবারে
কাটামুণ্ড ভূমে প[ড়ে] [ধর্ম ধর্ম] ডাক ছাড়ে
হরি হরি বল সর্ব নরে।
শুনএ ভকতলোকে প্রভুর [সত্যে]র পাকে
পুত্র রাজা দিল বলিদান
অনাদি চরণতলে শ্রীযাত্নাথ বলে
নাএকেরে করিবে কল্যাণ ॥

আরে আমার বাছা কোথা গেল রে
বনেরে বাছুরহারা হইলা।
আজু অন্নভোজনে বড় পরমাদ হইলা ॥
পুত্রের মাংস মদনা রানী কোটে
নয়ানে [গ]লএ বারি শোকে প্রাণ ফাটে।
এহেন সুন্দর পুত্র কারে দিনু ডালি
আগে মোর মৃত্যু কেন বিধি না করিলি
এমনি মদনা রানী শোক-নিবারণে
হেনকালে যুক্তি এক ভাবিলেন মনে।
পুত্রশোকে প্রাণ দিব কুণ্ড সাজাইয়া
হাঁড়ি করি থুইলা পুত্রের মুণ্ড লুকাইয়া।
লুকাইয়া রাখে মুণ্ড হেন করি মনে

ওথা মায়ার সাগর ধর্ম সব তাহা জানে।
কাটিল সকল [মাং]স আর কিছু নাঞি
ভিন্ন ভিন্ন রূপে রানী রাখে ঠাঞি [ঠাঞি]।
নআনের লো মুচি মদনা সুন্দরী
কহিতে লাগিল গিয়া প্রভু-বরাবরি।
কুটিনু সকল মাংস শুন মহাশয়
অতঃপর[১] কোন আজ্ঞা অভাগীরে হয়।
প্রভু বলেন মদনা গ শুনহ বচন
শোক তেজি পুত্রমাংস করহ রন্ধন।
প্র[ভুর] বচনে রানীর হইল হুতাশ
শিরের উপরে যেন পড়িল আকাশ।
বসিল মদনা রানী করিতে রন্ধন
[লো]চনের নীরে ভিজে অঙ্গের বসন।
প্রথমে রাধিল মাংস করি খড়খড়ি
লাবরা করিয়া রানী রাখে নিমছড়ি।
বিরিঞ্চি করিয়া রাধে হাড়ের সহিত
কথো ঝোল কথো ভাজা রাধিলে তুরিত।
তবে ত রাধিল রানী মাংস ঝুরি পুরি
রন্ধন শংকলি[২] কহে প্রভু-ব[রাব]রি।
মদনা বলেন প্রভু করি নিবেদন
ভোজন করিতে বৈস হইল রন্ধন।
প্রভু বলেন মদনা গ শুন বলি তোরে
সত্য হেতু [পু]ত্রমাংস খাওাইবে মোরে
এক বাক্য বলি রানী শুন গ বচন
অম্বল করিয়া কিছু কর্যাচ রন্ধন।
মদনা বলেন প্রভু তুমি মায়াধর
আপনি কহ না কিসের রাধিব অম্বল।
ম[দনার বা]ক্য ধর্ম লাগিলা কহিতে
লুইচন্দ্রের মুণ্ড তুমি রাখ্যাচ হাণ্ডিতে।
[শো]ক তেজি আন মুণ্ড শুন গ বচন
আম্র[৩] আনিয়া অম্ব[ল ক]রহ রন্ধন।
একথা শুনিয়া রানীর হইল হুতাশ
ধর্মের [ম]ঙ্গল গান যাদু ধর্মদাস॥

॥ একাবলি ছন্দ ॥

প্রভুর বচনে নৃপতি চলে
ঝটিতি গেলেন বৃক্ষের[৪] তলে।
পুত্রশোকে রা[জা] কাতর হইয়া
আম্র গাছে আছে দেখিল চাইয়া।
সেই গাছে মায়া অনাদি করে
তিন ডালে তিন আকার ধরে।
দুই ডালে [ফু]টিল বকুল[৫] চাঁপা
আর ডালে ঝোলে আম্রের থোপা।
দেখি বিচলিত রাজার মন
এমনি না-ক দেখি কখন।
প্রভু মায়া কৈ[ল] জানিআ মনে
আম্র পাড়িতে গেলা রাজনে।

---

১ অতপ্পর
২ সংকলি
৩ আত্র
৪ ব্রিক্ষর
৫ রঞ্জন

আস্তে-ব[্যস্তে আ]ম্র পাড়িয়া নিল
বসন অঞ্চলে বাধি আইল।
প্রভুর [স]দনে নৃপতি যায়
ওথা প্রভুর মায়া আম্র উভ্যা পলায়।

রাজা জানে আম্র আছএ কাখে
চিত্তে সুখ নাঞি পুত্রের শোকে।
গেলেন রাজন প্রভুর কাছে
যাদু কহে আম্র উভ্যা গেছে ॥৫২॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

পুনুরপি আম্র চাইয়া [নিল] রাজন
লুইচন্দ্রের মুণ্ডে অম্বল করিল রন্ধন।
অন্ন ব্যঞ্জন পরিপূর্ণ রাধিল তুরিতে
রাজা বলে আইস গোসাঞি ভোজন করিতে।
শুন শুন রাজা রানী কহেন নিরঞ্জন
অন্ন ব্যঞ্জন সব করিলে রন্ধন।
এক বাক্য বলি শুন রানী সত্যবতী
আগে অন্ন ব্যঞ্জন বাড় মোর প্রতি।
আর এক থালে বাড় লুইচন্দ্রের তরে
আর দুই থালে বাড় রানী [নৃপ]বরে।
এত যদি দুহাকারে কহিলেন বাণী
শুনিঞা কাতর ভাবে কহে রাজা রানী।
কেন হেন বোল প্রভু কহ নিরঞ্জন
পুত্রের মাংস কাট্যা করিনু রন্ধন।

তোমি মায়াধর প্রভু তোমা কি কহিব
পুত্রের মাংস মোরা কেমনে খাইব।
এই ক্ষম প্রভু আমা দোহাকারে
অন্ন ব্যঞ্জন [ভু]জ প্রভু মায়াধরে।
প্রভু বলেন তোমরা যদি খাইলে নাঞি
তবে অন্ন ব্যঞ্জন সব কর একু ঠাঞি।
শুন রাজা হরিচন্দ্র বচন আমার
আমারে ব্যেষ্টিত করি দেও বস্ত্রের কাণ্ডার।
এত শুনি রাজা রানী হরষিত হইল
চারি দিগ বস্ত্র দিয়া ব্যেষ্টিত করিল।
তার মাঝে বসিলেন প্রভু নিরঞ্জনে
আন্তরে রহিলা রাজা রানী দুই জনে।
নিবেদিল যাদুনাথ বন্দিয়া রামাঞি
লুইচন্দ্র জীয়াইতে বসিলা গোসাঞি ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

লুইচন্দ্রের অস্থি করে করি লইলেন
প্রভু স্বরূপনারাণ
মাংস চর্ম যত অস্থি সঙ্গে সঙ্গে
তিলেকে করিলা নির্মাণ।
কর কটি কন্ধ কর্ণ কণ্ঠ উরু
পদাঙ্গুলি সুশোভন
ম[স্ত]ক কপাল নাসিকা নয়ান
গঠিলা প্রভু নিরঞ্জন।

[অস্থি] বস[া] হইল উদর অন্তনাভি
দন্ত বদন অধর
নিতম্ব নি[মে]খ পস্ব (?) পরমিত
ধরণী গাথনি ডোর।
নখ করাঙ্গুলি [জুড়ি]য়া নিরঞ্জন
চক্ষুদান দিল শেষে
পরমকারণ মন্ত্র কানে দিয়া
করাইল জীবনন্যাসে।
সকল শরীর লুইচন্দ্রের
শিরেতে লাগিল জোড়া
প্রভুর মায়াঅ জীবন্যাস পায়
লুইচন্দ্র দি[ল] পাশমোড়া ॥৪॥
প্রভুর সাক্ষাতে উঠিয়া বসিল
রূপেতে হইল আল
স্বর্ণ গুল্‌তাই রূপার বাটুল
প্রভু নির্মাইয়া দিল।
[ব]স্ত্র অভরণ পরাইলা নিরঞ্জন
দিব্য মাল্য দিল গলে
এ চারি দুয়ারে ভ্রমণ করিতে
পাঠাইয়া দিল কুতূহলে।
বস্ত্রের কাণ্ডার ঘুচাইল নইরাকার
সেই সন্ন্যাসীর বেশে
হরি হরি [বল লু]ইচন্দ্র জীল
কহেন যাদু ধর্মদাসে॥

॥ পয়ার ॥

লুইচন্দ্র জীয়াইয়া প্রভু পাতেন অবতার
ফটিকের মণ্ডপ কৈল [তাহা]র দুয়ার।
চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত পঠে বেদে ধ্বনি
গন্ধ পুষ্প মালা যোগায় এ চারি আমিনী।
লুইচন্দ্র পাবেক রানী হেন করি মনে
প্রভু চারি ঘট মায়াতে আনিল নিরঞ্জনে।

[সমুদ্রে]র যত তাম্র মৃত্তিকার[১] ঘট
কনকের নব দণ্ড ফটিকের মঠ।
চারি দ্বারে পারিষদ রাখ্যাছেন গোসাঞি
পশ্চিমে সেত দক্ষিণে নীল পূর্বেতে কংসাঞি।
আ[র] রামাঞি পণ্ডিত উত্তর গাজন-দুয়ারে
পাদুকায় বসিলেন ধর্ম সন্ন্যাসী-আকারে।
সেত পণ্ডিতের[২] দুআরে ওথা লুইচন্দ্র শুলে
সকলি ধর্মের মাআ যাদুনাথ বলে॥

কাখে করি নিল রানী সুবর্ণের বারি
পুত্রের ত[লা]সে চলে মদনা সুন্দরী।
শোকেতে মদনা রানীর চক্ষে খসে লো
কোথা গেলে পাব আমি লুইচন্দ্র পো।
সেতাই পণ্ডিত আছে পশ্চিম দুয়ারে
লুইআ লুইআ বলি রানী গেলা তথা[কারে]।
অরে বাছা লুইচন্দ্র আছ রে যেথাই
শুনিতে পাইল তাহা পণ্ডিত সেতাই।
আছাড়িয়া পেলে রানী সুবর্ণের বারি
কান্দিতে কান্দিতে [চলে] প্রভুর বরাবরি।
প্রভুর সাক্ষাতে গিয়া কহেন মদনা
অভাগীরে কেন আর কর প্রতারণা।
রজতে[র] বারি পুনু রানী নিল কাখে
তুলিতে না পারে রামা পুত্রের শোকেতে।
কোথা আছ আছে বাছা কোথায় আমি যাব
ও চাদ মুখের হাসি আর কি দেখিব।
ক্ষেণে ক্ষেণে মদনার হৃষ্ট[৩] হয়ে মন
লুইচন্দ্র কোলে পাইল দেখিল এমন।
নীলাই পণ্ডিত আছে দক্ষিণ [দু]য়ারে
বাছা বাছা বলি রানী গেলা তথাকারে।
নীলাই পণ্ডিত বলি তিন ডাক দিল
কুমার লুইচন্দ্র মোর এথায়ে আইল।
আছাড়িয়া পেলে রানী রজতের বারি
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে গেলা প্রভু-বরাবরি।
কি কারণে নিরঞ্জন ভাণ্ডাহ আমারে
আর কি পাইব আমি পুত্র লুইধরে।
পুনুরপি নিলা রানী তাম্রের বারি
পুত্রে[র তলা]সে চলে মদনা সুন্দরী।
পুত্রশোকে মদনার তনু জরজর
চলিতে উছটি পড়ে মুহী[র উ]পর।
ক্ষেণে ক্ষেণে পুত্র রানী দেখেন ছায়ায়
বাছা বাছা বলি রানী উভরড়ে ধায়।
কংসাই পণ্ডিত [আ]ছে পূর্ব দুয়ারে
লুইআ লুইআ বলি রানী গেলা তথাকারে।
আরে বাছা লুইচন্দ্র আছ রে এথাএ
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ [অ]ভাগিনী মায়ে।
কংসাই পণ্ডিতে রানী ডাকে তিন বারে
যাদুনাথ বলে রানী পাইলে কুমারে॥

১ ম্রিত্তিকার
২ দণ্ডিতের
৩ হিষ্ট

॥ পয়ার ছন্দ ॥

আমার কোলের [চাঁদ] আইস রে
আইস রে প্রাণ যাদু চাঁদ ॥
পুত্রের আবেশে রানী অতি কুতুহলে
রসাল মুড়কি নিল বাঁধিয়া আচলে।
খিরখণ্ড নাড়ু নিল মিষ্ট নারিকল
ঝারিতে পুরিয়া নিল সু[বাসিত] জল।
কর্পূর তাম্বুল নিল যতনে বাধিয়া
চণ্ডিকার বারি নিল কাখেতে তুলিয়া।
প্রণাম করিয়া রানী প্রভুর চরণে
সত্বরে চলিয়া যান দুয়ার-গাজনে।
শুনএ ভকতলোক একচিত্ত হইয়া
যশো[দা] বিকল যেন যাদুরে চাহিয়া।
পুত্র বিনে নন্দরানী হইয়া আকুল
চাহিয়া বেড়ান যেন সকল গোকুল।
নদ নদী নন্দরানী চাইআ বুলে হরি
গাবী ব্যাকুলী যেন হারাইয়া বাছুরী।
তেমনি মদনা রানী পুত্রেরে চাহিয়া
গাজ[ন]-দুয়ারে গেল বি[ক]ল হইয়া।
বস্যাছিলেন রামাঞি পণ্ডিত গাজন-দুয়ারে
ধর্মের নির্মাল্য দিতেছিল লুইধরে।
কথোদূর হইতে রানী দেখিতে পাইল
হাথেতে পাইল চাঁদ হেন মনে হইল।
শোন হে ভকতলোক হইয়া একচিত
লুইচন্দ্র সম্বোধিআ কহেন রামাঞি পণ্ডিত।
কহিতে লাগিল রামাঞি শুন লুইধর
চাইয়া দেখ হোর তোর জননী কাতর।
তিন দুয়ারে ভ্রমিল রানী তোমারে চাহিয়া
প্রাণ রাখ মদনার দরশন দিয়া।
গুরুর বচনে দয়া হইল লুইধরে
ভূমে লুটি দণ্ডবত উঠিল সত্বরে।
চাহিয়া দেখে লুইচন্দ্র পাছে আইসে মাঅ
মা মা বলিয়া গিয়া ধরিল গলায়।
শোক উথলিল রানীর পুত্র পাইয়া কোলে
অমূল্য রতন যেন দরিদ্রেরে মেলে।
বাওন হইয়া চাঁদ যেন পাইলেন করে
মৃতদেহে পুনু যেন জীবন সঞ্চারে।
যশোদা সন্তুষ্ট যেন পাইয়া শ্রীহরি
রামেরে পাইল যেন কৌশল্যা সুন্দরী।
তেমনি হইল রানী পুত্র পাইয়া কোলে
লক্ষ লক্ষ চুমু দিল বদনমুণ্ডলে।
মুখে মুখ দিয়া রানী চুম্বেন বয়ান
বুক ভরি কোলে করি জুড়াগ পরাণ।
আইস আইস আরে বাছা মোর প্রাণধন
তোমারে চাহিয়া বা[ছা] বিকল জীবন।
যতক্ষণ ইচ্ছা রানী পুত্র নিল কোলে
সুখে মুখ পাখালিল সুবাসিত জলে।
রসাল মোড়কি দিল কছড়ে পূ[রি]য়া
খিরখণ্ড ছেনা দিল বদনে তোলিয়া।
দিব্য[১] [প্রচুর] নাড়ু দিল দুই করে
মনের সন্তোষে [জোড়া] দিলেন বাছারে।
শেষেতে মদনা রানী অতি কুতুহলে
চাঁদমুখ উজ্জ্বল কৈল কর্পূর তাম্বূলে।
মাএ পুত্রে কুতুহলে রামাঞি-চরণে
প্রণাম করিয়া চলে প্রভুর সদনে।

১ দ্রিব্য

অপূর্ব প্রভুর মায়া শুন সর্বলোকে
কথ দূরে পুত্র রানী লুকাইয়া রাখে।
কি জানি প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি ॥৪॥
আর বার পুত্র জানি করে মোর চুরি।
লুকাইয়া রাখে পুত্র হেন করি মনে
ওথা মায়ার সাগর ধর্ম সব তাহা জা[নে]।
এথা একেলা গেলেন রানী প্রভুর সাক্ষাতে
ওথায় লুইচন্দ্র আসে কহে যাদুনাথে ॥৫৭॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

॥ পঠমঞ্জরী রাগ ॥

পুত্র পাইয়া রাজা করেন ধর্মের পূজা
পাত্র মি[ত্র প্র]জাগণ সনে
উপহার বিধিমত তা[হা] না বলি কত
শত শত দিল বলিদানে।
অজা মীন হাঁস পায়রা ইক্ষু কুমুড়া
দাড়িমু জামীর
দিল বার বলিদানে তুষ্ট দেবী নিরঞ্জনে
মনোরথ পূর্ণ নৃপতির মনে।
রাজা রানী এক মনে লোটাইয়া ভূমিতলে
বিধিমতে করিল স্তবন
পরম কারণ তুমি নিশ্চয় জানিনু আমি
কৃপা[১] কর লইলাঙ স্মরণ।
তুমি প্রভু নৈরাকার তোমা বিনে কেবা আর
রাজা বলে না চিনিনু তোমা
তেকারণ ফল দিলে বনবাস পাঠাইলে
দুঃখ দিয়া পুত্র দিলে আমা।
তুমি ধর্ম তুমি কর্ম তুমি হরি হর ব্রহ্ম
তুমি সত্য স্বরূপনারাণ
তুমি বেদ বিদ্যা যোগ তুমি ভোগ তুমি রোগ
তুমি প্রভু ধেয়ান গেয়ান।

---

১ ক্রপা

কি কব তোমার স্তব তুমি সৃষ্টি[১] স্থিতি সব
তুমি প্রভু সেবকবৎসল
মরা পুত্র জীআইলে পুনুর্ব্বার মোরে দিলে
খুসিতে রহিল মহীতল।
এক নিবেদন করি পুত্র লইয়া রাজ্য পালি
যদি আ[জ্ঞা দে]য় নিরঞ্জন
শ্রীযাদুনাথে গায় আজ্ঞা দিলা ধর্ম্মরায়
হরি হরি বল সর্ব জন॥

॥ পয়ার ॥

প্রভুর চরণে রাজা হইয়া বিদায়
পুত্র লই[য়া] পুনুরূপি নিজ গৃহে যায়।
হরিচন্দ্রের পূজা লইয়া প্রভু নিরঞ্জনে
উল্লুক সহিত গেলা বইকুণ্ঠ-ভুবনে।
এথা রাজপাটে পুনুরূপি বসিল রাজন
রামের সমান করেন প্রজার পালন।
পরম কৌতুকে রাজ্য পালেন নরপতি
ওথা আর দিন উল্লুকে জিজ্ঞাসেন যুগপতি।
প্রভু বলেন শুন উল্লুক আমার বচন
রাজ্যলোভে পৃথিবীতে রহিব রাজন।
হরিচন্দ্র [স্ব]র্গে আইলে ব্রত হয় সায়
কেমনে আনিব স্বর্গে কহ না উপায়।
উল্লুক বলেন প্রভু তুমি মায়াধর
ই তিন ভুবন তুয়া কিবা অগোচর।
অন্তরযামিনী অন্তরেতে সব তুমি জান
আপনি ছলিয়া নৃপে স্বর্গবাস আন।
উল্লুকের যুক্তি এত শুনি নিরঞ্জন
বৃদ্ধ[২] ব্রাহ্মণরূপ হইলা ততক্ষণ।
উপনীত হইলা [গিয়া] রাজার গোচরে
প্রণাম করিয়া রা[জা] উঠে জোড়করে।
রাজা [ব]লে শুন গোসাঞি মোর নিবেদন
কোন প্রয়োজনে[৩] [হইল] এথা আগমন।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা [ক]র অবধান
তো[মা]র রাজ্য ভূম রাজপাট মোরে দেও দান
তেজ রাজা হস্তী ঘোড়া রাজসিংহাসন
রাজত্ব ভুঞ্জিতে আমার গেছে মন।
লোকমুখে শুনিআচি তুমি সত্যবাদী
স্বর্গবাসী হবে রাজ্য মোরে দেও যদি।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমন
পুত্র পাইয়া মহাদাতা হইচে [রা]জন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ফকির সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী
যাহা চান তাহা দেন ভক্তিভাব করি।
রাজা বলে শুন বলি ব্রাহ্মণ গোসাঞি

১ শ্রীষ্টী
২ বৰ্দ্ধ
৩ প্রওজনে

রাজ্য ভূম্য ভিক্ষা দিনু ইথে অন্য নাঞি।
ব্রাহ্ম[ণ কহে]ন রাজা তুমি বড় দাতা
ধর্মের পারি[যদ] তুমি হইবে সর্বথা।
সত্য বলে রাজ্য ভূমি যেমন দান দিলে
দানের পূর্ণ ফল হয়ে দক্ষিণা করিলে।
দান যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণা নাঞি দেয়ে
সকল [পুরা]ণে বলে হতযজ্ঞ সে হয়ে।
রাজা বলে ভাল গোসাঞি কহিলে পুরাণ
রাজ্য ভূম্য রাজপাট তোমারে দিনু দান।
দক্ষিণা তোমারে দিব কোথা হইতে আমি
ইহার উপায় গোসাঞি কহিবে আপনি।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা সত্য ধর্ম চাও
তোমরা[১] বিকাইয়া তিন লক্ষ তঙ্কা আন্যা দেও।
রাজা বলে ভাল আজ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণ
আমা হেন রাজাকে কিনিব [কো]ন জন।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন মন দিয়া
সিঙ্গাই হাড়ির বাড়ি তুমি বিকায় গিয়া।
এক লক্ষ তঙ্কা আন্যা দেয় মোর তরে
মদনা বিকামু বসুমতী ব্রাহ্মণীর ঘরে।
তথা হইতে এক লক্ষ তঙ্কা আন নৃপমুনি
লুইচন্দ্র বিকামু যথা দুর্লভা পাটনী।
এই [তিন] লক্ষ তঙ্কা আন্যা দেও মোর তরে
তবে দাতার প্রধান রাজা বলিব তোমারে।
সকায় যাইবে স্বর্গে ইথে নাঞি আন
ভুব[ন ভ]রিয়া রবে তোমার গুণান।
সকলি ধর্মের মায়া যাদুনাথ ভনে
হাড়ির বাড়ি বিকাইতে চলিলা রাজনে ॥৫৯॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন সভে একমতি হরিচন্দ্র নরপতি
তিন ঠাঞি বিকাইল তিন জন
বসুমতী ব্রাহ্মণীর ঘরে মদনা বিকাইল ডরে
হাড়ির বাড়ি রহিল রাজন।
দুর্লভা পাটনীর ঘরে বিকাইলা লুইধরে
তিন লক্ষ তঙ্কা দিলেন প্রভুরে
শুন সভে একমতা হরিচন্দ্র সম দাতা
কেহ আর নাহিক সংসারে।
এ তিন ভুবনে পূরি দাতা মধ্যে জন চারি
কর্ণ বলি রাজা জীবৎবান
শুন গুণবন্ত ধীর আর দাতা যুধিষ্ঠির
কেহ নহে হরিশ্চন্দ্র সমান।

---

১ তোমোরা

রাজা রানী লুইচন্দ্র তিন ঠাঞি বিকাইল যদি
পুত্র মায়া করে নিরঞ্জন
সেবক উল্লুক সঙ্গে সত্বরে [চ]লিলা রঙ্গে
বরা যথা আগলে রাজন।
[তেপা]ন্তরে নৃপবরে বরাহ [র]ক্ষণ করে
গগনেতে বেলা দুই পর
হেনকালে প্রভু রঙ্গে সেবক উল্লুক সঙ্গে
উপনীত রাজার গোচর।
ব্রাহ্মণের [বেশে] তারে কহেন রাজার তরে
শুন রাজা তোরে কহি আমি
বিষম রবির তাপে সেবক চলিতে নারে
এ[ক]খানে বস্ত্র দেও তুমি[১]।
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি মনে ভাবে নৃপমুনি
এক বিনে আর বস্ত্র নাঞি
লইয়া রাজার তরে বৈকুণ্ঠে চলিবে
কহে যাদু বন্দিয়া রামাঞি ॥

॥ পয়ার ॥

কলিযুগে হরিনাম বড়ই মধুর
শুনিলে শ্রবণসুখ পাপ যায় দূর।
[শু]ন রাজা হরিশ্চ[ন্দ্র] কহে নিরঞ্জন
তোমারে ছলিতে আমি হইলাম ব্রাহ্মণ।
তোমার সত্য[২] পূজায় আমি হইলাম বশ
ভুবন ভরিয়া রইল তোমার পৌরষ।
[তো]মা হইতে পূজা মোর রহিল সংসারে
সুখে রাজ্য কর রাজা সয়াল-ভিতরে।
এক শও পুত্রের বর তোমায় দিহে আর
পরম সুখেতে পাল রাজ্য সংসার।
লুইচন্দ্র সঙ্গে মোর দেয় হে রাজন
লইআ যাইব আমি বৈকুণ্ঠভুবন।
এত যদি রাজাকে কহেন নিরঞ্জনে
শুনিঞা কহেন রাজা প্রণয়বচনে।
প্রভুর চরণে কহে হরিচন্দ্র রাজ
এক শত পুত্রের বরে মোর নাঞি কাজ
কলিচরিত্র শুনাইয়াছে গুরু হরিহর
সে কথা শুনিঞা প্রভু বলেন মায়াধর।

১ অতিরিক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণঃ
২ সর্ত্ত

প্রভুর চরণে কহে হরিচন্দ্র রাজ
এক শও পুত্রের বর মোর নাঞি কাজ।
কলির চরিত্র শুনাইয়াচেন গুরু হরিহর
সে কথা শুনিঞা বড় পাইআচি ডর।
কি করিব রাজ্য ভূম্য পুত্র পরিবার
তোমার চরণমাত্র করিআছি সার।
একমাত্র মনেতে কর‍্যাছি অভিলাষ
আমার যে পুরীসমেত লইয়া যাবে স্বর্গবাস।
এই অভিলাষ মোর শুন নিরঞ্জন
সদত নেহালি যেন ও রাঙ্গা চরণ।
ভাল ভাল করি প্রভু কহেন রাজারে
সপুরীসমেতে রাজা আইস স্ব[র]পুরে।
রাজা বলে তবে আমি স্বর্গবাস যাই
কেমনে প্রকাশ তুমি হইলে গোসাঞি।
কোথা কোথা নিলে পূজা সআল ভুবনে
শুনিতে বাসনা বড় হইল মোর মনে।
এত যদি কহে রাজা প্রভুর সমুখ
সেবকরূপে প্রভুসঙ্গে আছিল উল্লুক।
ইঙ্গিতে কহেন প্রভু উল্লুকের তরে
দ্বাদশ পুরাণ তুমি শুনায় রাজারে।
প্রভুর ইঙ্গিতে উল্লুক লাগিলা কহিতে
দ্বাদশ ফল রাজা লয় তুমি হাথে।
পুরীশুদ্ধা এক ফল নেও সর্ব জন
প্রভুর মাহিত্রকথা করহ শ্রবণ।
এক ফল মোর তরে দিবে অবশেষে
সপুরীসমেত তবে যাবে স্বর্গবাসে।
এত শুনি হরিচন্দ্র উল্লুকের বচনে
ভক্তিভাবে দ্বাদশ ফল নিল ততক্ষণে।
ধর্মের মঙ্গল শ্রীযাদুনাথ গান
ভক্তিভা[বে শু]ন সভে দ্বাদশ পুরাণ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

[শু]ন রাজা কর অবধান
[তো]মা সম নাঞি কেহ ধর্মপদে পুষ্প দেহ
তুমি রাজা বড় ভাগ্যবান।
আগে শূন্য অবতার ছিলেন প্রভু নৈরা[কার]
[আ]পনা নির্মাণ কৈলেন কায়
সাঙ্গহীনি শ্বাস ছাড়ে এক লক্ষ যোজনে পড়ে
উল্লুক মুনি জনমিল তায়।
উল্লুক পিঠের পরে প্রভুরে বৈয়্যা ফিরে
ক্ষুধাতুর হইল কত কালে
প্রভুর মুখামৃত পায় কৌতুকে উল্লুক খায়
অবশেষ রহিল চুয়ালে।

কথো কালে বিমুখ সে জলময় হইয়া ভাসে
নাভিমৈলে হইল পৃথিবী
নাগ কূর্ম স্বজিয়া পৃথিবী তাহায় থুইল
[আর জন]মিল আত্মাদেবী।
দেবী দেখি নিরঞ্জন [কাম]বিচলিত মন
বজ্রপাত[১] হইল অশ্চ[স্থিতে]
দেবীর ঠাঞি তেজ দিল সেই তেজ দেবী খাইল
তিন দেব জনমিল তাহাতে।
প্রভু দিল চক্ষুদান তিন ভাই [জ্ঞান]বান
তিন গুণ দিলা ভগবান
স্বষ্টি করিল ধাতা বিষ্ণু পালনকর্তা
সংহারকারণ ত্রিলোচন।
তবে নিরঞ্জন রঙ্গে মহামায়া করি সঙ্গে
তিন পুত্রে গেলা সমর্পিতে
কটু কহে দুই ভাই গেলেন হরের ঠাঞি
শিব অঙ্গীকৃত কইল তাথে।
দেখিতে আপন পিতা পণ্ডিত রূপেতে ধাতা
করিলেন এ ঘরভরণ
বিষ্ণু জানিয়া মর্ম নিরাহারে সেবে ধর্ম
সন্ন্যাস করিল ত্রিলোচন।
করিয়া ধর্মের পূজা মহাদেব হই রাজা
শঙ্খ তুলসী করিল স্বজন
শুন শুন নৃপমুনি পৃথিবীর ভার জানি
মৃতমায়া[২] হইলা নিরঞ্জন।
গঙ্গা আইলা যজ্ঞশাল যাইতে হইল সন্ধ্যাকাল
মারাচ মুনি দিলেন তারে

১ ব্রজপাত
২ মূর্ত্ত্‌ মায়া

গঙ্গারে পরম জানি রাখিলেন শূলপাণি
আপনার রত্নময় ঘরে।
গঙ্গারে রাখিয়া ঘরে পুষ্প তুলিবার তরে
বল্লুকায় গেলা ত্রিলোচন
এমনি সময়[১] তথা অখিলভুবন-পিতা
গঙ্গারে দিলেন দরশন।
প্রভু গঙ্গার ঘরে গিয়া পদচিহ্ন[২] তথি থুয়্যা
গেলা প্রভু বৈকুণ্ঠভুবনে
গঙ্গার কর্মের লেখা পাইল প্রভুর দেখা
ধবলমুখী হইলা ততক্ষণে।
ধবলমুখী ভাগীরথী আস্যা দেখেন পশুপতি
গঙ্গা সব দিলা পরিচয়
পুলকে আনন্দমতি বীজরূপে ভাগীরথী
জটায় রাখিল মৃত্যুঞ্জয়।
শুন রাজা কর অবধান
একদিন ত্রিলোচন লইয়া যত দেবগণ
গান গীত নারদসংহতি
শু[নিআ] শিবের গীত প্রেমে সভে পুলকিত
জটায় নিলা[৩] ভাগীরথী।
শিবজটা হইতে গঙ্গে পড়্যাছে বিষ্ণুর অঙ্গে
নাঞি জানেন দেবতা সকলে
বিষ্ণু[পদন]খ-ভঙ্গা সমুখে দেখিয়া গঙ্গা
যত্নে ব্রহ্মা থুইলা কমুণ্ডুলে।
মেরুশৃঙ্গে[৪] বিধি গেল সগরবংশ-ধ্বংস হইল
ব্রহ্মার কাছে গেল ভগীরথে

---

১ সুময়
২ পদচির্ব্য
৩ মিলা
৪ -শ্রঙ্গে

ওথা জন্মিঞা কশ্যপপুরী বামন-আকার হরি
গেলা ধর্ম্ম বলিরে ছলিতে।
ত্রিপদ[১]-ঠাঞি প্রভু চাইল রাজা অঙ্গীকৃত [কৈল]
বিশ্বম্ভর[২] হলা[৩] কৌতুকে
এক পা বলির মাথে আর পদ পৃথিবীতে
নাভি-পদ গেল উর্ধ্বলোকে।
বলি পাতালে গিয়া নব না[গ]লোক লইয়া
করিলেন এ ঘরভরণ
পাইয়া তাহার সেবা সদয় হইল দেবা
অমর বর দিলা নিরঞ্জন।
ওথা প্রভুর চরণ পাইয়া পরম কৌতুকী হইয়া
কমুণ্ডল ঢাল্যা দিল বিধি
ভগীরথ তপ করে ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল তারে
এই লইয়া যায় ভগীরথী।
গঙ্গা লইয়া ভগীরথে দুঃখ পাইয়া বিধিমতে
সাগরে হইল উপনীত
গঙ্গারে পরশ পায় সগরবংশ মুক্তকায়
দেখি ভগীরথ আনন্দিত।
সগরবংশ কায়ধারী এ ঘরভরণ করি
সাগরে পূজিল নিরঞ্জন
পাইয়া তাহার ভক্তি কৃপা[৪] করি যুগপতি
সঙ্গে নিল বৈকুণ্ঠভুবন ॥৫॥ শুন ॥
তবে যুধিষ্ঠির দাতা শুনিয়া কলির কথা
পৃথিবী ছাড়িতে কৈল মনে
পঞ্চ পাণ্ডব এক মেলে পুণ্যাহ বল্লুকার কূলে
আরম্ভিল এ ঘরভরণে।

---

১ ত্রপদ
২ বিশ্যাম্বর
৩ য়লা
৪ ক্রপা

উন্মাদ মনের খেদ হইতে প্রভুর পারিষদ
পূজা কৈল মুণ্ড-বলিদানে
নিরঞ্জন তুষ্ট হইল মুণ্ড জোড়াইয়া দিল
সঙ্গে নিল বৈকুণ্ঠভুবনে।
জীবৎবান নৃপবরে দান ধর্ম নিত্যি[1] করে
তাহে ধর্মসন্ন্যাসীর মেলে
হইআ মুকু সয়চান স্বর্গে নিল জীবৎবান
সেত পণ্ডিত পূজে সত্যকালে ॥৬॥ শুন ॥
শুন সত্যে মন দিয়া ব্রহ্মা সেত পণ্ডিত হইয়া
সঙ্গে লইয়া চারিশয় গতি
কড়ির ঘর কাণ্ডারিয়া কুঞ্জর বলিদান দিয়া
পূজা কৈল অনাদি পার্বতী।
সেত পণ্ডিত যোগবলে জয়যাত্রী গতি মেলে
কুঞ্জরের মাংস রাধিয়া
উমা কাত্যা[2] মাহেশ্বরী নামেতে উচ্ছুর্গ[3] করি
খাইল তৎ[4] প্রসাদ[5] বলিয়া।
সেই কুঞ্জরের হাড় এক ঠাঞি করিয়া জড়
অনাদির পুষ্প জল দিল
ধর্ম পুষ্প জল পাইয়া কুঞ্জর উঠিল জীয়া
পুনুরপি বনে প্রেবেশিল।
সেতাই পূজিল সত্যে ঘরভরণ সেই হইতে
তুষ্ট হইলা অনাদি পার্বতী
অবশেষে প্রভু সঙ্গে পারিষদ হইয়া রঙ্গে
সেত পণ্ডিত নামে প্রজাপতি ॥৭॥ শুন

১ নিত্তি
২ কাত্যা
৩ উৎসর্গ
৪ তত্ত
৫ প্রষদ

ত্রেতা[১] যুগে দামুদরে নীল পণ্ডিত নাম ধরে
সঙ্গে লইয়া আটশএ গতি
রানীর ঘর কাণ্ডারিয়া গণ্ডা বলিদান দিয়া
পূজা কৈল অনাদি পার্বতী।
নীলাই পুষ্প জল দিল পুনু গণ্ডা জীয়াইল
দ্বাপরে পূজেন কংসাই
[বা]রশয় গতি লইয়া অশ্ব বলিদান দিয়া
অ[শ্ব জী]আইল সেই ঠাঞি। শুন
কল্যেতে রামাঞি হইল ধর্ম তারে দিয়া কৈল
প্রচারিল ধর্মপুরাণ
ঘরে ঘরে হক দেই মার্কণ্ড মুনি নাঞি লেই
গলিত হইল বি[দ্যমা]ন।
মদে মাসে ঘর ভরে প্রভু একা কইল তারে
ভাল হইয়া গেল স্বর্গবাসে
ষোলশয় গতি লইয়া সেত অজা [ব]লি দিয়া
পূজে রামাঞি পরম সন্তোষে ॥শুন॥
সত্য যুগে সদা ডোম কেহ নাঞ তার সম
তথি প্রভু কৈল অবতার
সদা হরষি[ত হই]য়া পুত্র বলিদান দিয়া
একভাবে পূজে নৈ[রাকা]র।
শ্রীমন্তিনী ব্রাহ্মণী দিন শুনহ তাহার বাণী
ধর্মনিন্দা কৈল কর্মদোষে
হইল ধবলমুখী উপা[য়] নাহিক দেখি
স্তন কাট্যা পূজে অবশেষে ॥১॥ স্তন॥
সদা পূজে নিরঞ্জনে চন্দ্রকেতু রাজা শুনে
সদা[য়ে] দিলেক কারাগারে
[বন্ধ] ঘরে সদা ডোমে ভাবিতে লাগিলা ধর্মে
স্বপ্ন প্রভু দেখাই[লা] রাজারে।

---

১ ত্রতা

চন্দ্রকেতু ত্রাস পাইল্য সদা [ডোমে] ছাড়্যা দিল
পূজে ধর্ম সদা ডোমের ঘরে
পাইয়া রাজার সেবা সদয় হইয়া দেবা
স্বর্গবাস নিলেন তাহারে ॥১১॥ শুন ॥
তবে তুমি নৃপবর ভাঙ্গিলে ধর্মের ঘর
আটকূড়া হইলে খিতিতলে
দ্বাদশ বৎসর পরে পুজা কৈলে যুগেশ্বরে
বর পাইলে বল্লুকার কূলে ॥ স্থন ॥
লুইচন্দ্র পুত্র পাইলে সত্য হেতু বলি দিলে
পুন প্রভু দিল জীয়াইয়া
দ্বাদশ পুরাণ শুনি স্বর্গে চল নৃপমুনি
কহে যাদু অনাদি ভাবিয়া ॥

কলিকালে হরিনাম বড় রে মধুর
শুনিলে শ্রবণস্থখ পাপ যাএ দূর।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমন
এই যে প্রভুর গুণ করিবে শ্রবণ।
ধর্মপুরাণ শুনিলে ভাই কোন ফল ফলে
ধন পুত্র লক্ষ্মী[১] তার অবিলম্বে মিলে।
রাজার রাজত্ব বাড়ে প্রজার প্রমাঞি
দেওল্য দানপতি অন্তে স্বর্গে পাবে ঠাঞি ॥৪॥
আমিনী পণ্ডিত দেওল্য দানপতি
শুনিতে বাসনা করে প্রভুর ভারতী।
ভক্তিভাবে যে গাএ গাওয়ায় ধর্মের মঙ্গল
এহলোকে সম্পত্য বাড়ে সদত কুশল।
রোগ শোক পাপ তাপ বিঘ্ন যায় দূর
ধন ধান্য পুত্র-আদি হয়ত প্রচুর।

জয়যাত্রী নর নারী যত আসিয়াছে
শুনিলে প্রভুর গুণ পাপ তাপ ঘুচে।
শুনএ ভকতলোক কর অবধান
আর যত পুণ্য হয় তার নাঞি পরিমাণ।
সদয় হইয়া দয়া করেন যাহারে
সপুরীসমে[ত] তার জয় স্থরপুরে।
শুনএ ভকতলোক কর অবধান
সাক্ষাতে[২] দেখহ সভে তাহার প্রমাণ।
সদয় হইলা ধর্ম নৃপতির তরে
সপুরীসমেত তেঞি যায় স্থরপুরে।
ধন পুত্র আশীর্ব্বাদ নাএকে করিয়া
পুরীস্থদ্ধা নিলেন রাজার বিমানে তুলিয়া।
বাউবেগে রথখান করিল গমন
অবিলম্বে এড়াইল তিন লক্ষ যোজন।

১ লক্ষি
২ সাক্ষ্যাতে

পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে রথের উপরে
[ব্র]হ্মা হরি হর শুনি চিন্তিত অন্তরে।
দেবতা সকল মনে যুকতি করিয়া
বার্তা জানিতে দিলেন নারদে পাঠায়্যা।
পুরীসুদ্ধা যায় রা[জা বৈ]কুণ্ঠভুবনে
হে[নকা]লে নারদ গেল প্রভুর সদনে।
নারদ বলেন প্রভু শুন নিরঞ্জন
নরলোক লৈয়্যা কেন বৈকুণ্ঠভুবন।
গোসাঞী দেবপুরী নষ্ট হবে [দি]বেক বর্জিয়া
শূন্য[১] মধ্যে রাখি আমি রাজাকে ছলিয়া।
ভাল ভাল করি আজ্ঞা দিলা নিরঞ্জন
কহিতে লাগি[লা] নারদ রাজার সদন ॥৪॥
নারদ বলেন রাজা তুমি ধন্য ধন্য
বৈকুণ্ঠে চল্যাছ তুমি কর্য়া কত পুণ্য।
বাজা বলে [ইহা]র পুণ্য না যায় কথন
এ[ত কৈ]তে নাবে রথ এক লক্ষ যোজন।
পুনরপি বলে নারদ শুন অহে রাজা
কেমন রূপেতে তুমি কৈলে ধর্মপু[জা]।
রাজা বলে সেই কথা [কর] অবধান
ধর্মের দুয়ারে পুত্র আমি দিলাম বলিদান।
এত কৈতে নাবে রথ দুই লক্ষ যোজন
শূন্য মধ্যে পুরীসুদ্ধা রহিল রা[জন]।
শুনএ ভকতলোক হইয়া একমতি
ধর্ম কর্য়া যদি কয় হয় এই গতি।
গেলেন নারদ মুনি দেবতা[সমা]জ
লুইয়া সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গেলেন ধর্মরাজ।
মন্দাকিনীর জলে লুইয়া দেহ পালটিল
প্রধান বিদ্যাধররূপে দুয়ারে রহিল।
নিবেদিল যাদুনাথ আগমপ্রকাশ
পুনরপি শুন রাজার বৈকুণ্ঠনিবাস ॥৪॥

॥ পয়ার ছন্দ ॥

শুনএ ভকতলোক কর অবধান
ত্রিভুবনে ধন নাঞি পুত্রের সমান।
পুত্র থাকিলে হয় পিতার উদ্ধার
পুত্র না থাকিলে তার নাহিক উদ্ধার।
হরিচন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্র ছিল
পিতার উদ্ধার হে[তু] মনেতে করিল।
হরিচন্দ্র স্বর্গে যাব হেন করি মনে
লুইচন্দ্র আইল সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণে।
সপ্ত স্বর্গ ভ্রমে[২] লুইয়া বিদ্যাধররূপে
অনেক নৃপতি দেখে নাহি দেখে বাপে।
পিতামাতা না দেখিয়া বিচলিত মন
ত্বরায় চলিয়া গেল প্রভুর সদন।
করজোড়ে বিদ্যাধর পিতার কারণে
কহিতে লাগিল প্রভুর ধরিয়া চরণে।
লুইচন্দ্র বলে গোঁসাঞি করি নিবেদন
শূন্যমধ্যে পিতা মোর রহিল কি কারণ।
গোসাঞী পিতা মোর হরিচন্দ্র হয় মহাদাতা
তাহার বচন দেখ নাহিল অন্যথা।
আমার জনক পূজা করিল তোমারে
তেকারণে পূজা তোমার রহিল সংসারে।

১ সূর্য্য

হেনজন শূন্যে রহিল একি পরমাদ
তারে পারিষদ কর‍্যা রাখ করিয়া প্রসাদ।
পিতা হরিচন্দ্র মাতা মদনা সুন্দরী
তা সভায় না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
এত যদি কহে লুইয়া প্রভুর সদনে
হেনকালে অপুরূপ শুন সর্ব জনে।
পুরীসুদ্ধা হরিচন্দ্র শূন্যেতে বসতি
প্রজাগণ শত নারী মদনা সংহতি।
রাজা বলে শুন আগ মদনা সুন্দরী
পুণ্যকথা কইয়া বাস হইল শূন্যপুরী।
কেমন প্রকারে তার পারিষদ হব
কিরূপ ভাবিলে আ[মি] তার দেখা পাব।
মদনা বলেন প্রভু জিজ্ঞাসিলে মোরে
ধর্ম ধর্ম বলিয়া আইস [ক]ান্দি উশ্চস্বরে।
ক্রন্দন শুনিলে প্রভুর উপজিব দয়া
পতিতপাবন ধর্ম [দিবেন] পদছায়া।
শুনএ ভ[ক্]তলোক কর অবধান
নারীর বচনে রাজা পুর্ণজ্ঞান।
এমনি যুগতি করি নারীর সহিত
অনেক [বি]বাদ কৈল নাঞি পরিমিত।
ওথা কুমার লুইচন্দ্র কহে প্রভুর সদনে
করিল অনেক স্তব প্রভুর চরণে।
লুইয়ার [স্ত]বন আর রাজার ক্রন্দন
শুনিয়া অস্থির হ[এ] ধর্ম নিরঞ্জন।
পুষ্পের বিমান আর কাল বিকাল দ্বায়ারী
লইয়া যাইতে রাজাকে পাঠাইলেন শ্রীহরি।
[পুষ্পের বিমান তখন] আইল নীলগিরি
তথা ক্রোশখানেক রহিল শূন্যপুরী।
বিষ্ণুদূতে দেখে রাজা রানী একযোগে
পুষ্পরথে তু[লিআ] নিলেন বাউবেগে।
[শুন]এ ভ[কতলোক] কর অবধান
সেবা করিলে দেবা পায় ইথে নাহি আন।
হরিশ্চন্দ্রের সমান কেবা আছে জগ[তে]
করিব ধর্মের পূজা কা[হার] প্রীতে[১]।
তাহাতে অধিক সত্য শুন সর্ব জন
পুত্রমাংস কাট্যা করিলে সন্ন্যাসিভোজন।
[রা]জার পূজা লইয়া বাড়ি[ল] উল্লাস
হেন জনের কোন দোষে হবেক [শূন্যে] বাস।
কিঞ্চিত রাজা সত্যে[২] রানী প্রজা[গণে]
রাজার পুণ্যে [কেবা] ছাড়ে বৈকুণ্ঠভুবনে।
হেন করি পুণ্যকথা কহিল রাজন॥
রাজার যত প্রজা আর রাজার শত রা[নী]
শূন্য স্বর্গে স্থিতি কৈল তেজিয়া পরাণী।
ওথা কাল বিকাল দ্বায়ারী মন্দাকিনীর জলে
রাজা রানী দোহাকারে শরীর বদলে।
দেহ পালটিয়া দোহে গেল স্বর্গলোকে
জীবৎবান রাজা পিতা চন্দ্রকেতু দেখে।
অনেক নৃপতি দেখে নাঞি পরিমাণ
দেখিল ইন্দ্রের পুরী সদা নৃত্য[৩] গান।
দেবতাগন্ধর্ব-লোক আর সুরপুরী
ইন্দ্রের ভুবন দেখে আখি সফল করি।
এমনি সকল পুরী দেখিয়া রাজন

১ পৃতে
২ সত্তে
৩ নিত্য

অবশেষে গেলা রাজা বৈকুণ্ঠভুবন।
সুমেরু পর্বত বেড়্যা বসতি অমর
প্রভুর বৈকুণ্ঠপুরী তাহার উপর।
ধবল খাট পাট তথি ধবল সিংহাসন
ধবলপুঞ্জ[১] বসতি তাহাতে নিরঞ্জন।
কোটী ইন্দ্র জিনি রূপ শিরে ধবল ছাতি
রত্নের বিস্বকি ঝলমল চারি ভিতি।
চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত পড়ে বেদধ্বনি
গন্ধ পুষ্প মাল্য যোগায় এ চারি আমিনী।
ধবল সিংহাসনে প্রভু ঢালিলেন গা
স্বর্গ বিদ্যাধর দেই চাম[রের] বা।
চারি দ্বারে চন্দ্র সূর্য গরুড় পবন দুয়ারী
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া আছে অনেক প্রহরী।
হেন [পুরী] পুণ্যবলে গেল রাজা রানী
সাক্ষাতে আছেন ধর্ম দেবের চূড়ামণি।
লুইচন্দ্র মাতা পিতা দেখিয়া নয়ানে
পারিষদ হইয়া রইল প্রভু-বিদ্যমানে।
হরিশ্চন্দ্র পারিষদ রানী[র] প্রি[য়] দাসী
বৈকুণ্ঠে রহিলা সভে পরম উল্লাসী।
শুনএ ভকতলোক কর অবধান
সমাপ্ত হইল প্রভুর দ্বয়াদশ পুরাণ।
ঘট বি[স]র্জন দেও শুন দানপতি
সমাপ্ত হইল প্রভুর মঙ্গল ভারতী।
দামোদরপতি পিতা দোমেতে আলয়
পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয়।
হতমূর্খ যাদুনাথ তাহার সন্তথি
সঙ্খেপে রচিলাম প্রভুর মঙ্গ[ল] ভারতী।
শক্তি পু[র্ণ ম]ঙ্গল যাহা আনয়নে
শুনিয়া নাএকে প্রতি[২] রাখিবে কল্যাণে।
ঢাক শঙ্খ বাদ্য কর জয় দেহ নারী
মঙ্গল [স]মাপ্ত হইল সভে বল হরি।
নিবেদিল যাদুনাথ ধর্মপদ-চিত
সমাপ্ত হইল প্রভুর বার[৩] দিনের গীত॥

ইতি ধর্মমঙ্গল সমা[প্ত]। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং........ ভীমস্যাপি
রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ সন ১১৪৭ সাল তাং ২২ বৈশাখ
সখা বুড়া.........সঅক্ষর শ্রীবিজয়রা...... . ...

১ -পুঞ্জ
২ প্রিতি
৩ বারো

আদর্শ পুঁথির সমাপ্তি

সাহিত্যপ্রকাশিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪

অনাথের পুথি

(রামাঞ্জি)

॥ আত্মকথা ॥

পুনরূপি রামাঞি করিছে জোড় হাত[১]
অপরাধ ক্ষমা কর ত্রিদশের[২] নাথ।
স্তব করে রামাঞি যুড়িঞা দুই কর
পুত্রবিচ্ছেদে প্রাণ কাপিছে অন্তর।
গলাএ বসন দিঞা করিছেন স্তুতি
প্রভু তুমি সখা থাকিতে কেনে আমার দুর্গতি।
শোগে বিআকুল তনু হএেছে দুর্বল
পুত্রশোগে দুটি আখি করে ছল ছল।
অস্থির হইল অঙ্গ কাঁপে সর্ব গা
কাষ্টের পুথুলি যেন মুখে নাহি রা।
ভকতবচ্ছল প্রভু বলেন নিরঞ্জন
বাছা কি লাগিএে দেখি তোর বিরস বদন।
রামাঞি বলেন প্রভু শুন নৈরাকার
পুত্র বিনু দেখি আমি সব অন্ধকার।
নানা আঅ্যাজন নিল পণ্ডিত শ্রীধরে
গোউরে বারমতি পূজা করিবার তরে।
বারটি বলদে নিল অনাত্তের পুথি
গোউর শহরে জাঞ হইল উপনীতি।
ধর্ম পূজিবারে গেল পণ্ডিত শ্রীধরে
অনেক দিবস হল্য নাঞ আল্য ঘরে।
পুত্রশোগে বিআকুল হএেছে তার মাএ
খেণে খেণে গোউর সহর পানে চাএ।
অনাত্তের পাদপদ্ম পুজিবারে গেল
পুনরূপি বাছা মোর ফিরে নাঞ আল্য।
পাঞ্জি পুথি খড়ি দেখি করিল গণন
খড়ি আঙ্কেতে[৩] সব দেখি অলক্ষণ।
পুত্র বিনু শূন্য ঘরে রহা নাঞি যাএ
পুত্রশো[গে কান্দি মরেছে তার মাএ।
পুত্র বিনে দেখি সব দিবসে অন্ধকার
শূন্য ঘরে পড়ে আছি হ[ই]এে কাতর।][৫]

*   *   *

তারে যদি পুত্রবর দাঅ মাআধরে
তবে পূজা হয় তোমার গৌউর সহরে।
যদি মাঙ্গিল পুত্রের বর পণ্ডিত রামাঞী
হেঁট্টমুখে হঞা থাকে অনাদ্দি গোসাঞী।
কার আজ্ঞা কারে দিব বলিছেন হরি
এমন কঠিন বর আমি দিতে নারি।
রামাঞী বলেন প্রভু শুন মায়াধর
বরে কায্য নাঞী তবে ফিরে যায় ঘর।
ভকতবচ্ছল আমি গোলোকের হরি
ভকতের বাক্য আমি লজ্জিবারে নারি।
আমার বচন কভু না হয় অন্যথা
পুত্রবর দিলম তোরে কহিলম সর্বথা।
শনি[৪] মঙ্গলবারে করিঞা সঞ্জম
যদি অনাদি দেবতা পূজে করিঞা নিয়ম।
উপবাস দিঞা করে ঘট স্থাপন
হাবিষ্যি করিঞা পূজে দেব নিরঞ্জন।
আতব তণ্ডুল দেয় আর ফুল পাতা
একচিত্তে পূজে যদি অনাদি দেবতা।

---

১ অ কর
২ পা ত্রীদোসের
৩ অ অঙ্করেতে, অ
৪ পা সন্নি

যদি নিয়ম তপস্যা করি পূজে ধর্ম্মরাজ
নিশ্চয় কহিলম তার সিদ্ধ হয় কাজ।
যদি সাত দিন অনাহারে পূজিবারে পারে
তবে তারে পুত্রবর দেন মায়াধরে।
নিয়ম করিঞা যদি পূজে বারমতি
তবে চালিষ বচ্ছরের বাঞ্জা হয় গর্ভবতী।
পুনুরূপি রামাঞী করিছে জোড় কর
অবধানে শুন প্রভু দেব মায়াধর।
আদি অনাদি তুমি দেব ভগবান
জীবের জীবন [তুমি অনাদি নিধান]।
তুমার চরণে এক িবেদন করি
প্রেসন্ন হইবে যদি গোলোকের হরি।
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি বোল ধবল [পা]খর
ভা[ল] ভাল হবেক কহ মায়াধর।
ধর্ম বলেন রামাঞী তোর ধন্য রে জীবন
দেবের দুয়ারে তুর একান্তিক মন।
একচিত্ত হঞা রামাঞী পূজে ধর্ম্মরাজ
যেমনে করিবে তাই সিদ্ধ হবেক কাজ।
ধর্ম স্মরণ করি দিঞে পুষ্প জল
পাখর গুচিঞে হবেক অঙ্গ নিরমল।
পুনুরূপি রামাঞী করিছে জোড় হাত
অবধানে শুন প্রভু ত্রিদশের নাথ।
তুমি ধর্ম পরব্রহ্ম[১] সংসারের সার
কে জানিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার।
যদি পুষ্প জলে ভাল কল্যে ধবল পাখর
তবে এক নিবেদন করি তোমার গোচর।
কানা খোড়া কুজাঁ কুকাঁ আছএ বিস্তর
তারা কিছু ভাল হবেক কয় মায়াধর।
সেবকের কথা শুনি বলেন মায়াধর
কুজ্জা কুঁকা ভাল হয়া বড়ই দুষ্কর।
স্তব করে রামাঞী জুড়িঞা দুই হাত
তবে মনবাঞ্ছা সিদ্ধ না করিলে দিননাথ।
যদি কাঁনা খড়া কুজ্জা কুঁকা ভাল নাঞী হল্য
তবে গোউর শহরে তোমার পূজা বাদ হৈল
দেবতা হইঞা যদি নাঞী দিবে বর
কি গুণে পূজিবেক তুরে মর্ত্যের মানব।
প্রসন্ন হইঞা বলেন দেব নি[রঞ্জন]
বাছা তুমার সমান ভক্ত নাঞী কোন জন।
স্তব করে রামাঞী জুড়িঞা দুই হাত
অনাথ কিঙ্করে দয়া কর দিননাথ।
স্তবে[২] তুষ্ট হঞা বলেন দয়াময় হরি
সেবকের দুঃখ আমি দেখিবারে নারি।
শ্রীধর্ম দেবতা পূজে দিঞা শ[ঙ্খ]ধ্বনি
শুনিবারে পায় যেন গোউর নৃপমনি।
ধর্ম আরাধন মন্ত্রে কর্য স্মউরণ
স্মরণ মাত্রেক দেখা পাবে নিরঞ্জন।
রহিতে না পারি আমি ভক্ত স্মঙরণে
অধিষ্টান হবেন প্রভু ধবল আসনে।
ধবল আসনেত বসিবেন মায়াধর
আড়াই কাঠি ধুমুল্য দিবেন হরিহর।
কুজা কুকা আনিঞা হইবে একস্তরে
সাক্ষাতে দেখিতে পাবেক দেব মায়াধরে।
পদ্মহাত বুলাইবেন অঙ্গের উপর
কুজ্জা কুঁকা গুচ্যে হবেক সনয়া সুন্দর।

১ পা পারব্রহ্ম
২ পা তবে

কাঁনাকে করিবেন কৃপা বিরিঞ্চি নারাণ
প্রভুর দরশনে কাঁনা পাবেক চক্ষুদান।
পুনুরুপি রামাঞী করিছে জোড় হাত
অবধানে শুন প্রভু ত্রিদশের[১] নাথ।
স্তব করে রামাঞী জুড়িঞা দুই কর
খড়া কিসে ভাল হইবেক কয় মায়াধর।
প্রসন্ন হইঞা বলেন অনাদ্দি গোসাঞী
আমার বচন শুন পণ্ডিত রামাঞী।
যখন যাইবে তুমি গোউর শহরে
বারমতি পূজা হবেক প্রতি ঘরে ঘরে।
বত্তিশ খুটাতে পাঁঠা হবেক বলিদান
রুধিরশ্বর মদ্যা মাংসে বইবেক বাঁন।
মদ্যা মাংসে একাকার হবেক ঘরে ঘরে
খড়া অহংকার কর‍্যা যদি ঘৃণা[২] না করে।
যদি ভক্তি করি কিছু খায় কিছু মাখে গায়
তবে খড়া ভাল হয় বলেন ধর্ম্মরায়।
প্রসন্ন হইঞা বলেন অনাদি গোসাঞী
বিলম্বনে কাজ নাঞী শুন রে রামাঞী।
বর মাগ রামাঞী বলিছেন নিরঞ্জন
তবে বর দিঞা যাব বৈকুণ্ঠভুবন।
প্রসন্ন হইঞা বলেন দেব মায়াধর
অকাতরে পুজ্য বাছা না হয্য কাতর।
বাম্ভিপুর সঙ্গে নায় বাউতি হরিহর
অবিলম্বে যায় বাছা গোউর শহর।
নাঞী চিন্তা নাঞী ভয় না করিয় ডর
এক মনে পুজিবে ঠাকুর মায়াধর।

রাজবল করে যদি গোউরের রাজন
অনাদি দেবতা বলি কর‍্য স্মঙরণ।
স্মঙরণ মাত্রেক দেখা পাবে নিরঞ্জন
দুষ্ট কটালের বলে না হয্য বিমন।
হরিহরে ডাকিঞা বলেন মায়াধর
বাছা আমার বচনে যায় গোউর শহর।
ধর্ম্ম স্মরণ কর‍্যা ঢাকে দিয় কাঠি
টলবল করে যেন গোউরের মাটি।
হরিহর বলে শুন অনাদি গোসাঞি
ভাঙ্গা ঢাকখানা আমার [স]ঙ্গে করে নাঞী।
আড়ে দিগে তিন কোটি রাজার অন্তসপুর
লেখাজখা নাঞ কত বাজে বাদ্যপুর।
দিবানিশি বাদ্য কত বাজএ বাজনা
তিন শত ঢাক বাজে দু শএ দামামা।
দামামা দগড় কত বাজিছে সাহিনি
কাছে থাকে কেউ কার নাঞ শুনে বাণী।
যদি সকল বাজনা বাজে হঞে একস্তর
তবে টলবল করে রাজ্য গোউর শহর।
হরিহর কএ কথা হইঞ কাতর
আমি যাইতে নারিব প্রভু গোউর শহর।
কাতর হইল যদি বাইতি হরিহর
মনে মনে ভাবেন ঠাকুর মায়াধর।
যদি হরিহর নাঞ গেল গোউর সহরে
তবে না হল্য ধর্ম্মের পূজা ভারত ভিতরে।
ধর্ম্ম বলেন হরিহর না হঅ বিমনা
আমি সখা থাকিতে তো[র] কিসের ভাবনা।

১ পা ত্রদশের
২ পা ঘ্রিণা

অনেক কালের ঢাক আছে গাজন দুআরে
প্রভু বলেন সেই ঢাক আমি দিব তরে।
হরিহর বলেন শুন অনাদ্যি গোসাঁ্যাঞ
তবে অনেক কালের ঢাক আছে কন ঠাঞ।
প্রসন্ন হইঞা বলেন অনাদ্যি যুগপতি
বাছা অনেক দিন হল্য আমার
বল্লোকাতে স্থিতি।
বল্লোকা নিকটে আছে গভীর কানন
তাহার দক্ষিণে আছে দেহারা গাজন।
ত্রিসন্ধ্যা গর্জনি পড়িছে শঙ্খে ধ্বনি
বাপ্তিপুর নাঞ ঢাক বাজিছে আপনি।
দেবতার নির্ম্মাণ ঢাক আছএ দ্বারে
প্রভু বলেন সেই ঢাক দিব হরিহরে।
পুনরুপি রামাঞ করিছে জোড় কর
অবধানে শু[ন] প্রভু দেব মাআধর।
অমৃত[১] সমান তুমার শ্রীমুখের বাণী
হেন মন করে ইহা সর্বক্ষণ শুনি।
কেমন কর্য়ো হল্য প্রভু বল্লোকা সির্জন
কেমন কর্য়ো হল্য প্রভু দেহারা গাজন।
কেমন দেহারা প্রভু কেমন গঠন
কৃপা[২] করি এই তত্ত্ব কঅ নিরঞ্জন।
প্রসন্ন হইঞা বলেন অনাদ্যি গুসাঁ্যাঞ
বল্লোকা দেহারা কথা শুন রে রামাঞ।
কলিযুগে পূজা হবেক জানিলেন নারাঅণ
বল্লোকা সমুদ্র প্রভু করিল সির্জন।
ভকতবচ্ছল প্রভু ভক্তের কারণে
উচ্চস্বরে স্মরণ করিছে নিরঞ্জনে।
অগ্নিনিকুণ্ডে তপস্যা কর্য়োছে জোড় করে
একচিত্তে স্মরণ করেছ্যেন [মাআধ]রে।
খেণে খেণে উচ্চস্বরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে
আদ্ধখানা অঙ্গ তার পুড়িছে আনলে।
কঠুর তপস্যা করে দ্বআদ[শ ব]চ্ছর
তবু ত না পাল্য দেখা দেব মাআধর।
নাকিস্যা বাইঞা রক্ত পড়ে ঠল ঠল
অগ্নিনিকুণ্ডে পড়ে হএ শ[তদ]ল কম্বল
সেই পুষ্প তুলি নেই হস্তের উপরে
কৃতাঞ্জলি হঞা পূজা করে মাআধরে।
পুনুর্বার রক্ত পড়ে [হস্তে]র উপর
অগ্নিনিকুণ্ডে পড়ে হএ শতদল কম্বল।
সেই পুষ্প তুলে নেই হস্তের উপরে
এক চিত্ত হঞা পূজা ক[রেন দি]বাকরে।
অগ্নির তাপে স্মরহ একল জনে
এক মনে ভাবিছে ঠাকুর নিরঞ্জনে।
সেখানে তপস্যা করে কাহার ভর[সা]
বাঁচিবার সাধ নাঞ মরণের আশা।
অকাতরে জগি করে অগ্নির কণে
অর্ধখানা অঙ্গ তার পুড়েছে আ[গুনে]।
অগ্নিতে পুড়িছে অঙ্গ না হএ কাতরে
একচিত্তে স্মরণ করিছে মাআধরে।
শ্রীধর্মদেবতা বল্যে করে স্মঙরণ
বৈক[ঠে থা]কিঞা জানিল নিরঞ্জন।
একচিত্ত হঞা পূজে অনাদ্দি দেবতা

১ পা অম্রিত
২ পা ক্রিপা

শ্রীধর্মপাদুকে লাগে অগ্নির ছটা।
হনুমানে [ডাকি]এ্যা বলেন নিরঞ্জনে
কোন ভক্ত মরে আমার পুড়িএ্যা আগুনে।
হনুমান বলেন প্রভু শুন দিনমণি
ঝা[টি] কর পুষ্পরথ সাজাইএ্যা আনি।
রথ সাজাইতে রে বিলম্ব হঞে যাব
ভকত মরিলে বাছা রাক্ষি[তে] নারিব।
ভক্ত দুঃখ প্রভু দেখিতে না পারে
হংসরাজের পিষ্টে উড়িলেন মাআধরে।
বৈকণ্ঠ তেজিঞে প্রভু [illegible]ন মাআধরে
বেটা কঠুর তপস্যা করে বনের ভিতরে।
শূন্যপথে থাকিঞে দেখেন নিরঞ্জন
বেটা শূদ্র হইঞে ক[রে] মনির করণ।
বেটা অগ্নি জালিএ্যা করে জগ্যি[1] আরম্ভন
নিভৃতে বসিঞে করে বেদ উচ্চারণ।
ভকতবচ্ছল্যে সর্বলোকে বলে
হস্তবেস্ত হঞে প্রভু ভক্ত নিল কোলে।
প্রসন্ন হইঞে বর দিলেন মাআধরে
জন্ম [ল]অগা তুমি জোউবনের ঘরে।
কঠুর করিঞে কৈল অনাদ্দের পূজা
আমার আশীর্বাদে[2] হৈইল গোউরে[র রাজা]
ভকতের মনবাঞ্ছা করিঞে পূরণ
বর দিঞে বৈকণ্ঠে গেলেন নিরঞ্জন॥

একান্তিক পূজা দেখি বলেন নিরঞ্জন
তোমার সমান ভক্ত নাঞি কন জন।
বর মাগ রা[মাঞে] বলিছেন মাআধর
যে বর মাগিবে বাছা তাই দি[ব] বর।
স্তব করে রামাঞি যুড়িঞে দুই হাত
অবধানে শুন প্রভু ত্রিদশের[3] নাথ।
যদি বর দিবে প্রভু বিরিঞ্চি-নারাণ
কৃপা করি [দাও প্রভু পুত্রবর দান]।
ধর্ম বলেন থাক বাছা বিমুখ হইঞে
জ্যোতির্মএ রূপ তরে যাই রে দেখাঞে।
ভকতবচ্ছল প্রভু দেব নিরঞ্জনে
জ্যোতির্মএ রূপ প্রভু ধরে ততক্ষণে।
জ্যোতির্মএ রূপ দেখে রামাঞে আনন্দ আপার
এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার।
ধর্ম বলেন শুন রামাঞে পণ্ডিত
কিসের লাগিঞে পূজা কর বিপরীত।
একান্তিক পূজা দেখি বলেন নিরঞ্জনে
বাছা কঠুর তপস্যা কর কি[সে]র লাগিঞে।
তুমি পূজা কলে বাছা ডির ভক্তি করি
ভক্ত সঁঅঁরণে আমি রহিতে না পারি।
শ্রীধর্মদেবতা আমি অনাদ্দি ঠাকুর
ভক্ত সঁঅঁরণে আল্যাঅঁ বল্লোকার কূল।
আদ্দের দেবতা আমি অনাদ্দি নৈরাকার
কে জানিতে পারে বাছা মহিমা আমার।
মাগ মাগ রামাঞে মাগিঞে নে রে বর
যে বর মাগিবে বাছা তাই দিব বর।
রামাঞে কহেন কথা যুড়ি দুই কর
অবধানে শুন প্রভু দেব মাআধর।

১ পা জগিং
২ পা আসিব্যাদে
৩ পা ত্রীদোসের

ধর্ম পূজিবারে গেল পণ্ডিত সিধর
অবিচারে বন্দী কল্য গোড়ের নাবর।
দুষ্ট কটাল তার রাজা অবিচার
ধর্ম পণ্ডিত পানে না করে নিস্তার।
রাজবল অহঙ্কারে গোড়ের রাজনে
চারি পণ্ডিতে মাল্য ত্রিশূল্য বন্ধনে।
তুমি যদি হঅ প্রভু মর পর্ছাকল
তবে ধর্ম পূজিবারে যাই গোউর সহর।
ধর্ম বলেন যা[অ] বাছা গোউর সহরে
বারমতি পূজা করিবে ঘরে ঘরে।
আপনার পূজা লাগি দেব নিরঞ্জনে
প্রসন্ন হ[ই]ঞা বর দিল ততক্ষণে।
নাঞ চিন্তা নাঞ ভএ না করিলে ডর
তর সখা বটি আমি দেব মাআধর।
নিরন্তর ধর্মপদ যে করে ভাবনা
তার আমি পূর্ণ করি মনের বাসনা।
কন পাকে দুখ্ যদি পাএ ভক্তগণে।
বিপত্তে[১] করএ রখ্যা কলে সঁর্অরণে।
রামাঞ বলেন প্রভু শুন নিরঞ্জন
এ সব কথাতে মর প্রতীত নএ মন।
তুমার প্রতিজ্ঞা যদি দেখিবারে পাই
তবে বর মাগে নেই পণ্ডিত রামাঞ।
কত কালের মরা ব্রখ্য ছিল অম্র গাছ
ছাল বাকল নাঞ তার নাঞ ডাল পাত।
এই বৃক্ষে ফল যদি দেখাঅ নিরঞ্জন
তবে ত প্রতীত প্রভু হএ মর মন।

ধর্ম বলেন থাক বাছা বিমুখ হইঞ
মরা গাছে ফল ফুল যাই রে দেখাঞ।
মরা গাছে পদ্মহাত বুলান ধর্মরাজে
নবীন হইল বৃক্ষ ধর্মের পরশে।
সেই বৃক্ষে পুষ্প জল দেন নিরঞ্জনে
থবা থবা অম্ব ধরিল ততক্ষণে।
দেবতার বরে অম্ব্র অমৃত রসাল
অম্ব ফলের ভরে নঞ পড়ে ডাল।
মরা গাছে ফল রামাঞ দেখিঞ সাক্ষ্যাতে
কোটি কোটি[২] প্রণাম করিছে দিন[না]থে ॥৪॥

পুনরূপি রামাঞ করিছে জোড় কর
অবধানে শুন প্রভু দেব মাআধর।
যদি কত কালের মরা বৃক্ষে ধরাইলে ফল
তবে অপুত্রিক বাঁজাঁ নারী আছএ বিস্তর।
গোউর সহঁরে আছে রাজার পাটআরি
চালিস বচ্ছরের রাঁড়ঁ আছে তার নারী।

* * *

এইবার দআ কর অনাদ্দি গোসাঁঞ
তোমা [বিনে আমারে] রাখিতে কেউ নাঞ।
যখন মর্যেছে পুত্র[৩] ত্রিশূল্যের ঘাএ
ততদিন আছি আমি অছুচ গাএ।
রামাঞ পুলকিত হইঞে পড়ে অনাদ্দের পাএ
বাহু পসারিঞ কোলে নিল ধর্মরাএ।
আমি সখা থাকিতে তোর কিসের ভাবনা
বাছা[৪] পূর্ণ করিব তোর মনের বাসনা।

১ পা বিপত্যে
২ পা ক্রট ক্রট
৩ অ মেরেছন প্রভু
৪ অ বাল্লা

কম্পিত হইলাঙ শুনি বচন তোমার
কনখানে[১] মরিল বাছা সেবক আমার।
প্রসন্ন হইঞা বলেন অনাদ্দি গোসাঞ
নিশ্চএ কহিলাঙ আমার সেবক মরে নাঞ।
যদি ধর্ম্ম সঁঅরণ করি তেজ্যেছে পরাণ
মরা তনুতে পুন দেব প্রাণদান।
আশু জিআইঞা নিব সেবক নফরে
তবে পূজা নিব আমি গোউর সহরে।
সেবকের মুখে শুনি ভক্তের মরণ
ক্রোধে অঙ্গ কম্পবান লোহিত লোচন।
অবিচার করেয় বেটা গোউরের নাবড়ে
আমার সেবকে মারে কন অহঙ্কারে।
মরেছে সেবক আশু জিআইঞে নিব
সেবক বাঁচাঞ্যা পাছু তারে দাদ্দি[২] দিব
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি দিব সকল শরীরে
বেটা বাহির না হএ যেন বস্তে থাকে ঘরে।
এই শাস্তি[৩] তারে দিব বলেন মাআধরে
বেটা নিদ্রা নাঞ যাএ যেন মাছির কামড়ে।
কৃমি পকার কামড়ে করিবেক ছটফট
কাজি কারকুন যেন না হএ নিকট।
বুঝিতে না পারে কেউ দেবতার নাট
গন্ধ ছুটিঞা যাবেক যজনেক[৪] বাট।
গন্ধ ছুটিলে হবেক গলিত শরীর
বেটা অন্তসপুরে হইতে যেন না হএ বাহির।
পাষণ্ড পাতকী বেটা পাপিষ্ঠি কণ্টক
যে দিল রাজত্বপদ তার সঙ্গে হট।
পুনরুপি রামাঞ করিছে জোড় কর
কৃপা করি এই তত্ত কঅ মাআধর।
ক[া]লাস্তে কন ধ্যান ক[ি]নষ্ট[৫] জপ কৈল্য
কন তপস্যার ফলে গোউরে রাজা হৈল্য।
প্রসন্ন হইঞ বলেন দেব মাআধর
কহিতে এ সব কথা বড়ই দুষ্কর।
নিভিত অরণ্য বন গহন কাননে
মানুষের গতাআত[৬] নাহি যেইখানে।
সিঙ্গ শার্দ্দুল হাতীর যেইখানে বাসা
সেখানে তপস্যা করে ই বড় ভরসা।
অরণ্য গহন বনে জ্বালিঞা আগুন
শ্রীধর্ম্মপাদুকা[৭] দেখাঅ ভগবান।

* * *

কৃতাঞ্জলি হঞে স্তব করে বার বার
বিশ্বরূপ কেমন দেখাঅ নৈরাকার।
মনে মনে ভাবেন ঠাকুর মাআধর
বিশ্বরূপ নিরক্ষণ বড়ই দুষ্কর।
যদি বিশ্বরূপ আপনে ধরেন মাআধরে

---

১ অ কেনে
২ অ শাস্তি
৩ পা দাদ্দি
৪ অ কর্জ্জনের
৫ অ কন সপুক লক্ষ্যান
৬ অ যাতায়াত
৭ অ সেইখানে বাপু

দেবতা গন্ধর্ব দেখে স্থির হতে নারে।
ধর্ম্ম বলেন শুন মনির নন্দন
বিশ্বরূপ দেখি স্থির হএ কন জন।
প্রভু বলে একে তোর মানব[১] শরীর
বিশ্বরূপ দেখ্যিএ কেমনে হবে স্থির।
পুনরূপি রামাঞি করিছে জোড় হাত
বিশ্বরূপ অবশ্য দেখিব দিননাথ।
সতির করিঞে বলে মনির নন্দন
বিশ্বরূপ ধরিলেন অনাদ্দি নিরঞ্জন।
ভক্তের কারণে প্রভু বিশ্বরূপ ধরে
কোটি চন্দ্র উদএ হইল একস্তরে।
এক লক্ষ চন্দ্র প্রভুর চরণ উপরে
এক লক্ষ চন্দ্র প্রভুর বদনকমলে।
প্রভুর দক্ষিণ পাশেতে কত কোটি মনিবর
তপস্যা করিছে মনি জোড় কর্যে কর।
সম্মুখে তপস্যা করে কুশ কষা হাতে
কত কোটি ব্রহ্মা তপস্যা করিছে বাম ভিতে।
ব্রহ্মা হরি হর স্তব করে যার করে
অনাদ্দির পাদপদ্ম দরশন তরে।
হেন বেলাএ সপ্ত সূর্য করে নিবেদন
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন।
কোটি ব্রহ্মা বাঙ্কা তুমার জ'টার ভিতরে
কন ব্রহ্মা তপস্যা করিছে জোড় করে।
কত ব্রহ্মা স্তব করে সংখ্যা দিতে নাঞি
অন্তকালে চরণকমলে মাগে ঠাঞি।
ধর্ম্ম বলেন সূর্য শুন রে বচন
আমার মহিমা বাছা জানে কন জন।
কত কোটি চন্দ্র আছে জ'টার বন্ধনে
কত কোটি ব্রহ্মা আছে নখের কুনে।
এক সপ্ত সূর্য আছে জ'টার ভিতরে
এক সপ্ত সূর্য আছে বগল ভিতরে।
স্তব করে সপ্ত সূর্য জোড় কর্যে হাত
অবধানে শুন প্রভু ত্রিদশের নাথ।
প্রলএকালের বেলাএ প্রভু নিরঞ্জনে
কোটি চন্দ্র সপ্ত সূর্য করিলে সির্জনে।
চন্দ্রকে হুকুম দিলে উদঅ হইবারে[২]
আমারে রাখিলে প্রভু জ'টার ভিতরে।
উদএ হব বল্যে সূর্য অনুমান করে
হেন বেলাএ অন্তরে জানিলেন মাআধরে।
সূর্যকে প্রবোধ করে মধুর বচনে
তুমা বই বন্ধু[৩] নাঞি ই তিন ভুবনে।
প্রাণের সমান বাছা আমি বাসি তোরে
যত্ন কর্যে রাখ্যেছি রে জ'টার ভিতরে।
একেবার উদএ হঞেছিলে প্রলএর কালে
পৃথিবী পুড়িঞে গেছে তোমার আনলে।
আরবার উদএ যদি হবে সাত ভাই
চারিকুন পৃথিবী পুড়িঞে হবেক ছাই।
প্রসন্ন হইঞে বলেন প্রভু মাআ্যাধরে
এখন তোমরা থাক বাছা জ'টার ভিতরে।
সূর্য বলেন প্রভু করি নিবেদনে
কত যুগ থাকিব প্রভু জ'টার বন্ধনে।
সূর্যের বচন শুনি বলে নৈরাকার
এমন কলি গেছে বাছা তিন সাত বার।
আরবার যখন কলিযুগ হইবে পূরণ

১ অ মানব জনম
২ অ হবার তরে
৩ অ বন্ধু

উদএ দিতে হুকুম দিবেন নিরঞ্জন।
কতবার কলিযুগ গেছে অনাকার
কতবার চিষ্ঠি করিলেন করতার।
প্রসন্ন হইঞে বলেন অনাদ্দি ঠাকুর
কলিযুগ হত্যে বাছা আছে বহু দুর।
একাদশী দিনে অন্ন খাবেন যতিনি
জপ ধ্যান তপস্যা ছাড়িবেন সব মনি।
ধম্মকম্ম পুণ্যপথ দুরে তিআগিঞে
বেঅস্যার ঘরে যাবেন কামে মত্ত হঞে।
শূদ্রের ঘরে অন্ন খাবেন যতিনি
একত্রে থাকিবেন যেন গৃহের গৃহিনী।
পতিব্রতা সতী সব ছাড়্যে নিজ পতি
বেঅস্যার কর্ম্ম করিবেন সব সতী।
শ্বশুর ভাসুর বোহ্যে হবে বলাবলি
ভাল ভাল লোক সব কুলে দিবেক কালি।
হিন্দু মুছলমানে সব হবেক একাকার
কিছুমাত্রেক না থাকিবেক বর্ণবিচার।
বামুন যৌবনে[১] শূদ্রে হবেক একস্তর
আনাকার ভোগ হবেক হাজার বচ্ছর।
কত কাল বই কলি হবেক প্রগোল[২]
একে একে পালাবেন দেবতা সকল।
বৃদ্ধ অঙ্গলি প্রমাণ হবে মনুষ্য সকল
সাগর সমুদ্র হবেক একহাঁটু জল।
অনাবিষ্ঠি হবেক ষাটি হাজার বচ্ছর
তবে কলি পূর্ণ হবেক বলেন মাআধর।

তখন তমুরা উদএ হবে বলেন নিরঞ্জনে
এখন তমুরা থাক বাছা জঁটার বন্ধনে।
সূর্যকে প্রবোধ করে মধুর বচনে
সেবক নফরে প্রভুর পড়্যে গেল মনে।
হেতা অচেতনে পড়্যে আছে পণ্ডিত রামাঞে
ধূলা ঝাড়্যে কলে লেন অনাদ্দি গোসাঁঞে।
ভক্ত কলে কর্যে বসে ভকতবচ্ছলে
গোপাল ঘুমাঞে যেন যশোদার কলে।
অচেতন হঞে থাকে অনাদ্দের কলে
নঅ্যান মুদিঞে থাকে আখি নাঞি মেলে।
কুমণ্ডলে জল ছিল মুখে ঢাল্যে দিল
পদ্মহাত বুলাইতে চেতন পাইল।
ধর্ম সনাতন জঁপ ভাবিঞে অন্তরে
একচিত্তে সঁওঁরণ করিছে মাআধরে।
আদ্দি অনাদ্দি তুমি সভাকার পর
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি দিবাকর।
তুমি হর তুমি হরি তুমি বৃহস্পতি
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত তুমি দিবারাতি।
দেবের দেবতা তুমি পুরুষ পুরাতন
ভকতের প্রাণ তুমি জীবের জীবন।
গোবিন্দ গোপা[ল] তুমি মদনমোহন
শালগ্রাম[৩] শিলা তুমি লক্ষ্মী[৪] জনার্দন।
তুমি গোবিন্দ তুমি গোপাল তুমি গোলোকনাথ
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু তুমি জগন্নাথ।
স্তবে তুষ্ট হঞে বলেন অনাদি গোসাঞি

১ পা জৌবনে
২ অ গোল
৩ পা সালগ্রেরাম
৪ পা লাক্ষি

বিশ্বরূপ দেখ বাছা পণ্ডিত রামাঞি।
রামাঞে বলেন আমার সবে দুটি আঁখি
এক লক্ষ[১] চক্ষু[২] হল্যে নিরখিঞে দেখি।
যদি এক লক্ষ চক্ষু দাও গোলোকের হরি
তবে নঞান ভর্যে বিশ্বরূপ নিরখিতে পারি।
ভকতবচ্ছল প্রভু ভকতের কারণে
এক লক্ষ চক্ষু দিলেন ততক্ষণে।
এক লক্ষ চক্ষু দিলেন প্রভু নিরঞ্জন
একদৃষ্টে রামাঞি করিছে নিরক্ষ্যণ।
এক লক্ষ চক্ষু পাএে আনন্দ আপার
এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার।
ধর্ম বলেন বাছা মাগে লে রে বর
যে বর মাগিবে বাছা তাই দিব [ব]র।
রামাঞি বলেন আগার বরে কার্য নাঞি
অন্তকালে চরণকমলে দিঅ ঠাঞি।
ভকতবচ্ছল প্রভু দেব নিরঞ্জনে
প্রসন্ন হইঞে বর দিলেন ততক্ষ[ণে]।
[শ্রীধর্ম বীজমন্ত্রে] জপ করি সার
শ্রীধর্মপূজাতে পড়ে জএজএকার॥

স্তব করে মনি সব হইঞে কাতর
প্রভু কলির প্রভাত[৩] দেখি কাঁপিছে অন্তর।
যত[৪] কলিযুগ গেছে বলেন মাআধরে
তত যুগ আছ তুমুরা আমার শরীরে।
প্রসন্ন হইঞে বলেন প্রভু ভগবান
বাছা নিশ্চএ জানিহ আমি ভকতের প্রাণ।
ভক্ত[৫] মাতা ভক্ত[৫] পিতা ভক্ত[৫] প্রাণধন
রিদএ মাঝে রাখেছি রে করিঞে যতন।
ব্রাহ্মণ মনির গুণ জানিবেক কে
পবিত্রি করিঞে আছ অনাদ্দের দে।
মনি সব[৬] ধর্মপদে দেই পুষ্পজল
প্রভু অন্তকালে চরণকমলে দিঅ স্থল।
যখন সপ্ত সূর্য উদএ হইবেক একুই কালে
তখন কৃপা[৭] করি রাক্ষ্য প্রভু চরণের তলে।
যত যোগ থা[ক্যে] শ্রীধর্মপুরাণে ॥৭॥
[তত] যোগ করিল প্রভু গভীর কাননে।
আপনার পূজা লাগি প্রভু যুগপতি
গভীর কাননে প্রভু করিলেন স্থিতি।
গভীর কাননেতে বসিলেন ভগবান
গভীর কানন ছিল বৈকণ্ঠ সমান।
বিশকর্মে ডাকিঞে বলেন নিরঞ্জন
শ্রীধর্মদেহারা বিশাই কর রে গঠন।
শ্রবণে শুনিল্য বিশাই প্রভুর বচন
দেহারা মন্দির বিশাই কল্য আরম্ভন।

---

১ পা লর্ক্ষ্য
২ পা চর্খু
৩ পা প্রভাদ, অ প্রভুর প্রতাপ
৪ পা কল্য
৫ পা ভগত
৬ পা সোব
৭ পা ক্রিপা

আড়ে দিঘে[1] তিন সাত মন্দির আরম্ভিল
অর্চতে দ্ব্যাদশ হাত গঠন করিল।
নির্মাণ করিল বিশাই শ্রীধর্মদেহারা
বাঁঙ্গালা মন্দির গড়ে দ্ব্যারা চোতারা।
পাঁচীর নির্মাণ করে হইঞা সুস্থির
কপাট কুলুপ গড়ে দলিজ বাহির।
বিশাই একিচিতে ধর্মপদ করিঞ ভাবনা
ধর্ম সঁঅঁরিঞ করে মন্দির মাঁঞ্জনা।
বি[শ]কর্মে হুকুম দিলেন নিরঞ্জন
বাছা বল্লোকার ঘাট বান্ধ করিঞ যতন।
বল্লোকাএ স্নান[2] দান করিবেন ভগবান
ঘাট বাঁন্ধিঞ মঞ্চ কর রে নির্মাণ।
ধর্মের বচন বিশাই শ্রবণে শুনিল্য
ঘাট বাঁন্ধিঞ মঞ্চ নির্মাণ করিল্য।
বল্লো[কা]র জলে প্রভু করেন স্নান দান
দেঅহারা মন্দির দেখেন ভগবান।
ভিতর মন্দিরে প্রভু করিলা গমন
পাষাণের চোকি বিশাই [ক]রছে গঠন।
পাষাণের আসনে বসিলেন ভগবান
দেহারা মন্দির হল্য বৈকুণ্ঠ সমান।
বিশকর্মে [ডা]কিঞ বলেন নিরঞ্জন
অবতার লেখ বাছা করিঞ যতন ॥৭॥
মচ্ছ্য কচ্ছ[3] বরাহ নরসিঙ্গ অবতার
তা[প]র লেখিল বিশাই বাঅন্ন আকার।
এক পা রাখিলেন ভূমে আর পা আকাশে
আর পা রাখিব কুথা বলেন ধর্মরাজে।
তাপর [লে]খিল বিশাই রাম অবতার
রাবণের সঙ্গে যুধি খেলেন আপার।
হলধর রূপ লেখেন করিঞ যতন
ভগবতীখেত্র লেখেন কুলবিনাশন।
তাপর লেখিল্য বিশাই কৃষ্ণ অবতার
গোকুলে নন্দের ঘরে করেন বেহার।[4]

* * *

পুনরূপি রামাঞ করিছে জোড়পাণি
এইবার কৃপা কর প্রভু দিনমণি।
স্তব করে রামাঞ যুড়িঞা দুই হাত
অবধানে শুন প্রভু ত্রিদশের নাথ।
যদি মুরে কৃপা কল্যে বিরিঞ্চি-নারাণ
তবে দেঅহারা মন্দির দেখাঅ ভগবান।
ধর্ম বলেন শুন মনির কঁওর
দেহারা যাইতে পথ বড়ই দুষ্কর।
বিষম সঙ্কট পথ বলেন মাআধর
ব্যাঘ্র ভাল্লোক কত কর্যে আছে ঘর।
যাও না রে রামাঞ বলিছেন ভগবান
কিসের লাগি বাছা হারাবি পরাণ।
এইখানে আনিঞ ঢাক আমি দিব তরে
অনাআসে যাবে বাছা গউর সহরে।
রামাঞ বলেন প্রভু শুন নিরঞ্জন

১ পা দিগে
২ পা স্থান
৩ পা কচ্ছ্য
৪ অতঃপর, পৃষ্ঠা অসমাপ্ত।

অবশ্য দেখিব আমি দেহারা গাজন।
তুমি যদি কৃপা কর প্রভু নিরঞ্জন
তবে শ্রীধর্মদেহারা প্রভু করি দরশন।
প্রসন্ন হইঞ বলেন স্বরূপনারাণ[১]
দীপকের কাছে বাছা হয়্য সাবধান।
জীব-জন্তু পশু-পাখী না চলে তরাসে
সমুখে পাইলে করে একই গরাসে[২]।
বল্লোকা গহন বনে যেই জন যাএ
স্থির হত্যে নারে কেহ দীপকের রাএ।
তুমি যদি যাবে বাছা শ্রীধর্মদেহারা
অজগরের কাছে প্রাণ হারাইবে পারা।
রামাঞ বলেন শুন অনাদ্দি গুস্যাঁঞ
প্রভু তুমি সখা থাকিতে কিসের ভএ নাঞ।
তুমি যদি কৃপা কর প্রভু দিনমণি
অজগর দীপক আমি কিছুই না মানি।
একচিত্তে পূজিব ঠাকুর মাআধরে
কি করিতে পারি[বে]ক দীপক অজগরে।
ধন্য ধন্য রামাঞ বলিছেন ধর্মরাজ
তুমা হইতে হবেক আমার পূজার প্রকাশ।
প্রসন্ন হইঞ বলেন অনাদ্দি গুস্যাঁঞ
চল বাছা দেহারা বিলম্বে কাজ নাঞ।
অমৃত[৩] সমান প্রভুর মুখের বচন
হাঁসিতে পড়িছে কত মাণিক কাঞ্চন।
কপালে[৪] জলিছে প্রভুর মাণিক রতন
দীপক জিনিঞ অঙ্গ উর্জল বরণ।
ধবল রথে বস্যে আছেন ভকতবচ্ছল
সুবর্ণ কুণ্ডল প্রভুর করে ঝলমল।
মাথাএ জঁটার ভার সমুখে কুশাসন
কটিদেশে শোভা[৫] করে বক্কের বসন।
প্রভুর দর্পণ জিনিঞ মুখ নাসিকা দীঘল
কমল নঞান আঁখি করে ঠলঠল।
সুবর্ণ বলআ হাতে সুবর্ণ পইতা
বসিঞা অখিলপতি ত্রিলোকের[৬] ধাতা।
আজানুলম্বিত বাহু মাথাবেড়া জঁটা
মুখানি পুর্ণিমার চান্দ বিজুরির ছটা।
রামাঞ বলেন শুন প্রভু নিরঞ্জন
দেহারা মন্দিরে প্রভু কর আগমন।
যাত্রা করিঞ বৈসেন প্রভু মাআধর
প্রভাতে উদএ যেন হৈল দিবাকর।
দেখিঞ অনন্তরূপ মনির নন্দন
একদৃষ্টে রামাঞ করিছে নিরক্ষ্যণ।
ব্রহ্মা আদি যত দেব ধিআনে না পাএ
মনিরিসিগণ যারে সদত ধিআএ।
হেন প্রভু সাক্ষ্যাতে পাইলাঙ দরশন
এতদিনে হৈল আমার সার্থক জীবন।
আমাকে করিলেন কৃপা প্রভু নিরঞ্জনে

১ পা সোরূপনারান
২ অ এক দুই গ্রাসে
৩ পা অম্রিত
৪ পা কোপালে, অ কোপানলে
৫ পা সভা
৬ পা ত্রিলক্কের

আমা হেন ভাগ্যবান নাঞ ত্রিভুবনে।
আপনাকে রামাঞ দুর্লভ করি মানে
বেদমন্ত্রে পূজিছে ঠাকুর নিরঞ্জনে.।
রামাঞ করিছে পূজা পুলক অন্তর
বিপত্তের কালে রক্ষা কর্য্য মাআধর।
একচিত্তে রামাঞ পূজিঞ নৈরাকার
এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার।
খেণে খেণে প্রদক্ষিণ খেণে জোড় ক[রে]
খেণে খেণে স্মঁরণ করিছে মাআধরে।
খেণে খেণে স্তব করে খেণে পুটাঞ্জলি
খেণে [খেণে] পুষ্প দেই অঞ্জলি অঞ্জলি।
অনাদ্দি দেবতা পূজে মনির নন্দন
ভূষিত করিঞ দেই অগোর[১] চন্দন।
কাঞ্চন পারলি জবা তুলসী টগর
শ্রীধর্মপাদুকে দেই জোড় করি কর।
নানা জাতি পুষ্প দেই বসন্তের মালি
শ্রীধর্মচরণে দেই অঞ্জলি অঞ্জলি।
নৈবিদ্দি সামিগ্রী সব সাজাইঞ নিল্য
শ্রীধর্ম নামেতে সব উচর্গণ কৈল্য।
কৃতাঞ্জলি হঞ স্তব করে বারবার
ধবলরথে বসিঞ দেখেন নৈরাকার।
ধর্ম বলেন বাছা মাগ্যে নে রে বর
যে বর মাগিবে বাছা তাই দিব বর।
স্তব করে রামাঞ যুড়িঞ দুই হাত
অবধানে শুন প্রভু ত্রিদশের নাথ।

যদি মরে কৃপা কৈলে বিরিঞ্চি-নারাণ
তবে নৈরাকার মূর্তি দেখাঅ ভগবান।
ধর্ম বলেন থাক বাছা বিমুখ হইঞ
নৈরাকার মূর্তি তরে যাই রে দেখাঞ।
ভকতবচ্ছল প্রভু ভক্তের কারণে
নৈরাকার মূর্তি হইলা ততক্ষ্যণে।
হস্ত পদ নাঞ প্রভুর নাঞ কন্ধ মাথা
বাটুল সমান হৈলেন ত্রিলোক্যের[২] ধাতা।
নৈরাকার মূর্তি হৈলেন প্রভু নিরঞ্জন
একদিটে রামাঞ করিছে নিরক্ষ্যণ।
ভকতের মনবাঞ্ছা করিঞ পূরণ
বৈকণ্ঠে চলিঞ গেলেন নিরঞ্জন।
রামাঞ বলেন শুন বাইতি[৩] হরিহর
তিন পণ্ডিতে আন আমার গোচর[৪]।
হরিহর বলে শুন মনির নন্দন
আমি যাইতে নারিব প্রভু তাহার সদন।
চর্দ্দ দিন হল্য বসে আছে জলাসনে
অনাহারে তপস্যা করিছে তিন জনে।
জলাসনে বসে আছে দরিআর মাজে
একচিত্তে পূজিছে ঠাকুর ধর্মরাজে।
অনাদ্দি দেবতা পূজে একচিত্ত মনে
ধূপ ধুনা প্রদীপ জলিছে চারি পানে।
জলাসনে পূর্বমুখে বসে তিন জন
সন্নিভরে বসিঞ আছেন নিরঞ্জন।
প্রভুর বামে হংসরাজ প্রদক্ষিণে[৫] উল্লোক

১ অ অঘোর
২ পা, অ ত্রিলক্ষোর
৩ অ বাউতি
৪ পা গোচোর
৫ অ দক্ষিণে

কৃতাঞ্জলি হঞা স্তব করিছে গরুড় ।
ধবল রথে বসিঞা অনাদ্দি ভগবান
লক্ষে লক্ষে চাম[র] ঢুলাছে হনুমান ।
জলাসনে পূর্বমুখে বসে তিন জন
একচিত্তে ধর্মপদ করে সঁঙরণ ।
ধর্মাঞ নম বল্যে পুষ্প দেই তিন জন
দু হাত পাতিঞা পুষ্প লেন নিরঞ্জন ।
হস্ত পাত্যে পুষ্প লেন অনাদ্দি গস্যাঞ
দেখে চমৎকার[১] হৈল পণ্ডিত রামাঞ ।
ধন্য ধন্য সেতাই তর ধন্য রে জীবন
দরিআর মাজে জপ করে কন জ[ন] ।
সেতাই সেতাই বল্যে রামাঞ ডাকে উভরাএ
তপস্যা হইল্য ভঙ্গ আঁখি মেলি চাএ ।
তপস্যা হইল্য ভঙ্গ চমকিত মন
চল ভাই রামাঞ ডাকিছে কি কারণ ।
আস্য আস্য বল্যে ডাকে পণ্ডিত রামাঞ
চল ভাই দেহারা বিলম্বে কাজ নাঞ ।
জলাসন ছাড়িঞা উঠিল তিন জন
রামাঞ পণ্ডিতের আসি বন্দিল চরণ ।
চিরঞ্জীব[২] হউক তদের বাড়ুক প্রমাঞ
হাতে ধর‍্যে কোল দিছেন পণ্ডিত রামাঞ ।
আজুকার মত স্তিতি কর এইখানে
প্রত্যুষ বিহানে যাব দেহারা গাজনে ।
দেহারা গাজনে রে পূজিব নিরঞ্জন
শুন্যে পুলকিত হৈল্য সভাকার মন ।
চারি পণ্ডিত একস্তর হৈল্য সেইখানে
বৈকণ্ঠে চলিঞা গেলেন নিরঞ্জনে ।
রামাঞ পণ্ডিতের প্রভু ঘুচাঅ দুর্গতি ।
এইখানে রইল আথন অনাদ্দের পুথি ॥৭॥

রজনী প্রভাত হৈল্য উদঅ তপন
নিদ্রা ছাড্যে উঠিল পণ্ডিত চারি জন ।
প্রভাতে উঠিঞা করে মুখের শোধন[৩]
একচিত্তে ধর্মপদ করে সঁঙরণ ।
শ্রীধর্ম পূ[জি]তে দ্রব্য কর‍্যে আআজন
বল্লোকার জলে করে স্নান তর্পণ ।
স্নান করিঞা জলে করিল আসন
জপ ধান তপস্যা করিছে চারি জন ।
ধর্ম আরাধন মন্ত্রে দেই পুষ্প জল
পাদুকা আ[স]ন প্রভুর করে টলবল ।
বীজমন্ত্রে ধর্মপদ আরাধন করি
একচিত্তে পূজিছে ধর্মের ঘটবারি ।
ধ[া]ন্য দুর্বা হলিদ্রা দেই অম্র পল্লব
ঘট পূর্ণ কর‍্যে দেই বল্লোকার জল ।
আতব তুলসী দেই বাহান্ন[৪] নারিকল
নৈবিদ্য সামিগ্রী দেই জবা শতদল ।
মিষ্টান্ন সামিগ্রী দেই নানা উপহার
একচিত্তে পূজিছে ঠাকুর নৈরাকার ।
সেতাই বলেন শুন পণ্ডিত রামাঞ
চল ভাই দেহারা বিলম্বে কাজ নাঞ ।

১ পা চমকতার
২ পা শ্রীরিপ্লিব, অ চিরঞ্জিব
৩ পা সুদন
৪ পা বাহন্ন, অ বাহল্য

সাহিত্যপ্রকাশিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০

অনাদ্যের পুথির গ্রন্থনাম ও ভনিতা

যাত্রা করে রামাঞি পণ্ডিত মহামনি
যাত্রা সমএ পড়ে শঙ্খবীণা-ধ্বনি।
সেতাই পণ্ডিত সাজে পণ্ডিত নীলাম্বর
কংস পণ্ডিত সাজে পূজিতে মাআধর।
চারি পণ্ডিত সাজে পুলক অন্তর
বাদ্দিপুর সঙ্গে নিলেন হরিহর।
বাঁ হাতে পুষ্পের সাজি দক্ষিণ হাতে ঝারি
মাথাএ তুলিঞা নিল অনাদ্দের বারি।
শঙ্খ বাটা কুশ কষা[১] বসনে বাঁন্ধিঞা
শ্রীধর্ম্মপাদুকা নিল গলাএ গাঁথিঞা।
শুভখেণে যাত্রা করেন মহামনি
বিপত্তের কালে রক্ষ্যা কর্য় দিনমণি।
ধর্ম্ম সঁঅঁরিঞা যাত্রা করে চারি জন
প্রবেশ করিল্য গিঞা বল্লোকার বন।
অন্ধকারমএ সব গম্ভীর কানন
দেখ্যে[২] চমকিত হল্য সভাকার মন।
রামাঞ বলেন ভাই না করিঅ ডর
সর্ব্ব সারথী আমার আছেন মাআধর।
নিভৃত কানন বন গহন কুঠির
ব্যাঘ্র ভাল্লোক কত কর্য়েছে মন্দির।
ই পথে না চলে কেহ দীপকের ডরে
জীবজন্তু ধর্য়ে কত ভর্য়েছে উদরে[৩]।
বাগ ভাল্লোক আছে কত বনের ভিতরে
মনুষ্যের গন্ধ পাঞা সিঙ্গিনাদ পুর্য়ে[৪]।
হরিহর বলে শুন মনির নন্দন
প্রমাঞ থাকিতে কেনে হারাব পরাণ।
জীবজন্তু পশুপাখি কলরব করে
ফিরে আস্য রামাঞ বলিছেন হরিহরে।
মনি বলেন ধর্ম্মপদ কর সঁঅঁরণ
বিপত্তের[৫] কালেতে রাখিবেন নিরঞ্জন।
একচিত্তে রামাঞ সঁঅঁরে[৬] ভগবান
প্রভু দীপকের দম্ফ শুনি না রহে পরাণ।
এইবার রক্ষা কর অনাদ্দি গুসঁ্যাঞ
প্রভু তুমা বিনে বিপত্তে রাখিতে কেউ নাঞ।
উচ্চস্বরে ধর্ম্মপদ সঁঅঁরণ করে
বিপত্তের কালে রক্ষা কর মাআধরে।
সেতাই পণ্ডিত আর পণ্ডিত নীলাম্বর
কংস পণ্ডি[ত] আর বাইতি হরিহর।
বাগের দম্ফ শুনি তাদের ধড়ে প্রাণ নাঞ
এইবার রক্ষা কর অনাদ্দি গুসঁ্যাঞ।
রামাঞ বলেন তদের কিছু নাঞ ডর
আমাদের সখা বটেন প্রভু মাআধর।
রামাঞ পণ্ডিত বলেন শুন সঙ্গী ভাই
ই স্থান ছড়িঞা চল আশু হঞা যাই।
দেহারা নিকটে চল করি যাঞ বাস
আরাধন করিঞা পূজিব ধর্ম্মরাজ।

---

১ পা, অ কসা
২ পা দেক্ষ্যে
৩ পা অদরে
৪ অ ছাড়ে
৫ পা বিপত্ত্যের
৬ অ স্মরয়ে

পূজা কল্যে অবস্য আসিবেন নিরঞ্জন
অনাআসে যাব ভাই দেহারা গাজন।
এতেক বলিঞা হৈল মনির গমন
সমুখে দেখিতে পাইল কেতকীর বন।
নানা জাতি দেখি ভাই পুষ্পের বাগান
মনি বলেন এইখানে পূজিব ভগবান।
আজিকার মত স্থিতি কর এইখানে
প্রত্যুষ বিহানে যাব দেহারা গাজনে।
কেতকীর বনেতে আনিব ফুল ফল
অনাদ্দের পাদপদ্মেঁ দিব পুষ্পজল।
বৃক্ষের[১] মূলেতে রাখে পাদুকা আসন
একচিত্তে ধর্ম্মপদ করে সঁঅঁরণ।
রামাঞ বলেন শুন পণ্ডি[ত] সেতাই
শ্রীধর্ম পূজিতে স্থান কর আসে ভাই।
মনির বচন সেতাই শ্রবণে শুনিল্য
ধর্ম সঁঅঁরণ করি বেদী বাঁন্ধি দিল্য।
বেদীর উপরে দিল্য চন্দনের ছড়া ঝাটি
উত্তম করিল্য স্থান কর‍্যে পরিপাটী।
অনাদ্দের পাদপদ্মঁ করিঞা ভাবনা
গঙ্গাজল চন্দে দিলেন আলিপনা।
গঙ্গার জলে স্থান পবিত্রি করিল্য
ধর্ম সঁঅঁরিঞা ঘট স্থাপন করিল্য।
ঘট স্থাপনে রাখে পাদুকা আসন
পুষ্প তুলিবারে গেল মনির নন্দন।
নানা জাতি পুষ্প দেখি আনন্দিত মন
একদৃষ্টে[২] রামাঞ করিছে নিরক্ষ্যণ।

সকল বৃক্ষের[৩] দেখিল [ন]বীন যৌবন
এই বৃক্ষ মর‍্যে গেছে কিসের কারণ।
অনাদ্দের পাদপদ্মঁ সঁঅঁরণ কৈল্য
সঙ্গে ছিল পুষ্পজল বৃক্ষে পেলে দিল্য।
একচিত্তে রামাঞ সঁঅঁরে ভগবান
মর‍্যে ছিল নবীন বৃক্ষ পাল্য প্রা[ণ]দান।
পুনর্বার পুষ্পজল বৃক্ষ্যে পেলে দিল্য
ফলফুল লঞ বৃক্ষ উঠিঞা ডাঁরাল্য।
রামাঞ বলেন বৃক্ষ শুন রে বচন
কিসের লাগিঞা তর গেছিল জীবন।
বৃক্ষ বলেন শুন মনির নন্দন
প্রভু আমার দুসকের কথা করি নিবেদন।
এই পথে অজগর করে আনাগনা
বল্লোকা[রি] জলে করে অঙ্গ মার্জনা।
চল্যে যাত্যে পুষ্পডাল মাথাএ ঠেকিল্য
ক্রোধ[৪] কর‍্যে অজগর জিভ্যা বুলাইল্য।
অজগরে ডঙশিলে রাখিবেক কে
বিষের জ্বালাতে মর শুকাঞছে দে।
আমার ভাগ্যে আলে তুমি হঞ ভগবান
মরা তনুতে পুন দিলে প্রাণদান।
বৃক্ষ বলেন শুন মনির কঁঅঁর
এক নিবেদন করি তুমার গোচর।
এই পুষ্প লঞ যদি পূজ নিরঞ্জন
প্রভু তবে ত আমার হএ সার্থক জীবন।
পুষ্পডালে সাজি রাখে মনির নন্দন
দেখি দেবের দুআরে ইহার কেমন ডির মন।

---

১ পা বিক্ষোর। অতঃপর, পাদটীকায় ধৃত পাঠসমূহ আদর্শ পুঁথির
২ -দিষ্টে
৩ ব্রিক্ষে'র
৪ ক্রর্দ

মনির বচন বৃক্ষ অন্তরে জানিল্য
বৃক্ষডালে ছিল পুষ্প সাজি ভর্যো দিল্য।
মনি বলেন বৃক্ষ তর ধন্য রে জীবন
দেবের দুআরে তর একান্তিক মন।
পুষ্প লঞএ্যা হৈল মনির গমন
ভিতর মালঞ্চে আসি দিল দরশন।
পুষ্পবন দেখে মনি আনন্দিত হৈল্য
চম্পক পুষ্পের মূলে মনি দাঁরাইল্য।
মনি দেখি বৃক্ষ সব মাথা মুড়াইল্য
চিরঞ্জীব[১] বল্যে মনি আশীর্বাদ[২] দিল্য।
মনি দেখে বৃক্ষ সব অনুমান করে
ইআকে কর্যেছেন কৃপা প্রভু মাআধরে।
মুখে অগ্নি জ্বলে মনির বেদে কএ কথা
নাকের নিশ্বাসে উঠে অগ্নির ছট[া]।
রামাঞ পণ্ডিত ইনি মহা পুণ্যবান
ইহাঁর সঙ্গে বস্যে কথা কন ভগবান।
মহা পুণ্যবান এই মনির নন্দনে
দিবানিশি পুষ্প দেই শ্রীধর্মচরণে।
মনি দেখে বৃক্ষ সব বলিছে উত্তর
আর্গ্যা কর কি কার্যে আসেছ মনিবর।
মনি বলেন পূজিব ঠাকুর মাআধরে
পুষ্পের কারণে আলাঙ মালঞ্চ ভিতরে।
নানা জাতি পুষ্প দাঅ সাজি ভর্যে নিব
পুষ্প লএ অনাদ্দের পাদপদ্মে দিব।
মনির বচন বৃক্ষ অন্তরে জানিল্য
মাথা মুড়াইঞ পুষ্প সাজি ভরে দিল্য।

অম্র কাঁঠাল রম্ভা গুভাক নারিকল
শ্রীধর্ম পূজিতে কিছু দাঅ ফুল ফল।
মনির বচন বৃক্ষ শ্রবণে শুনিল্য
মাথা মুড়াইঞ ফল ভূমে রাখে দিল্য।
রামাঞ ডাকিছে আস্য সেতাই নীলাই
শ্রীধর্ম পূজিতে ফল নাঅ আস্যে ভাই।
মনির বচন সেতাই শ্রবণে শুনিল্য
মালঞ্চ ভিতরে আসি উপনীত হৈল্য।
মনিকে প্রণাম কর্যে জোড় কর্যে কর
আর্গ্যা কর কি কার্যে ডাকিলে মনিবর।
মনি বলেন ফল ফুল বঅ তিন জনে
একত্তর করিঞ রাখগা পূজাস্থানে।
আর্গ্যা পাঞ ফল ফুল বএ তিন জন
ঘটস্থাপনে রাখে করিঞ যতন।
পুনর্বার[৩] যাত্রা করে মনির কঁঅরে
একচিত্ত স্মঁরণ করিছে মাআধরে।
শুভখেণে যাত্রা করে মনির নন্দন
প্রবেশ করিল মনি তুলসীর বন।
যোজন[৪] যুড়িঞ দেখে তুলসীর বন
একদৃষ্টে রামাঞ করিছে নিরক্ষ্যাণ।
তুলসীর বন দেখি বৈকণ্ঠ সমান
এইস্থানে নিশ্চএ আছেন ভ[গ]বান।
মহামনি রামাঞ ভাবিছেন মনে মন
কন স্থানে আছ মাতা দাঅ দরশন।
উচ্চস্বরে ধর্মপদ সঁঅরণ করে
এইবার দেখা দাঅ সেবক নফরে।

২ আসিব্যাদ
৩ পুনর্ব্ব্যার
৪ জজন

কাতর হইঞা মনি ভাবে নিরঞ্জনে
প্রভু বর্ব্যাকুল হঞাছে তনু দরশন বিনে।
মনি ব্রহ্ম সনাতন জপ ধ্যান করিল
ধিআন করিতে মনি অন্তরে জানিল্য।
এইস্থানে কপট বেশে আছেন বৃন্দা[১] সতী
প্রণাম করিছেন মনি করিঞা ভকতি।
খেণে খেণে স্তব করে মনির নন্দন
দরশন দাঅ মরে লক্ষী নারাঅণ।
খেণে খেণে পুষ্প দেই খেণে জোড় কর
খেণে খেণে প্রণাম করিছে মনিবর।
একচিত্তে রামাঞ ভাবিছে যুগপতি
কৃপা করি দরশন দাঅ বৃন্দা সতী।
বৃন্দা বৃন্দা বল্যো মনি সঁঅঁরণ কৈল্য
ভক্ত সঁঅঁরণে মাত দরশন দিল্য।
বৃন্দাএ দেখিঞা মনি আনন্দ আপার
কোটি কোটি[২] প্রণাম করিছে সাত বার।
বৃন্দা বলেন শুন মনির নন্দন
কিসের লাগিঞা স্তব কর কি কারণ।
মনি বলেন পূজিব অনাদ্দি যুগপতি
এক লক্ষ পুষ্প যদি দাঅ বৃন্দা সতী।
এক লক্ষ তুলুসীর পত্র সাজি ভর্য্যে নিব
পত্র নঞা অনাদ্দের পাদপদ্মে দিব।
বৃন্দা বলেন ধন্ন ধন্ন মনির নন্দন
শুভখেণে পূজ্যেছ অনাদ্দি নিরঞ্জন।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মা যারে না পাএ ধিআঁনে
হেন প্রভু বন্তে থাকেন তোর বিগ্যমানে।
ধন্য ধন্য ধন্য বাছা পণ্ডিত রামাঞ
তরে কৃপা কর্য্যেছেন অনাদ্দি গুসাঁঞ।

ভকতবচ্ছল মাতা প্রসন্ন হইল্য
এক লক্ষ তুলুসীর পত্র সাজি ভর্য্যে দিল্য।
প্রণাম করিল মনি করিঞা ভকতি
অন্তকালে স্থল মরে দিঅ বৃন্দা সতী।
বৃন্দাকে প্রণাম কর্য্যে মনির গমন
কেতকীর বনেতে দিলেন দরশন।
একচিত্তে রামাঞ সঁঅঁরে ভগবান
তিন লক্ষ পুষ্প হৈইল্য গুন্তির প্রমাণ।
রামাঞ বলিছেন ভাই আস্য সঙ্গীগণ
চল বল্লোকার জলে করি স্নান তর্পণ।
স্নান করিঞা জলে করিব তর্পণ
তর্পণ করিঞা পূজি প্রভুর চরণ।
এতেক বলিঞা হৈল মনির গমন
চল ভাই এক[ব]স্ত্রে যাইব চারি জন।
হরিহর বলে শুন মনির নন্দন
কন পথে যাব পথ না দেখি কখন।
অনুসারে যাবে যদি গহন কুঠিরে
জন্তের সমুখ হৈলে ভরিবেক অদরে।
রামাঞ বলেন ভঅ না করিহ মনে
বিপত্তের কালেতে রাখিবেন নিরঞ্জনে।
যে জন একচিত্তে ধর্মপদ সঁঅঁরণ করে
তার বিগ্নি নাঞ হএ জানিহ অন্তরে।
বৃক্ষগণে ডাক্যে বলেন মনির কুঁঅঁরে
কন পথে যাব ভাই স্নান করিবারে।
মনিকে প্রণাম কর্য্যে বলেন বৃক্ষগণ
এই পথে মনি গুসাঁঞ করহ গমন।
বাম ঘাটে জল খাএ দীপক অজগরে
দক্ষিণ ঘাটে স্নান[৩] করেন প্রভু মাআধরে।

১ ত্রিন্দা
২ ক্রটি ক্রটি
৩ স্থান

বাম ঘাটে জাও না বলিছে বৃক্ষগণ
দক্ষিণ ঘাটে যাত্রা করল মনির নন্দন।
চারি পণ্ডিত জাএ হএ একন্তর
শুভখেণে যাত্রা করেন মনিবর।
একচিত্তে রামাঞ সঁঅঁরে নিরঞ্জন
পর্চ্ছাত করিঞ গেল জাম্বিরের বন।
ডাইনে বাঁমে দেখে সব পুষ্পের বাগান
অলিগণ বস্যে তাএ করে মধুপান।
নানা জাতি পুষ্পগন্ধ উঠিছে সৌরব
পুষ্পগন্ধে আনন্দিত হইল্য মনিবর।
পর্চ্ছাত করিঞ যান যত পুষ্পবন
বল্লোকার ঘাটে মনি দিলেন দরশন।
বাঁন্ধা ঘাট দেখ্যে[১] মনি আনন্দ আপার
এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার।
প্রণাম করিঞ মনি চারি পানে চাএ
বাঁঙ্গলা কুঠুরি মনি দেখিবারে পাএ।
কুঠির ভিতরে আছে পাদুকা আসন
একদৃষ্টে[২] রামাঞ করিছে নিরক্ষ্যণ।
বাঁঙ্গলা মেলাতে আছে চোকি আসন
চোকি উপরে নিদ্রা যান নিরঞ্জন।
চোকি আসনে যখন বৈসেন ভগবান
তখন বল্লোকার ঘাট হএ বৈকণ্ঠ সমান।
বিশকর্ম আসিঞ কুঠি[র] কর‍্যেছে গঠন
ইন্দ্রের স্বরপুরী কিবা বৈকণ্ঠভুবন।
কুঠির ভিতরে চোকি করেছে নির্মাণ
তাএ বস্যে বিশ্রাম করেন ভগবান।

প্রভুর পাদপদ্ম দেখি আনন্দিত মন
একদৃষ্টে রামাঞ করিছে নিরক্ষ্যণ।
চতুর্ভিতে দেখে সব পুষ্পের বাগান
এইস্থানে নিশ্চএ আছেন ভগবান।
গন্ধ মালতী কত চম্পা নাগেশ্বর
নানা জাতি পুষ্প সব আছএ বিস্তর।
সঙ্গীগণে ডাকিঞ বলেন মনিবর
পুষ্প তুলি আন রে পূজিতে মাআধর।
শ্রীধর্ম পূজিতে মনি আনন্দ অন্তর
সাজি ভর‍্যে পুষ্প তুলিল্য মনিবর।
রামাঞ বলেন ভাই আস্য সঙ্গীগণ
বল্লোকার জলে করি স্নান[৩] তর্পণ।
চারি পণ্ডিত বল্লোকাএ স্নান[৩] করিল্য
ধর্ম আরাধন মন্ত্র সঁঅঁরণ কল্য।
মহামনি রামাঞ করিছে জপ ধ্যান
একচিত্তে স্ব॑রণ করিছে ভগবান।
ব্রহ্মগাত্রী বেদমন্ত্র সঁঅঁরণ কৈল্য
বল্লোকার ঘাটে মনি পূজা আরম্ভিল।
গন্ধমালতী জবা তুলসী টগর
শ্রীধর্মপাদুকে পুষ্প দেই মনিবর।
নানা জাতি পুষ্প দেই অতস[৪] সিঅলী
শ্রীধর্মপ[া]দুকে দেই অঞ্জলি অঞ্জলি।
একচিত্ত হএ মনি দেই পুষ্পজল
পাদুকা আসন প্রভুর করে টলবল।
শ্রীধর্মপাদুকে পুষ্প দেই বারবার
একমনে পূজিছে ঠাকুর নৈরাকার।

১ দেক্ক্যে
২ -দ্রিষ্টে
৩ স্থান
৪ অলস

চারি পণ্ডিত পূজা করে পুলক অন্তর
সঙ্কটের পথে রক্ষা[১] কর্য় মাআধর।
একচিত্তে রামাঞ পূজিঞ নৈরাকার
এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার।
কৃতাঞ্জলি হঞ পুষ্প দিল তিন জন
একদৃষ্টে কুঠুরি করিছে নিরক্ষ্যণ।
স্নান[২] পূজা করিঞ পণ্ডিত চারি জন
কেতকীর বনেতে দিলেন দরশন।
ঘটস্থাপনে আস্তে উপনীত হল্য
কেতকীর বনে মনি পূজা আরম্ভন কল্য।
ধ[া]ন্য দূর্বা অম্রপল্লব ঘটে দিল্য
সিন্দুর চন্দনে ঘট ভূষিত করিল্য।
গঙ্গাজল তুলুসী ঘটের উপর দিল্য
মন্ত্র আরাধিঞ পূজা আরম্ভন কৈল্য।
পূজা করে রামাঞ পণ্ডিত মহামনি
পূজার সমঞ পড়ে শঙ্খবীণা-ধ্বনি।
হরিহরে ডাক্যে বলেন মনির কঁঅঁর
আদ্দি ঢুমুলি দাঅ রে বাইতি হরিহর।
ধর্ম স্বঁঅঁরণ করি ঢাকে দাঅ কাঠি
টলবল করে জেন বল্লোকার মাটি।
হরিহর বাইতি দিল ঢাকেতে টঙ্কার
স্বর্গ মর্ত পাতালে লাগিল চমৎকার[৩]।
ঢুমুলি দিছে হরিহর ধর্ম সথাবল
বাদ্দিরবে বল্লোকা করিছে টলবল।
বৈকণ্ঠে দেবত্তা কাঁপে রাজা পুরন্দর
পাতালে বাসুকি ডরে কাঁপে থরথর।

অনন্ত বাসকি নাগ ভাবে মনে মনে
ছাড়াইঞ নেই পাছে পাতালভুবনে।
স্বর্গ মর্ত পাতাল কাঁপিছে দুরদুর
উঠুজুবু করে রাজি জাম্বুদ্বীপপুর।
বাদ্দি শুনে কম্পবান ই তিন ভুবন
মনে মনে ভাবিছেন যতেক দেবগণ।
কঠুর তপস্যা কর্য়ে মনির কঁঅঁরে
অনাহারে পূজিছে ঠাকুর মাআধরে।
সুরপুরে ইন্দ্রি কাঁপিছে থরহর
না জানি এ কন মন্ত্র দেন মাআধর।
না জানি অনাদ্দি গুস্যাঞ কন বর দেই
কার কোন বিষই পাছে ছড়াইঞ লেই।
কৃতাঞ্জলি হঞ স্তব করে দেবগণ
কঅ প্রভু রামাঞ পণ্ডিত কন জন।
মুখে অগ্নি জ্বলে যার বেদে কএ কথা
নাকের নিশ্যাসে উঠে অগ্নির ছটা।
বচন বলিতে মুখে জলিছে আগুনি
সেই জন রামাঞ পণ্ডিত মহামনি।
হটকারে তার সঙ্গে না করিঅ হট
দুরে থাক্যে চাঞ দেখ্য[৪] না হঅ নিকট।
কোপদৃষ্টে চাএ যদি মনির কঁঅঁর
রাখিতে নারিবেন তারে ব্রহ্মা হরি হর।
মহামনি রামাঞ পণ্ডিত মহামতি
ধন্য ধন্য বলিছেন ঠাকুর জগপতি।
ধ্যান করি পুষ্প দেই শ্রীধর্মচরণে
বৈকণ্ঠে পড়িছে পুষ্প ধবল আসনে।

---

১ রাখ্যা
২ স্থান
৩ চমর্কতার
৪ দেক্ষ্য

শ্রীধর্মপাদুকে পুষ্প দেই ঘনে-ঘন
একচিত্তে পুজিছে পণ্ডিত চারি জন।
নানা জাতি পুষ্প দেই বসন্তের যালি
শ্রীধর্মচরণে দেই অঞ্জলি অঞ্জলি।
কৃতাঞ্জলি হঞা পুষ্প দেই বারে বার
তমু না দিলেন দেখা প্রভু নৈরাকার।
কোপদৃষ্টি হঞা চাএ মনির নন্দন
ক্রোধে[১] অঙ্গ[২] কম্পবান লোহিত লোচন[৩]।
অনাদ্দের পাদপদ্মে দেই ফুল-পাতা
শ্রীধর্মপাদুকে পড়ে অগ্নির ছটা।
কোপদৃষ্টি চাএ মনি লোহিত লোচনে
মুখের আনল উঠে উপর গগনে।
সেই অগ্নি পড়ে যাঞা বৈকণ্ঠভুবনে
অগ্নির ছটা পড়ে ধবল আসনে।
অগ্নির তাপে স্থির হএ কন জন
বৈকণ্ঠে থাকিঞা কাঁপিছেন নারাঅণ।
কম্পিঁত হইঞা বলেন যত দেবগণ
প্রভু এই বেলাএ যাত্রা কর বল্লোকাভুবন।
মনে মনে ভাবেন ঠাকুর নিরঞ্জন
ব্রহ্মস্যাঁপে যদুকুল হঞাছে নিধন।
সাগর রাজার যাটি সহস্র তনএ
ব্রাহ্মণ মনির শাপে[৪] সব হল্য খএ।
অখণ্ড মনির বাক্য না হএ লঙ্ঘনে
অবশেষে সেই শাপ[৪] লাগিল নারাঅণে।

কৃতাঞ্জলি হঞা বলেন যত দেবগণ
এই বেলাএ যাঅ প্রভু ভারত-ভুবন।
ভকতবর্চ্ছল প্রভু ভক্তের কারণ
বৈকণ্ঠ ছাড়িঞা নাম্বিলেন নারাঅণ।
ধিরি ধিরি যান প্রভু কাতর অন্তরে
শন্যভরে দরশন দিলেন মাআধরে।
শ্রীধর্ম পূজিছে মনি করিঞা কঠুর
প্রভু-দরশনে সব দুখ গেল দুর।
প্রভুকে দেখিঞা মনি আনন্দ আপার
কোটি কোটি[৫] প্রণাম করিছে সাত বার।
গঙ্গাজল তুলুসী রম্ভা দিল সাত ভার
কৃতাঞ্জলি হঞা পূজা করে নৈরাকার।
বৈকণ্ঠে দেবতা বসেছে থরে থরে
ধবল রথে বসেছেন ঠাকুর মাআধরে।
সভা কর্য্যে বসেছেন অনাদ্দি ভগবান
লক্ষে লক্ষে চামর ঢুলাছে হনুমান।
আলা কর্য্যে বসেছেন যতেক দেবগণ
দেবের আলএ পুরি বৈকণ্ঠ-ভুবন।
বিধাতা বরুণ ইন্দ্রি রাজা পুরন্দর
সুরপুরের দেবতা বস্তেছেন থরে-থর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসেছেন শঙ্কর
কৈলাসের[৬] দেবতা বসেছেন তিন থর।
এক লক্ষ পুষ্প মনি সমুখে রাখিঞা
প্রভুকে ধিআন করে নর্য্যান মুদিঞা।

১ ক্রদে
২ অঙ্ক
৩ লহিত লচন
৪ স্যাঁপে
৫ ক্রটি ক্রটি
৬ কবিলাসের

সভা কর্য়ো বৈকণ্ঠে বস্তেছেন মাআধর
হেন বেলাএ অন্তয়ে জানিলেন মনিবর।
ধ্যানভঙ্গ হৈল মনি আঁখি মেলি চাএ
দেবতার সভা[১] মনি দেখিবারে পাএ।
দেবসভা[২] দেখ্যে[৩] মনি আনন্দ আপার
এক সহস্র প্রণাম করিছে সাত বার।
এক লক্ষ পুষ্প মনি হস্তে তুল্যে নিল্য
শ্রীধর্ম্ম বলিঞা মনি পুষ্প পেলে দিল্য।
সেই পুষ্প চল্যে গেল উপর গগনে
বৈকণ্ঠে পড়িছে পুষ্প শ্রীধর্ম্মচরণে।
পুনর্বার[৪] মহামনি করে জপ ধ্যান
একচিত্তে স'র'ণ করিছে ভগবান।
পুনর্বার পুষ্প মনি হস্তে তুলে নিল্য
অনাদ্দি দেবতা বল্যে পুষ্প পেল্যে দিল্য।
সেই পুষ্প চল্যে গেল উপর গগনে
বৈকণ্ঠে পড়িছে পুষ্প ধবল আসনে।
অম্র কাঁঠাল রম্ভা সাজাইঞা নিল্য
শ্রীধর্ম্ম নামেতে সবে উচগণ কল্য।
মিষ্টান্ন সামিগ্রী সাজাঞা থরে থরে
শ্রীধর্ম্মনামেতে সব উৎচগণ করে।
পুনর্বার স্তব করে মনির কঁর্অর
এইবার কৃপা কর ব্রহ্মা হরি হর।
এক লক্ষ ফলফুল সাজাইঞা নিল্য
গঙ্গাজল চন্দনে পুষ্প ভূষিত করিল্য।
ধ্যান কর্য়ো পুষ্প দেই মনির নন্দনে
সেই পুষ্প চল্যে গেল উপর গগনে।
বৈকণ্ঠে পড়িছে পুষ্প প্রভুর চরণে॥
মনি এক লক্ষ ফলফুল হস্তে তুল্যে নিল্য
ধর্ম্মাঞ নম বল্যে সব উচর্গণ কল্য।
সেই পুষ্প চল্যে গেল বৈকণ্ঠভুবনে
দু হাত পাতিঞা পুষ্প লেন নি[র]ঞ্জনে।
এক লক্ষ পুষ্প দিল্য বৈকণ্ঠ-ভুবনে
কৃতাঞ্জলি হঞা পূজা কল্য নিরঞ্জনে।
পুনর্বার স্তব করে মনির নন্দন
উচ্চস্বরে ধর্ম্মপদ করে স'অঁরণ।
কূর্ম্ম বাসকি বটেন পাতালের অধিপতি
তার পূজা করে মনি করিঞা ভকতি।
কূর্ম্ম বাসকি বলে জপ ধ্যান কল্য
পাতালে থাকিঞা কূর্ম্ম অন্তরে জানিল্য।
কূর্ম্ম বাসকি বলে পুষ্প জল দিল্য
কৃতাঞ্জলি হঞা পুষ্প হস্ত পাত্যে নিল্য।
পুনর্বার স্তব করে মনির কঁর্অরে
একচিত্তে স'র'ণ করিছে মাআধরে।
পুনরূপি রামাঞা করিছে জোড়হাত
এইবার কৃপা মরে কর দিননাথ।
দিবাকর বল্যে মনি স'অঁর'ণ কল্য
হেন বেলাএ দিবাকর অন্তরে জানিল্য।
ধ্যান কর্য়ো পুষ্পজল দিল্য মনিবরে
দুহাত পাতিঞা পুষ্প লেন দিবাকরে।
পুনর্বার স্তব করে মনির কঁর্অর

১ বভা
২ -বভা
৩ দেক্যে
৪ পুনর্ব্ব্যার

এইবার কৃপা কর ভবানী শঙ্কর।
আমি অতি মূঢ়মতি কিবা স্তব জানি
আপনার গুণে কৃপা কর নারাঅণী।
শিব দুর্গা বল্যে পুষ্প দেই মহামনি
হস্ত পাত্যে পুষ্প লেন শঙ্কর ভবানী।
পুনর্বার স্তব করে মনির কঁঅঁর
এইবার কৃপা কর ব্রহ্মা হরি হর।
মনি ব্রহ্মা হরি হর বল্যে সঁঅঁরণ কল্য
সঁঅঁরণ করিতে ব্রহ্মা অন্তরে জানিল্য।
ব্রহ্মা হরি হর বল্যে পুষ্প জল দিল্য
কৃতাঞ্জলি হঞা পুষ্প হস্ত পাতে নিল্য।
মনি এক লক্ষ পুষ্প দিল্য বৈকণ্ঠ-ভুবনে
মনি এক লক্ষ পুষ্প দিল্য পাতাল-ভুবনে।
কৈলাস[১]ভুবনে আছেন শিব শূলপাণি
এক লক্ষ পুষ্পে পূজে শঙ্কর ভবানী।
তিন লক্ষ পুষ্প দিঞা ই তিন ভুবনে
একচিত্তে পূজিল পণ্ডিত চারি জনে।
ধ্যান কর্যে চারি পণ্ডিত দিল পুষ্প জল
পূজাএ বড় তুষ্ট হল্যেন ভকতবচ্ছল।
ধর্ম বলেন চারি পণ্ডিত মাগ্যে লে রে বর
যে বর মাগিবে বাছা তাই দিব বর।
চারি পণ্ডিত বলে বরে কাজি নাঞ
প্রভু অন্তকালে চরণকমলে দিঅ ঠাঞ।
প্রসন্ন হইঞা বলেন প্রভু নিরঞ্জন
বাছা পদতলে রাখিব রে করিঞা যতন[২]।

চারি পণ্ডিতে বর দিলেন মাআধর
তখন আড়াই কাঠি চুমলি দিলেন হরিহর।
উচ্চস্বরে ধর্ম ধর্ম বলে চারি জন
বর দিঞা বৈকণ্ঠে গেলেন নিরঞ্জন।
হরিহরে ডাকিঞা বলেন [মাআধর]
আদ্দি চুমুলি দাঅ রে বাইতি হরিহর।
ধর্ম সঁঅঁরণ কর্যে ঢাকে দাঅ কাঠি
টলবল করে যেন গোড়ের মাটি।
হরিহর বাইতি দিল্য ঢাকেতে টঙ্কার
স্বর্গ মর্ত পাতালে লাগিল চমৎকার[৩]।
চুমলি দিছে হরিহর ধর্মসখা-বল
বাদ্দিরবে পৃথিবী করিছে টলবল।
টলবল করে রাজি জাম্বদীপপুর
এইবার রক্ষ্যা কর অনাদ্দি ঠাকুর।
উচ্চ স্বরে ধর্মপদ সঁঅঁরণ করে
হেন বেলাএ জানিল দীপক অজগরে।
দীপক বলেন শুন অজগর ভাই
মনুষ্যের গন্ধ বড় সোরব পাই।
কতকাল আছি আমরা দেহারা গাজনে
মনুষ্যের গতাঅত নাঞ এইখানে।
অনেকাল উপবাসে আছি এ দুআরে
এত দিনে আহার দিলেন মাআধরে।
মনুষ্যের গন্ধ পাঞ দন্ত কড়মড়ি
দুই চক্ষু[৪] জলে যেন মশাল দিউরি।
অঙ্গ ঝাড়া দিঞা উঠে পসারিঞা হাত

---

১ কবিলাস-
২ জাতন
৩ চক্কার
৪ চক্ষ্যু

বজ্রাঘাত পড়ে যেন নেঙ্গুরের সাট।
দুআরা পার‍্যাত্তে ভাই বড়ই দুষ্কর
দক্ষিণ দুআরে দীপক বামে অজগর।
কুণ্ডলী করিঞা লেজ কর‍্যেছে আসন
পর্ব্বতের গুহা যেন দেহের বদন।
জিভ্যা লোহ লোহ করে মুখে ভাঙ্গে লাল
দুই চক্ষু[১] দেখি তার যেন পাকা তাল।
মাণিক সমান তার চক্ষু[১] দুটা জ্বলে
হস্তী গলিঞা যাএ যদি মুখ মেলে।
আগাশে পাতালে নাগ মেলেছে বদন
নিশ্বাস ছাড়িছে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ডানি পাশে বস্যে আছে বাগ দুরন্তর
বাম পাশে বসিঞা আছেন অজগর।
মনুষ্য দেখিঞা বাগ মারে মালসাট
নেঙ্গুর ফিরাএ যেন কুমারের চাক।
হরিহর বলে আমার কাজ নাঞ ঢাকে
প্রমাঞ থাকিতে কেনে মরিব বিপাকে।
মনুষ্যের গন্ধে বাগ ছাড়ে সিংনাদ
রামাঞ বলিছে বড় পড়িল্য প্রমাদ।
ভকতবচ্ছল প্রভু ত্রিলোক্যের[২] ধাতা
বিপত্তের কালে প্রভু ছাড্যে গেলে কুথা।
দীপর রাএ মর কাঁপিছে অন্তর
এইবার রক্ষ্যা কর প্রভু মাআধর।
গম্ভীর কানন দেখি চমকিত মন
সঙ্গের সঙ্গতি সব করে পালাঅন।
সঙ্গিগণে ডাকে রামাঞ দিঞা করসান
স্থির হঞা বৈস্য ভাই না দিঅ ভঙ্গান।

পুষ্পের সাজিতে আছে পাদুকা আসন
স্থাপন করিঞা পূজি প্রভুর চরণ।
যদি মানাইতে পারি প্রভু মাআধরে
কি করিতে পারিবেক দীপক অজগরে।
অনাদ্দি দেবতা পূজি কর্যে আরাধন
একচিত্তে রামাঞ স'ঙরে নিরঞ্জন।
শ্রীধর্ম্ম দেবতা পূজে কর্যে জপ ধ্যান
বিপত্তের কালে রক্ষ্যা কর্য ভগবান।
উচ্চ স্বরে ধর্ম্মপদ করএ ভাবনা
বচন বলিতে উঠে অগ্নির কণা।
মুখে অগ্নি উঠে মনির বেদে কএ কথা
নাকের নিশ্বাসে উঠে অগ্নির ছটা।
স্তব করে রামাঞ জুড়িঞা করপুটে
দপ্প দপ্প অগ্নি জ্বলিঞা উঠে মুখে।
সিঙ্গ শার্দ্দুল হস্তী না হএ নিকট
স্বর্গ পারাইতে পারে হেন করে হট।
অজগর দীপক ভাবিছে মনে মনে
মনুষ্যের হাতে প্রাণ গেল এতদিনে।
ইহাকে কর্যেছেন কৃপা অনাদ্দি গুসাঁঞ
এই বেটার নাম বটে পণ্ডিত রামাঞ।
সুনআঁনে চাএ যদি প্রাণরক্ষ্যা পাই
কোপদৃষ্টে চাইলে করি দিবেক ছাই।
দীপকের দন্দ শুনি না রহে জীবন
এইবার রক্ষ্যা কর প্রভু নিরঞ্জন।
মনি বলে আস্ত য়্যো পণ্ডিত চারি জন
বিপত্তের[৩] কালে ভাই পূজিব নারাঅণ।
চারি পণ্ডিত ধর্ম্মপদ স'ঙরণ কৈল্য

১ চর্ক্ষ্য

২ ত্রিলক্ষ্যের

৩ বিপর্ত্যের

ধর্ম সঁঅরণ করি পূজা আরম্ভিল্য ।
কাঁঞ্চন পারলি জবা তুলুসী টগর
শ্রীধর্মপাদুকে দেই জোড় কর্য়ো কয় ।
কনক কদলী রম্ভা চাম্পা নাগেশর
অনাদ্দের পাদপদ্মে দেই মনিবর ।
অতস শিঅলী ওড়[1] তুলুসী টগর
নানা জাতি পুষ্প দিঞা পূজে মাআধর ।
ঘৃত[2] মধু খণ্ড চিনি নাঞা গঙ্গাজল
কি দিঞা পূজিব প্রভুর চরণকমল ।
ধূপ ধুনা নাঞা প্রভু নাঞা বিষদল
মিষ্টান্ন সামিগ্রী নাঞা জবা শতদল ।
বাতাসা নবাত চিনি নাঞা চাঁছি কলা
নৈবিদ্দি সামিগ্রী নাঞা অসময় বেলা ।
মনেরে দমনে বিধি মনে জপ ধ্যান
মনে মনে সঁঅরণ করিছে ভগবান ।
মনের মধ্যে[3] করিল পূজার আআজন
একচিত্তে[4] পূজিছে বিরিঞ্চি-নারাঅণ ।
ধূপ ধুনা প্রদ্দীপ জালিঞা দিল্য বাতি
কৃতাঞ্জলি হঞা পূজা করে যুগপতি ।
বেদমন্ত্র আরাধনে পূজে ভগবান
বিপত্তে করিঅ রক্ষ্যা স্বরূপ-নারাণ ।
রামাঞা বলেন ভাই শুন সঙ্গিগণ
এইখানে বস্তে ভাই থাক চারি জন ।
শুভখেণে যাত্রা করে মনির নন্দন
দেহারা-দুআরা জাঞা দিল দরশন ।

যেইখানে বস্তে আছে বাঘ ভয়ঙ্কর
সেইখানে উত্তরিল মনির কোঁঅর ।
কুথা হত্যে আল্যো ভাই কুথা তুমার ঘর
বাগের সুমুখ হলি বুকে নাঞা ডর ।
কুথাকার ভিক্ষুক জাতি দারিদ্রি ব্রাহ্মণ
মরিবার লাগিঞা আসি বন্যোকান্তুবন ।
পরাণ বধিব তর একুই চাপড়ে
দেখি তরে কেমন কর্য়ো রাখেন মাআধর্য়ো ।
দীপক বলেন শুন মনির নন্দন
এ বেলাএ প্রাণ নিঞা কর পালাঅন ।
আমার নিকটে আল্যো দর্প হবে চূর
রাখিতে নারিবেন তরে অনাদ্দি ঠাকুর ।
জন্মিলে মরণ ভাই আছে একবার
কিসের লাগিঞা রে ছাড়িব অহঙ্কার ।
হেতা ছাড়্যো অন্য তরে কর জাঞা বাস
নহে বা করিব তরে একুই গরাস ।
রামাঞা বলেন বাঘ শুন র্য়ো বচন
সর্বসারথী আমার আছেন নিরঞ্জন ।
অনাদ্দের পাদপদ্মে দিব পুষ্প জল
অজগর দীপকে পাঠাব যমঘর ।
ভক্তি কর্য়ো আসে যদি করিবি প্রণাম
আশীর্বাদ দিঞা তার করিব কল্যাণ ।
অহংকার কর্য়ে যদি করে বলাৎকার
কোপানলে পড়াঞা করিব ছারখার ।
অজগর দীপকে যদি বধিবারে নারি

---

১ ওরো
২ ঘ্রিত
৩ মর্দ্দে
৪ -চিত্তে্য

ধর্ম্মেরে সেবক বল্যে বৃথা নাম ধরি।
মনুষ্য হইঞা কর এত অহঙ্কার
গরু মানুষ জীব-জন্ত বাগের আহার।
রামাঞা বলেন শুন দীপকনন্দন
পর্চ্ছাতে জানিবে ভাই যত বিবরণ।
উত্তর ছ মাসের পথ তুথাকার ব্রাহ্মণ
শ্রীধর্ম পুজিতে আল্যাঙ দেহারা-গাজন।
হিরআএ ধর্মরাজের আশীব্যাদ নে
আশীর্বাদ নিঞা রে দরজা খুলে দে।
দীপক বলেন মনি শুন রে বর্বর
দুআরা খুলিতে নারে ব্রহ্মা হরি হর।
বাহিরে কুলুপ দিআ ভিতরে টসলা
কেমন করিঞা রে দুআর হবে মেলা।
মহামনি রামাঞা ভাবিছে মনে মন
একচিত্তে ধর্মপদ করে সঁঅঁরণ।
অনাদ্যের পাদপদ্ম সঁঅঁরণ কল্য
শঙ্খে ছিল্য পুষ্প জল দ্যারে পেল্যে দিল্য।
পুষ্প জল পেল্যে দিতে কুলুপ খসিল্য
ভিতরে টসলা খস্যে দ্যার মেলা হৈল্য।
অধমুখ হঞা থাকে শার্দ্দুল কেশরী
এইবার রক্ষ্যা কর গোলোকের হরি।
আস্য ভাই বল্যে বাগের নিকট হইল্য
বাহু পসারিঞা মনি বাগে কোল দিল্য।
ভক্ষ্যণ করিব বল্যে বাগের হল্য আশ
হেন মন হএ করি একুই গরাস।
বাগের লালসা মনি অন্তরে জানিল্য
বাগ ঐমনি বসিঞা থাক রামাঞা বলিল্য।
বাগ হাত পা মেলিতে নারে নাঞা চলাচল
উঠিঞা ডাঁড়াঁতে নারে কাঁপে থরথর।
তুমি কে বট প্রভু আমি জানি নাঞা
অপরাদ খেমা কর পণ্ডিত রামাঞা।
ধর্ম ধর্ম বল্যে বাগ করে জপ ধ্যান
বিষম সঙ্কটে রক্ষ্যা কর ভগবান।
রামাঞা বলেন শুন দীপকনন্দন
যে বাক্য বল্যেছি মুখে না হএ লঙ্ঘন।
মনির বাক্য শুনি বাগ মনে মনে গুণি
এইবার রক্ষ্যা মরে কর নারাঅণী।
দুর্গা দুর্গা বল্যে বাগ স্বঁঅঁরণ কৈল্য
ভক্ত স্বঁঅঁরণে মাতা দরশন দিল্য।
বাগ বলে এক মনি কুথা হৈতে আল্য
বিনি অপরাদে মনি আমা শাঁপ দিল্য।
দেবী বলে বর মাগ বর দিতে পারি
ব্রাহ্মণ মনির শাঁপ লঙ্ঘিবারে নারি।
যদি তরে কৃপা করেন মনির নন্দন
তবে পরিত্রাণ পাবে দারুণ বন্ধন।
পুনর্বার স্তব করে দীপকনন্দন
পরিত্রাণ কর মাতা দারুণ বন্ধন।
বাছা অখণ্ড মনির বাক্য খণ্ডিবারে নারি
স্বরূপ ডাকিঞা বলেন দিগাম্বরী।
যখন যাবেন মনি দেহারা গাজনে
অপরাদ মাগে লিবি ধরিঞা চরণে।
এতেক বলিঞা দেবী করিলা গমনে
বিমানে চাপিঞা গেলেন কৈলাস[১] ভুবনে॥

মনি ধর্ম ধর্ম বল্যে স্তব করে বার বার
নাগের সুমুখে রক্ষ্যা কর্য নৈরাকার।

কবিলাস

যেখানে বসিঞা আছেন নাগের নন্দন
সেইখানে উপনীত মনির নন্দন।
দুআরা উপরে বসে আছেন অজগর
সেইখানে ডাড়াইল মনির কঁঅর।
আগাশে পাতালে নাগ মেল্যেছে বদন
দেখে চমকিত হৈল্য মনির নন্দন।
শ্রীধর্ম বলিঞা মনি সঁঅরণ কৈল্য
ধর্ম সঁঅরিঞা অজগরে [সা]ন দিল্য।
অষ্ট তলা বিষ নাগ জিভ্যা অগ্রে নিল্য
রামাঞ পণ্ডিতের গ[াএ] উগরিঞা দিল্য।
বিষ ঢাল্যে দিতে মনি অন্তরে জানিল্য
শ্রীধর্ম দেবতা বল্যে সঁঅরণ কৈল্য।
এ[ক]চিত্তে রামাঞ সঁঅরে জ্যোতির্মএ
ধর্ম সঁঅরিঞা মনি বিষ কল্য খএ।
পুনর্বার অজগর কাঁমড় হাঁনিল্য
রামাঞ পণ্ডিতের অঙ্গে ভেদ নাঞ কল্য।
আর বার কাঁমড় হাঁনে নাগের নন্দন
কাঁমড় হাঁনিতে নাগের ভাঁঙ্গিল দশন।
দশন ভাঁঙ্গিতে ন[া]গ হইল্য লজ্জিত
অপরাদ খেমা কর রামাঞ পণ্ডিত।[১]

১ অতঃপর, পুঁথি অসমাপ্ত ও খণ্ডিত।

শব্দকোষ

টীকা-টিপ্পনী

শব্দকোষ

অইকান্ত ৫৯ (সং ঐকান্তিক ; বাং ঐকান্ত) একনিষ্ঠভাবে। (দ্র. ভা-গ্র, পৃ ৪৭৮ 'ঐকান্ত')।

অঁচেতে ১১৭ উচ্চেতে। উঁচুতে।

অকাজ ১৮, ৭৩ অপ্রশস্ত কর্ম, অনুচিত কাজ। বিপদ্।

অগোর ১১৯ অগুরু। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১২০ 'আগর')।

অছল ৭, ৪০ অচল।

অছুচ ১১২ অশুচি।

অজ ৬ ব্রহ্মা।

অজগর ১১৮ অজগ্রাসী, বৃহৎ সর্প। ধর্মঠাকুরে শৈবপ্রভাবসূচকও হইতে পারে। (দ্র. ভূ.)।

অতস ১২৫, ১৩১ অতসী পুষ্প।

অনাকার ১১৫ প্রলয়কালীন রূপবিহীনতা।

অনাদিনিধান ৭ আদিহীন সর্বাধার, ধর্মঠাকুরের বিশেষ উপাধি।

অনাদ্দের পুথি ১২০ ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে লিখিত গ্রন্থের সাধারণ নাম। বিশেষতঃ, পূজাপদ্ধতিবিষয়ক ও পুরাণ জাতীয় গ্রন্থের এই নাম।

অনাদ্দের বারি ১২১ ধর্মঠাকুরের বারিপূর্ণ ঘট।

অনাবিষ্ঠি ১১৫ অনাবৃষ্টি।

অনাব্রত ৮২ অনবরত।

অনুসারি(রে) ৫, ১২৪ অনুসরণ করিয়া। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১৪১ 'অনুসরী')।

অনেক্কাল ১২৯ অনেক কাল।

অনোবোধ ৭২ অনবোধ (অবোধ)। বুদ্ধির অগম্য, অবোধ্য।

অন্তনাভি ৮৮ অন্ত্র ও নাভী।

অন্যান্তরে ১৩১ (অন্যত্র 7 অন্যন্তর)। স্থানান্তরে।

অপক্ষণ ৬৩ (অপেক্ষণ) অপেক্ষা অর্থাৎ রক্ষা।

অব ৫৬ ∠ *অদ্‌বৎ। এখন। (দ্র. চ-প, পৃ ১৫৪ 'অব')।

অবতার লেখ ১১৭ দশ অবতার চিত্রিত কর। ইহা প্রাচীন মঙ্গলকাব্যাদির একটি বৈশিষ্ট্য।

অলঙ্কার ৭২ অলঙ্কার শাস্ত্র। সাহিত্যদর্পণাদি।

অশর্য ৩১ ঐশ্বর্য।

অশ্চিয়া ৫০, ৫৩ ∠ অর্চিয়া। অর্চনা করিয়া।

অষ্ট তলা ১৩৩ — আটতোলা (পরিমাণ)।

অষ্টলোকপাল ৫৯ ইন্দ্র অগ্নি যম নিঋর্তি বরুণ বায়ু কুবের ঈশান। ইহাঁদের মধ্যে বরুণ পশ্চিমদিক্‌পাল। বরুণের সহিত ধর্মঠাকুরের সাজাত্য আছে। সেইজন্য জালালি কলিমাদি ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজা পশ্চিমমুখে সম্পন্ন করিতে হয়। পশ্চিমোদয় কৃত্যের হেতুও বোধ হয় এই।

অষ্টাদশভুজা ৩০ চণ্ডিকাষ্টাদশভুজা সর্বপ্রহরণান্বিতা, ত্র্যক্ষা সিংহরথা ধন্যা মহিষাসুরমর্দিনী। (দ্র. বি. ম, পৃ ২৯৩) ; কিন্তু যাদুনাথের বর্ণনা আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (দ্র. পৃ ৩০)।

আঁকসক ১০ শকাঙ্ক।

আক্কুটি ৭৩ ∠সং আখেটিক। ব্যাধ।

আখন ১২০ এখন।

আগ ১০৩ (সম্বোধনে) ওগো।

আগড় ৬৯ ∠সং অর্গল। কপাট। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৪৮৭ 'আগড়')।

আগনা ৪১ অগণিত।

আগম গোত্র ৪৪ আগমে অর্থাৎ শিবপ্রোক্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত গোত্র।

আগম নিয়ম ১ আগমে উক্ত তপস্যার নিয়ম।

আগমপ্রকাশ ১০২ আগমের অর্থ প্রকাশ।

আগলিয়া ৪১ অর্গলিত অর্থাৎ রুদ্ধ করিয়া।

আগু ১১৩, ১২১ অগ্রে। অগ্রসর।

আঙ্ক আস্ক ৭১ ক-বর্গাদি বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত প্রথমাদি বর্ণের সংযোগে 'ঙ্ক' 'ঙ্খ' 'ঙ্গ' ইত্যাদি এবং স-কারের সহিত ক-বর্গের যোগে 'স্ক' 'স্খ' ইত্যাদি যুক্তাক্ষর-লেখন।

আচার্য মাধব দ্বিজ ৭ ধর্মপুরাণের ঐতিহ্যে দ্বিজ মাধব আচার্য। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা।

আট কড়াইয়া ৭০ সন্তানপ্রসবের অষ্টম দিনে বিধেয় উৎসববি.। ∠অষ্টকপর্দক অথবা অষ্টকলাপক (দ্র. *I. F. L. Vol. 1, no.2, pp. 73-74*)।

আটকুড়া ১০ নির্বংশ। সন্তানহীন। ∠আঁট+কুণ্ড।

আড় ৬৭ মৎস্যবি.।

আড়াই কাঠি ঢুমলি, ধুমূল্য ১২৯, ১০৮ ঢাকের সাংকেতিক বোলবি.। দিন বা রাৎ গাজনে পূজক পণ্ডিতের হুকুম হইলে, ফুল-কাড়ানো, নীলাবতীর বিবাহ ও দণ্ডীখাটার সময় এখনও 'আড়াই কাঠি ঢুম্বল' দেওয়ার প্রচলন আছে। ইহার বোল: ডের ঢেনা, নাক ঢেনা, ডে ডে ঢেনা। (ঢুম্বল = বাজানার

সঙ্কেতে দেবতাকে আহ্বান ও প্রণাম জানানো)। দক্ষিণ রাঢ়ে সধবা, গর্ভিণী বা প্রসূতি নারীর মৃত্যু হইলে, শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার পূর্বে আড়াই কাঠি ঢাক বাজাইবার নিয়ম আছে।

আড়াই গড়ের খড় ৬৯ আড়াই হালা (গোছ?) খড়।

আড়ে উড়ে ৬২ অন্তরালে, আড়ালে, এদিকে-ওদিকে।

আড়ে দিঘে তিন সাত ১১৭ প্রস্থে তিন হাত এবং দৈর্ঘ্যে সাত হাত। (তু. 'আট পা দক্ষিণদ্বারী ঘর' চি-প-স ২খ, পৃ ৪৮৭)।

আতড়ি ৬৯ ∠ * অন্তঃপুটিকা। গর্ভের ফুল (*placenta*)। গৌণার্থে অন্তগৃহ, প্রসবগৃহ বা আঁতুড়ঘর। (দ্র. চ-প, পৃ ১৫৪ 'অন্তউড়ী')। 'অন্তড়ি স্থাপিল কেহ অগুরু চন্দন' (ক.ক.)।

আতব তুলুসী ১২০ অসিদ্ধ চাউল ও তুলসীপত্র। ধর্মঠাকুরের পূজোপকরণ।

আথান্তর ২৫ ∠ অবস্থান্তর। দুর্দশাপন্ন। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৩৮ 'আথান্তর')।

আদ্দি ঢুমুলি ১২৬ ধর্মের পূজায় বিশেষ ধরণের বাদ্য। দ্র. 'আড়াই কাঠি ঢুমলি'।

আদ্ধা প্রমাণ ৫৫ অর্ধপ্রমাণ। আধাপরিমাণ।

আদ্যরস-পুরাণ ৬৪ রতিশাস্ত্র।

আনাকার ১১৫ অনাকার। একাকার।

আন্তরে ৮৭ অন্তরে। বাহিরে। দূরে। (তু. শ্রী-কী, পৃ ৬ ই. 'আন্তরে')।

আপার ৭০, ১১৭ অপার। অনেক। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৫৭ 'আপার')।

আবেশ ৭৪, ৯০ ∠ বেশ, পোষাক। (*prophetic use*)। মোহ।

আমসি ৬৭ ∠ * আম্রপেশী। আমসোঁটা।

আমান্ন ৪৩ অসিদ্ধ অন্ন। চালের নৈবেদ্য।

আমিনী ৯ ই. ∠ আম্নায়িক। ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবক।

আয়া ৫৫ আয়াস। * আশা।

আরতি ৪৮ আর্তি। নির্বন্ধ, অনুনয়, আদেশ। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৫৪ 'আরতি')।

আর পন ৪৩ অন্য পানে বা ভিন্ন দিকে। (* প্রবণ 7 পন), (পর্ণ 7 পান)।

আল ৬৮ ওলো (নারীর সম্বোধনে)। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৩ই. 'আল')।

আল্যাঅঁ(ঙ) ১১১, ১২৩, ১৩২ ∠ আইলাঙ ∠ আইলাম ∠ আসিলাম।

আশী(সি) হাটা বুলিলে ৩৬, ৪০ ধর্মঠাকুরের ব্রত সাঙ্গ করিতে, মহানাদে হাঁটিয়া আসিয়া মন্দির পরিক্রমা করিলে। দ্র. 'মহানাদে আশী হাটা'।

আহিরাণ্ডি ৬৫ আইহাঁড়ী। আকা হাঁড়ী। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে মাঙ্গল্যদ্রব্য স্থাপনের

মিবিত্ত চিত্রিত কলঙ্কহীন মৃৎপাত্র। ধর্মের বা শিবের গাজনে অধিবাসের সময় আইহাড়ী দেওয়ার বিধি এখনও প্রচলিত আছে। ধর্মের সহিত কামিন্যার ও শিবের সহিত দুর্গার বিবাহ কৃত্যের অধিবাসে ইহা দেওয়া হয়।

ইআকে ১২৩ একে। উপভা. (প. ব্র)।

ইচিল মৎস্য ৫৫ এঁচ্‌লা মাছ, বড়ো চিংড়ি মাছ। ∠ 'ইচলা' —শ্রী-কী, পৃ ৫০।

ইৎসা ৬৪ ইচ্ছা।

উগারিএ ১৩৩ উদ্গার করিয়া।

উআ(য়া)লি ২০, ৫১ (ধ্বন্যাত্মক) ক্ষুদ্র মশাবি.।

উচর্গণ ১১৯, উছুগা ৩৯, উচ্ছুর্গ ৯৯, উৎচগণ ১২৮ ∠ উৎসর্গ।

উচ্ছগিল ৬০ ∠ উৎসর্গিল। উৎসর্গ করিল।

উছটি ৮৯ হোচট খাইয়া।

উঠুজুবু ১২৬ উঠাচুবা। ওঠা ও ডোবা।

উড়য্যায় হাড়ি-ঝাটা ৪০ জগন্নাথের রথের আগে রাজা হাড়ি সাজিয়া ঝাঁট দেন। প্রচলিত বিশ্বাস, জগন্নাথক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ ও হাড়ির ঝাঁটা না-খাইলে পূর্ণ ফললাভ হয় না। যাদুনাথ এই 'নীত' সম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। জগন্নাথ মন্দিরের অনতিদূরে, সমুদ্রতীরবর্তী লোকনাথ শিবমন্দিরে আমানি বা' কাঁজি খাইতে দেওয়ার পর 'হাড়ি-ঝাটা' মারার কৃত্য অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এই শিবঠাকুরের সহিত মহানাদের 'জটেশ্বর নাথ মহাদেবের' কোনও যোগসূত্র থাকিতে পারে। (দ্র. 'মহানাদে আশী হাটা')।

উত্তর ছ মাসের পথ ১৩২ ধর্মপূজক উত্তর হইতে ছ'মাসের পথ বাহিয়া আসিয়াছেন। এই উক্তিতে, নাথপন্থীর সহিত ধর্মসম্প্রদায়ের একটি যোগসূত্র পাওয়া যায়। (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ চ ৭-৮)।

উত্তরবাহিনী ৮ সিয়াখালার সুবিখ্যাত দেবী। সম্প্রতি ইঁহার মূর্তি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

উত্তরী ৩৮ উত্তরীয়। গাজনে ধর্মসন্ন্যাসীদের উপবীত।

উৎপাতক-স্থল ৬১ উপদ্রবের বিষয়।

উদবর্ত ৮০ উদ্বৃত্ত। বাড়্‌তি।

উদরে ৩৫ ভিতরে। সন্নিকটে। দ্র. 'ধর্মঘরে বৈতরণী পার'।

উধা ৫৬, ৭৪ উর্ধ্বগামী। উর্ধ্বগতি, উড়ন। ∠ উর্ধ্ব + ধাব-(দ্র. বি. ম, পৃ ৩১৪)।

উপহৃত্তি ৭৬ আঘাত।

উভরড়ে ১৮, ৮৯ অতি দ্রুত, মহাবেগে।
উভরায়(এ) ১৬, ৪৭, ১২০ ∠ উর্ধ্বরাব। উচ্চৈঃস্বরে।
উভে ৩১ ∠ উর্ধ্বে (দ্র. বি. ম, পৃ ৩১৪)।
উভ্যা ৮০ ∠ উদ্-বা। বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া (গেল)।
উর ১ অবতীর্ণ হও। -রিলা ২, ৬০ অবতীর্ণ হইলেন।
উলি ৪৯ অবতরণ করিয়া। ১১, ৪৯ সমা. ক্রি. উলিল(া)।
উলুক মুনি ২১, ৬৭ ধর্মের মন্ত্রী। অক্ষয়বটবাসী মহাজ্ঞানী চিরজীবী 'পক্ষরাজ'। দক্ষিণ সাগরের পার্শ্বে শ্বেতগঙ্গা নামে সরোবরে স্থিত, বিষ্ণুর অংশে জাত সূর্যের সহিত ইঁহার বিশেষ প্রীতি (দ্র. চৈ. ম, পৃ, ১১৩-১১)। দ্র. ভূ.।
উশ্চ দ্বীপ ২০ উচ্চ দ্বীপ। (দ্র. ভূ.)।
উশ্চরি ৪৪ উচ্চারি। উচ্চারণ করিয়া।
একদিটে ১১৯ একদৃষ্টে।
একবস্ত্রে ১২৪ এককাপড়ে অর্থাৎ উত্তরীয়বিহীনভাবে।
একমতা ২৪, ৯৩ একমতি, অনন্যমনাঃ।
একস্তরে ১১৪ ই. একত্র। একস্থানে।
একাবুলি ১১(=একাবলি)। একাদশ বা দ্বাদশ অক্ষরের দ্বিচরণ ছন্দোবি. (দ্র. ভা. ই, পৃ ১৬৬-৬৭)। তু. ব্রজ-'বুলি'।
একু(ই) ৮৭, ১১৬ একই। (দ্র. চ-প, পৃ ১৫৮ 'একু')।
একোশ্যা ৭০ প্রসবের একুশ দিনে কৃত্য ষষ্ঠীপূজা।
এড়ান ৮০ ছাড়ান। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৩৬ 'এড়ান')।
ওর ২৮, ৪৩ সীমা।
কঁঅঁ(ঙ)র ১২২, ১১৭ কুমার।
কচালিয়া ৪৮ রগড়াইয়া। (তু. শ্রী-কী, পৃ ২৮ 'কচাল')।
কচ্ছড়ে ৯০ কোড়াকলে। দ্র. 'কাখে'।
কটাল ১১২ কোটাল। (দ্র. চি-প-ল ২খ, পৃ ৪৯৮ 'কোটালী')।
কটু ৬৫ ঝাল সরিষার তৈল।
কঠুর ১২৭ কঠোর।
কড়ির ঘর ৯৯ কড়ির দ্বারা অলঙ্কৃত বস্ত্রগৃহ। কড়ি যোগীদের পবিত্র প্রতীক। (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ৭৫ ই.)।
কড়ির মুঠা ৪১ একমুঠি কড়ি। (দ্র. ঐ)।

কণে ১১০ কণায় ; শিখায় ।

কন ১১২ কোনও ।

কনই ৬৫ কফোণি, কনুই ।

কনক ১৩১ স্বর্ণবর্ণফল কদলীবি. ।

কনিষ্ট ১১৩ কোন+ইষ্ট ।

কন্ধ ৬৫, ১১৯ স্কন্ধ ।

কপট বেশে ১২৪ ছদ্মবেশে ।

কপালে জ্বলিছে প্রভুর ১১৮ ইহা তৃতীয় নয়নের দীপ্তিদ্যোতক শিবস্বরূপ ধর্মঠাকুরের বর্ণনা ।

কপিলাস ৫ বাদ্যবি. ।

করতার ১১৫ কর্তা ।

কররি ৯, ১০ (ফা. করোড়) করোড়ি । এক ক্রোড় 'দামের' রাজস্ব আদায়কারী করিতকর্মা ও ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী । (দ্র. *A-I-A, pp. 13-14*) ।

করসান ১৩০ হাতছানি ।

করিতুঁ ৫৭ করিতাম ।

করুণা ১৪, ৮৩ রাগিণীবি. । বিলাপ ।

কলাপ ৭১ ব্যাকরণবি. ।

কলে ১১২, ১১৫ করিলে । কোলে ।

কল্লার ৪৪ বাদ্যবি. ।

কষা ১১৪, ১২১ (=কোষা) সং কোষ ।

কষ্ট-ব্যথা ৬৮ প্রসববেদনা ।

কাখে ৮৭ (সং) কক্ষে । ক্রোড়াঞ্চলে, কোঁচড়ে বা কোঁড়চে ।

কাজি কারকুন ১১৩ (আ. ফা.) মুসলমান বিচারক ও জমিদারী-কার্যের তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজার । এই পদিকদ্বয়ের উল্লেখ থাকায় 'গৌড়ের নাবর' যে পাঠান সুলতান বা মোগল নবাব তাহা নিঃসন্দেহ ।

কাটনা ৬৯ সুতাকাটা ।

কাঠাল কিয়া ৪ কাঁঠালের কুয়া বা কোষ ।

কাণ্ডারিয়া ৯৯ ধর্মের অধিষ্ঠান বস্ত্রগৃহ পূজা করিয়া ।

কান খোড় ১৭ কাণা ও খোঁড়া ।

কাপালি ৩৯ কাপালিক । (দ্র. চ-প, পৃ ১৬০ 'কাপালি') । মহানাদে 'দ্বাদশ পন্থী' যোগীর

মধ্যে 'কপলানী পন্থী' অন্যতম। ইহারা 'কাপালিক' হইতে পারেন। (দ্র. ম, পৃ ১৪৯)।

কামমুরি ৭৭ কর্মকারিণী। কামুরী ∠কর্মকরী।

কামিনা বিশ্বাম্বর ৩৭ কর্মকর বিশ্বকর্মা, বিশাই। (বিশম্ভর=জাঁদরেল)।

কাল বেকাল দ্বারী ৪৭ তু. তাল বেতাল। জয় বিজয়। লঙ্গ মহালঙ্গ (গো-বি)∠*নগ্ন মহানগ্ন (দ্র. 'পাংশুপ্রদান অবদান' অ. অ.)।

কালান্তে ১১৩ প্রলয়ের শেষে।

কাহার ৪৮∠কাহারক। শিবিকাদিবাহক হিন্দু জাতিবি.। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৪৯৭ 'কাহার', পৃ ৪৯৪ 'কাওরা')।

কুকাঁ ১০৮ কুক্ষিভাগে বাঁকা।

কুকুরিনী ১৭ বেদে ও আবেস্তায় যমের অনুচর ও দূত কুকুর। (দ্র. রূ.ধ, ২সং, ভূ. পৃ ৯-১০)। ধর্মরাজপুত্র যুধিষ্ঠিরের এবং ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের সহযাত্রী ছিল কুকুর। প্রসঙ্গতঃ, ধর্মপুরাণে কুকুরের কাহিনীর অবতারণা।

কুচস্বামী ৫ কহু শ্যাম। রাগের নাম।

কুটি কুটি ৫৭ কোটি কোটি। অসংখ্য।

কুড়ি কুষ্টি ৭ কুষ্ঠ রোগ।

কুড়িয়া ৭ কুষ্ঠিয়া। কুষ্ঠরোগী।

কুড়ে ৫৮ কূলে, তীরে।

কুণ্ডলী ১৩০ কুণ্ডলাকৃতি, গোল।

কুদারুণ ৮৪ অতি কঠিন।

কুনে ১১৪ কোণে।

কুন্ধিনী ৯ স্কন্ধহীনা। স্ত্রী কবন্ধ।

কুমার ৭১ কুমারসম্ভব কাব্য।

কুলুপ ১১৭, ১৩৭ (আ.) কুফ্‌ল। চাবিতালা।

কূর্ম ৬, ৯৬, ১২৮ কূর্ম ভগবানের দ্বিতীয় অবতার। ইনি পাতালের অধিপতি নহেন। এই অবতারে ইনি পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ করেন। হিন্দুপুরাণমতে, কূর্মকে পাতালের অধিপতি বলা ভ্রমাত্মক। কিন্তু ধর্মপুরাণে পাই, কূর্ম 'সপ্তম পাতালে' অবস্থান করেন। কূর্মদেবতা আসলে সূর্যদেবতা ও জলদেবতা। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. ভূ.)। সেকালে স্বর্গকামনায়, বিষুব

সংক্রান্তির দিনে মন্দিরে 'কূর্মচক্র' স্থাপন করার বিধি ছিল। (দ্র. ম, পৃ ২০৮)।

কূর্মবাহন ৪১ তু. 'ইদানীং কূর্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপ' (ধ-পূ-বি, পৃ ৮৮); 'পদের যুগল কূর্ম উপর', 'কমঠাকৃতের্ভগবতঃ' (পুঁ-প ১খ, ভূ. পৃ *২৬ ও আলোচনার জন্য দ্র. রা. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ১০-১৩)।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত ৭ ধর্মপুরাণের ঐতিহ্যে 'বাল্মীক পুরাণের' কবি কৃত্তিবাসের উল্লেখ।

কৃষ্ণরাম ৯, ১০ বর্ধমানরাজ। (দ্র. ভূ.)।

কেঙু ১০ (হি. কেঁও) কেন।

কেতকীর বন ১২২, ১২৬ কেয়াফুলের বন। মানভূম অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের গাজনের বিশেষ কোনও কৃত্যে কেয়াফুলের ব্যবহার আছে। (তু. ধ-পূ. বি, পৃ ২৭ 'কেতকী')।

কোচ কুণ্ডল ৬৩ কোচ জাতির ব্যবহৃত কুণ্ডলের অনুকরণে নির্মিত কুণ্ডল।

কোট ১০৯ (সং) কোষ্ঠ। অধিকৃত স্থান। *কোশ∠ক্রোশ।

খগের রাজা ৩৭ গরুড়।

খড়খড়ি ৮৬ নীরস, ভাজা মাংসের ব্যঞ্জনবি.।

খড়া ১০৮, ১০৯ খোঁড়া।

খড়ি আঙ্কেতে ১০৭ খড়ির দ্বারা অঙ্কপাতে।

খণ্ড ৪৪, ১৩১ খাঁড় মিষ্টান্নবি.। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৪৯৯ 'খাঁড়')।

খাটু ৭৩, ৭৪ (সং) খট। টঙ্কাস্ত্রধারী দস্যুবি.।

খাতিরে ১০ (আ.) কারণে।

খাসা দধি ৬৭ উৎকৃষ্ট জমাট দধি।

খিড়ু ৭১ খেলুড়িয়া। খেলার সঙ্গী।

খিলিকা ১৬ (আ.) খি. রক্. হ্.। তালি-দেওয়া জামা। যোগীদের পোষাকবি.। আলখেল্লা।

খুঞা ১৬, ২০ (সং) ক্ষুমা। মসিনার ছালের সুতায় নির্মিত বস্ত্র, চেলী।

খুটা ১০৯ হাড়িকাঠ।

খেউর ৩৩ ক্ষৌরকার্য। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৪৯৯ 'ক্ষেউর')।

খেদাড়িয়া ১৭, ২৭ (সং) খেদিত বা বিতাড়িত করিয়া।

গণ্ডী ৫৬ ধনুকের ছিলা।

গতাইব ৩৫ প্রবর্তিত করিব।

গম্ভীর ৩, ১২১ (=গভীর। দ্র. চ-প, পৃ ১২০ 'গম্ভীর')।

গরুড় ১২০ গরুড় নারায়ণের বাহন। এখানে ধর্মঠাকুরের স্তবনিরত গরুড়। সুতরাং ইহাতে ধর্মঠাকুর ও নারায়ণ অভিন্ন মনে হয়।

গর্জনি ১১০ (সং) গর্জন। সশব্দে ধর্মঠাকুরের নামোচ্চারণ।

গলজ্বরি ৭ গলক্ষত। গলগণ্ড।

গম্ভির ৩∠গভীর।

গাজন ৩৩ ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজার নীত। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫০৫ 'চৈইত্রী গাজন')। শোভাযাত্রাবি.(*procession*)। 'গাজন সাজিএ চল চাঁপাই সেবিতে, সেইখানে ঠাকুর পূজিবে নাটগীতে'। (রূ. ধ, ১সং, পৃ ৭২)।

গাজন-দুয়ার ৩৬ উত্তর দ্বার।

গাড়িয়া ১৯ গর্তে পুঁতিয়া।

গাবী ৯০ গাভী।

গারি ১২, ২৬∠আগার। গৃহ।

গিমা শাক ৬৫ তিক্ত শাকবি.। 'ডিমে শাক'—দ. রা.।

গুচাঅ ১২০ ঘুচাও।

গুচ্যে ১০৮ ঘুচিয়া।

গুণান ৯৩∠গুণগান।

গুন্তির প্রমাণ ১২৪ গণনায়। ∠গুণ+তি। (হি. গিনতী। গণনা)।

গুমা ৮ অপদেবতাবি.। *গো-ভূত। তু. 'গুমো-ধরা'—দ. রা।

গুরু পূর্ণভার ৭০ বৃহস্পতির পূর্ণ দশাযুক্ত।

গুলতাই ৭২ কুলিতা কাঠের ধনুক। ('গুলতুড়ি'—দ. রা)।

গুহাগণ ৪৯ গুহক চণ্ডালের দল।

গেয়ান ১৫∠জ্ঞান। গ্রাহ্য।

গোঁঙাঞিল, গোঙাল ৫৪, ২০ গত বা যাপিত করিল। ∠গমাপয়তি।

গোড়াইয়া ৩২ গোড়ে অর্থাৎ গুল্‌ফ-অনুসরণে পিছু পিছু সঙ্গে যাওয়া। (∠গোড্ড—পায়ের পাতা)।

গোড়ের নাবর(ড়) ১১২, ১১৩ ধৃষ্ট গৌড়েশ্বর। সম্ভবতঃ, কোনও পাঠান সুলতান কিংবা মোগল নবাব। (তু. 'নাবেবড়'—শ্রী-কী, পৃ ৩১৩)।

গোপথে ৪৮, ৫৬ গুপ্তভাবে।

গোমণ্ড ৬৯ গোরুর মুণ্ড। তু. 'গোমুণ্ড দুআরে থাপি ষষ্ঠী আরাধিল'।—ক. ক.। (=গোমুড়∠গোমুণ্ড, বি. ম, পৃ ৩২১)।

গোসায় ১০ (আ. গু. সূসা)। ক্রোধে, রাগে, অভিমানে।

গৌউড় ২৬ (=গৌড়)।

ঘটবারি ১২০ পূজার্থ বারিপূর্ণ ঘট।

ঘর কাণ্ডারণ ৩৬ বস্ত্ররচিত গৃহ।

ঘরভরণ বার ৪২ গৃহভরণ ব্রত। (দ্র. ভূ.)।

ঘরাঘরি ৪৪ ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরে।

ঘাঘর ৫ (সং) ঘর্ঘর। বাদ্যবি.।

ঘুণ্টিকা ৬৩ ঘুন্টিকা। ছোট ঘুঁঘুর।

চণ্ডিকার বারি ৯০ চণ্ডীর পূজার্থ জলপূর্ণ ঘট।

চতুস্বসাগরী ৭০ যোগবি.।

চনাভাজা ৬০ (সং) চণক। ছোলাভাজা। (দ্র. 'চনাপাবন'—ধ-পূ. বি, ২৪০-৪২)।

চন্দে ১২২ চন্দনে।

চন্দ্রকেতু ৩৫, ১০০, ১০১ হরিশ্চন্দ্রের পিতা। দ্র. 'হরিচন্দ্র'।

চন্দ্রপাট ৪৩ চন্দ্রাকৃতিযুক্ত 'লৌহসার' নির্মিত পাটবি. (?)। (দ্র. ভূ.)।

চম্পক, চম্পা ১২৩, ১২৫ চাঁপা ফুলে ধর্মঠাকুরের বিশেষ প্রীতি। (দ্র. রূ. ধ, ১সং, পৃ ১৯ 'গলায় চাঁপার মালা'; দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ২৭ 'চাম্পা')।

চাইয়া ৫৫ অন্বেষণ করিয়া, দেখিয়া।

চাঁচর ১৬ কুঞ্চিত। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১১৬ 'চাঁচর')।

চাঁছি ১৩১ < চর্চিকা। দুগ্ধজাত খাদ্যবি.। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫০৫ 'চাচি')।

চাঁদআ ২ চন্দ্রাতপ। শামিয়ানা।

চাঁদমালা ৪৪ চন্দ্রমাল্য। চন্দ্রের আকৃতি ও চিহ্নযুক্ত সোনার মালা। পূজোপকরণ। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫০৫ 'চাদমাল')।

চাকি ৩৯ < চক্রিকা। গোলাকৃতি মুদ্রাবি.।

চামুণ্ডা ভবানী ২৭ দেবী বাসলী। (দ্র. রূ. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ১৩)।

চারিকুন পৃথিবী ১১৪ পুরানো সাহিত্যে তিন কোণ পৃথিবীর ধারণা অনেকস্থলে পাওয়া যায় (দ্র. গো-বি, পৃ ১৯৭)। চারিকোণের ধারণা লৌকিক ও অভিনব বোধ হয়। (তু. 'চারি কোণে চারি দেব পূজিবে আদরি' —ক. ক.)।

চারি দ্বার ৩৬ অথর্ববেদের ব্রাত্যের বর্ণনার সাদৃশ্যে (দ্র. রূ. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ১৮)।

চারি পাজি ৭১ চতুর্বিধ পঞ্জিকা।

চারি বিদ্যা ৭১ চারি বেদবিদ্যা।

চাহিয়া ১০, ১৪ অপেক্ষা। সন্ধান করিয়া।

চিরাই ৪২ < চিরায়ুঃ।

চিৰ্কিঃ ১১৫ ∠ সৃষ্টি।

চোতারা ১১৭ ∠ *চতুত্তর—চত্বর (বি. ম, পৃ ৩২৩)। 'চাতাল'—দ. রা।

চৌ(সা)ষাট ৪৩ এক শব্দে চারিটি গরুর পদক্ষেপ। গাজনে সন্ন্যাসীদের ধান-চাষের অনুকরণে অনুষ্ঠানবিশেষ করিতে হয়। লাঙ্গলের প্রতীকে জমি চষিবার পর, মাটি চৌরস করার জন্য মই দিতে হয়। মই টানিতে চারিটি গরুর প্রয়োজন। দ্বিতীয় গরুটির নাম 'চৌসাট'। ইহার খাটুনীর চাপ বেশী। এই গরুর অনুকরণে ধর্মসন্ন্যাসীদের কৃত্যবি.। সম্ভবতঃ চৌসাটের অনুকরণে কৃত গোমূর্তিবিশেষ, কিংবা পাট। 'চৌষাট' (ধ-পূ. বি, পৃ ১৬৭)। তু. 'চৌষাট ঝাড়ন' (সাপের বিষ নামাইবার জন্য) —দ. রা। (দ্র. ভূ.)।

ছণ্ডিলা-তলে ৩৫ ছাঁদলাতলায়। ছান্দলা ∠ ছাদন+আবরক (দ্র. বি. ম, পৃ ৩২৪)।

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ৫ (দ্র. ভূ.)।

ছা ১৭ ∠ শাবক।

ছাওয়াল ১৭ ছেলে।

ছাত্রি ৭৬ ছাতা, ছাতি। ∠ছত্রী। তু. 'ছত্রী'—গরুর গাড়ীর ছাউনী—দ. রা।

ছায়ায় ৮৯ মায়াসৃষ্ট প্রতিবিম্বে।

ছায়া-স্বপন ২৪ স্বপ্নে দৃষ্ট প্রতিমূর্তি।

ছেনা ৯০ ছানা।

ছেলি ৬০ ছাগল। (দ্র. ক-চ, পৃ ১৪১ 'ছেলি')।

জঁটার ভিতরে ১১৪ ধর্মমঙ্গলের কবি রামকান্ত রায়ও লম্বিতজট শিবস্বরূপ ধর্মঠাকুরের বর্ণনা করিয়াছেন।

জঁপ ১১৫ (=জপ)।

জগন্নাথ ৮, ১১৫(ওড়িয়ার ?) কবি কর্ণ সত্যপীরকে জগন্নাথের অবতার বলিয়াছেন। 'জগন্নাথ রূপে আম ওড়িশাতে আর' (দ্র. ভূ.)। এখানে ধর্মঠাকুর স্বয়ং জগন্নাথ। জগন্নাথক্ষেত্র ধর্মঠাকুরের 'আদি পীঠস্থান' (রূ. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ১৯)। দ্র. 'নীলগিরি'।

জনু ৬৫ জানু।

জন্তের ১২৪ ∠ জন্তর।

জয় যাত্রী ৩৩ ধর্মের জয়ধ্বনিকারক ভক্ত যাত্রী।

জর্গি ১১০ যজ্ঞ।

জলঝারি ১৮ গাড়ু।

জলপথে যাও ৩১ ধর্মঠাকুরের সাংঘাত পূজার জন্য জলপথে গমন কর।

জলন্ময় ২০, ৯৬ জলময়। জলে ব্যাপ্ত। (খাসাঘাতে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনধ্বনি)।

জলাসন ১১৯, ১২০ বরুণ ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন। বরুণের বলি ধর্মঠাকুরের নিকট প্রদত্ত হয়; এইহেতু ধর্মপণ্ডিতেরা জলাসনে বসিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। (দ্র. ভূ.)।

জাগরণ ৭৮ রাত্রি জাগরণ করিয়া পর্যায়ক্রমে গীত দেবদেবীর সংক্ষিপ্ত সমগ্র পালা গান। (দ্র. পুঁ-প ২খ, পৃ ১১৩-১২৪ 'দক্ষিণরায়ের পুস্তক', পৃ ১৫২ 'পঞ্চানন মঙ্গল' ইত্যাদি)।

জান্ত ১৯ জীবন্ত, জলন্ত।

জামীর ৯১ (সং) জম্বীর। নেবুবি.।

জাম্বিরের বন ১২৫ জামীর নেবুর বন। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৮১ 'জাম্বীর')।

জাম্বুদ্বীপপুর ১২৬ বর্ষ ও লোক সমূহের সমষ্টি সাগরবেষ্টিত ভূমণ্ডল, জম্বুদ্বীপ। ইহার অধিপতি অগ্নিধ্র ইহাকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন নয় পুত্রকে এক একটি অংশ দিয়াছিলেন। নাভি নামক পুত্র সর্ব দক্ষিণস্থিত হিমাহ্ববর্ষ বা ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হন। নাভিরাজার পুত্র ঋষভদেব, তৎপুত্র ভরত। এই ভরতের নাম হইতেই ভূ-স্থানের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

জায়ন পাতাইল ৬৯ সুপ্রসবের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠীপূজার জন্য বিশেষ লতাগুল্ম সহযোগে তুক্-দাওয়াই পাত্রবিশেষে রাখিবার পদ্ধতি।

জিষ্ণুহরি ৮ অর্জুন ও কৃষ্ণ।

জীবৎবাস ৯৩, ৯৯, ১০৩ ইনি নাগানন্দ নাটকের নায়ক দয়াবীর বিদ্যাধরপতি রাজা জীমূত-বাহন হইতে পারেন। অথবা মনে হয়, ইনি 'মহানাদ'বাসী সুপ্রাচীন জনৈক চিরজীবী তিব্বতী রাজযোগী (সম্ভবতঃ 'ত্রিস্রোং'—দ্র. ম, পৃ ১৫৬, ১৯০)। তাঁহার নামের স্মৃতি মনসামঙ্গলে, নাথপন্থী ও ধর্মপন্থী-দের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে এবং অদ্যাবধি রাঢ় অঞ্চলের অনেক গ্রামে 'জীয়ৎকুঁড়' পুকুরের এই নামে রহিয়া গিয়াছে। (দ্র. ভূ.)।

জীবন্যাস ৪৭, ৮৮ প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

জীয়া ১৯ জীবিত হইয়া।

জীল ১৯, ৮৮ জীবিত হইল। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৫৪ 'জীলোঁ')।

জুতি ৮২ ∠দ্যুতি, জ্যোতিঃ। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১৬১ 'জুতি')।

জুমর ৭২ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার জুমরনন্দী।

জুয়াঅ ৫৭ যোগ্য হয়। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১২ 'জুআএ')।

জোড়া ৯০ জোড়া সন্দেশবি.।

জৌতিস ৭০ জ্যোতিষ।

জৌবনের ঘরে ১১১ যবনের গৃহে।

ঝাঝরি ৪১ সচ্ছিদ্র অলঙ্করণবি. (*trellis work*)। ঢাকবি.।∠ঝর্ঝর (দ্র. বি. ম, পৃ ৩২৬)।

ঝাটিত ২৩ ঝটিতি।

ঝাপ ৪৩ শাল, বাণ, ঝাঁপ ও চড়ক এই চতুরঙ্গ কৃত্যে কোন কোনও ধর্মঠাকুরের গাজনে এখনও হাকন্দ সেবন করিতে হয়। গামার কাঠে লোহার পেরেক আঁটিয়া 'ঝাঁপ-কাঠি' তৈয়ার করা হয়। ইহার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িবার অনুষ্ঠানবি.।

ঝাপা ৬২, ৬৩ বালিসের ঝালরযুক্ত আবরণ। স্ত্রীভূষণবি.।

ঝারা ৩৪ ∠* স্ফর। জলের গাড়ু।

টঙ্কার ১২৬, ১২৯ কড়া শব্দ।

টলবল ১০৯, ১২০, ১২৬ বিচলিত। আন্দোলিত। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৬৩ 'টলবল')।

টসলা ১৩২ (=তসলা)। দরজার এক প্রকার বড়ো খিল। হুড়কা। (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ১৬৯ 'তসলা', 'তসলি')।

টাঙ্গি ৪৩ কুঠারবি.।

টীকা ৩৯ তিলক। (দ্র. 'অথ টিকাপাবন'—ধ-পূ. বি, পৃ ১৮৫-৮৮)।

টোপা ৬৭ টসটসে পাকা (কুল)। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫১১ 'টোপা কলাই')।

ডঙ্‌শিলে ১২২ দংশন করিলে।

ডম্পক ৬২ খোঁপার গুঁজি।

ডাঙ্গর মুখতুষী ৯ প্রধান অপদেবতা ডাইনীবি.।

ডাবর ৫৭ খোবরালো পাত্রবি.।

ডির ১১১, ১২২ ∠দৃঢ়।

তড়ে ৬৩ তাড়বালা।

তম্রী ২০ (সং) রাত্রি।

তমু ৪০, ১২৭ (=তবু)। (দ্র. বি. ম, পৃ ১০ 'তমু')।

তমুরা ১১৫ তোমরা।

তর ১২০, ১২২ তোর। তোমার।

তরে ১১৯ তোরে। তোমাকে।

তর্ক ৭২ ন্যায়শাস্ত্র।

তলাস ৮৯ তল্লাস, সন্ধান।

তলি ৫০ (পায়ের) তলা।

তাড় ৪, ৭১ দ্র. 'তড়ে'। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫১৩ 'তাড়'; শ্রী-কী, পৃ ১২৪ 'তার')।

তালি ৩৫ তাড়ী। তাড়া। গুচ্ছ।

তিতিল ৪৬ সিক্ত হইল।

তিন থর ১২৭ তিন স্তর। তিন সারি।

তিন সাত বার ১১৪ একুশ বার। (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ২০৭ 'তিন সপ্ত')।

তুমুরা ১১৬ তোমরা।

তুর ১০৮ তোর।

তুয়া ৩৩, ৪৫, ৯২ তব।

তেজপনা ১৮ কেরামত। শক্তি।

তেঞি ১৫, ৫৯ (সং) তেন হি। সেই কারণেই।

তেতে ৫১ ভেজে।

তোল(লা)ইলা ৬০ উঠাইল অর্থাৎ মহাশব্দে আরম্ভ করাইল।

ত্রিশূল্য বন্ধনে ১১২ ত্রিশূলে অর্থাৎ শূলে আরোপণের দ্বারা।

থইকর ৫৩ ∠ স্থপতিকার। পূর্তকর্মী (*Architect*)।

থোড় ৬৬ (প্রা. থুড) স্তরে স্তরে সজ্জিত কলাগাছের মধ্যস্থিত দণ্ডাকার খাদ্যবি.।

থোপা ৮৬ ∠ স্তূপ। গুচ্ছ। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১২৩ 'থোপ')।

দগড় ১০৯ (সং দ্রগড়) বাদ্যবি.। বড়ো ঢোল।

দড়া ৬০, ৬৫ মোটা দড়ি, কাছি। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১৯ 'দড়া'; তু. ধ-পূ. বি, ২৪৩ 'ছড়া')।

দণ্ড-বধ ৮০ রাজদণ্ড-বিনাশ।

দরিআর মাজে ১১৯ (ফা.) দরয়া। সমুদ্রের মধ্যে। এখানে, বন্যায়।

দলিজ ১১৭ (ফা.) দেহ্‌লীজ্‌। বৈঠকখানা।

দশনখী ৩৯ (=দশলকী)। গাজনে ব্যবহৃত লোহার অস্ত্রবি.। ধর্মঠাকুরের নৃসিংহ অবতারে 'দশনখ' দিয়া হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করার অনুকরণে গাজনে এই অস্ত্রের ব্যবহার হইতে পারে (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ২১৩ 'দশনখ')।

দাদ্দি ১১৩ (সং) দদ্রু। দাদ, চর্মরোগবি.।

দানপতি ৯, ৪১ গ্রামের ক্রিয়াবান্ প্রধান ব্যক্তি; নায়ক, যজমান।

দানা ৪৯ (সং) দানব।

দিউরি ১২৯ ∠ দীপবর্তিকা। দেউটি।

দিগাম্বরী ১৩২ দ্র. 'চামুণ্ডা ভবানী'।

দিনমণি ১১১ সূর্য (=ধর্ম)।

দিশপাশ ৫১ ∠দিশ্+পার্শ্ব। দিগ্‌বিদিক্।

দিহে ৯৪ দেই। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৪০ 'দিহে')।

দীপক ১১৮ (তু. সং) দ্বীপী। ভীষণ ব্যাঘ্রবি.। দীপ।

দীপকনন্দন ১৩২ দীপক (বাৎসল্যে)।

দুআরা পার‍্যাতে ১৩০ ধর্মের মন্দিরের দ্বার পার হইতে।

দুগ্ধ-নালিতা ৬৬ ব্যঞ্জনবি.।

দুগ্যোঘণ্ট ৬৬ ব্যঞ্জনবি.।

দুবরাজ ৭৩ যুবরাজ। (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ৯ 'কোঙর শাক্রি দুবরাজ')।

দুয়ার-গাজন ৯০ গাজনদ্বার অর্থাৎ উত্তর দ্বার।

দুয়ার মুক্ত ৪১ দরজা খোলার কৃত্য।

দুরবার‍্যা ১৮ ∠দুর্বারিক। দুর্ধর্ষ।

দুরাচার ৭০ দুর্লক্ষণযুক্ত।

দুর্ল ভ ১১৯ ভাগ্যবান্।

দে ১১৬, ১২২ ∠দেহ।

দেউল ৫৩ ∠দেবকুল।

দেওর ১০ ∠দেবগৃহ।

দেওল ১০ (=দেউল)।

দেওল্যা ১০১ ∠দেউলিয়া। মন্দিরের রক্ষক ও সেবক।

দেব ক্রি ৫(=দেবক্রি) রাগিণীর নাম। আধু. দেবকরী, দেবগিরি (দ্র. চ-প, পৃ ১৭৩ 'দেবক্রী')।

দেবমানে ৭ দেবতার মানে বা সম্মানে।

দেবশ্চা ১০ দেবার্চনা।

দেহারা ১০, ৫৩∠দেবগৃহ।

দোওজে ৬ দ্বিতীয়তঃ। দ্বিতীয়ে। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৫ ই. 'দুঅজ')।

দোলা ৪৭, ৪৮ সেকালের যানবি.।

দ্বাদশ দণ্ড বেলা ৬৯ দুপর-বেলা। ধর্মঠাকুরের পবিত্র বেলা। তু. 'একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা' (রূ. ধ, ১সং, পৃ ১৩)।

দ্বাদশ পুরাণ ৯৫, ১০১, ১০৪ বারমতি পুরাণ। (দ্র. ভূ.)।

দ্বাদশ ফল ৯৫ দ্বাদশ পুরাণ শ্রবণের দ্বাদশ ফল।

দ্বায়ারী ১০৩ দ্বারী। ধর্মরাজের দ্বারপালদের নামমালার জন্য (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ৯)।

দ্বায়ারে ৬৯ দ্বারে। দুয়ারে।

দ্যারা ১১৭ ∠ দেহারা।

ধড়ে প্রাণ নাঞি ১২১ দেহে প্রাণ নাই।

ধবল ৪০, ১০৮ শ্বেতকুষ্ঠ।

ধবলমুখী ২৭, ১০০ শ্বেতবদনা। (দ্র. বি-ম, পৃ ৬, ৮; ধ-পূ. বি, পৃ ২১৬-১৭)। মুখে শ্বেতকুষ্ঠযুক্তা।

ধর্ম-উত্থান ৬১ ধর্মের পুনরনুষ্ঠান।

ধর্মঘর ৪৩ ধর্মঠাকুরের গৃহভরণ পূজার নিমিত্ত সাময়িকভাবে প্রস্তুত বস্ত্রমণ্ডপ।

ধর্মঘরে বৈতরণী পার ৪০ ধর্মরাজের গৃহভরণ পূজায় অনুষ্ঠেয় কৃত্যবি.। ধর্মঠাকুর যমরাজ। সেইজন্য যমলোক উত্তীর্ণ হইতে ধর্মপূজায় বৈতরণী পার হওয়ার অনুষ্ঠান। ওড়িশ্যায় যাজপুরের সন্নিকটে বৈতরণী নদীর তীরে নাভিগয়া তীর্থে একটি সুপ্রাচীন বিরাট মন্দির আছে। মন্দিরে সৌর কিংবা কূর্মচক্রের উপর দেবতার (সম্ভবতঃ যম ধর্মের) মূর্তি বর্তমান। মন্দিরের সম্মুখে 'বৈতরণী কুণ্ড' আছে। ব্রতধারীকে সেই কুণ্ড পার হইতে হয়, গাভীর লেজ ধরিয়া। সম্ভবতঃ, ইহারই অনুকরণে ধর্মপূজায় বৈতরণী পারের কৃত্য।

ধর্ম-ডোম ৬২ ধর্মঠাকুর সদা ডোমের ঘরে যাচিয়া পূজা লইয়াছিলেন। সেইজন্য ধর্ম-ডোম সংসারে পূজিত এবং ধর্মঠাকুরের পূজায় ডোম জাতির একচেটিয়া অধিকার। ধর্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিত অভিন্ন।

ধর্মপুরাণ ৯ ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজার প্রচারার্থ গ্রন্থ।

ধর্মসন্ন্যাস ৪২ ধর্মঠাকুরের পূজায় বিধেয় সন্ন্যাস।

ধর্মের নির্মাল্য ৯০ ধর্ম ঠাকুরকে নিবেদিত পুষ্পাদি।

ধার খাণ্ডা ৪১ তীক্ষ্ণ খড়্গ।

ধুচনি ৩৪ চাল ধোওয়ার পাত্রবি.। কোন কোনও স্থানে এখনও 'রাৎ গাজনে' মুক্তাকে ও ধর্মকে নূতন ধুচুনিতে করিয়া ঘাটে লইয়া যাওয়া হয় স্নান করাইবার জন্য।

ধুন্ধুকার ৩১ অন্ধকার।

নড়ি গাছি ৩৯ যষ্টিটি।

নব দণ্ড ৮৯ নয়টি খুঁটি। কাল বেকাল ঊর্ধ্ব ছায়া বরুণ শেত কনক নল ও নীল এই নব দণ্ড (ধ-পূ. বি, পৃ ১১৭)।

নব নাগলোক ৯৮ পাতালের নয়টি নাগলোক। নব নাগের ঐতিহ্য নেপালে আছে। (দ্র. গো-বি, ভূ পৃ চ৫)।

নরকুন্দ ৩৩ নরসুন্দর। (দ্র. বি. ম, পৃ ৩৩০ 'নরসুন্দ')।

নাকিস্যা ১১০ নাসিকা।

নাগ ৭৪, ৯৬, ১৩০ কালীয় নাগ। অনন্ত নাগ। অজগর। দ্র. 'নব নাগলোক'। ধর্মপূজা-বিধানে দেবীকে 'নাগমস্তকে' আহ্বান করা হইয়াছে (পৃ ১১৭)। প্রসঙ্গতঃ দ্র. ঐ, পৃ ১২৬।

নাঞ্জি আটে ১৯ কুলায় না।

নাঞী ১০৯ নিই। লই।

নাট ১১৩ (সং) নট। লীলা। ছলনা।

নাটমন্দির ৩৫ মন্দিরের সম্মুখস্থ নৃত্যগীতের জন্য নির্মিত উন্মুক্ত গৃহ।

নাবর ১১২ ∠নাঅর ∠নাগর। চতুর ব্যক্তি। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৯ 'নারেবড়')। সাদৃশ্য-হেতু মাতব্বর অর্থে 'তালেবর'—দ. রা।

নাভিমৈলে ৯৬ নাভির ময়লায়।

নায়েকে ৩১ গ্রামের প্রধান বা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিকে। যজমানকে।

নিছনি ৭০ ∠নির্মঞ্ছন। মঙ্গলার্থ প্রদত্ত দ্রব্য।

নিমছড়ি ৮৬ মাংসের ব্যঞ্জনবি.।

নিমেখ ৮৮ নিমেষে। অল্পক্ষণে।

নিয়ম ভাঙ্গা গেলে ৪২ ব্রতপালন হইলে।

নিরঞ্জন ১ ই. (দ্র. ভূ.)। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১৪৩ 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আক্ষে নিরঞ্জন কায়া')।

নিরসনা ৫৯ রশনাহীনা। মেখলাবিহীনা।

নিরস্ত ২৮ নিরাময়।

নির্মাল্য ৯০ দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি।

নিশি-জাগরণ ৪২ লৌকিক দেবদেবীর নিকটে অর্চনান্তে রাত্রি জাগিয়া পালাগান শ্রবণ করার বিশেষ বিধি আছে। ধর্মঠাকুরের পূজার জন্য সাময়িক মণ্ডপ নির্মাণ করিলেই এইরূপ নিশি জাগরণের তুল্য ফল হয়। ধর্মপূজা-বিধানের মতে (পৃ ১৭৯-৮০), শ্রীলুইধরের অর্থাৎ ছাগের বলির পর জীবন্যাস পর্যন্ত কৃত্যের নাম নিশিজাগরণ (দ্র. 'অথ জাগরণসংকল্প')।

নিহালয় ১৭ নেহালে। দেখে। ∠নিহালয়-।

নীত ৩১ নীতি।

নীলগিরি ১০৩ **নীলাচল** ৭ (নীলাচল = জগন্নাথ = ধর্মঠাকুর)।

নীল পণ্ডিত ১০০ ইনি ত্রেতায় নারায়ণের অবতার।

নীলাচার নয় অছল বিচার ৪০ জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিভেদের বিচার নাই। ধর্মঠাকুরকেও 'বস্নবিবস্নজাতিবিহীন' বলা হইয়াছে (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ৮৮ ; পৃ ২১৪ 'হিন্দু মুছুলমান তোথা একছত্র করিএ৷')।

নীলাম্বর ১২১ নীল পণ্ডিত বা নীলাই।

নীলার ব্রত ৪০ গাজনের পূর্ব দিনে অনুষ্ঠেয় নীলাবতীর উপবাসাদি কৃত্য। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. রু. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ১৬-১৭)।

নেঙ্গুরের সাট ১৩০ লাঙ্গুলের শব্দ।

নেত ২০ সূক্ষ্ম বস্ত্রবি.।

নেহালি ৯৫ দেখি। -লে ২৪ দেখে।

পকার ১১৩ পোকার।

পক্ষ্যালি ১৩ পক্ষিসমূহ। তু. 'পাকপোকালি'—দ. রা.।

পঙ্গ ২০ ∠ পতঙ্গ। পঙ্গপাল।

পঞ্চ দেবতা ৪৪ গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব দুর্গা।

পঞ্চ পাত্র ২২ রাজার পাঁচ (?) মন্ত্রী।

পঞ্চশব্দী বাদ্য ১০২ পঞ্চস্বরযুক্ত নাদ বা ধ্বনি। নাথসাহিত্যের বিশেষ পরিভাষা (দ্র. গো-বি, পৃ ২৫৭ 'পঞ্চশব্দী')।

পঞ্চামৃত ৬৪ গর্ভিনীর পঞ্চম মাসে পেয় দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও শর্করা মিশ্রিত খাদ্য।

পট্ট ধতি ৫৯ পাটের কাপড়। স্ত্রীলোকের পরিধেয়।

পড়াঞা ১৩১ পোড়াইয়া।

পণ্ডিতপথা ৭১ পণ্ডিতের বিদ্যা।

পণ্ডিত রাম ২১ রামাঞি পণ্ডিত।

পদচিহ্ন ৯৭ ধর্মরাজের পদচিহ্ন।

পদথলি ৭১ পদতলে।

পদ্মে ৭ পদে। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫২৩ 'পদ্মের ধ্বনি')।

পরম-কায় ৫৮ জীবাত্মা। ভাগবতে ও মনুস্মৃতিতে ব্রহ্মার শরীরের দ্বিধা বিভাগের কথা আছে। ভাগবতে ঐ দ্বিধা বিভক্ত মূর্তিকে 'কায়' বলে (ভা, ৩-১২-৩৪-৩৮)। এখানে পরমাত্মার অংশরূপে জীবাত্মাকে এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকিবে।

পরশ ৭৭ স্পর্শমণি।

পরিত্রায় ১৮ পরিত্রাণ কর।

পরিহার ২০ ত্যাগ, নিবেদন, আত্মনিবেদন। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৭৬,১১৩, ১৪৬ 'পরিহার')।

পক্ষাবল ১১২ পক্ষবল। সহায়।

পলা ৩৬ *ফলা। গাজনে সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত অস্ত্রবি.।

পলা ৬৩ ∠ প্রবাল।

পলাকড়ি ৬৭ ব্যঞ্জনবি.।

পলাশ-পাত্র ৪৪ পলাশ পাতার ঠোঙ্গা। ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট গাছ বট। ইহাই ঋগ্বেদের 'সুপলাশ বৃক্ষ'। দ্র. 'বট-তরুবর'।

পস্ব পরমিত ৮৮ পরিমিত দেখিয়া।

পাউড়ি ১৭ ∠ প্রাবৃত্তিকা। জুতা।

পাঁকই ২০ পঙ্কজাত পদক্ষতবি.।

পাঁচ ফিরিল ৭০ প্রসবের পঞ্চম দিনে বিধেয় অনুষ্ঠানবি.। (তু. 'চার ফেরাইয়া রাজা আনন্দ হইল'—ক. ক.)।

পাঁচীর ১১৭ প্রাচীর।

পাক ৫৬ (সং) পক্ষ। পালক।

পাকাঁখাজ ৫ পাখোয়াজ। (সং) পক্ষাতোদ্য।

পাকে ৩৮, ৮৫, ১১২ নিমিত্তে। পরিণামে, রক্ষায়। দুর্বিপাকে।

পাখর ১০৮ (সং) প্রকৃখর, -ক্ষর, *পক্ষাবার 7 প্রা. পকৃখর 7 পাখর। (অস. 'পখরা'—কুষ্ঠাক্রান্ত)। শ্বেতকুষ্ঠ।

পাখালিল ৯০ প্রক্ষালিত করিল।

পাজলা ৪৪ ∠ প্রজ্বাল। তু. 'পেঁজালি'—দ. রা। শুষ্ক খড়ের বিনানো দীর্ঘ দণ্ডবি. (তু. 'ব্যানা'—দ. রা); ধূমপানের জন্য ইহা সারাদিন প্রজ্বালিত রাখা হয়।

পাঞা ১২১ পাইয়া।

পাট ৪৩, ৬২ কাষ্ঠ অথবা ধাতুতে নির্মিত লম্বা ও চওড়া পাটা। (বৈদিক 'যূপ'?)। শাল। গাজনে ইহার উপর সন্ন্যাসীদের ঝাঁপিয়া পড়ার অনুষ্ঠানবি.। পীঠস্থান, ধাম।

পাটআরি ১১২ ∠ *পাট+গারি (দ্র. 'গারি')। সিংহাসনযুক্ত আগার; প্রাসাদ।

পাটনী ৯৩ খেয়ারী।

পাট ভাঙ্গেন ৪৩ পাটার উপর ঝাঁপ দেওয়ার অনুষ্ঠান করেন। মনে হয়, ইহা দেবতাদের আসন যূপকাষ্ঠ বরুণের বলি কর্তৃক অতিক্রম করার অনুকল্প।

পাণিনগণ ৭২ পাণিনিধৃত গণপাঠ।

পাত ৫৭ পতন।

পাতখোলা ৬৮ গর্ভিনীর পাতলা পোড়া খোলা খাদ্যবি.।

পাতাল ৬, ১২৬ পাতাল সপ্তভাগে বিভক্ত,—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমান, মহাতল, সুতল ও পাতাল (সু. সি)। ধর্মঠাকুরকে 'সপ্তপাতালধর' বলা হইয়াছে (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ৮৯)।

পানত্রি ৬৯ (সং) উপানহ্। পাদুকা।

পান্ত ওদন ৬৬ জলে ভিজানো বাসী ভাত।

পারলি ১১৯, ১৩১ পাটলী পুষ্প। (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ২৭ 'পারুল')।

পারা ১১৮ প্রায়।

পাশলী ৬৬ ∠পাদপাশ-। পাদাভরণবি.।

পাশ্চাই ঠাকুরালি ৭ পাতশাহী বা বাদশাহী প্রভুত্ব।

পুণ্যাহ ৯৮(=পুণ্য) পবিত্র।

পুতি ৬৩ কাঁচ ইত্যাদির কাঁঠী বা গুটি।

পুত্রমান ৭ পুত্রগণ। (ওড়িয়া বহুবচনের বিভক্তি '-মান' ∠-মানব)।

পুয়াল থাকে নাছে ৭৭ (সং) পলাল (√পল্+আল)। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫২৮ 'পোওালা')। আলগা খড়, কুটি। নাছ দুয়ারের পার্শ্বে খড়কুটির আবর্জনাস্তূপের মতো থাকে।

পুরাণপ্রমাণ ৩৬ শাস্ত্রসম্মত। তু. শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে কৃষ্ণদাসের অনুরূপ ভনিতাপ্রয়োগ। প্রসঙ্গতঃ, দ্বিজ মাধবাচার্যের উল্লেখ স্মরণীয়। (দ্র. 'আচার্য মাধব দ্বিজ')।

পুরীখণ্ড ১৩, ১৬ পুরস্থিত নরনারীগণ।

পুষ্প-ঋতু ৪৬ রজস্বলা অবস্থা।

পুষ্প চল্যে গেল ১২৮ গাজনে 'ফুল-কাড়ানো' অনুষ্ঠানবি.।

পুষ্প-জল ৪৬ দেবতার অভিমন্ত্রিত প্রসাদী পুষ্প ও স্নানজল।

পূজ্য ১০২ পূজ। পূজা কর।

পূজ্যমান ৬ সম্পূজিত।

পেড়ী ৬৩ ∠পেটিকা।

পো ৮১ (সং) পোত। পুত্র। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ২৬ ই. 'পো')।

পোনা ৬৭ মাছের ছানা। (সং) পোতাধান 7 পোহান —সর্বানন্দ।

প্রগোল ১১৫ = প্রবল।

প্রণমহো ১ প্রণাম করি।

প্রণাম করিছে সাত বার ১২৭ হিন্দুর পূজাপদ্ধতিতে সূর্যকে সাত বার প্রণাম করিবার বিধি আছে। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতা। সেইজন্য ধর্মকে সাত বার প্রণাম করিতে হয়।

প্রতারণা ১৩, ৫৫, ৭০, ৮৯ প্রবঞ্চনা। ছলনার্থ ছদ্মবেশ। মিথ্যা। ছলনা। (পৃ ৫৫) 'মহানাদ' নামের উৎপত্তির মূলেও অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে (দ্র. ম, পৃ ২) দ্র. ভূ.।

প্রতিৎ ৮২ প্রতীতি।

প্রবীণ ৬০, ৭০, ৩৪ পূর্ণ। অভিজ্ঞ।

প্রমাঞ ১২১, ১৩০ পরমায়ু। -ঞি ১০১ ঐ।

প্রাণপুরুষ ৮৪ জীবাত্মা।

প্রিতিত ১৪ প্রতীত।

ফলা ৭১ ব্যঞ্জনবর্ণে সংযুক্ত য-ফলাদি-যুক্ত বানান।

ফলার ১০ ফলাহার। ফলপ্রধান খাদ্য। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫২৯ 'ফলহার')।

ফুটি ৬৭ পাকা ফাটা কাঁকুড়।

ফুলবড়ি ৬৬ ফুলের মতো সাদা ডালের বড়ি।

ফেনি ৫২, ৬৭ ফেনসদৃশ মিষ্টান্নবি.।

বঅ ১২৩ বহন কর।

বই ১১৫ বাদে। পরে।

বজ্রপাত ৯৬ বীর্যপাত।

বঞ্জ্যাবতী ১২ ∠বন্ধ্যাবতী। বাঁঝা। তু. পুত্রবতী।

বট তরুবর ২০, ৫৫, ৫৬ লৌকিক দেবতাদের একটি করিয়া নির্দিষ্ট গাছ আছে। অথবা একটি করিয়া নির্দিষ্ট গাছের পাতা বা ফুল বা ডাল তাঁহাদের পূজায় লাগে। ধর্মের পূজায় বর্তমানে কোন গাছের বা পাতার আবশ্যকতা না থাকিলেও তাঁহার নির্দিষ্ট গাছের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে 'বট'। শ্রীধর্মপুরাণের একখানি পুঁথিতে দিক্‌ডাকের প্রসঙ্গে 'বৃদ্ধবটমূলকে' ধরা হইয়াছে (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৮২-৮৩)। যাদুনাথ পুনঃপুনঃ বটগাছের উল্লেখ করিয়াছেন ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে। (প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য দ্র. রূ. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ১৯)।

বড়ি ৬৮, ৭১, ৭২ (হি) অতিশয়।

বন্ধ রথ ছুরি ৪১ বন্ধার্থ বা বাঁধিবার জন্য ছুরী (?)।

বরাটেক ১, ৭ এক কড়িমাত্র।

বর‍্যা ৩৫ বরণ করিয়া।

বর্জ্জিরূপে ২৪ প্রকৃত রূপ বর্জন করিয়া।

বর্ব্যাকুল ১২৪ ∠বড় ব্যাকুল।

বলক্তার ১৩১ বলাৎকার। বলপ্রকাশ।

বলন ১৩০ গঠন, নির্মাণপারিপাট্য।

বলয়া ৫৯ বালা।

বলরাম রায় ১০ সম্ভবতঃ, বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের 'করোড়ি' বা রাজস্ব আদায়কারী।

বলাবলি ১১৫ কথোপকথন। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৯৯ 'বোলাবুলি')।

বলুকা ১৯, ২০, ২১ ই. ধর্মঠাকুরের পবিত্র নদী, সমুদ্র বা বন।

বলেতে ৪১ সাধ্যানুসারে।

বল্ক ১১৮ (= বল্কল)।

বল্লোকা সমুদ্রে ১১০ দ্র. 'বলুকা'।

বসন্তের মালি ১১৯, ১২৭ বসন্তকালের পুষ্পের মালা। মল্লিকা (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৬ ই. 'মাহ্লী')।

বসা ৮৮ চর্বি।

বসাউগ ৫৯ স্থাপিত করুক।

বস্ত্রের কাণ্ডার ৮৭ কাপড়ের ঘের দেওয়া ঘর বা পথ।

বহুয়া উদয় ৫৩ বহুত বা প্রভূত সৌভাগ্যসঞ্চার (হউক)।

বহ্রা ৬ বরাহ।

বাঅন ১১৭ বামন (অবতার)।

বাই ৬৩ বাহু।

বাইগন ৬৭ বেগুন।

বাউন্তি ১০৯ (= বাইন্তি) ∠বাদিত্রিক। বাজিয়ে।

বাওন ৪৩ ∠বামন। ছোট। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৭২ 'বাঁওন')।

বাঁঙ্গ(ঙ্গা)লা কুঠুরি১২৫,**-মন্দির**১১৭,**-মেলা**১২৫ (দ্র. ভূ.)। (দ্র. 'বঙ্গলার মধ্যেতে বান্ধিল সিংহাসন'—ক. ক.)।

বাঁজা, বাঞ্জা ১১২, ১০৮ ∠বন্ধ্যা। দ্র. 'বাঁড়ি'।

বাকল ১১২ ∠বল্কল।

বাগন ৬৬ ∠বাত্তিঙ্গণ। বেগুন।

বাজন্দর ৭০ বাদ্যকর।

বাটপাড় ৭৩, ৭৪ ∠*বর্ত্মপাত। পথে লুণ্ঠনকারী। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৩৭ 'বাট পাড়', পৃ ২৩ 'বাটোআড়')।

বাটুল ১১৯ ∠বর্তুল। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতা। সূর্যপ্রণাম-মন্ত্রে সূর্যের রূপের সহিত সাদৃশ্যে; ওঁ বর্তুলং মণ্ডলাকারং শূন্যদেহং মহাবলং, একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহং। (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ১৫১)।

বাড়ি ৭০ ∠সং বৃদ্ধি। বৃদ্ধির প্রতীক ধান্য। দণ্ডাঘাত।

বাণ প্রহারণ ৩৯ কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্মশূলের আঘাত।

বাণ বৃত্ত ৫৭ বাণ ব্যর্থ।

বাত ৬৫ ∠বার্তা। কথা।

বাতাসা ১৩১ চিনির ফাঁপা মিষ্ট দ্রব্যবি.।

বাত্তা শাক ৬৫ বেতো শাক।

বাত্তুকি ৬৬ বার্তাকু।

বাদ ১০৮ রহিত।

বাদ্য(দ্যি)পুর ১০৯, ১১০, ১২১ বাজনা। বাদ্যকর।

বাধল্য ৪ আঁটসাঁট গড়নের।

বানা ৭ ∠বর্ণক- (দ্র. বি. ম, পৃ ৩৩৭)। পতাকা।

বার ৩৮ পুণ্য দিবস।

বারটি বলদে নিল ১০৭ বারোটি গরুর পিঠে পুঁথির ছালা বোঝাই করিল।

বার বলিদান ৯১ ছাগল মাছ হাঁস পায়রা আখ কুমড়া দাড়িম ও জামীর—এই আট প্রকার বলির উল্লেখ আছে। দ্বাদশ প্রকার নাই।

বারমতি ঘরভরা ৩১, ৩২, ৩৩, -**পুরাণ** ৪২, -**পূজা** ১০৭ (দ্র. ভূ.)। দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৬ 'শ্রীনিরঞ্জনপুরাণান্তর্গত ময়ূরভট্ট রচিতায় বার্ম্মতি গ্রহভরণ' ই. এবং পৃ ৮৫ 'মউরভট্ট রচিতায় বার্ম্মতি গৃহ ভরণার্থে' ই.।

বারমাসি জাত ৮০ বারো মাসের গল্প। জাত ∠জাতক। গল্প। -ব্রতে ১৪ (সং) বলা হইতেছে।

বারি ৮৯ ∠বারিক (দ্র. বি. ম, পৃ ৩৩৮)। দেবতার বারিপূর্ণ ঘট।

বার্যাল শুন্ডা ৫৫ শুন্ডা বা শুঁড় বাড়াইয়া দিল।

বালা ১৪, ৭০ বালিকা। কন্যা। আদরার্থে, বালক। পুত্র। 'সন্ন্যাসির বালা' (ধ-পূ. বি, পৃ ১৬৯)। তু. 'আবাল' গাজন—দ. রা। যুবক। ∠বল্লভ (বি. ম, পৃ ৩৩৮)।

বাল্মীক পুরাণ ২৭ বাল্মীকি কৃত রামায়ণ।

বাসকি ১২৮,-সুকি ৩৬, ৪১, **অনন্ত বাসকি নাগ** ১২৬ সর্পরাজ বাসুকি পাতালের সর্পগণের অধিপতি। 'সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ' (গী, ১০-২৮)। নাগগণের অধিপতি। নারায়ণের শয়নে সহস্রফণ নাগরাজ অনন্ত। 'অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং' (গী, ১০-২৯)। এখানে উভয় বাসুকির অভেদ কল্পনা ভ্রমাত্মক।

বাসন ৩৯ সুগন্ধি দ্রব্য। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৪৪ 'বাসিত' (সুবাসযুক্ত)।

বাসরসুম্ভাষ ৬৪ দম্পতির রাত্রিবাসগৃহের সরস আলাপ।

বাসি ১১৪ বোধ করি।

বাহাম্ন ১২০ বামন। ক্ষুদ্র, ছোট।

বাহুরি ২১ ∠ব্যাঘুটক। পুনরাবৃত্ত হইয়া বা ফিরিয়া।

বিক্রম্পুরে বাশুলী ৮ আরামবাগের সন্নিকটে বিক্রমপুর গ্রামে মহানাদের রাজা রাঘবসিংহের স্থাপিত দেবী বিশালাক্ষী। পরিখাবেষ্টিত ইহার মন্দির ও নাটমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ অদ্যাপি বর্তমান। মঙ্গলকাব্যের বহু কবি বন্দনায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (দ্র. ভূ.)।

বিপরীত ১১১ কৃচ্ছ্রসাধ্য।

বিমন ১০৯ ভ্রান্তচিত্ত। (দ্র. চ-প, পৃ ১৮২ 'বিমন', শ্রী-কী, পৃ ১৪৮ 'বিমন')।

বিমুখ ১১৯ উল্টা মুখ।

বিম্বকি ১০৪ গোলাকার অলঙ্করণদ্রব্য-বি.। (তু. 'বিম্বুক'—ধ-পূ. বি, পৃ ২০১)।

বিরিঞ্চি ১১১, ৮৬ ব্রহ্মা। ধর্মঠাকুরকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু ধর্মপুরাণের মতে, ব্রহ্মা ধর্মরাজের পুত্র। মাংসের ব্যঞ্জনবি. (* *utlet*)।

বিলাস ৫৪ অভিলাষ।

বিশাশয় ৩৯ বিশাধিক শত। এক শত কুড়ি।

বিশ্বম্ভর ৯৮ বিশ্বধারক।

বিশ্বরূপ ১১৩ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্মঠাকুরের অভেদ কল্পনায়, ধর্মরাজের বিশ্বরূপ।

বিষই ১২৬ বিষয়। পদের অধিকার।

বিষ্ণু-অবতারী ৩১ বিষ্ণুর অবতার (ধর্মঠাকুর)।

বিসুইবর্গে ৯ বিষয়ী লোকদিগকে। ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণকে।

বীজরূপে ভাগীরথী ৯৭ গঙ্গার মূল উৎসরূপে।

বীজা ৪ বীজাকৃতি স্বর্ণাদির হার।

বুড়ায় ৬৪ ডুবায়।।∠অব.√বুড্ড। (দ্র. চ-প, পৃ ১৮৩ 'বুড়ন্তে')।

বুহিত্র ৩৫, ৩৮ (বহিত্র)। নৌকা। ধর্মপূজায় বৈতরণী পার অনুষ্ঠানের জন্য সাড়ম্বরে নৌকা আনার প্রসঙ্গ। মঙ্গলচণ্ডীর পূজাবিধির পুঁথিতে সংকল্পোপলক্ষ্যে বহিত্র উত্তোলনের কথা আছে। (দ্র. বি. ভা. পুঁ, সং ৮৮২ 'মঙ্গলচণ্ডী বহিত্রোত্তোলনমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পয়ন্তি' ই.)।

বৃদ্ধী ২৮ বৃদ্ধা।বুড়ী। ∠বুড্‌ঢী।

বৃন্দা সতী ১২৪ কেদাররাজকন্যা বৃন্দা (কৃষ্ণের ভক্ত ও পত্নী)।

বেঅস্যা ১১৫ বেশ্যা।

বেংধিয় ৭৪ বিদ্ধিয়ো। বিদ্ধ করিয়ো। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৫২ 'বেধিআঁ')।

বেদমন্ত্র ১২৫ বৈদিক মন্ত্র। ধর্মপণ্ডিতদের বেদের ধারণা সম্পর্কে দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ২৫৪-৫৫ ; পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৬-৭৭ এবং আলোচনার জন্য দ্র. ভূ.।

বৈতরণী নদী ৩৫ যমালয়ের অথবা ওড়িষ্যার নদীবি.। (দ্র. 'ধর্মঘরে বৈতরণী পার')।

বোল ১০৮ (ফা.) আঠাযুক্ত ক্ষতবি।

বোহে ১১৫ বধূর সহিত।

বৌদ্ধ কল্কি অবতার ৭ ধর্মঠাকুর বুদ্ধরূপী কল্কী অবতার। তু৹ 'বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন'।—শ্রী-কী, পৃ ৯২।

ব্যথিত ৬৮ সমব্যথী, ব্যথার সাথী।

ব্যাজ ১৮, ২৭, ৪৬ ব্যপদেশ। বিলম্ব। ছলনা।

ব্যাল ৩ হিংস্র জন্তু। সর্পাদি।

ব্রত একাকার ৪০ (সকলের পালনীয়) ব্রতের সমাহার।

ব্রত সাঙ্গ কৈল যথা ৮ নূতন ব্রতকাহিনীর ইঙ্গিত।

ব্রহ্মগাত্রী ১২৫ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ঋগ্বেদ ৩. ৬২. ১০।

ব্রহ্মস্যাঁপে যদুকুল ১২৭ স্ত্রীবেশী শাম্বের প্রতি দুর্বাসা ঋষির অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মান ৪১ (ব্রহ্মন্) ব্রহ্মা।

ভক্তা ৪৩ ধর্মপূজক ভক্ত। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগের ধর্মভক্তাদের নামমালার জন্য (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ৮)।

ভগবতীখেত্র ১১৭ কংসকারাগারে দেবকীর গর্ভে কন্যারূপে ভগবতীর জন্মগ্রহণের প্রসঙ্গ।

ভঙ্গান ১৩০ ভঙ্গ। বিরাম। পৃষ্ঠপ্রদর্শন (যুদ্ধক্ষেত্রে)।

ভবানী শঙ্কর ১২৯ স-কামিনী ধর্মঠাকুর।

ভাগ্যার নাম ৩২ ভালো সৌভাগ্যসূচক নাম।

ভাঙ্গে একাসন ৪৩ *একাসনে বসিয়া কৃত্যবি.।

ভাজনা ৪৭ ভক্ত।

ভাণ্ডাহ ৮৯ ভাঁড়াও, বঞ্চনা কর।

ভারত-ভুবন ১২৭, ১০৯ বাঙ্গালা পুঁথিতে এই শব্দের প্রয়োগ বিরল।

ভারার উপরে উঠে ৪২ গাজনের সময় নির্মিত মঞ্চের উপর আরোহণ করে। তু. 'ভেরে বাঁধা'—দ. রা।

ভাসুর ১১৫ স্বামীর বড়ো ভাই।∠ভ্রাতৃ- শ্বশুর (বি. ম, পৃ ৩৪০)।

ভুজাইতে ৮০ ভোজন করাইতে। খাওয়াইতে।

ভুনি ১৬ মোটা সুতার কাপড়।

ভুমিষ্টি ৬৮ ভূমিষ্ঠ।

ভৃত্যমানে ১২ ভৃত্যের মতো।

ভেউর ৪৪ ভেঁপু বাদ্যবি.।

ভেটকি ৬৭ মৎস্যবি.।

ভেল ৩৭ (ব্র.) হইল।

ভেস্তি ৯ ভিস্তি (ফা.) বিহিশ্‌তি। স্বর্গে জলসরবরাহকারী। গৌণার্থে, স্বর্গ। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৪০ 'ভেশস্তি')।

ভোক ৫১ ∠বুভুক্ষা।

মঙ্গল ভারতী ১০৪ মঙ্গল গান।

মঙ্গল সমাধিয়া ৩৩ মঙ্গল কৃত্য সম্পন্ন করিয়া।

মঠ ৮৯, ২৬ মন্দির। সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল।

মধু ৫৯ মাধ্বী। (মধুজাত) সুরা।

মধুপর্ক ৬০ দধি সহিত মধু।

মনাঞি ৪৪ মনুই। ধর্মপূজার চরু। আতপ চাউল, দুধ ও গুড় একত্র পাক করিয়া ধর্মের বা শিবের গাজনে প্রদত্ত ভোগ।

মনির করণ ১১১ মুনির কৃত্য।

মনেরে দমনে ১৩১ চিত্তচাঞ্চল্য-প্রশমনে।

মরে ১১৯ (=মোরে)। আমাকে।

মর্চ্ছ্য ১১৭∠মৎস্য।

মল্লার ১১ রাগবি.।

মহানাদে আসি(শী) হাটা ৪০, ৩৬ হুগলী জেলার 'মহানাদ' গ্রাম একদা নাথপন্থের ও ধর্মঠাকুরের প্রধান পীঠস্থান ছিল। (দ্র. ভূ.)। ধর্মপূজা-বিধানে (পৃ ১৩০) তাড়েশ্বর ও মহানাদকে ধর্ম-ঠাকুরের পীঠস্থান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মহানাদে বহুকাল হইতে জাত-তলার দেবতা জটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দিরে প্রতি বৎসর শিব-চতুর্দশীর রাত্রিতে পূজার জন্য বিপুল 'যাত্রীর' সমাগম হয়। (দ্র. ম, পৃ ১৫১-৫২)। জটে-শ্বরনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার গাজন এখনও হয় (দ্র. ঐ, পৃ ১৬৭)। দূর-দূরান্তর হইতে পদব্রজে যাত্রীদের জাত-তলায় আসিবার নিয়ম ছিল মনে হয়। পূজার দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া, হাঁটিয়া আসিয়া, মন্দির পরিক্রমা না করিলে বোধ হয় ব্রতের পূর্ণ ফললাভ হইত না। সপ্তদশ শতকে যাদুনাথ এই 'নীত' উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। অষ্টাদশ শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও 'মানাদের জাতের' সবিশেষ খ্যাতি ছিল।
অথবা মহানাদে আশী হাট বা পাড়া পরিক্রমাও হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৮৩ 'সাত সহস্র আসিসয় পাড়া। তথি মধ্যে মহানন্দ (=মহানাদ) জোড়া॥ সর্গ মর্ত্ত পাতালায় দেব গন্ধর্ব্ব নাগলোক একাকার॥ নানা বর্ণে লোক সেবন্তি সিবের দ্বার'॥ দ্র. ভূ.।

মাইল ৭৫ মারিল। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ২ 'মাইল')।

মাঁজনা ১১৭ মার্জনা।

মাকণ্ড পুরাণ ২৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ। (ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতে) ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ। দ্র. ভূ.।

মাঘ ৭১ কবি মাঘরচিত শিশুপালবধ কাব্য।

মাড়এ ৮ মণ্ডপে।

মানগিরি ভাঙ্গে ৪৩ *ধর্মের অনুষ্ঠানবি. আচরণ করে।

মানসে মিত্তিকায় ৬৪ মানস সরোবরের মাটিতে।

মানাইতে ১৩০ মানত পূর্ণ করাইতে বা সম্মত করিতে।

মারাচ মুনি ৯৬ মরীচি মুনি। ইনি মনু হইতে জাত। বিপ্রদাসের মতে, শান্তনু। দ্র. 'যজ্ঞশাল'।

মার্কণ্ড মুনি ১০০ বিস্তৃত কাহিনীর জন্য দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ২৪৫-৪৭।

মালসাট ১০০ ∠ মল্লসট্ট। মল্লের বাহ্বাস্ফোট।

মাল্য ১১২ মারিল।

মান্সর ৫১ ∠ মার্গশীর্ষ। অগ্রহায়ণ মাস।

মাহিত্য ২৭ মাহাত্ম্য।

মাহিত্রকথা ৯৫ মাহাত্ম্য কথা।

মিচ্চিত ৬৭ ∠ মিশ্রিত।

মুকু ৯৯ মুখ্য। প্রধান।

মুক্ত ৩৩, ৬৯ মলহীন, আবর্জনাহীন।

মুক্তা ৩৩ রত্নবি।

মুক্তাস্নান ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭ মুক্তা লইয়া কৃত স্নান। ধর্মঘরে আসল মুক্তা বা তাহার অনুকল্প দ্বারা ধর্ম-'পুরাণবিধানে' চিত্র বিচিত্র করিয়া তন্মধ্যে ধর্মের পদচিহ্ন বা পাদুকা অঙ্কিত করার নাম মুক্তানির্মাণ। মুক্তানির্মাণের পর ইহার অধিবাস ও স্নানাদির কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। (বিস্তৃত বিধানের জন্য দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ১৪৭-৫৩)।

মুক্ষকায় ৯৮ মোক্ষপ্রাপ্ত দেহ, দিব্য দেহ।

মুখের আনল ১২৭ আনল ∠ অনল। অগ্নি। মুখনিঃসৃত অগ্নি। ব্রহ্মার, শিবের বা মুনিদের সাদৃশ্যে।

মুচি ৬৮ মৃৎপাত্রবি.।

মুঠা খণ্ড ৬৭ খাঁড় গুড়।

মুণ্ড-বলিদান ৯৯ সূর্যপূজায় অনুষ্ঠিত তান্ত্রিক বিধিবি.। ছিন্নমস্তার সাধনাও হইতে পারে। (দ্র. রূ. ধ, ২সং, ভূ. পৃ ৯)। (তু. 'হাকন্দ সেবন'। গাজনে জিবফোঁড়া কৃত্যকে কোন কোনও স্থানে 'হাকুন্দে' বলা হয়)। দ্র. 'যুধিষ্ঠির'।

মুণ্ডি ৩ ∠ মুণ্ড। সর্পের কটিবন্ধ।

মুশরী ৬২ (= মশারি)। 'মসারি' ∠ মশকগৃহ- (বি. ম, পৃ ৩৪২)।

মৃড়ানী ৩০ শিবপত্নী। শিবানী।

মৃতমায়া ৯৬ মৃতের ছলযুক্ত। মৃতসদৃশ।

মৃধস, মেধস ২৭ দেবীমাহাত্ম্যবক্তা ঋষিবি.। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

মেণ্ডা ৭৬ পিচুটি।

মেরুশৃঙ্গে ৯৭ *সুমেরু শৃঙ্গে। দেব ঋষিগণের বাসের জন্য সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ডের মধ্যস্থিত মেরু পর্বতের কল্পনা। (দ্র. 'মেরু পর্বত'—ধ-পূ. বি, পৃ ২১১-১২)।

মেলশ্চ ৭ ∠ম্লেচ্ছ।

মেলা ১২৫, ১৩২ উন্মুক্ত কুঠুরি। খোলা।

মেলে ৯৯ সম্মেলনে।

মোনাম ৫২ মোলায়েম মিষ্টান্নবি.।

যজ্ঞশাল ৯৬ দৈত্যগণকে বধ করিয়া দেবগণ 'দৈত্য-সুই মহাযজ্ঞ' করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার রন্ধন করার প্রসঙ্গ (দ্র. বি. ম, পৃ ৫)।

যতিনি ১১৫ (=যতিনী)। স্ত্রী যতী। যতি।

যবনরূপে দিল্লীয়ে কৈলে ৭ মুসলমানরূপে দিল্লীতে করিলে।

যমদণ্ড যবন ২৭ *শমনদণ্ড তুল্য ভীষণ যবন।

যাএঃ ১২৭ যাইয়া। গিয়া।

যাত্রা করিএঃ বৈসেন ১১৮ ধর্মঠাকুর মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন।

যাত্রী-মেলে ৩৯ যাত্রিসম্মেলনে। যাত্রিগণের সঙ্গে।

যুধি ১১৭ (সং √যুধ্) যুদ্ধ।

যুধিষ্ঠির ৯৮ ধর্মরাজপুত্র। পঞ্চ পাণ্ডব একত্র হইয়া বল্লুকাকূলে 'মুণ্ড-বলিদানে' অর্থাৎ 'হাকন্দ সেবন' করিয়া ধর্মঠাকুরের ঘরভরণ পূজা করিয়াছিলেন। দ্র. ভূ.। (প্রসঙ্গতঃ দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ১৯৬ 'জুধিষ্টির'; রূ. ধ, ১সং, পৃ ২৭ 'যুধিষ্টির ভূপাল পূজিল তার পর')।

যেবাহ ৩১ যেই।

যোগী ১৪ যোগিবেশ ধারণ করিয়া বনবাসে যাও। ইহা রাজার প্রতি কবির জনান্তিক উক্তি হইতে পারে; অথবা ইহা যাদুনাথের জাতিবাচক হইতে পারে। সম্ভবতঃ যাদুনাথ জাতিতে 'যোগী' ছিলেন। দ্র. ভূ.।

যৌবনে ১১৫ যবনে।

রঘু ৭১ কালিদাস কৃত রঘুবংশ।

রঘুনন্দন ৪৯ রঘুবংশীয় রামচন্দ্র।

রঙ্কিণী ৮ বাসলী বা তান্ত্রিক দেবীবি.। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৩৬ 'বিশালাক্ষী')। ধর্মপূজা-বিধানে দেবী 'বাশুলির' বিশেষ পূজার বিধান আছে (পৃ ৩১)।

রাঁড়ি ১১২ ∠রণ্ডা। বাঁঝা। পুত্রহীনা অপরিণীতা স্ত্রী।

রাক্ষসী ২৯ ছদ্মবেশী চামুণ্ডা ভবানী।

রাখগা ১২৩ রাখ গিয়া। রাখগে।

রাজত ৫৯ (সং রাজতে) শোভা পায়।

রাজবল ১১২ রাজশক্তি।

রাজি ১২৬ সমূহ। নিখিল।

রানী ১০০ *পার্বতী। (দ্র. 'গণ্ডা বলিদান অভআ কৈল পান জবার মালা গলে দোলএ'—শূ-পু, পৃ ১২৯)।

রাম ২১ ই. (=রামাঞী)।

রামাঞি ৯, ২৩ ই. (=রামাই) পণ্ডিত। যাতুনাথ ইহাঁকে ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণের প্রকাশক এবং নিরঞ্জনের অবতার বা স্বয়ং নিরঞ্জন বলিয়াছেন। দ্র. ভূ.।

রুধিরশ্বর ১০৯ রুধিরের সরোবর। প্রচুর রক্ত।

র্যা কাড়ে ৪৭ রা কাড়ে। শব্দ করে। রা ∠ রাব।

লইতন ৭২ নূতন।

লক্ষী নারাঅণ ১২৪ স-কামিনী ধর্মঠাকুর (সম্বোধনে)।

লঙ্ঘন ১৩২ ব্যর্থ।

লএ ১২২ লইয়া।

লণ্ডিক ৭৬ *কুরণ্ড। কোরন্দযুক্ত।

লব কান্ধি ৬৭ (=লবণাদি*)।

লবাত ৫২, ১৩১ (ফা.) খেজুর গুড়ের পাটালী। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫২০ 'নবাত')।

লসান কাতি ৭৩ নিশিত বা শাণিত কাত্তান। লসান ('নশান' ∠ বৈদিক 'নিঃশান', 'রসান' ∠ রসায়ন—বি. ম, পৃ ৩৪৪)।

লহলি ৬৬ নূতন।

লাঙ্গল জোড়ি সৃজিলেন চাস ৭ হলধর অর্থাৎ বলরাম চাষ-আবাদের দেবতা। যাতুনাথের বর্ণনায় বলিতে হয়, বলরাম পৃথিবীতে চাষ-আবাদের স্রষ্টা বা প্রথম প্রবর্ত্তক। (তু. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৪৮ 'রেবতীরমণচরণচারিণী')।

লাবরা ৮৬ মাংসের ব্যঞ্জনবি.।

লিহে ২৯ √লিহ্। চাটে।

লীলায় ৭৬ অনায়াস বিলাসক্রীড়ায়।

লুইআ ৪৪ ∠ লোহিয়া ∠ রোহিতাশ ∠ রোহিতাশ্ব। (দ্র. র. ধ, ২সং,ভূ. পৃ ৫)।

লুইয়ার হাণ্ডি ৪৭ লুইধরের অনুকল্পে স্থাপিত ছাগমুণ্ডের হাঁড়ি। দ্র. ভূ.।

লুনি ৬৫ ননী বা লবণ। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ২৪, পৃ ১৫০ 'লুনী', 'লুণী')।

লুয়া ৪৭ (=লুইআ)। দ্র. 'লুইআ'।

লোকালোক ১১ লোকে লোকে অর্থাৎ পরস্পরে।

লোটন ৬২ খোঁপাবি.। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৫২ 'লোটন')।

লোয়াড়ে ৬৮ কুলের মতো অম্ল ফলবি.।

লোহ ১৪, ৪৬, ১৫, ১৩০ অশ্রু। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ৪৯, পৃ ১২৮ 'লোহ')। তু. 'লুয়া' (অশ্রু অর্থে) —দ. রা। লোভ। লক লক করা।

শকতি ৯ (=স-গতি)। গতি=ধর্মের সন্ন্যাসী ভক্ত। গতির বা ভক্তসন্ন্যাসীর সহিত।

শক্তিখান ৩০ অসিখানি। তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্বি— শ্রী-চ, পৃ ১৫৩। দ্র. 'পুনশ্চ'।

শঙ্কলি ৮৬ সম্পূর্ণ করিয়া। (∠সংকেলিউ∠সংকলিত —চ-প, পৃ ১৯১)।

শতদল কমল ১১০ (=-কমল)। শতদল পদ্ম। দ্র. 'পুনশ্চ'।

শরগণ্ডী ৫৫·শর ও ধনুক। গণ্ডী∠গাণ্ডীব।

শান্তিপুর ২৬ হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি শান্তিপুর,—(এই কথা যাদুনাথই প্রথম বলিলেন)।

শাশ্বত ৭১ শাশ্বত কোষ। সংস্কৃত অভিধানবি.।

শিকদার ৯ (ফা.) কর-সংগ্রাহক। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৫০ 'শীকদার', পৃ ৫৫৯ 'সিকদার')।

শুক্তার ঝোল ৬৬ ব্যঞ্জনবি.।

শুক্রবার নিরাহার ৩৩, ৪২ শুক্রবারে অনাহার। শুক্রবারে উপবাস করিয়া ধর্মপূজা করিলে ব্রতের পূর্ণ ফললাভ হয়। দ্র. ভূ.।

শুণ্ডা ৫৫ ∠শৃঙ্গ শুঁড়; শুক 7 শুয়া।

শুলে ৮৯ শুইলে, শয়ন করিল।

শূন ৭ ∠শূন্য।

শূন্য অবতার ৯৫ শূন্যমূর্তি। দ্র. 'পুনশ্চ'।

শূলপাণি শিব ১২৯ জৈন ঐতিহ্যে এক যক্ষের নাম শূলপাণি (শূলপাণি=যক্ষ=ধর্ম)। (দ্র. *S. B. E, vol. XXII, pp. 263-64*)। দ্র. ভূ.।

শোকুলি ৮৩ ∠শোকাকুলি।

শোষ ৫১ তৃষ্ণা।

শ্রাব্য ৭২ শ্রবণযোগ্য। বিশুদ্ধ।

শ্রীধর ১০৭ রামাই পণ্ডিতের পুত্র।

শ্রীধর্ম পাদুকা ১২১ ধর্মের পদচিহ্ন। গয়ার বিষ্ণুপদচিহ্নের অনুকরণজাত হইতে পারে। দ্র. 'পদচিহ্ন'।

শ্রীহরি ১০৩ (=ধর্মঠাকুর)।

ষাঠ্যারা ৭০ প্রসবের ষষ্ঠ দিনে করণীয় ষষ্ঠীপূজা। এইদিন রাত্রে বিধাতা নবজাতকের ভাগ্যলিপি লেখেন বলিয়া বিশ্বাস। (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ১৫ 'সাঠীহার')।

ষষ্ঠীপূজা ৭০ (আলোচনার জন্য দ্র. চি-প-স ১খ, 'জাতকর্ম')। ধর্মপূজা-বিধানে ষষ্ঠী-পূজার বিশেষ বিধান আছে (দ্র. পৃ ৩২, ১০৪-৫)।

সঁঅঁরণ ১১১, **স্মউরণ** ১০৮, **স্মঙরণ** ১০৯ স্মরণ।

সঁঅঁরিঞা ১২২ স্মরণ করিয়া।

সঁঅঁরে ১২২ স্মরণ করে।

সঙ্গতি ১৩০ সঙ্গী, সহযাত্রী। তু. 'সাঙ্গাৎ'—দ. রা।

সঙ্খে ৭ (=সঙ্খে, সংক্ষেপে) সমূহে।

সঞ্চে সঞ্চে ৮৭ সঞ্চয়পূর্বক।

সঞ্জোগ ২১, ৫৩, ৬৬ সংযোগ। উপকরণ। মিশ্রণ।

সতির ১১৪ সত্য নির্বন্ধ।

সদয়কায় ৬১ সদয়চিত্ত। দয়াবান্।

সদা ডোম ১২, ৫৯, ৬১, ৬২, ১০০, ১০১ দ্র. ধর্ম-ডোম। সদাশিবের অবতার। ইনি পুত্র-বলিদানপূর্বক ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। (তু. 'সদা-দান'—সতত অন্নাদি দান —ম, পৃ ১২৬)। দ্র. 'প্রবেশক', ভূ. ও 'পুনশ্চ'।

সদ্ম ৩ (সং) সদ্মন্। আবাস, গৃহ।

সনয়া ১০৮ স্বর্ণময়। সোনাময়।

সপ্ততাল ৩১ সাত তালগাছের প্রমাণবিশিষ্ট।

সপ্ত বিদ্যাধর ৫৪ বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুরের সপ্তসংখ্যক পারিষদ।

সপ্ত সূর্য ১১৪ কূর্মপুরাণে প্রলয়কালে সপ্তসূর্য উদয়ের প্রসঙ্গ (ঐ, উপরি, পৃ ৪১৯)।

সমাধি ২৭ কলিঙ্গদেশীয় বৈশ্য নৃপতি দ্রুমিলের পুত্র। তাঁহার ধনলোভী স্ত্রী-পুত্র তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। পরে (মেধস ঋষির উপদেশে) দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন। (দ্র. জী-কো, পৃ ১৯১৩-১৪)।

সম্পত্য ১০১ সম্পত্তি।

সম্ভারণ ৬৬ সম্ভার। সম্বরা। তু. 'পাঁচফোড়ন'—দ. রা।

সয়চান ৯৯ সঞ্চান ７ সেচান ７ সচান, সয়চান। শ্যেনপক্ষী।

সয়(া)ল ১, ৩৫, ৪৫ সকল। (তু. 'সঅল' চ-প, পৃ ১৯১)।

সরঘা ৫৯ মধুমক্ষিকা।

সরা ৬৮ (সং) শরাব। মৃৎপাত্রবি.। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৪৯ 'শরাব')।

সলি ১৫ শল্যবৎ বিরক্তিকর। ∠শল্য+। (চ-প, পৃ ১৯২ 'সলী'; শ্রী-কী, পৃ ৩১, ৪৩ 'সলি', 'সলী')।

সাগর রাজা ১২৭ সগররাজ। রামায়ণে ইঁহার কাহিনী সুপরিচিত।

সাগরে পূজিল নিরঞ্জন ৯৮ সাগরসঙ্গমে ধর্মঠাকুরের পূজা হইল।

সাঙ্গহীনি ৯৫ সঙ্গিহীন।

সাজনি ৪৯ সজ্জা।

সাধুন্যা ৪২ সাধনিয়া। রচয়িতা।

সানি ৪৪ ∠সানিকা (দ্র. বি-ম, পৃ ৩৪৮ 'সানি')। সানাই। তু. 'ঢোলসানি'—দ. রা।

সাম্যমূর্তি ৩০ সৌম্যরূপ, শান্তমূর্তি।

সাহিনি ১০৯ দ্র. 'সানি'।

সিদা-পত্র ৩৫ সিদ্ধ করিয়া খাইবার জন্য তণ্ডুলাদি।

সিদ্ধি ফলা ৭১ পাঠশালার প্রথম পাঠ। সিদ্ধি ও ফলা-বানান। (তু. সরহের চর্যা,—'সিদ্ধিরথু' ই.—চ-প, পৃ ; চি-প-স ২খ, পৃ ৫৫৯ 'সিদ্ধী')।

সিদ্ধি বানান ৩৬ দ্র. 'সিদ্ধি ফলা'।

সিয়া ১০, ১৮, ৬৯ ∠আসিয়া।

সির্জনে ১১৪ সর্জনে। সৃজনে।

সি(শি)অলী ১২৫, ১৩১ শেফালী। শিউলী।

সুমেরু পর্বত ১০৪ নাথপন্থের সুপ্রসিদ্ধ পরিভাষা। দ্র. 'মেরুশৃঙ্গে'। (দ্র. গো-বি, পৃ ২৭০ 'সুমেরু')। দ্র. ভূ.।

সুরথ ২৭ চন্দ্রবংশীয় রাজা চৈত্রের পুত্র। ইনি কোলাপুরীর অধিপতি হন। মেধস ঋষির নিকটে দেবীমাহাত্ম্য শুনিয়া দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেবীর আরাধনা করেন এবং তৎপ্রসাদে জন্মান্তরে সাবর্ণি মনু হন। (দ্র. ব-শ, পৃ ৩০২২)।

সুসার ৫২ সুমিষ্ট, মধুর।

সুস্থির ১১৭ ধীরভাবে। (তু. পুঁ-প ১খ, পৃ ১০ 'অহ হল্যো অস্থির সুস্থির কর্যা নয়')।

সূতিকা ৭০ ছয় দিনে আঁতুড় ঘরে (ষষ্ঠী) পূজা। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৬০ 'সুতিকা ষষ্ঠী')।

সূত্রী ৪০ একচিত্ত, একমত।

সূপেতে ৬৬ ডাইলে, ডালে।

সূর্য-অর্ঘ্য ৪৩ সূর্যের পূজায় প্রদত্ত অর্ঘ্য। গাজনের প্রাথমিক কৃত্য। 'হাথে অর্ঘ্য করিয়া দানপতি সূর্য পানে চাহে, সপ্তঘোড়া রথ গোশাক্রির অন্তরীক্ষে বহে।' (ধ-পূ. বি, পৃ ১২৪)। দ্র. ভূ.।

সেত পণ্ডিত ৩৪, ৯৯ সত্যযুগে ব্রহ্মার অবতার ধর্মপুরোহিত 'সেতাই'। দ্র. ভূ.।

সোন্ধা ৬৮ (সং) সুগন্ধ। সোঁদাগন্ধযুক্ত।

সোরব ১২৯ ∠সৌরভ।

স্যাপতে ৭ *সাপটে। উচ্চারিত উচ্চ কথায়।

স্বর্প ১৩২ *সর্প।

স্বান ১৬ কুকুর।

হং(ঙ)সরাজ ১১১, ১১৯ উলূক। *রাজহংস। (তু. 'হংশরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন'— ধ-পূ. বি, পৃ ২১৬)। দ্র. 'উলূক মুনি' ও ভূ.।

হংসরাজ ঘোড়া ৩৭ হাঁসা ঘোড়া। (দ্র. রূ. ধ, ১সং, ভূ. পৃ ৸০)।

হক ৩২, ১০০ *হক্কার। আহ্বান। ডাক। (*আ. হক্—সত্য। *অপ. হক্ক—হাঁক)। তু. 'ধর্মডাক'—দ. রা।

হকের গুড়ি ৩৩ *হাঁকের শব্দ। *সত্য-সঙ্কল্পিত পূজার ধুনাদি উপচারবি.।

হট ১১৩, ১২৬, ১৩০ (=হঠ)। বিরোধ। দম্ভ।

হটকারে ১২৬ সহসা বলপ্রকাশপূর্বক।

হটে ১৫, ৮০ ∠হঠে। কোপে।

হতবুধি ১৫ ∠হতবুদ্ধি।

হতযজ্ঞ ৯৩ যজ্ঞভ্রষ্ট। ব্যর্থযজ্ঞ। বিফলযাগ। তু. 'হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ'।

হনুমান্ ১১১, ১২৭ (=উলূক)। ধর্মঠাকুর ও রাম অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পাত্রত্রয়ের অন্যতম (দ্র. ধ-পূ. বি, পৃ ৯)। দ্র. ভূ. ও 'পুনশ্চ' (ভূ.)।

হরিচ(শ্চ)ন্দ্র ১০, ১৫ ই. চন্দ্রকেতুর পুত্র। আলোচনার জন্য দ্র. পু-প ১খ, পৃ ৮২; ম. এবং ভূ.।

হলই ৬১ হুলুধ্বনি।

হস্তবেস্ত ১১১ ∠অস্তব্যস্ত। অতিব্যস্ত।

:**হস্তি গলিঞা যাঞা** ১৩০ ইহা চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে 'কমলে কামিনীর' স্মারক।

হাওলে ১১ (আ.) হাভেলী। অন্তঃপুর। (দ্র. চি-প-স ২খ, পৃ ৫৬৩ 'হাবেলি')।

হাড় জড় করিয়া ৯৯ ইহা জৈন ঐতিহ্যে শূলপাণি যক্ষের অস্থিসঞ্চয়ের স্মারক। (দ্র. *S. B. E, vol. XXII, pp. 264*)। দ্র. ভূ.।

হাড়ি ১৮ হাড়িজাতির মধ্যে কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পণ্ডিত বা পুরোহিত। এখনও দক্ষিণ রাঢ়ে অনেক স্থলে গাজনে হাড়ির বাড়িতে ধর্মঠাকুরের কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। দ্র. 'প্রবেশক' ও ভূ.।

হাণ্ডি ৪৪ হাঁড়ী।

হাতসান ৪৫ হাতছানি।

হাথাড়িয়া ৭২ হস্তদ্বারা অনুসন্ধান করিয়া।

হাব্যাসে ১৭ (আ.) হ. বস্। ব্যাকুলতায়। প্রবল ইচ্ছায়। (তু. 'হাইবেশ'—দ. রা)। ∠অভিলাষ+আশা (বি. ম, পৃ ৩৫০)।

হামাকুড়ি ৭১ হামাগুড়ি। ∠হম্মতি+কুড্ডতি (বি. ম, পৃ ৩৫০)।

হিজলের কাষ্ঠ ৩৫ (সং) হিজ্জল। হিজল গাছের দৃঢ় ও লঘু কাঠ। দ্র. 'পুনশ্চ' (ভূ.)।

হিমসাগর ৩১, ৩২, ৪৬, ৫৫ বল্লুকা নদীর নাম। তু. বি-ম, পৃ ৯ 'জোকা নদী'; দ্র. পুঁ-প ২খ, পৃ ৩৯১ 'বল্লুকা-সমুদ্র', 'জলমূর্তি বিষ্ণু অবতার'। দ্র. ভূ.।

হিরুআএ ১৩২ তু. 'হিরু আস্থ' (ধ-পূ-বি, পৃ ২০৯) হের এস, হের আসিয়া; এস দেখ, আসিয়া দেখ।

হীর্যামন ৭৭ হীরা মণি মাণিক্য।

হুহুঙ্কার ২ হুঙ্কার। (দ্র. চ-প, পৃ ১৯৫ 'হুঁ ভব অগণা'; গো-বি, পৃ ২৭৩ 'হুঙ্কারে')।

হেঁষ্টমুখে ১০৭ হেঁটমুখ। অবনত বদন। (দ্র. 'হেট')।

হেট ১৩, ৫১ ∠হেট্‌ঠা ∠অধস্তাৎ। নীচু। নীচে।

হেট এড়্যা ৪৬ ভাঁটা ছাড়িয়া।

হেলাঞ্চা ৬৬ সং (হিলমোচিকা)। হিঞ্চে শাক।

হোগোল পাতা ৪৩ হোগলা পাতা। ছুরিকাবি. (হোগল পাতার সাদৃশ্যে)।

হোর ১৮, ২৯, ৫৬, ৯০ ∠হের। দেখ। ঐ যে। (তু. 'হেরি' —চ-প, পৃ ১৯৬; শ্রী-কী, পৃ ৪৬ ই. 'হোর')।

হোলা ৬৯ ধাত্রী মেনকাবতীর পুত্রের নাম। 'ঢিলে'—দ. রা।

পুনশ্চ

॥ প্রবেশক ॥

পৃষ্ঠা ১, ছত্র ৯। দ্র. বি-ভা-পুঁ, সং ১৪৫৪। পৃ ২, ছ ২৬-৭। দ্র. পৃ ১০৪, ছ ১-৩; ভূ. পৃ ৪৪ পা-টী ১, ২। পৃ ৩, ছ ২। আপৎস্তুত (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৬-৭৭):—বেদ বেদ করিআ ব্রহ্মা পর্ত্তাস্ত রৌল, কৌন কৌন বেদ পণ্ডিত য়বেক্ত বেক্ত করিয়া বৌল। সেসে ব্রহ্মা যবত য়ৌধে, উড়িয়া জায় হংস দুই পাক ছেদে। সেসে ব্রহ্মা বিদ্ধি ব্রহ্ম গগনমণ্ডলে শূন্যমণ্ডলে করেন ধ্যান, সেসে ব্রহ্মা জগত পুজিমান। ওষ্ঠ কণ্ঠ নাসিকা পয়ান প্রয়াণ উষ্মান উব্যান বারে বন্দিজ্ঞানে আনল পাপচ্ছেদ। সুন পণ্ডিৎ ইহাকে বলি ঋকবেদ। ওঁ দসমে স্থির কর পণ্ডিত রবিশশী উজান, মনে পবনে করি বিচ্ছেদ। আত্মা পরিচয় হইল্যে ইহাকে বলি জজুর্বেদ। ওঁ তিন তিউড়ী গস্তিমুখা ভাটা সমরস পবন উজাউ, চান্দে সূর্যে সমরস ভেলা। সুম বেদে হইলা গোসাঞি বিভোল ভোলা। চারি বেদ স্থাপিলেন অজান জান, পঞ্চ বেদ গোসাঞি নেহ পরমান। মনে পবনে শক্তি ধরি চাপি, ধর্মপ্রসঙ্গে আগমবেদ স্থাপি। ঋকবেদে ব্রহ্মা জজুবেদে বিষ্ণু সুমবেদে মহাদেব য়থর্ববেদে দেবী আগমবেদে ধর্ম (দ্র. ভূ. পৃ ২৫ পা-টী ১২)। শুন শুন পণ্ডিত ইহাকে বলি স্থানের আদি জন্ম। চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত আর পঞ্চ জন আয়া, তথি পাইল কমলের সন্ধি। য়োথাকার রবিসসি তথা হইলা বন্দি। সব্দের বাট সব্দের কুড়্যা, সব্দে রহিল এ তিন ভুবন জুড়্যা। সব্দ গেল নিসব্দের পাস। সব্দে নিসব্দে করিল গ্রাস। পঞ্চ বেদে ধর্ম তার করিল বর্ণন। বর দেন ঠাকুর সরূপনারান॥ ছ ৩। ঘরদেখা:—অথ ঘর দেখা লিক্ষ্যতে॥ আইস হে দানপতি জাইব ধম্মের ঘর, পাদুকা দরসনে জমের নাহি ডর। পশ্চিমেতে চন্দ্র দেখ পূর্বেতে সুরুজ, দক্ষিণেতে হনুমন্ত উত্তরে গোড়ুর। নাগ কূর্ম দেখ ধম্মের বিদ্যমান, সহিত উলুক পক্ষ ধরেছে উজান। গাইল পণ্ডিত রাম অনাদ্যের পায়, ভকত নায়কে ধম্ম হবে বরদায় (পল্লীশ্রী-সংগ্রহ, পুঁথিসংখ্যা ২৭৩)॥ ছ ঐ। হংসচরানো:— হংস চরান লিখ্যতে॥ ভাল গো ডমের কন্যা সরবর রাখ, শুহংস চরিয়া গেছে তাহা নাহি দেখ।… হাঁসাহাঁসি কেলি করে জত কমলের বনে, নেউটিয়া আইসে সেই শ্রীধম্মচরণে (ঐ ঐ)। ছ ঐ। ঘরভাঙ্গা, হাঁসাচরানা বা শরীর-বিচার-প্রসঙ্গ: (দ্র. নকুণ্ডা-পুঁথি, পৃ ৭৯ ক-খ— পল্লীশ্রী-সংগ্রহ সং ২৩৪)। ছ ১৪। সহস্রার পদ্ম (দ্র. বা-দে-ই, পৃ ১৫৩)। ছ ২৩, ২৭। সহজ-তন্ত্রে কুলপ্রসঙ্গে ডোম্বী ও চণ্ডালী (দ্র. ঐ, পৃ ১৫২-৫৩)। পৃ ৪, ছ ১-২। বায়ু ডোম্বী (দ্র. চ-প, পৃ ১৬৯)। কুণ্ডলিনী ডোম্বী (বা-দে-ই, পৃ ১৫৪, প্রবর্তক ১৩৬৫

বৈশাখ, পৃ ২৩)। বাঙ্গালা ‘হরমঙ্গলে’ ইনি মৎস্তবধকারিণী কোচনী। ছ ৪-৫। উদ্ধৃতি (নকুণ্ডা-পুঁথি, পৃ ৮৯খ)। ছ ৭। সদাডোমরূপ সদাশিব: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে রাজা ডোম্মনপাল ধর্মে ছিলেন পরম মাহেশ্বর (বা-দে-ই, পৃ ১৫৬-৫৭)। ‘ডোম্মনপাল’ নামটি তাৎপর্যপূর্ণ; সদাশিবরূপ সদাডোমের উপাসকস্বরূপে কৌলিক উপাধি হইতে এই নাম হইতে পারে। ছ ১১। ‘তন্মধ্যে চিত্রাণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা, তান্তন্তুপমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্। ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্ গ্রথনরচনয়া শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা, তস্যান্তর্ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবান্তসংস্থা’ (—পূর্ণানন্দ পরমহংসকৃত ষট্চক্র)। পৃ ৫, ছ ২। প্রত্যাবৃত্ত হংস :—ধর্মপূজাপদ্ধতির নকুণ্ডা-পুঁথির একটি পাঠ :—উড্যা জায় পরম পুরুষ নাঞি জায় দুর, ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে নিরঞ্জনপুর (পৃ ৮৮ক)। ইহার সহিত তুলনীয় গোর্খ-বিজয়ের,—নাহি জাএ পরমহংস নাহি জাএ দুর, ফিরি ফিরি আইসে হংস নিরঞ্জনপুর। কায়া সাধে মীননাথ করিয়া ধেয়ান, অধে উর্ধ্বে তালি দিয়া সাধয়ে ‘ধর্ম’ জ্ঞান (পৃ ১১৯) এবং ‘দেহান্তে পরমং স্থানং সুরৈরপি সুদুর্লভম্, প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ, তত্র গচ্ছতি গত্বাসৌ পুনশ্চাগমনং নহি, লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ (শ্রী-চ, পৃ [১৩])।

॥ ভূমিকা ॥

পৃষ্ঠা ২, ছত্র ২-৩। আধুনিক বর্ধমান সহরের পশ্চিমাংশে বিশাল সরোবর ‘কৃষ্ণসাগর’ (ব-রা, পৃ ৮) রাজা কৃষ্ণরামের এবং সহরের মধ্যভাগে ‘শ্যামসাগর’ (ঐ, পৃ ৪) রাজা ঘনশ্যামের স্মৃতি বহন করিতেছে। ছ ৩-৪। বলরাম ও কৃষ্ণরাম একই ব্যক্তির দুই নামও হইতে পারে। বলরাম (কৃষ্ণরাম) নিহত হইলে অরাজকতা উপস্থিত, বসুন্ধরায় কৃষ্ণরামের নাম লুপ্ত। তাঁহার কড়োরি (*Rent-Collector, Tax-Collector*)-ও অন্যের দাস। এই কড়োরিই বোধ হয় যাদুনাথের গ্রামেরও *Rent-Collector* ছিলেন। সেইজন্য কড়োরির কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত (শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান)। **পৃ ৭, ছ ৮।** ধ-পূ-বিতে (পৃ ২৫৭) ‘দৈবজ্ঞ তথা ধর্মপুরোহিত’ ধরা হইয়াছে গৃহভরণ স্থাপন সামগ্রীর তালিকায়; ইহা তাৎপর্যপূর্ণ,— দৈবজ্ঞেরা ‘শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ’। ধর্মপূজায় দৈবজ্ঞের বিশেষ স্থান স্বীকৃত হওয়ায়, ময়ূরভট্টের ঐতিহ্য ইহাতে মূলতঃ স্থানলাভ করিয়াছিল, মনে হয়। **পৃ ৯, ছ ৩১।** বর্ধমানের পবিত্রতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় ময়ূরভট্টের পুঁথিতে (বি-ভা-পুঁ সং ১২৯),—‘বাইস আস্তর ছত্তিশ পুরাণ তাহার মধ্যে শ্রীবর্ধমান’। **পৃ ১৬, ছ ৩০।** যাদুনাথের মতে, ধর্মঘরে বৈতরণী পার (পৃ ১৫২)

হইতে হইলেও, 'ধর্মপূজা-বিধানে' যম ও ধর্ম স্বতন্ত্র দেবতা (দ্র. পৃ ২৪৭ 'জম ধর্ম দুইজন বোগ্যা আছেন দেবসভায়')। ইহাতে মনে হয়, বাঙ্গালী হিন্দুর মনে একীকরণের ভাব অজ্ঞাতসারেই কাজ করিয়া থাকে। ধর্মঠাকুরে আমরা যমের ও ধর্মের যে অভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, উভয় দেবতার চারিত্রিক সাদৃশ্যে তাহা বিনা আয়াসেই ঘটিয়াছে। পৃ ১৮, ছ ২২। দেহস্থ সুষুম্না নাড়ীর ছয়টি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্যোপযোগী ছয়টি স্নায়ুকেন্দ্র আছে। সেই ছয়টি স্নায়ুকেন্দ্রই শাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র। সুষুম্নার অধোমুখস্থিত সর্বাধঃ স্নায়ুকেন্দ্রই মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ এবং ভ্রূদ্বয় মধ্যে সুষুম্নার উর্ধ্বপ্রান্তস্থ সর্বোর্ধ্ব স্নায়ুকেন্দ্রই আজ্ঞাচক্র। এই আজ্ঞাচক্রেই বা আজ্ঞাপদ্মেই বুদ্ধি বা চেতনা-শক্তির বাসস্থান। উর্ধ্বে মহাকাশে চিদানন্দময় সহস্রদল কমল অবস্থিত (প্রে-গু, পৃ ১৪৫; যো-গু, পৃ ৪৫-৫০ দ্র.)। গুচুড়্যা-পুঁথিতে বল্লুকাকে 'সপ্তপদ্মা সাগরসঙ্গম তীর্থ' বলা হইয়াছে (পৃ ১২৫ক)। পৃ ২০, ছ ২৮। তন্ত্রমতে, দিব্যদৃষ্টিলাভের সাধনার প্রধান উপকরণ, হিজলবৃক্ষের পত্র (তান্ত্রিক-গুরু, নিগমানন্দ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ২৬২ দ্র.)। পৃ ২৪, ছ ২৩। তু. ইসলামি 'কদম রসুল'। পৃ ২৫, ছ ১৬। কেঁউটে গ্রামে পরলোকগত বৃন্দাবন দে (তিলি) মহাশয়ের বাড়ীতে শীতলনারায়ণ ধর্মঠাকুর আছেন তাঁহাদের কুলদেবতারূপে। একই আসনে দেবতা 'দধিবামন' প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুর ধ্যানে ইহাঁর পূজা হয়। কিন্তু আসলে ইনি সূর্যদেবতা বলিয়া মনে করি। ধর্মঠাকুরের পরিকর সূর্যদেবতার আষাঢ় মাসের নাম 'দধিবামন' (দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ১৯৬)। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, তান্ত্রিক ধর্মপূজায় স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের সমান অধিকার (দ্র. বিশ্বসার-তন্ত্র,— 'আগমোক্তবিধানেন স্ত্রী শূদ্রশ্চৈব পূজয়েৎ')। পৃ ২৫, ছ ২৫। মূলাধারপদ্মের চতুর্দলের বর্ণ লোহিত, স্বাধিষ্ঠানের ষড়্‌দল পদ্মের বর্ণ পাটল, মণিপুরচক্রের দশ-দলের বর্ণ নীল, অনাহতের দ্বাদশ-দল পদ্মের বর্ণ লাল, বিশুদ্ধ চক্রের ষোড়শ-দলের বর্ণ ধূসর, আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল পদ্মের বর্ণ শ্বেত। আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রারে সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত (ত-প, পৃ ৪৭-৯)। ছ ৩১। সমরস:— কুলার্ণবতন্ত্রে আছে,— 'আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ, চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তি-সামরস্যসুখোদয়ঃ'।— চিৎ-চন্দ্রের ও কুণ্ডলী শক্তির পুনঃপুনঃ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গমনাগমনেই 'সমরস' সুখের উদ্ভব হয়। শিব ও শক্তি পরস্পর অভিন্নভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুস্যূত। তান্ত্রিক পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় 'সমরস' অবস্থা (ত-প, পৃ ৮৯)। ধর্মপূজাপদ্ধতিতেও এই পরিভাষা যথাযথ গৃহীত হইয়াছে। সমরসের ভাবই 'সামরস্য'। শিব-শক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট মিলনের নাম সামরস্য। এই সামরস্য-সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্ট শিবই পর ব্রহ্ম অর্থাৎ ধর্ম। পৃ ২৬, ছ ১৫। আত্মপরিচয়:—

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্বা সুনিশ্চিতম্, যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ, ত্রিকূটং কর্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতম্ (শিবসংহিতা, ৩, ৭৩-৭৪) ॥ ধর্মপূজাপদ্ধতি-মতে, ইহা 'যজুর্বেদ'। পৃ ২৬, ছ ৩০। শ্রীমতী সরমা মণ্ডলের বিবৃতি হইতে সংকলিত। পৃ ২৮, ছ ২৬। শ্রীরাজমোহন নাথ-লিখিত প্রবন্ধ 'ডোম্বী ও নেড়া-ব্রাহ্মণ' (প্রবর্তক, বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ ২২-২৫) দ্রষ্টব্য। ছ ২৭। শ্রীমান্ নৃত্যগোপাল বারিক তাঁহার আলপনা-সংগ্রহ হইতে এই তথ্যটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপূজার ও অন্য ব্রতের আলপনাতেও প্রধানতঃ ধর্মপুরাণের মর্মকথা অল্পবিস্তর রূপ পাইয়াছে, দেখা যায়। ইহা বৈদিক ও তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির পুরাপুরি প্রতিরূপ। ইহার সহিত তুলনীয়, চর্যাগীতি (চ-প, পৃ ৬০);—'সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ, মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ'। পৃ ৩৪, ছ ২৯। এবং কলিযুগে রামাই পণ্ডিত অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ তাম্র (মতান্তরে, 'রক্তবর্ণ'—ধ-পু-বি, পৃ ২২৬) ধারণ করিয়া নিত্য 'অজপা' জপ করেন (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ১১)। তাম্র আদ্যাদেবীর পুষ্পজাত। পুষ্প — রজঃ। রজঃ — সূর্য (তু. 'বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্যময়স্তথা, উভয়োর্মেলনং কার্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ'— শিবসংহিতা)। তাম্র সূর্যের শক্তিসম্ভূত। রামাই পণ্ডিত এই তাম্র ধারণ করিয়া নিত্য 'অজপা' জপ করেন। অনাহতপদ্মে জীবাত্মা অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথবা ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন (তু. 'সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা'—হংস-উপনিষৎ); হংসের বিপরীত 'সোঽহং' জীব সর্বদা জপ করিতেছে। ('একবিংশতিসহস্রষট্‌শতাধিকমীশ্বরি, জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্, বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ, অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তো ভবপাশনিকৃন্তনী'— শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী)। শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়। শ্বাসবায়ুর নির্গমনের সময় হং ও গ্রহণসময়ে সঃ এই শব্দ ধ্বনিত হয়। হং শিবস্বরূপ এবং সঃ শক্তিরূপিণী। 'হংস' শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন, শিব-শক্তির বা পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, সুতরাং আত্মসম্পূর্তি। হংসই জীবের জীবাত্মা, ইহাই 'অজপা' (যো-গু, পৃ ৩৭)। ইহাঁর ধ্যান,— 'গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপরূপং তিমিরান্তকারম্, পশ্যামি তং সর্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্'। পৃ ৩৬, ছ ১৪। 'শূন্যশাস্ত্র' (বেঙ্গা-পুঁথি হইতে সঙ্কলিত):— ত্রিভুবন না ছিল না ছিল আকার, অগ্নির উচ্ছল ছিল ঘোর অন্ধকার। ঘোর অন্ধকারে সভে দেবাদেবি নাঞি, শূন্যরূপে সনাতন আছিল গোসাঞি। .. আত্মার বিহনে জন্ম নহে শুদ্ধ কায়া, যোগের কিরণ দেখি তায় হইল ছায়া।... পঞ্চরূপ অনিল করিল নিরাঞ্জন, এহাকে সেবনে ভাই ভূত পঞ্চজন। প্রাণ আত্ম হইল তাহে আপনি প্রধান, আপনি করিল হরি সৃষ্টির নির্মাণ।... চক্ষু মেলি চান ধর্ম তেজ জ্যোতির্ময়, আনলে দিলেন ঝাপ ধর্ম মহাশয়। অগ্নিরেণু ভক্ষণ করিল প্রভু ধর্ম, সেই অগ্নি ভক্ষিয়া হইল শ্বেতবর্ণ। রূপের আকার ঘোচে ঘোর অন্ধকার, শূন্যেতে আসন কৈল প্রভু করতার।...

অনাদি ঈশ্বর জার আদি অন্ত নাঞি, পরম পুরুষ সেই পুরান গোসাঞি। কোথা হতে জন্ম তার কোথা বাপ মা, কে দেখেছে মুরতি কেমন হাথ পা। নাক মুখ শ্রবণ মুকতি কেশজাল, শূন্য মুরতি ধর্ম পরম দয়াল। সর্বভূতময় হরি ঘটে ঘটে ফেরে, এক কূট ছাড়ি গিয়া আর কূট ধরে। জন্ম দিয়া কোলে কোলে পুন সে বাহরি, তাহার মহিমা কেবা বুঝিবারে পারি। কোন রূপে কেবা তার অন্ত পায় নাঞি, অতএব নাম তার অনাদ্য গোসাঞি।… সর্বদেবময় হরি হইল প্রকাশ, রচিল পণ্ডিত রাম অনাদ্যের দাস। রামাঞির বাক্য কথা শুনহ গোসাঞি, বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইল এই ঠাঞি। পৃ ৩৭, ছ ৩১। বরুণের প্রহরণ শঙ্খ (শ্রী-চ, পৃ ৪৫)। তান্ত্রিক দক্ষিণাচারের সাধনায় মহাশঙ্খের মালাতে (নরাস্থিমালা) জপ করিতে হয় (ত-প, পৃ৫১) সম্ভবতঃ অনাহতপদ্মে। ধর্মপূজা-বিধানেও ইহার ইঙ্গিত আছে,— 'কমলে ভর কোরি সঙ্খ সাজন্তি পানি, দক্ষিণাবর্ত সঙ্খ সদ্ধ প্রাণি (পৃ ২৫৬)। পৃ ৪০, ছ ২৮। পুঁথিখানির শেষ মালিক ছিলেন শ্রীগোবর্ধন পণ্ডিত (বাগ্‌দী), গ্রাম আরসোল, পোষ্ট ময়নাপুর, জেলা বাঁকুড়া। পণ্ডিত মহাশয় নিজে ধর্মমঙ্গল গান করেন এবং বাড়ীতে ক্ষুদিরায় ধর্ম, পঞ্চানন ধর্ম ও বুড়ো ধর্মের পূজা করেন। পৃ ৪৪, ছ ৫। আলোচ্য পুঁথিখানির সাহিত্যিক মূল্য অসাধারণ, নাটকীয় পরিকল্পনা প্রথম শ্রেণীর এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বহুবিধ। মূলগ্রন্থ-রচনার সময়ের অর্থাৎ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের স্বল্পকালের অর্থাৎ মাত্র ৪৪-৫ বৎসর পরের, ১৭৩০-১ খৃষ্টাব্দের প্রতিলিপি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায়, ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তো বটেই, সপ্তদশ শতকের, এমনকি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও চর্যাপদের অনেক বৈশিষ্ট্যও ইহাতে বর্তমান। শব্দপ্রয়োগ, পদবিন্যাসরীতি, আপ্তবাক্য, প্রবাদ-প্রবচন, শব্দের সুষম ও বিশেষ ব্যবহার এবং রাগরাগিণী, ছন্দঃ ও ধ্বনিগত প্রচুর বৈশিষ্ট্য ইহাতে লক্ষিত হইবে। যথাস্থানে মোটামুটি সে-সব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। মূল প্রতিলিপি হইতে সম্পাদনার সময়, পুঁথির পাঠ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়াই, মাত্র তৎসম শব্দাবলীর বানান সংশোধন করা হইল। ছ ১১। শিবসংহিতা-মতে,— দেহেঽস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ, সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ। ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা, পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ। সৃষ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ, নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ।— প্রসঙ্গতঃ ধর্মপূজা-পদ্ধতিতে 'পিণ্ড'-ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয় (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৭)। পৃ ৪৫, ছ ৯; পৃ ৫৮, ছ ১৪। তু. মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে চণ্ডীর স্বরূপ ;— হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি, কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে। ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি, মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে (শ্রী-চ, পৃ ১৮৫-৮৬)। পৃ ৪৫, ছ ১০।

প্রহরে প্রহরে অর্থাৎ 'দোজ প্রহর' বা 'নিশাভোগ' রাত্রি ই.,—ইহা হাকণ্ড-সেবনে দণ্ডে দণ্ডে আত্মাহুতি দানের সাদ্ধ্যভাষ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কল্পে কল্পে দেবীপূজার অনুকরণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, মনে হয়। রাত্রি দুই প্রহরের পর দুই মুহূর্ত পর্যন্ত মহানিশা। ('অর্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্তদ্বয়মেবচ, সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদ্দত্তমক্ষয়ন্ত বৈ'— তান্ত্রিক-গুরু, পৃ ১৮৭ দ্র.)। পৃ ৪৫-৪৬, ছ ৩৪ই.। খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত পাহাড়-পুরের মন্দিরগাত্রে একটি মনুষ্যমূর্তি বামহস্তে মস্তকের শিখা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারির দ্বারা নিজের গ্রীবাদেশ কাটিতে উদ্যত এরূপ একটি দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে (বা-দে-ই, পৃ১৪৫)। আমি ইহাকে হাকণ্ড সেবনের প্রাচীনতম পাথুরে প্রমাণ বলিয়া মনে করি। পৃ ৪৬, ছ ১২। নির্বাণ :—নির্গুণ ব্রহ্মত্ব বা পরম শিবত্ব লাভই 'নির্বাণ' শব্দের আগমসম্মত অর্থ (ত-প, পৃ ৯৭) এবং চতুর্দশ ভুবন মধ্যে 'ব্যাপিত' ধর্মের শূন্যতা-ধ্যানই ধর্মপূজা-বিধানের 'আগমনির্ণয়' বা 'সন্ধি-বিচার' (পৃ ২১১-১২)। ছ ১৩। দক্ষিণ রাঢ়ে এখনও শিবের গাজনে ঘট তুলিবার সময় পুকুরঘাটে সন্ন্যাসীরা অর্ক বা আকন্দ-ফুলের মালা গ্রামের মানী ব্যক্তিদিগকে দান করেন।—এই মালা 'ঘেটো মালা' নামে পরিচিত। পৃ ৪৭, ছ ২২। 'অনাদ্যের পুথির' মূল-রচনা প্রাচীনতর হইলেও, প্রাপ্ত পুঁথির আনুমানিক বয়স অষ্টাদশ শতক। ইহা বাঁকুড়া-সীমান্তে পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলের পুঁথি। সেইজন্য ধ্বনি ও পদবিচারে আঞ্চলিক উপভাষার পুরাপুরি বৈশিষ্ট্য ইহাতে বর্তমান। 'শব্দকোষ' অংশে ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পৃ ৪৯, ছ ২২। পবননন্দন হনুমান্ :— কৃষ্ণদাস তাঁহার হরমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—শিবের বৃষ আর দুর্গার বাঘ লইয়া লাঙ্গলে জুড়িয়া হালুয়া হনুমান্ দাঁড়াইল 'যেন পর্বত ত্রিকুট' (পুঁ-প ২খ, ভূ. পৃ ২৯)। ডোমেদের গানে আছে,—'পাহাড়ে পর্বতে হনু ভাবে চারি কোণ' (*I-F-L, Jan-Mar 1958, p 41*) এবং 'ছাড় পন্থ পবনকুমারী সো হনুমান্ রাজপন্থ ধরি' (ঐ ঐ ঐ)। হনুমান্ সপ্ত চিরজীবীর একজন (যো-গু, পৃ ২৩৮) এবং (মারুত = মারুতি) কায়ানগরের রাজা (ঐ, পৃ ২০২)।— এই সকল উক্তিতে, কায়যোগসম্মতভাবে স্থূল শরীরজ্ঞান মুক্ত হইয়া, ত্রিবেণী-সন্ধিতে বায়ু রুদ্ধ করিয়া, সহস্রারে গমনের ইঙ্গিত আছে, মনে করি। পৃ ৫২, ছ ২০। উলুটি ;—মাটির দেহারার গাত্রে 'অবতার লেখার' প্রসঙ্গ হইতে 'ফ্রেস্কো' বা দেওয়াল-চিত্র অঙ্কনের প্রচলন, প্রমাণ হয়।

॥ রবীন্দ্র-বাণী ॥

ছত্র ২। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতির ও আচার অনুষ্ঠানাদির বিবরণ ব্যাপকভাবে সংগৃহীত হওয়া উচিত। খড়িয়া, জুয়াঙ্গ, বোন্দো, ভূঁইআ, ওরাং, মাল, পাহাড়িয়া ইত্যাদি আদিবাসী জাতির ধর্ম 'ধরম দেওতা,' 'ধর্মেশ', 'ধরম গোসাই', শবর

লোধাদের 'গোয়াম্ ধরম্' (তাঁহার জাগের পূজা) ইত্যাদির সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রাখা গেল। তবে কিরাত জাতির ধর্মবিশ্বাসের মূলেও মদীয় নির্ণীত সূত্র যে প্রকৃত ব্যাখ্যার সন্ধান যোগাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ঘ ৪)। ধর্মপূজার প্রচলন আছে সমাজের সকল স্তরেই। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঘটিয়াছে নানা মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ; ইহার ফলে, গোষ্ঠী ও সমাজভেদে নানা বিশ্বাস, নানা লোকাচার ও নানা সমাজাচারে মিশিয়া গিয়াছে তান্ত্রিক বৈদিক জৈন বৌদ্ধ শাক্ত বৈষ্ণব ইসলামি কৃত্যাদি ও আর্যেতর বীভৎসতাদি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ধর্মপূজার মধ্যে। তবুও তাহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ধর্মপূজার মূললক্ষ্য যে অভিন্ন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। স্থানকালপাত্র-নির্বিশেষে একই ভাবরূপ কাজ করিতেছে ভৌগোলিক বাধা লঙ্ঘন করিয়া।

॥ মূল ॥

পৃষ্ঠা ৩১, ছত্র ১৬। সদাই সহায় ই.:—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে (শ্রী-চ, পৃ ২০) স্মরণ করায়। **পৃ ১২৭, ছ ১২।** মুখের আনল উঠে উপর গগনে। সেই অগ্নি পড়ে যাঞ বৈকুণ্ঠ ভুবনে… :— ইহা বিষ্ণুপুরাণে 'কৃত্যা সৃষ্টি' প্রসঙ্গের অনুরূপ (তু. ইত্যুক্তাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজ পুরোহিতাঃ, কৃত্যামুৎপাদয়ামাসুর্জ্বালা-মালোজ্জ্বলাকৃতিম্ (বঙ্গবাসী, প্রথমাংশ, ১৮।৩০)।

॥ শব্দকোষ ॥

॥ টীকা-টিপ্পনী ॥

পৃষ্ঠা ১৩৭, ছত্র ৮। অজগর:—দক্ষিণ রাঢ়ে এখনও বহুস্থলে ধর্মঘরে জীবন্ত শ্বেত গোখুরা সর্প পরিদৃষ্ট হয় এবং এই সর্পকে ধর্মের বাস্তুসাপ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। যোগশাস্ত্রে, উদ্গারাদি 'নাগ' বায়ুর গুণ ('উদ্গারাদিগুণো যস্ত নাগকর্ম সমীরিতং'—যো-শু, পৃ ৩৪, ৩৫)। **পৃ ১৩৮, ছ ৫।** অষ্টাদশভুজা:— পরম শিবের ক্রিয়াশক্তিরূপা মহালক্ষ্মীর ধ্যানে তাঁহার আঠারোটি প্রহরণ-ধারণের কথা আছে, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে—পৃ [২৬]। **পৃ ১৩৮-৩৯।** ঢুমলি:—ছোটবৈনান (বর্ধমান) গ্রামের শ্রীমেতরচন্দ্র গাঁদরোব (রুইদাস) ঢুমল বাজানার বোলের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহারা এখনও এই কৃত্য করিতেছেন। **পৃ ১৩৯, ছ ৩০।** আহিরাণ্ডি:—দক্ষিণ রাঢ়ে ইহাকে এখন বলা হয় 'আকভাঁড়'। **পৃ ১৪০, ছ ১৭।** ছোটবৈনান (বর্ধমান) গ্রামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রত্যক্ষ বিবরণ হইতে। **ছ ২৪।** ইঁহার নূতন প্রস্তরমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (দ্র. দৈনিক আ-বা-প, ১৭ জুলাই ১৯৫৮)।

পৃ ১৪২, ছ ১৩। কড়োরি:—দেওয়ান বা সেনাপতি নহে। কড়োরি=কড়ুরী, রাজকর্মচারী যিনি কর সংগ্রহ করেন। *Tax* কিংবা *Rent-Collector*. রেকর্ডে পাওয়া যায়, হুগলী হইতে নন্দ কড়ুরী, কৃষ্ণ কড়ুরী, শ্যাম কড়ুরী প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে তিনটি গ্রামের কর আদায় করিয়া লইয়া যাইতেছেন। 'শিকদার' ইত্যাদির মতো একটিও এখন একটি উপাধি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার বহুবাজারে এক কড়ুরী বংশ এখনও আছেন। অন্যত্রও থাকা সম্ভব (শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবরণ হইতে)। পৃ ১৪৩, ছ ১০। তু. 'কোঙ্গা'—দ. রা। ছ ১৩। দক্ষিণ রাঢ়ে 'বাদাবাদী' তরজা গান হয় শিবঠাকুরের নিকট। ইহার বোলানে শিবের কুকুরের প্রসঙ্গ আছে। ছ ১৬। তু. 'কুড়কুষ্ঠ'—দ-রা। পৃ ১৪৩-৪৪। কূর্ম:—সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর সর্ববিধ অনিষ্ট নিবারণের জন্য মেয়েদের মাথার উঠিয়া-যাওয়া চুল চূণ মাখাইয়া পুটুলি করিয়া কচ্ছপের খোলের সহিত গাভীর শিংয়ে বাঁধিয়া দেওয়ার এখনও রেওয়াজ আছে দক্ষিণ রাঢ়ে। পৃ ১৪৪, ছ ২৪। খুটা অর্থাৎ হাড়িকাঠে বলি হইয়া পশুকুল হইতে মুক্ত হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তন্ত্রমতের কুলীন হাড়ি-চণ্ডাল যেন সাধকের ঐহিক জীবনের শাসক ও শোধক (তু. প্রবেশক, পৃ ৩-৪)। এইজন্যই হাড়িকাঠে বলি হইয়া পশুকুল হইতে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজন, মনে হয়। পৃ ১৪৬, ছ ৯। বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচারে বাহ্যপূজায় উপাসনার অঙ্গরূপে পঞ্চতত্ত্বের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটি বস্তুর নামের আদিতে 'ম' অক্ষরটি থাকায় ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম মকার। চিড়াভাজা ছোলাভাজা লুচি ইত্যাদি মদ্যের চাটরূপে ব্যবহার্য বস্তুর নাম মুদ্রা (ত-প, পৃ ৫৬)। সুতরাং ধর্মঠাকুরের নিকট নিবেদিত চনাভাজা, পিষ্টকাদি—এই মুদ্রার অনুকল্প, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ছ ২২। যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা, চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি (শ্রী-চ, পৃ ১৩৭)। পৃ ১৪৭, ছ ৭। ছোটবৈনান (বর্ধমান) গ্রামের শ্রীকেশবচন্দ্র পাত্রের বিবৃতি হইতে। ছ ১৪। ধ-পূ-বিতে (পৃ ৭৫) 'দিব্য পত্র বিনির্মিত' ধর্ম-ছত্রের উল্লেখ আছে। সেঁজুতি, লক্ষ্মীপূজাদির আলপনাতেও পাদুকার উপরে চন্দ্রাতপাকৃতি ছত্র আঁকা হয় (শ্রীমান্ নৃত্যগোপাল বারিকের আলপনা-সংগ্রহে ইহার প্রমাণ আছে)। ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অদ্বিতীয় রক্ষক,—এই ধারণা হইতে ধর্মঠাকুরের ছত্রের কল্পনা আসিয়াছে, অনুমান করি। ছ ২৮। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'জয়ঘণ্টা', 'জয়যাত্রা' ইত্যাদি শব্দের অনুকরণে এই শব্দ সৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। পৃ ১৪৮, ছ ৭। দক্ষিণ রাঢ়ের কোন কোনও স্থানে ইহা নীল-চণ্ডীর বিবাহ-রাত্রি। সারা রাত্রি জাগিয়া অনুষ্ঠিত এই কৃত্যের নাম 'রাত গাজন'। এই সময় গীত হয় তরজা। ছ ১৫। কূর্ম-পুরাণে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে (দ্র. কূর্ম, পূর্ব, ৩৯, ১-৪৭)। পৃ ১৪৯, ছ ৯। এই বিবরণ

ছোটবৈনান (বর্ধমান) গ্রামের শ্রীযুক্ত কালীপদ পণ্ডিত (রজক) মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তিনি সেহারা গ্রামের (বর্ধমান) রামকান্ত রায়-পূজিত ধর্মঠাকুর বুড়ো রায়ের পূজক পণ্ডিত। এখনও সেহারা গ্রামে প্রতি বৈশাখ-সংক্রান্তিতে তিনি নিয়মিত ঘরভরণ বার্ষিক গাজন করাইয়া থাকেন। তিনি 'জিহ্বাভেদন' অনুষ্ঠান করান হাকণ্ডে 'নবখণ্ড' পূজার অনুকল্পরূপে। (ইহার সহিত তু. গুচুড়্যা পুঁথি, পৃ ১২১খ)। পৃ ১৫১, ছ ৮। তু. 'নালিচ গচ্চা',— বারো শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য (বা-সা-ই ১খ, ২সং পৃ ৫৩)। ছ ৯। পাঁচমিশালী আনাজের তরকারী। পৃ ১৫২, ছ ৪। দ্বারযুক্ত। পৃ ১৫৩, ছ ১২। নাবর :— ধৃষ্ট। শ্লথতা অর্থে 'লাবর'— দ-রা। ছ ১৪। মধুকৈটভ নামে প্রসিদ্ধ অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াই ব্রহ্মাকে নিহত করার নিমিত্ত উদ্যত হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিসরোজে অবস্থিতি করিলেন (শ্রী-চ, পৃ ২৩)।— মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল এই ধারণাই, মনে হয়, রূপান্তর লাভ করিয়াছে ধর্মপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে এই 'নাভিমৈলের' অবতারণায়। পৃ ১৫৪, ছ ১৭। রাজার পাঁচজন পদিক। পৃ ১৫৫, ছ ২৭। ∠পট্টাবার। পর্দাযুক্ত অন্তঃপুর (বি-ম, পৃ ৩৩৩)। পৃ ১৬০, ছ ১৬। এই বিক্রমপুরে অতীশ দীপঙ্করের বাস ছিল বলিয়া প্রবাদ (দ্র. পুঁ-প ২খ, ভূ. পৃ ১৫) আছে। ইহা ঢাকা-বিক্রমপুর নহে, ধর্ম-ঐতিহ্যের 'গুজরাটি-বিক্রমপুর' (দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ১৫৫)। এই বিক্রমপুর-'গুজরোট' বর্তমানে আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত, ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের উল্লিখিত, দামিন্যার সন্নিহিত এবং 'হাসনহাটির' অদূরেই। পৃ ১৬৪, ছ ১৭। পশ্চিমবঙ্গে বনেদী গৃহস্থবাড়ীতে (হুগলী জেলার আরামবাগের সন্নিহিত, কুলকী গ্রামের মণ্ডল-বাড়ীতে অনুসন্ধেয়) 'মুক্ত' নামক পুষ্করিণী থাকে, ধর্মের রথঘরের সন্নিকটে, ধর্মের মুক্তা ('মুক্তিময়ী ধর্মকান্তা'—গুচুড়্যা-পুঁথি, পৃ ১২১খ) স্নান করাইবার জন্য (দ্র. ভূ. পৃ ২৬, পা-টী ৭)। 'জলরি' বা 'জলহরি' (∠জলভরিক) পুকুর থাকে ধর্মের ঘট ভরিয়া তুলিবার জন্য। পৃ ১৬৭, ছ ৯। দেবীকে অগ্নি দিয়াছিলেন 'শক্তি' নামক আয়ুধ ('শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাসনঃ— শ্রী-চ, পৃ ৪৫)। ছ ১২। ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে 'শতদল কমল' সৃষ্টির স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। হাকণ্ড সেবনের সময় লাউসেন নিজ অঙ্গের মাংস কাটিয়া ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে যখন দণ্ডের আগুনে আহুতি দিতেছিলেন তখন 'প্রভুর ইচ্ছায় হল প্রবল অনল, সেই মাংস পুড়ে হল পদ্ম শতদল। প্রভুত হইল পদ্ম উঠিল গগনে, বৈকণ্ঠে পড়িল গিয়া প্রভুর চরণে (শ্রীধম, পৃ ২১০)। ছ ২৩। যোগশাস্ত্রানুসারে শূন্যতা-প্রাপ্তির পন্থা এই,— 'গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরম্, ততস্তু নাদয়েদ্ বিন্দুং ততং শূন্যালয়ং ব্রজেৎ (যোগশাস্ত্র)। ইহার সহিত তুলনীয় 'ধর্মপূজা-বিধানের' (পৃ ১৮৯) 'আদিগ্রান্থি ব্রহ্মগ্রান্থি শিবগ্রান্থি মূলে, বোত্তিষ শঙ্খ ফুকরন্তি বল্লুকা নদীর কুলে'। (তু. মণিপদ্ম—

ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতপদ্ম=বিষ্ণুগ্রন্থি, আজ্ঞাপদ্ম=রুদ্রগ্রন্থি)। পৃ ১৬৮, ছ ১৭। এই সদাডোমরূপ সদাশিবের বাস সহস্রারে। তন্ত্রবচন,—'মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ, তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে' এবং তন্ত্রমতে, এই বিশ্বের ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্বের তৃতীয় তত্ত্ব 'সদাশিবতত্ত্ব'। এই জগৎকে যিনি আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তিনিই সদাশিব (ত-প, পৃ ৭০, ৮১); যাদুনাথের মতে, ইনি ধর্মডোম বা সদাডোম। ভৈরবযামলে আছে;—এতৈর্বদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ,— অর্থাৎ ঘৃণা শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্‌সা কুল শীল মান—এই অষ্টপাশে যে বদ্ধ তাহাকে পশু বলা হয় এবং এই পাশসমূহ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব বা নগরবাহিরের সদাডোম।

॥ স্বীকৃতি ॥

'যাদুনাথের ধর্মপুরাণের' পুঁথিখানি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বভারতীর পুঁথিবিভাগে দান করিয়াছেন। 'অনাদ্যের পুথির' মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র পড়িৎ। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-কার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত গ্রন্থের আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ইহার উপযুক্ত মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাঁদিগকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

পাঠ পাঠান্তর শুদ্ধি

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর	শুদ্ধি
৪		৩	কুণ্ডলিনীর			ধর্ম-কুণ্ডলিনীর
৯		১	পুঁথিসংথ্যা			পুঁথিসংখ্যা
১০		১৪	*Folk,*			*Folk*
		১৬	*Secred*			*Sacred*
৭		২৩	চট্টোপাধ্যায়ের			চট্টোপাধ্যায়
৭৭		৩০	মৃখের			মুখের
৭৬		২৮	ইহ্			ইহা
২০		১৯	'বুর্হিত্র'			'বুহিত্র'
২৬		২৬	১৭৭			৭৭
			২৮			১২৮
৩৬		২০	ধম পন্থে			ধর্মপন্থে
		৩০	এ			এই
			সূক্ষ্মরপ			সূক্ষ্মরূপে
৩৭			অবশিষ্ট			তিন
			'চম্পা'			'চম্পা' ও 'পৃষ্টিচম্পা'
৪০		১৬	স্তুপটি			স্তূপটি
৪৬		৬	'সুষুম্ন			'সুষুম
৪৫ পর্যন্ত			শীর্ষক 'ষদু'			যাদু
১	১	৮	নিয়ম		*নিগম	
		১৯	বৈকুণ্ঠ	বৈকণ্ঠ		
		২৩	তণ্ডুল	তণ্ডল		
২		৩	বটে			রটে
৩		১৩	শোভিত	শুভিত		
৪		১৪	মণিময়	মুনিময়		
৫		১৫	মানসী			মালসী
		১৭	লোটনা			নোটনা
		১৯	দুঃখিত	দুখিত		

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর	শুদ্ধি
৫	১	১৯	স্তুতি	স্তুতি		তুড়ী
		২৫	দেব ত্রি	দেব ত্রি		দেবক্রি
			কুচস্বামী	কুচশামি		কুহূ শ্যাম
৭		২৬	শূন		*স্থন[র]	
৮		৯	মৃদঙ্গ		*চামর	
		২২	জেড়ুরের		*জোড়ুরের	
		২৪	হাসনে[র]	হাসনেন		
	২	১২	বান্যার	বাল্যার		
		২০	পড়ি	পতি		
		২২	ভাণ্ডা[র]দহে	ভাণ্ডাদহে		
৯	১	১২	লভি			নতি
		১৬	তুনিয়া	দনিয়া		
		২৪	দণ্ড পরঙ[মুই]		*দণ্ড[বৎ]পরঙ	
	২	৩	শকতি	সকতি	*শ গতি	
		১৫	রিপুবর্গে			বিপ্রবর্গে
			করবি	করবি		করোড়ি
১০	১	৫	করবী	কবোরি		ঐ
১৩	২	৩	পক্ষ্যানী			পক্ষালি
১৫		১	আটকুড়া	আটুকুড়া		
৩৮	১	১৮	বার		[বারে]	
			সকল দেবতার			সকল দেবতার পুরে
		১৯	পুরে রাজা			রাজা
৩৯	২	৩	যাত্রীগণ			যাত্রিগণ
৪০	১	৭	ঐ			ঐ
৪৫		৪	কান্দ			কান্দে
৫৯		৩	রাজে ৩			বাজে ৩
৬৬		১৭	লহনি			লহলি
৭১		২২	সিদ্ধি কলা			সিদ্ধি ফলা
৭২		২	অনোরোধ			অনোবোধ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর	শুদ্ধি
৭৫	১	১০	জন্ম করিয়াছেন প্রভু	-		জন্ম করিয়াছেন প্রভু ধর্ম
		১১	আছে			পদচিহ্ন আছে
		২১	উশ্চশ্বরে			উশ্চস্বরে
৭৭		৩	পুয়ান			পুয়াল
৯৮		১৪	ভগীরথী			ভাগীরথী
৯৯		১৬	তৎ		তত্ত্ব	
১০০		৯	দিয়া			দয়া
১০৩	২	৬	দেবা			দেখা
		১১	উল্লাস			উল্লাস
১০৭		৪	দেখি			দেখে
		৫	আছি			আছে
১১০		১৬	স্মরহ একল		*স্মর হএ কন	
১২৯		২	চুমলি			ঢুমলি
১৩৭	...	৯	১°১			১৩১
১৩৯		২	মৃত্যু			মৃত্যু
			শবদেব		শবদেহ	
		৬	তু.			তু.
১৫২		৭	শ্বেতবদনা।			শ্বেতবদনা। দ্র. ভূ.।
১৫৭		১১	জীবাত্মা			জীবাত্মা
১৬৩		১৯	মহানন্দ জোড়া	মহানাদ জাড়া		
১৭০		৭	কথায়			কথায়
১৮০		৫	একটিও			এইটিও